প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা ১৩৬৫
১৪ জুলাই ১৯৫৮

প্রচ্ছদপট অঙ্কন : খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক : রথীন্দ্রকুমার পালিত
প্রকাশন সচিব
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রণ : শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন)
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

'তিনি ইহাও জানিতেন যে, সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায়, কিন্তু কৃত্রিম শাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।'

'তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে॥'

বাবা ও মা-কে

ভূমিকা

নেপালে বাঙ্গালা-মৈথিলী নাট্যকর্মের সংবাদ আমাদের অজানা ছিল না। নেপালের রাজদরবার গ্রন্থাগারে এই সব নাটকের পুথি রক্ষিত আছে। কিছু পুথি বিদেশে চলে যায়। জার্মানীতে রক্ষিত সে-রকম দুটি পুথি প্রকাশ করা হল।

নেপালের নাটগীতি সম্বন্ধে পূর্বাচার্যদের আলোচনার মূল্যবান্ অংশ-বিশেষ আমার আলোচনায় স্বীকৃতিসহ গ্রহণ করেছি। পুথি দুটির সম্পাদনা সূত্রে কিছু নূতন কথাও মনে হয়েছে। যথাস্থানে তার উল্লেখ করেছি। পূর্বভারতে নাটগীতি-কর্মের বিস্তৃত পরিচয় এই প্রসঙ্গে দিয়েছি। নেপালের ভাষা নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্যে এ-রকম পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন আছে। বাংলা ও মৈথিলী গদ্যের ক্রমবিকাশে নেপালের নাটকের সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। নাটক দুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা নাটকের উপস্থাপন রীতির খুঁটিনাটি তথ্য আমাদের গোচর হল। নেপালের ভাষা নাটকের নাট্যপ্রকরণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত ছিল। বাংলা যাত্রা, মৈথিলী কীর্তনীয়া নাটক, অসমীয়া অঙ্কীয়া নাটের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে নেপালের ভাষা নাটকের গুরুত্ব স্বীকার্য। কুবলয়াশ্ব-মদালসার রোমান্টিক বিরহ-মিলন কাহিনী সেকালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। সাগরনন্দী তাঁর 'নাটক-লক্ষণরত্নকোশ' গ্রন্থে 'মায়া-মদালসা' কাহিনীর পাঁচবার উল্লেখ করেছেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ এই বিষয়ে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। নেপালেও মদালসা-কাহিনী নাট্যকারবৃন্দকে উৎসাহিত করেছিল। নেপালের জনসাধারণের নাট্যরুচির সন্ধান মিলবে এই নাটক দুটিতে। নাটক দুটির অপর মূল্য এই যে এখানে নেপাল ক্ষিতীশবংশাবলীর বিস্তৃত উল্লেখ পাই। প্রস্তাবনায় সে ঐতিহাসিক তথ্যের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছি।

পুথিপাঠে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয় নি। যেহেতু দুটি নাটকেরই একটি করে পুথি পেয়েছি সেই হেতু পাঠ মেলাবার অবকাশ ছিল না। লিপিকরের বানান রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি। তৎসম শব্দের বানান কিছু 'শুদ্ধ' করেছি কিছু অবিকৃত রেখেছি। ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে 'ভুল' বানানের মূল্য থাকতে পারে।

আট বছর আগে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অগ্রজপ্রতিম শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় নাটক দুটির ফটোকপি আমাকে দিয়েছিলেন প্রকাশ করবার জন্যে। নেওয়ারি লিপির পাঠ তিনিই শিখিয়েছিলেন। তিনি যে গুরুভার দিয়েছিলেন তা শেষ করতে পেরে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছি। তাঁকে আমার

কৃতজ্ঞতা জানাই। অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে বারবার তাগাদা দিয়েছেন। পুথির পাঠোদ্ধারে বরাবর তাঁর সাহায্য পেয়েছি। কিছু সংস্কৃত শ্লোকের পাঠও তিনি নির্ধারণ করে দেন। সংস্কৃত শ্লোকের রূপান্তরকর্মে এবং শব্দার্থ প্রস্তুতকরণে তাঁর নির্দেশ মান্য করেছি। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন। তিনি পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পড়ে এই মূল্যবান্ পুথি দুটি অচিরে প্রকাশিত হোক্—চেয়েছিলেন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীভূদেব চৌধুরী গ্রন্থ প্রকাশের আগেই বাংলা পাঠচক্রে পুথি দুটি সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গ্রন্থ প্রকাশে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীর উৎসাহ ও প্রেরণার কথা স্মরণ করি। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই। অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীহেমন্ত কুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীকালীপদ সিংহ এ গ্রন্থ প্রকাশে মূল্যবান্ উপদেশ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীজীবেন্দ্র সিংহরায় এবং অধ্যাপক শ্রীসত্যব্রত দে গ্রন্থটি সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুনন্দা দত্ত এ গ্রন্থপ্রকাশে আমাকে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র লাহিড়ীর উৎসাহ ও প্রেরণার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি।

ছাপার কাজে জটিলতা অনেক। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগের সচিব শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিত এবং শ্রীবিশ্বনাথ গুহ'র সহযোগিতায় সে জটিলতা মোচনে অনেকটাই কৃতকার্য হয়েছি। তথাপি কিছু মুদ্রণাশুদ্ধি থেকে গেল। তার জন্যে পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ এর কর্মিগণ আমার অনেক অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রাচীন পুথির জন্যে প্রকাশক মেলে না। এখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাচীন কবিকর্মের প্রতি প্রীতি দূরে থাক্ কৌতূহল পর্যন্ত নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ অনাগ্রহ খুব বেশীদিন থাকবে না। সেই ভরসাতেই এই নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের প্রয়াস।

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

পুথি পরিচয়। কবি পরিচয়। রচনাকাল

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটক ও মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটক নেপালে রচিত এবং অভিনীত। যে-ছুটি পুথির উপর নির্ভর করে পাঠ প্রস্তুত করা হল সে-ছুটি জার্মানীর প্রাচ্যবিদ্যা গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পুথি ছুটির ফটো-কপি সংগৃহীত হয়েছে। পুথি ছুটির আকার সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা না গেলেও এদের 'গোপীচন্দ্র নাটকে'-র[১] (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত) পুথির আকার হওয়াই সম্ভব। পাতাগুলি ১০"×৪" আয়তনের। ছুটি পুথিই সম্পূর্ণ।

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের পত্রসংখ্যা ৩৪। উভয় পৃষ্ঠায় লেখা। পুথির পাতা মোটামুটি সুরক্ষিত। কেবল প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম ও দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম পদ অস্পষ্ট। ১৮ক ও ২৪ক পৃষ্ঠার কয়েক ছত্র অস্পষ্ট। লিপিকর একজন। অধিকাংশ পত্রই আট ছত্রের। ২০ক থেকে ৩৪ক পর্যন্ত প্রতি পত্রে নয় ছত্র। ৩৪খ আট ছত্রের; তবে ৭ ছত্রের পর অষ্টম ছত্রটি উল্টোভাবে সুরু হয়েছে। এটি যেন নূতন করে আর একটি প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হচ্ছে। যেহেতু নূতন প্রসঙ্গটি মাত্র দেড় ছত্রের সেহেতু লিপিকর নূতন কাগজ নষ্ট করেন নি। লিপিকরের নাম জানা নেই।

মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের পুথির পত্রসংখ্যা ৪৭। উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত। তার মধ্যে ৩৯খ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি। ফটো তোলার সময় এটি বাদ পড়ে থাকবে। লিপিকর এক পৃষ্ঠায় লিখবেন না এমন হতে পারে না এমন নয়, তবে তার সম্ভাবনা কম। ৪৭ সংখ্যক পত্র এক পৃষ্ঠার। এখানেই পুথি শেষ। পত্রগুলি সুরক্ষিত। ৩৯ক ও ৪৭ক পৃষ্ঠার ছু-এক ছত্র অস্পষ্ট। সাধারণত পত্রগুলি আট ছত্রের। ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, ১খ, ১২ক, ১৫খ, ২৬খ,

২৭ক, ২৮খ, ২৯ক-খ, ৪০খ পত্রগুলি নয় ছত্রের। ১১খ, ৩১খ, ৩২ক-খ, ৩৩ক-খ, ৩৪ক-খ, ৩৫খ, ৩৬ক-খ, এবং ৪৭ক সংখ্যক পৃষ্ঠাগুলি ৭ ছত্রের। ১১ক পত্র ছয় ছত্রের। পুথিটি এক হাতের লেখা নয়। অন্তত তিনজন লিপিকরের অক্ষর-ছাঁদ লক্ষ্য করা যায়। ২ক পৃষ্ঠা থেকে কয়েক পত্রের অক্ষরগুলি ছাড়াছাড়া। মাত্রার যোগসূত্র ছিন্ন। ২৭ক পৃষ্ঠা থেকে কয়েক পত্রের অক্ষরের ছাঁদ অপেক্ষাকৃত স্থূল। প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্য পৃথক মাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩১ক থেকে কয়েক পত্রের অক্ষর আকারে বড় এবং মাত্রা ছাড়াছাড়া। প্রত্যেক লিপিকরের হস্তাক্ষর স্পষ্ট। প্রত্যেক পত্রের বামে ও ডাইনে দুটি দণ্ড টানা আছে। ছত্র যাতে দণ্ড ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। পুথি দুটিতেই কাটাকুটি কম। ছাড শব্দ তোলাপাঠে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মুদিত-কুবলয়াশ্ব পুথির আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করছি। যেমন, ২ক পৃষ্ঠার ডান দিকে দণ্ডের বাইরে ওপর থেকে নীচে কয়েকজন নৃপতির নাম লেখা আছে। যেমন, রামচংদ্র, রবকুস, কুসপুত্র, তত্তপুত্র ততপুত্র, রাজমল্ল, ত্রাসমল্ল (?), বৃহমল্ল, হংসমল্ল (?), নান্যদেব (?)। ৩খ পৃষ্ঠার মাথায় সাকবর্ষ (?) ১০১৮ এই কটি কথা আছে। ঐ একই পৃষ্ঠার ডান দিকে দণ্ডের বাইরে 'শ্রী ৩ হরসিংদেব রাজা। ৬৬৩ ল সংবৎ থ্ব' এই দুই ছত্র পাই। এসব সাল তারিখের তাৎপর্য নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। ১২ক পৃষ্ঠার নবম ছত্রটি ডান দিক দিয়ে ঘুরে মাথায় উঠে বাঁ দিকে এসে গেছে। ১৫ক পৃষ্ঠার তোলাপাঠ ডান দিক দিয়ে নীচে নেমে এসেছে। ২৭ক পৃষ্ঠায় নবম ছত্র ডান দিক দিয়ে ঘুরে মাথায় উঠে বাঁ দিকে ঘুরে গেছে। এটিকে দশম ছত্র গণ্য করা যায়। শেষ পৃষ্ঠার অষ্টম ছত্র আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে। মাথায় তার জের টানা হয়েছে। এ পুথিরও লিপিকরের নাম জানা যায় নি। দুটি পুথিতেই লিপিকর তাঁদের লেখার ভুলভ্রান্তির জন্য (বাংলা পুথির সমাপ্তিতে যা পাই) বিনয় প্রকাশ করেন নি।

দুটি পুথির লিপিই নেওয়ারী। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দে নেপাল অঞ্চলে নেওয়ারী লিপি প্রচলিত ছিল। নেওয়ারী লিপির অবশ্য রকমভেদ ছিল। যেমন রঞ্জনা, ভুজিনমোল, কুনমোল, কনমোল, গোলমোল, পচুমোল, হিমোল, লিটুমোল। এগুলির মধ্যে পার্থক্য ছিল অবশ্য যৎসামান্য। নেওয়ারী লিপি

দৃশ্যত দেবনাগরী লিপির মত। কিন্তু বাংলা-মৈথিলী লিপির সঙ্গেও এর অনেকটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। এ দুটি পুথির অক্ষর বাংলা ইত্যাদি পুথির অক্ষর অপেক্ষা স্থূল এবং গোলাকৃতি। অক্ষরের কৌণিক বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাকৃত কম। মাত্রানির্ভর নেওয়ারী লিপি দেখতে খুবই সুন্দর। প্রত্যেকটি অক্ষরের আকারসমতা এবং পরিচ্ছন্নরূপ তৃপ্তিদায়ক। লিপিকর আগে মাত্রা টেনে তারপর এক একটি পৃষ্ঠা লিখেছেন। এরকম যত্ন নিয়ে লেখা বলে পুথি পড়তে অসুবিধে হয় না। বলা বাহুল্য পদভেদজ্ঞাপক মাত্রার ছেদ নেই। লিপিকর টানা (cursive) লিখে গেছেন।

নেওয়ারী লিপির সঙ্গে দেবনাগরী এবং বাংলা-মৈথিলী লিপির কিছু পার্থক্যও আছে। নেওয়ারী অ-আ বাংলা-মৈথিলীর মতই। কিন্তু অ এবং আ-র নীচে প্রায়ই উ-কার চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। ই-ঈ নেওয়ারীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ই-র মাত্রা সবলরেখা নয়, বক্র এবং এই বক্ররেখার নীচে দুটি ফুটকি পাশাপাশি। ফুটকির নীচে একটি স্থূল হসন্ত অথবা উ-কার চিহ্ন। ঈ লেখা হয়েছে ই-র সঙ্গে ঈ-কার যুক্ত করে। এ-কার দেবনাগরী বা বাংলা-মৈথিলীর মত নয়। মাত্রার স্থানে প্রথমে একটি কমা চিহ্নের মত বক্ররেখা এবং সেই রেখা থেকে ব্যঞ্জনবর্ণটি লিখিত। আবার ব্যঞ্জনবর্ণটি যেখান থেকে সুরু হয়েছে সেই কমা চিহ্নেব ডাইনে একটি রেখা ঈষৎ উপরে উঠে আবার ডাইনে নেমে গেছে। অবশ্য বাংলা-মৈথিলীর মত এ-কার চিহ্নও ব্যবহৃত হয়েছে, তবে তা খুবই কম। 'এ' মাত্রাবিহীন। একটি দণ্ড ঠিক তার মাঝখান থেকে বাঁয়ে বক্ররেখাটি যুক্ত। বাংলা-মৈথিলীর এ'র বক্ররেখাটি দণ্ডের আরম্ভেই থাকে।

ক, খ, গ, ঘ, দেবনাগরী হরফের মত। চ দেবনাগরীব মত কিন্তু দণ্ডের বাঁয়ের অংশটি ঈষৎ অন্য রকমের। চ, প, য'র পার্থক্য করা সহজ যদিও তিনটি অক্ষরই অনেক সময় প্রায় একই রকম লেখা হয়েছে। য় এবং য'র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ড এবং ড মধ্যে পার্থক্য নেই। ণ অভিনব। ণ দুটি বক্ররেখা (কমা চিহ্নের মত) যুক্ত হয়ে উপরে উঠে ঈষৎ ঘুরে ডাইনে দণ্ডাকারে নেমে এসেছে। তালব্য শ'ও অনেকটা ণ'র মত। কিন্তু প্রথম বক্ররেখাটির আরম্ভে একটি ফুটকি আছে। জ বাংলা-মৈথিলীর মত। ঝ মৈথিলী ঝ'এর মত। ঠ মাত্রাবিহীন একটি বৃত্ত যার দুপাশ ঈষৎ চ্যাপটা। ফ সম্পূর্ণ বাংলার মত।

হ দেবনাগরীর লিপির ন্যায়। ভ'ও হ'এর মত। কিন্তু হ'এর ঠিক খাঁজের (পেটের) মাঝখান থেকে যে বক্ররেখাটি বার হয়ে একটু ডাইনে গিয়ে নীচে নেমে এসেছে সেটি ভ'র ক্ষেত্রে হ'র বুকের কাছ থেকে নেমে এসেছে। হ ও ও'এর মধ্যে পার্থক্য করা অনেক সময় কষ্টকর হয়ে পড়ে। ব এবং র চিনতে অসুবিধে নেই। দণ্ডের বামদিকের অংশটি ব'এর ক্ষেত্রে ভিতর অংশ ফাঁক, র'এর ক্ষেত্রে ফাঁক নেই। চ্ছ, স্ত, স্থ প্রায় এক ধরণের। যুক্তাক্ষর লেখার কৌশলে দেবনাগরী ও বাংলা-মৈথিলীর সঙ্গে নেওয়ারী লিপির বিলক্ষণ পার্থক্য আছে।

ছুটি পুথিতেই প্রচুর পরিমাণে হসন্ত চিহ্নের ব্যবহার আছে। এক ধরণের হসন্ত চিহ্ন অক্ষরের নীচে ডান দিক ঘেঁষে দেওয়া আছে। উচ্চারণ বিভ্রান্তি না ঘটে এজন্য এই সতর্কতা। গদ্য-পদ্যে উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজনবোধে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহৃত। কিন্তু আর এক ধরণের হসন্ত চিহ্ন বিরামচিহ্নজ্ঞাপক। এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে শব্দের ডাইনে। কোথাও কোথাও ছুটি এমন কি তিনটি হসন্ত চিহ্ন ব্যবহৃত। ছাপায় হসন্ত চিহ্নের পরিবর্তে কখনও কমা, কখনও দাড়ি বসিয়েছি। পুথিতে দৃশ্যশেষ অথবা অঙ্কশেষ হলে কিছুটা ছাড দিয়ে লেখা সুরু হয়েছে। কিন্তু দৃশ্য-অঙ্ক সমাপ্তি না ঘটলেও এমন অনেক ছাড অংশ পাওয়া যায়। যুক্তাক্ষর লিখনে কদাচিৎ আত্যন্তিকতা লক্ষ্য করি, যেমন, কদাচিদ্ভস্ম ইত্যাদি।

ললিত-কুবলয়াশ্ব পুথিতে পাত্রপাত্রীর নাম উল্লেখ না করেই সংলাপ রচিত হয়েছে। কিন্তু মুদিত-কুবলয়াশ্ব পুথিতে পাত্রপাত্রীর নাম উল্লিখিত এবং নামের পরে একটি হসন্ত চিহ্ন আছে।

ছুটি পুথির বানান সমস্যা বাংলা পুথির বানান সমস্যার মতই। কিছু কিছু নূতন সমস্যাও আছে। বাংলা পুথির মত য এবং জ'র মধ্যে পার্থক্য করা হয় নি। ই-কার ঈ-কারও ব্যবহৃত হয়েছে ইচ্ছামত। এসব দেখে মনে হয় লিপিকরগণ হয়ত নেপালপ্রবাসী বাঙ্গালী ও মৈথিলী। অবশ্য এ অনুমানের পক্ষে জোরালো যুক্তি নেই। বাংলা-মৈথিলী বানানে এরকম শৈথিল্য কেন ঘটেছিল তা বলা দুষ্কর। কেবল অশিক্ষিত লিপিকরের দোহাই দেওয়া সব সময় সমীচীন নয়। হয়ত প্রাচীন বাংলা-মৈথিলী ভাষার স্বরূপই ছিল এই। সে যাই হোক, এ-ছুটি পুথির বানান নিয়ে কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি।

১. **আ > অ**। অমী = আমি ; অমার = আমার ; ন = না ; ভল = ভাল ; অএলহু = আএলহু ; অরাধিএ = আরাধিএ ; সগর = সাগর ; দমামা = দামামা ; অপনে = আপনে ; পথায়িয়া = পাঠাইয়া ; অরাম = আরাম ; অবাস = আবাস ; অকাশবানী = আকাশবাণী।

২. **অ > আ**। আধীন = অধীন ; চাংদনে = চন্দনে ; কাঞ্চা = কঞ্চা।

৩. **দুই স্বরধ্বনির মধ্যে য় এবং ব'র অবস্থিতি**। গয়ল = গেল ; ভায়ি = ভাই ; পথায়িয়া = পাঠাইয়া ; পায়িয়া = পাইয়া ; গমাবিঅএ ; থাক ; বোলায়িয়া ; ঠাকুরায়িনী — ঠাকুরানী।

৪. **পদান্ত অ-র পরিবর্তে ও**। সুনো - সুন ; আসিরো - আসিল ; প্রসাদিরো = প্রসাদিলো।

৫. **খ > ষ**। আষ আখ ; লাষ = লাখ ; এষনে এখনে ; ষনেক = ক্ষণেক ; দেষিও - দেখিও ; দেশাষ - দেশাখ।

৬. **ল > র**। গলর গরল (একই পদে ল, র'র বিপর্যয়। একে বর্ণ বিপর্যয়ও বলতে পারি।) , আসিরো = আসিল ; ভর - ভাল ; পাতারকেতু - পাতালকেতু ; কৈরো - কৈল ; মিররক মিললক , ত্রিশর ত্রিশূল ; গারব - গালব ; থাকিরেন = থাকিলেন ; গেরো = গেলো ; রহো = লহো।

৭. **র ল**। লাখিএ = রাখিএ , হমলা - হমরা ; বলাৎকালে = বলাৎকারে ; লাখরি রাখলি , অলংকাল = অলংকার ; বল বর।

৮. **ন্ধ > ং, ন্দ > ং, ন্থ > ং, ন্ন > ং, ঞ্চ > ং, ন্ত > ং, ম্ব > ং**। সংধ্যা = সন্ধ্যা ; সংতোস = সন্তোষ , বংদনা = বন্দনা , গংধর্ব = গন্ধর্ব ; বিংধ্যবান = বিন্ধ্যবান ; প্রসংন - প্রসন্ন ; অবলংব অবলম্ব ; বিভিংন = বিভিন্ন ; বংচনা = বঞ্চনা।
লক্ষণীয়, সংন্তোষ।

৯. **ড় > র**। ঘোরা = ঘোড়া ; খরগের = খড়্গের , পরল = পড়ল।

১০. **ড় > দ**। বদ – বড় ; বদাই = বড়াই ; দাকিতে = ডাকিতে , চ্ছাদিয়া = ছাড়িয়া ; চ্ছাদি = ছাড়ি।

১১. **ঙ্গ > ঁ ; ন্ধ > ঁ**। আঁগ = অঙ্গ ; সঁধান = সন্ধান

একই পদের বিভিন্ন বানানও পাওয়া যায়। যেমন, এহি/এহী, তুমি/তুমী, এহাএ/এেহাএ, তোরাঞ/তোরাএ/তরাএ, কোই/কোয়ি। সম্বোধনে স্ত্রীলিঙ্গ দীর্ঘ ঈ-কারান্ত পদ কখনও হ্রস্ব ই-কারান্ত কখনও দীর্ঘ ঈ-কারান্ত।

নেপালের ভাষা নাটকে নাট্যকারের পরিচয় নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কখনও কখনও সূত্রধারের উক্তি থেকে নাট্যকারের পরিচয় জানতে

পারি। গানের ভনিতায় প্রায়ই লেখকের উল্লেখ থাকে। অনেক সময় সমাপ্তি পুষ্পিকা শ্লোকেও লেখকের পরিচয় বিধৃত থাকে। গানের ভনিতা দেখে লেখকের পরিচয় দেওয়া সমীচীন হবে না। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডি. আর. রেগমী এবং আরো কেউ কেউ গানের ভনিতায় উল্লিখিত নৃপতিকেই লেখক সাব্যস্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, রাজবৃন্দ কেউ কেউ লেখক হতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁরা নাট্যকারের পৃষ্ঠপোষক।

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের অধিকাংশ গীতে রাজা শ্রীনিবাসমল্লের উল্লেখ আছে।

ভন শ্রীনিবাস নৃপ তোহর আস
জনমে জনমে হোঅ অপনক দাস ॥

অথবা,

ধৈরজ ভন নৃপ শিরিশ্রীনিবাস
তুরত শরণ কর মচ্ছিন্দব পাস ॥

নাট্যকার পোষ্টার নাম উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এই সব গীতে। কয়েকটি গানে নাট্যকারের ভনিতা আছে। সেই সব ভনিতা থেকে জানতে পারি ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের লেখক রামভদ্র দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজ রামভদ্র।

কবিতার ভনিতায় কবি এবং পোষ্টার একই সঙ্গে উল্লেখ মিথিলার কবির রচনায়ও পাই। বিদ্যাপতির কাবিতায় এর উদাহরণ প্রচুর। রামভদ্রও পোষ্টার ও নিজের নাম একই গানে উল্লেখ করেছেন।

শিরিশ্রীনিবাস নৃপ গুণক নিধান
রামভদ্র দ্বিজ ভান ॥

আরও কয়েকটি গান থেকে কবির কিছু পরিচয় উদ্ধার করি।

রাম সেবক রামভদ্র দ্বিজ ভান
শিরিশ্রীনিবাস নৃপ গুণক নিধান ।।

অথবা,

রামভদ্র ভন ধৈরজ ধনি থন
মচ্ছিন্দর করত উধারে ॥

অথবা,

রামভদ্র ভন হে জগবন্দিনি
দেহ অভয়বল সেবক মানি ॥

অথবা,

পরবেশ দেব শিব জগত উবারা
রামভদ্র ভন শরণ তুহারা ॥

অথবা,

শঙ্করতনয় রামভদ্র দ্বিজ গাবে
হরিহরচরণকমলযুগ ভাবে ।

অথবা,

রামভদ্র দ্বিজনন্দন ভান
ঈশ্বর ভজন জান ॥

অথবা,

রামভদ্র ভন শংকর শরণ
তোহ পভু ত্রিভুবনগতি
পশুপতি ।

অথবা,

মোহনি সাধন তীনি আক নৃত্য করে
শংকরতনয় রামভদ্র দ্বিজবরে ॥

রামভদ্রের পিতার নাম শংকর। তিনি রামসেবক। রামভদ্র ব্রাহ্মণ। রামভদ্র মহাদেব পার্বতীর বন্দনাও করেছেন। লক্ষণীয়, রামভদ্র কখনও দ্বিজ পদটি তাঁর নামের পূর্বে দেন নি। যদি কবির অপর নাম বিরুদ 'হংসমা দীন'[১] হয় তবে এখানেও তিনি 'দীন' বিরুদটি নামের পূর্বে দেন নি। বিরুদ অথবা জাতি পরিচয়জ্ঞাপক পদ ব্যবহারের অভিনবত্বেও 'গোপীচন্দ্র নাটকে'র লেখক যে রামভদ্র তা কতকটা প্রমাণিত হয়। অন্যান্য প্রমাণ তো আছেই।

রামভদ্র আরও দুখানি নাটক লিখেছিলেন—গোপীচন্দ্র নাটক এবং হরিশ্চন্দ্র নৃত্য। হরিশ্চন্দ্র নৃত্যে পাই, 'লিখিতং শ্রীরামভদ্র শর্মণা হরিশ্চন্দ্র নৃত্য'। আরও উল্লেখ আছে, 'শ্রীসিদ্ধি নরসিংহ নৃপতি ঈশ্বরে।' গোপীচন্দ্র নাটকে

নৃপ শিবসিংহসুত হরিহরসিংহ
হরিহরসিংহসুত সিধিনরসিংহ ॥
তার তনয়বর শিরিশ্রীনিবাস
দ্বসর দিবাকর সবকর আস ॥

নেপালের কৃষ্ণমন্দিরের লেখে সিদ্ধিনরসিংহমল্লের বংশলতিকা-লভ্য। রামভদ্রের তথ্যের সঙ্গে এ লেখের পার্থক্য নেই। হরিসিংহদেব>মহেন্দ্রমল্ল>শিবসিংহ> হরিহরসিংহ-লালমতী>সিদ্ধিনরসিংহ।[১]

ডক্টর ডি. আর. রেগমী'র বিবরণ অনুযায়ী শ্রীনিবাসমল্লের রাজ্যকাল ১৬৮১-১৬৮৪। এই সাল ছাপার ভুল কিনা জানি না। তবে শ্রীনিবাসমল্ল যে এর অনেক আগে থেকেই রাজ্যের কর্তৃত্বভার নিয়েছেন শ্রীযুক্ত রেগমীর বিবরণেই তা পাওযা যায়। তিনি সিদ্ধিনরসিংহের রাজ্যকাল উল্লেখ করেছেন ১৬২০-১৬৬১। অতএব শ্রীনিবাসমল্লের রাজ্যকাল ১৬৬১-১৬৮৪ হবে। লক্ষণীয়, এক সময়ে সিদ্ধিনরসিংহ এবং তাঁর পুত্র উভয়ে মিলে যে রাজকার্য চালাতেন তার উল্লেখ কীর্ত্তিপুরের মন্দিরে ৭৬৯ নেপাল সংবৎ-এর লেখে পাওযা যায়।[২] শ্রীনিবাসমল্ল কাঠমাণ্ডুর রাজা প্রতাপমল্লকে বাধা দেবার জন্য বারবার ভাতগাঁও-এর জগৎপ্রকাশের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হযেছিলেন। মলয়গন্ধিনী নাটক, ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটক সেই সময়ের রচনা।

মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের রচয়িতা বংশমণি ওঝা। এঁর গানে বারবার জগজ্জ্যোতির্মল্লের ভনিতা পাওযা যায়। কিন্তু রচয়িতা যে বংশমণি সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। অধিকাংশ গানের ভনিতায় জগজ্জ্যোতির উল্লেখ,

গাবএ সবস নৃপতি জগজ্জোতি
কী নহি মিলএ জগো হরক পিরিতি ॥

অথবা,

নৃপতি জগজ্জোতি কহ এবম সহাএ
শমনক শাসন তেহি পএ জাযে ॥

জগজ্জ্যোতিও বিদ্যোৎসাহী নৃপতি ছিলেন। জগজ্জ্যোতির্মল্ল কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি কয়েকটি সঙ্গীতগ্রন্থের সংকলকও। যেমন, তিনি

১। D R. Regmi, Medieval Nepal, p. 281.
২। তদেব p. 274

'গীতপঞ্চাশিকা' সংকলন করেছিলেন। এই সংকলনের গানগুলি 'নানা ভাব-তাল-রস-সমন্বিতা'। 'সঙ্গীতসারার্ণব' নামে আর একটি সংকলনও তিনি করেছিলেন। এতে আছে 'সঙ্গীত তাল-লয়-নৃত্য-মৃদঙ্গ বাদ্যাদি শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন'। আরও দুটি গ্রন্থের নাম তাঁর নামে পাওয়া যায়। 'সঙ্গীতচন্দ্র' এবং 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ'। তিনি 'দশাবতার নৃত্য' (৭৪৫ নে. সং) রচনা করেন। কামসূত্রের একটি টীকাও তিনি প্রণয়ন কবেন। তাঁর নামে 'কুঞ্জবিহারী নাটক' ও 'হরগৌরী বিবাহ' নাটক পাওয়া যায়। 'গীত দিগম্বর' 'মুদিত মদালসা' গ্রন্থ দুটিও জগজ্জ্যোতির বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটক তাঁবই রচনা বলে একসময়ে অনুমিত হয়েছিল।[১]

এখন আমবা নিঃসন্দেহে বলতে পারি মুদিত-কুবলযাশ্ব নাটক এবং গীত-দিগম্বর (১৬৫৫) বংশমণির লেখা। কুঞ্জবিহারী নাটক এব° হরগৌবী বিবাহ নাটকও ব°শমণির হওয়া সম্ভব, যদিও ঐ দুটি নাটকে-ই জগজ্জ্যোতির নাম পাওযা যায়। বংশমণি কাঠমাণ্ডুর রাজা প্রতাপমল্লের তুলাপুরুষ দান উপলক্ষে 'গীতদিগম্বর' লিখেছিলেন 'প্রতাপমল্ল প্রভু কল্পিতায়া / জগত্রপেশ্মিন্নতুযা তুলাযাঃ'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁব 'ক্যাটালগে' গীতদিগম্বরে প্রাপ্ত বংশমণির যে পরিচয় উদ্ধার করেছেন তা এই, 'অস্তি কিল ভরদ্বাজ কুল জন্মনা জনক জন-পদীযেন রামচন্দ্রশর্মণঃ পুত্রেন ব°শমণি কবিনোপনিবদ্ধ° গীতদিগম্বরম্ নাম রূপকমিতি'। বংশমণিব অভিজন বিল্পপঞ্চগ্রাম। এঁর মায়ের নাম জয়মতী। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে নটী-সূত্রধারেব উক্তি থেকে বংশমণিব বিস্তৃত পবিচয় পাই। প্রথমে জগজ্জ্যোাতব 'কাব্যগান্ধর্বকলানীতিশাস্ত্র' নিপুণতার উল্লেখ কবে বংশমণি নিজ পরিচয় দিচ্ছেন, 'মৈথিল ভবদ্বাজ গোত্র কবিপণ্ডিত শ্রীবাম চন্দ্রশর্মপুত্র শ্রীবংশমণি'। বংশমণি নিজেকে পণ্ডিত বলে উল্লেখ করেছেন। জগজ্জ্যোতির টীকা রচনা ব°শমণিব সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছিল। এ বিষয়ে পবোক্ষ প্রমাণ আছে। 'কবিপণ্ডিত' বলার সার্থকতা এখানে। 'গীতপঞ্চাশিকা'র ব্রজবুলি (মোট ৫২টি) গানগুলি গীতদিগম্বর এবং

১। এই বিবরণ .বগুলেব A History of Nepal and Surrounding Kingdoms', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Manuscripts belonging to Darbar Library এব Journal of the Bihar and Orissa Research Society অবলম্বন সংগৃহীত।

মুদিত-কুবলায়শ্ব থেকে নেওয়া। ইনি যে ওঝা পদবী ব্যবহার করতেন তাও মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে উল্লিখিত, 'মৈথিল ভারদ্বাজ গোত্র কবি পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্রশর্ম পুত্র শ্রীবংশমণি ওঝাএ্রে কএল'। নাটকটি যে জগজ্জ্যোতির্মল্লের নির্দেশে রচিত তার উল্লেখ পাই এই গানে,

নৃপ জগজ্জ্যোতিমল্লে কএল নিদেশে
নাচব সুপহু আজ করিঅ সুবেশে ॥

বংশমণি'ব ভনিতা এইরকম [১]

সুকবি বংশমণি পুরগুণ গাউ
নপজগজ্জ্যোতিমল্ল হোথু চিরাউ ॥

অথবা,

ভনই বংশমণি ফণিপতি জান
নৃপ জগজ্জোতিক সবিধি বখান ॥

পুষ্পিকা শ্লোকে নাটকটির বচয়িতা জগজ্জ্যোতির্মল্ল বলে উল্লিখিত। 'ইতি শ্রীজয়জগজ্জ্যোতির্মল্লবিবচিতং মুদিত-কুবলয়াশ্বং নাটকং সমাপ্তং'। এটি পোষ্টার প্রতি নাট্যকারের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন।

মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটক লেখাব উপলক্ষ্য এই, 'আজ হমবা ভগবতীক মহোৎসব থী, তথী দেবযাত্রা প্রসঙ্গে নানা দিগন্ত সঞো অনেক সজ্জন আএল অচ্ছ, সরস নৃত্য এহাএও সবে অনুবক্ত করু।' ভগবতীব মহোৎসবে এই নাটক অভিনীত হয়।

মুদিত-কুবলযাশ্ব নাটকের বচনাকাল জানাব অসুবিধে নেই। পুথিব পুষ্পিকায় পাই

খশব হবমুখেন্দু ১৫৫০ ব্যাপ্তিতে শাকবসে
স্মবতিথি বুধমৈত্রেধেজ্জুনে জ্যৈষ্ঠ পক্ষে
ধ্রুবব কৃতসঙ্গেঃ শ্রীজগজ্জ্যোতিবীশে-
মুদিত কুবলযাশ্বং নাটকং [হি] সমাপ্তং

খ—০, শর=৫, হরমুখ=৫, ইন্দু—১। অর্থাৎ ১৫৫০ শকাব্দে (১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে)

১। 'গীত দিগম্বরে' বংশমণির ভনিতা,
সুকবি বংশমণি এ সুব গাবে,
সেবি দেব হব কী নহি পাব ॥...

এই নাটক রচিত হয়। জগজ্জ্যোতির রাজ্যকাল ১৬১৭-১৬৩৩। জগজ্জ্যোতি ভক্ত-পাটনের নৃপতি। ভক্ত-পাটন অর্থে ভাতগাঁও।

বংশমণি একটি গানে নাটকের নামকরণের তাৎপর্য বুঝিয়েছেন

মুদিত পরে পিশাচহি গাবে
হবেথ বেতালগল গল ডম্ব বজাবে ॥

অথবা ঐ গানেই

পুবল মনোবথ আজ মোর জত
চবহ জাএব নিজ রাজ মুদিত হ৭ ॥

'মুদিত' অর্থাৎ আনন্দিত। ঋতধ্বজ মদালসার মিলন পুনর্মিলনের আনন্দ-সংবাদ এই নাটকে লভ্য।

জগজ্জ্যোতির ভনিতায় শিব-অনুগ্রহ, চণ্ডীর কৃপা, হরিহরের আশীর্বাদ, পশুপতির করুণা প্রার্থনা করা হয়েছে।

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে শ্রীনিবাসের ভনিতায় মচ্ছিন্দরনাথ, লোকনাথ, চণ্ডী-ভবানীর কৃপা প্রার্থনা করা হয়েছে। নাটকটি লেখাই হয়েছিল শ্রীলোকনাথের প্রীতির জন্যে। শ্রীনিবাসমল্ল মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন—সে তথ্য নানা লেখে এবং অন্য সূত্রে পাওয়া যায়।

ললিত-কুবলযাশ্ব নাটকের একটি গান 'ঘর নহি সংবর পহিরি বঘংবর' বংশমণিব 'হরগৌরী বিবাহ' এবং মুদিত-কুবলাশ্ব নাটকেও পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায় দেববন্দনা এবং অন্য কিছু গীতিও নাট্যকারবৃন্দ সেকালে প্রচলিত সঙ্গীতগ্রন্থ থেকে নিজেদের নাটকে ব্যবহার করতেন। নেপালে প্রচলিত চলিত শ্লোকের ব্যবহার নাট্যকারবৃন্দ যথেচ্ছ করেছেন।

এ দুটি পুথিই প্রম্পটারের। অনুমান করি আরও সংলাপ অভিনয় কালে প্রস্তুত হত। ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের নাট্যনিদেশ 'নেওয়ারী'তে আর মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের নাট্যনির্দেশ অধিকাংশ সংস্কৃতে। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে সংস্কৃতের প্রভাব গুরুতর। বংশমণি নাট্য উৎপত্তির যে বিবরণ দিয়েছেন তা ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী।

ভগবতী শিবিজল অবশেষ বুঝি।
তহ্নি পাএ বিধি লএ ভবতকে দেল।
তহ্নি পুনু শিব সগ প্রকটিত কএল ॥

প্রথমহি নাদ ব্রহ্ম শিব এক জান।
তণ্ডুমুখে ভরতকে তন্ত্রি দেল জ্ঞান ।
নাট্য পুন্নু সিখাউলি উষা পারবতী
তে পুনু সিখাউলি সবে দ্বারকা জুবতী।
তে পুনু পঢাউলি সবে সোরঠ নাগরী
ভরত উসাহি মিলি পুহবি সগরী ॥

নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়দর্পণে' পাই

নাট্যবেদং দদৌ পূর্বং ভরতায় চতুর্মুখঃ
ততশ্চ ভরতঃ সার্ধং গন্ধর্বাপ্সরসাং গণৈঃ
নাট্যং নৃত্তং তথা নৃত্যমগ্রে শম্ভোঃ প্রযুক্তবান্ ।
প্রযোগমুদ্ধতং স্মৃত্বা স্বপ্রযুক্তং ততো হরঃ।
তণ্ডুনা স্বগণাগ্রণ্যা ভরতায় ন্যদীদিশৎ ।
লাস্যমস্যাগ্রতঃ প্রীত্যা পার্বত্যা সমদীদিশৎ।
বুদ্ধ্বাথ তণ্ডবং তাণ্ডোর্মর্ত্যেভ্যো মুনয়োঽবদন্ ।
পার্বতী ত্বনুশাস্তি স্ম লাস্যং বাণাত্মজামুষাম্।
তথা দ্বারবতীগোপ্যস্তাভিঃ সৌরাষ্ট্রযোষিত ।
তাভিস্তু শিক্ষিতা নার্যো নানাজনপদাস্পদাঃ
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমেতল্লোকে প্রতিষ্ঠিতম্ ।

এই শ্লোকের প্রায় অনুবাদ হল বংশমণির নাট্য উৎপত্তি বিবরণ।
প্রাকৃত ভাষায় কুবলয়াশ্ব ঘটনা নিয়ে একটি নাটক লেখা হয়েছিল।

১। রাগ-রাগিণী এবং তাল

ললিত-কুবলয়াশ্ব শিবমহিমা সঙ্গীত নাটকে এই রাগ-তালগুলি পাচ্ছি। মালব, ধরংজতি, নাট, এক, বিভাস, ল্ (?). রাজবিজয়, জতি ; সারংগ, এ, নাট, পরিমাণ ; কন্দল, ধরংজতি, ভাঠি, জতি, রাজবিজয়, ত্রিমান, মালশির, ত্রিমাণ ; কেদারা, চোক ; ধনাশ্রী, এক, কৌশিক, এক ; গুঞ্জলি, এক ; গৌরী, প্র, আসাবরি, প্র ; আসাবরি, জ, মারবা, গণুল (?) ; মনমারে ধাত (?), প্র, ভথ্যারি (ভাটিযালি), দ্ব, গুংজলি (গুঞ্জরি)), এ ; কামোর (কামোদ), এক, স্যাম (শ্যাম), এক, শ্রী, গণুল (?) ; পরিমাণ, রাজবিজয় [এর আগেরটি তাল পরেরটি রাগনাম] ; বরারি ; রামকেরি,

ধর' এ (ধরংজতি, এক ?), মারবা, এক; সুহৈ, গণুল, শৌরী, প্র, মংগল, জতি, জয়তশ্রী, জতি, ব্যাভাগরা, এ, ভাঠি মল্লাল, প্র, গুঞ্জর, ধনাশ্রী, প্র, কেদাবা, প্র. দেশায (দেশাখ); শ্রী, এক; বডারি, এক, শ্রী, দ্বমান; পহডিয়া, জতি. রাজবিজয়, এ, সারংগী, এ; আসাবরি, গণুল, সারংগী, চোক, মথতি, এক, ভৈরবি, গণুল, ভাঠি মল্লাল, পরিমাণ, আসাবরি, ঢপ. ধনাশিবি, এক; গৌরী, জতি, গোডগিরি. অস্তায়া; মারশিরি (মালশ্রী ?), জতি; কোরাব, দ্বমান, ভাঠি, এক, ধনাশ্রী, চউমান, ববাড়ি, ধব'জতি, মাববা, প্র, বিভাস, এক, মারু ধনাশ্রী, প্র, কোরাব. এ, মংগল, এক, কামোর, গন্ত (?). কামোরা, প্র. রাজবিজয়, চোক, কেদাবা, জতি, শ্রীগৌবী, প্র, ভথ্যারি, এ। প্রত্যেক গানে পর পব এই রাগ-রাগিণী ও তাল লেখা আছে।

মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে নিম্নলিখিত বাগ-বাগিণী ও তালেব নাম পাই।

রাজবিজয, একতাল, কোবাব. জতি, কোরাব প্র. ধনাশ্রী, একতাল, আসাবরী, খর্জ্জরী, ববালি, পবিমাণ. রাজবিজয, চোক. গোডগিরি, একতাল; কৌশিক, একতাল. ধনাশি, প্র, পহডিযা, ঠকতাল; আসাবরী, লাগু. বসন্ত, প্র, সোরথী. চোক, মালব, চোক, গান্ধাব, পরতাল. কেদাবা, প্র; কেদাবা, খর্জ, ভূপালী, প্র, মালব, খর্জ. ভূপাল, একতাল. ববাড়ি, প্র ('নৃপ জগজোতি ভন বরাড়ি বিবাজে। লহুগুরু লহুগুরু পবতাল বাজে' ॥), সিংতুবা, একতাল, 'কোরাব, খর্জতি তালেন প্রবিশতঃ', প (পহডিয়া ?) চো, নাট, একতাল, সাবঙ্গী, প্র, গৌরী, একতাল; সারঙ্গ, পরতাল; বেলবেরী. পরতাল, আসাবরি, চোক. মালব, অষ্টাবা. কেদারা, এ. 'বিভাসরাগে পরতালেন পাতালং প্রবিশতি', পহডিযা, একতাল, 'বিভাসরাগে একতালেন তুম্বুরু প্রবিশতি', সারঙ্গ, খ, এ, প্র, প (এর যে কোন একটি তালে গেয় ? অথবা এই চারটি তালই ব্যবহার করতে হবে ? গানটি ২০ ছত্রের। আকাবে বড)। ভৈরব, প্র. আসাবরী, জতি, ভূপালী. প্র; 'সোহৈ রাগৈক তালেন তালকেতুপ্রবিশতি', সোহৈ, প্র, ধনাশ্রী, ঠক. মারব (মালব), একতাল, কল্যোল (কল্লোল), চো, '…ভীরাগ পরতালেন', কাফী, প্র, গুও, প্র, রাজবিজয়, চো. ধনাশ্রী, ক, প, খ, প্র, মালব, চো, গৌবী, কহরা. কামোদ, একতাল, কেদারা, প্র.

এ ; গোড়া মালব, প্র ; 'মালব রাগ খর্জতি তালেন যমুনাতটে তালকেতুপ্র-বিশতি:' ললিত, এ ; মেঘমল্লার, প্র ; কামোদ, চো ; সারঙ্গী, বাধা জতি ; মরথী, এক ; কোরাব , পরতাল ; 'তুরী রাগ চোক তালে নামাশ্রমং প্রবিশতি'; নাট, পরি (?) ; 'বরারিরাগেণ রূপকতালেন প্রবিশতি' ; মরথী, জ (জতি) ; 'তন্ত্রাগেণ একতালী'—এরকম আরও পাওয়া গেছে ; অর্থাৎ পূর্বের গীতের যে রাগ সেই রাগই উদ্দিষ্ট ; কৌশি (কৌশিক), একতাল ; মল্লার, রূপ (রূপক) 'রাগ মল্লার জতি তাল রূপক গতি' (কোনো কোনো গানের শেষ চরণে রাগ তাল ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে)। কোরাব, পরতাল , সিন্দুরা, প্র, এ , গুঞ্জরি, খর্জ ; ধনাশ্রী, চোক ; 'কেদারা রাগ চোক তালাভ্যাং প্রবিশতঃ' , আসাবরি, প্র ; কেদার মালব, চোক ; 'গুন্নরাগেণ পরতারেণ প্রবিশতঃ' , শ্রী, চোক , 'কাফী, লঘু শেখল তারে' ; বসন্ত, খর্জ ; 'নাট রাগ লঘু গুরু গাব পরতালে', 'তন্দ্রাগেণ একতালেন নচারী', কাফি, এ , 'গৌড় মালব পরতালেন প্রবিশতঃ', কানরা, ল (?) . গোড়া মালব, প্র ; কানরা, প্র ; 'টোড়ী রাগেণ একতালেন' , 'রামকরী রাগেণ পরতালেন' . পহড়িয়া, চোক . কেদারা, প্র ; 'দেশাখ রাগেণৈক তালেন' , দেশাষ (দেশাখ), এ ; 'গৌরীরাগেণ চোক তালেন', আসাবরি, এক , কোচগিরি, প, এ, প ; সারংগী, কহ (কহরবা ?) , নাট, খর্জ . কোরাব, এ ; বেলাবরী (বেলাবল), পরি . জয়ত শ্রী, চোক , 'কোরাব রাগে পরিতালেন' . কোরাব, খ, এ ; কেদারা, খর্জ ; পঞ্চম, সুমরি।

দুটি নাটকেরই গানে বিচিত্র ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রাকৃত-পৈঙ্গলের ছন্দের সঙ্গে নাট্যকারদের পরিচয় ছিল। অনেক ছন্দ পিঙ্গল বর্ণিত ছন্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিছু গানের নামকরণ থেকে বুঝতে পারি যে বিশেষ বিশেষ ঘটনা অথবা পরিবেশ অনুযায়ী গান প্রস্তুত করা হত। এসব গীতনাম উল্লেখ করছি।

১। নচারি
২। সভাগীতং
৩। স্তুতিগীত
৪। যজ্ঞগীতং
৫। শূকরকুবলয়াশ্ব উত্তর-প্রত্যুত্তর গীতং
৬। গণহীন গীত (?)
৭। বিবাহ গীত

৮।	ভয়ানকরস গীতং	১৬।	বৈরাগ্য গীতং
৯।	রৌদ্ররস গীতং	১৭।	করুণরস নচারী গীতং
১০।	বীভৎসরস গীত	১৮।	সরস্বতী ঝাপা
১১।	চৌমান গীতং	১৯।	রাজোৎসাহ গীতং
১২।	বিরহ গীত	২০।	শৃঙ্গাররস গীতং
১৩।	লগনী গীতং[১]	২১।	হাস্যরস গীতং
১৪।	কোবর গীতং	২২।	শান্তিরস গীতং
১৫।	মায়ারচনা গীতং	২৩।	আরাত্রিক গীতং

নাটকে উল্লিখিত গানের আলোচনা পরে করছি

৩। ক্ষিতিবংশাবলী

দুটি পুথিতেই নেপালমণ্ডলের রাজবংশাবলীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে উল্লিখিত রাজবংশাবলীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সমধিক। এক সময়ে বংশমণির বিবরণ ঐতিহাসিকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান্ ছিল। বংশমণির বিবরণের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ নেপালের ইতিহাস বচনায় নূতন আলোকপাতও করেছিলেন।[২] কিন্তু সম্প্রতি নূতন তথ্যের আলোকে বংশমণির বিবরণকে ঐতিহাসিকবৃন্দ ততটা গুরুত্ব দিতে চান না। আমাদের মনে হয়, নূতন তথ্য আবিষ্কার হলেও মুদিত-কুবলয়াশ্বের বংশাবলীর ঐতিহাসিক মূল্য কোনো দিক থেকেই ন্যূন নয়। কেননা, ঐতিহাসিকবৃন্দ এখন পর্যন্ত সংশয়মুক্ত নন। তাঁরাও কিছু কিছু অনুমাননির্ভর মন্তব্য করেছেন।

বংশমণির প্রদত্ত ক্ষিতিবংশাবলীর পরিচয় দিচ্ছি। বংশমণি অযোধ্যা, কর্ণাট এবং সিমরাওন গড রাজ্যের কথা বলেলন। তারপর তিনি প্রথম নৃপতি নান্যদেবের নাম করেছেন। এই নান্যদেবের সাতপুরুষ হল, বংশ-চূডামণি নান্যদেব>কুলপ্রদীপ শ্রীগাঙ্গদেব>মহোদার শ্রীনরসিংহদেব>প্রভাকর

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই গীত প্রচুর।
২. সিলভ্যাঁ লেভি, Le Népal

শ্রীরামসিংহদেব>জননয়নরঞ্জন শ্রীভাবসিংহদেব>দারিদ্র্যভঞ্জন শ্রীকর্মসিংহদেব> বংশশিরোমণি শ্রীহরসিংহদেব। বংশমণি এঁদের প্রত্যেককেই এক একজনের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, কুলপ্রদীপ, মহোদার ইত্যাদি শব্দ রাজাদের গৌরববাচক পদ। এই সাত জন নৃপতিই 'গড় রাজ্য কএল'। অর্থাৎ নেপালের সঙ্গে এঁদের প্রত্যক্ষ যোগ কি ছিল বংশমণি সেকথা কিছু বললেন না। এঁরা 'সিমরাওন গড়-'এর রাজা ছিলেন। এর পর যবনদের দ্বারা আক্রান্ত (?) হয়ে হরিসিংহদেব দুর্গম গিরিদুর্গদেশে প্রবেশ করলেন। এইভাবে হরিসিংহদেব নেপালরাজ্য প্রাপ্ত হলেন। তারপর বংশমণি হরিসিংহদেবের পুত্র, পৌত্র ইত্যাদির পর পর বিবরণ দিয়েছেন। হরিসিংহদেব>কুলপাবন শ্রীবল্লার সিংহদেব>বৈরিমানগঞ্জন শ্রীদেবমল্লদেব> প্রতাপোজ্জ্বল শ্রীনগমল্লদেব>রাজরাজেশ্বর শ্রীঅশোকমল্লদেব>প্রতাপাদিত্য শ্রীজয়স্থিতিমল্লদেব>জগদ্বিখ্যাত শ্রীযক্ষমল্লদেব>সার্বভৌম শ্রীরায়মল্লদেব> ভূপকেশরী শ্রীভুবনমল্লদেব>কল্পদ্রুম প্রাণমল্লদেব>কন্দর্পদর্পহরণ শ্রীবিশ্বমল্লদেব> মর্যাদাসাগর শ্রীত্রৈলোক্যমল্লদেব > রাজমুকুটমণি, নীতিনিপুণ তাতাধিক শ্রীজগজ্জ্যোতির্মল্লদেব। কুলপাবন, বৈরিমানগঞ্জন ইত্যাদি শব্দ রাজার গৌরববাচক শব্দ। জগজ্জ্যোতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ (তাতাধিক) নৃপতি বলা হয়েছে। কারণ, জগজ্জ্যোতির পিতা ত্রৈলোক্যমল্লদেবের দুই মন্ত্রী খুবই ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁরা রাজ্যশাসনের ছলে জগজ্জ্যোতিকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিলেন। রাজ্যে রাজাকে উৎখাত করবার জন্য এই দুই মন্ত্রী বোধ হয় ষড়যন্ত্রও করেছিলেন। জগজ্জ্যোতি ইষ্টদেবতা প্রসাদে ও আপনার বুদ্ধিবলে দুষ্ট মন্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্য পুনরুদ্ধার করলেন।

বংশমণির উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে হরিসিংহদেব অথবা হরসিংহদেব যে নেপালরাজ্য করায়ত্ত করেছিলেন তা জানতে পারি। কিন্তু এ বিষয়ে ঐতিহাসিকবৃন্দ একমত নন। প্রতাপমল্লের (১৬৪১-১৬৭৪) অনুশাসনের সঙ্গে বংশমণির রাজবংশ তালিকার কিছু মিল আছে। সে তালিকা এই রকম, নান্যদেব > তাঁর পুত্র গাঙ্গদেব > তাঁর পুত্র নৃসিংহ > তাঁর পুত্র রামসিংহ >তাঁর পুত্র শক্তিসিংহ>তাঁর পুত্র ভূপালসিংহ>তাঁর পুত্র হরিসিংহদেব। নৃসিংহ এবং নরসিংহ একই ব্যক্তি হতে পারেন। প্রতাপমল্লের

অনুশাসনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ নৃপতি বংশমণির তালিকায় সঙ্গে মেলে না। ভাবসিংহ এবং কর্মসিংহকে বংশমণি যথাক্রমে জননয়নরঞ্জন ও দারিদ্র্যভঞ্জন বলেছেন। এই দুই নৃপতি যে খ্যাতিমান ছিলেন এই বিশেষণ প্রয়োগ থেকে তা বোঝা যায়। অপর দিকে শক্তিসিংহ ও ভূপালসিংহের মধ্যে ভূপালের নামে কিছু গীত পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে নান্যদেব এবং তাঁর অধস্তন পুরুষদের যে বিবরণ পেয়েছি তা উদ্ধার করছি

	পদ্মগিরি	D. Wright	Luciano Petech	বংশমণি ওঝা
১	নান্যদেব	নান্যদেব (৫১ বৎসর রাজত্বকাল)	নান্যদেব (১০৯৭ খ্রীঃ-১১৪৫ খ্রীঃ	নান্যদেব
২	গঙ্গদেব	গঙ্গদেব	গঙ্গদেব (১১৪৫ খ্রীঃ-১১৭৫ খ্রীঃ)	গাঙ্গদেব
৩	শক্তিদেব	নরসিংহদেব (৩১ বৎসর রাজত্বকাল)	নরসিংহদেব (১১৭৫ খ্রীঃ-১২০২ খ্রীঃ)	নরসিংহদেব
৪	রামসিংহদেব	শক্তিদেব (৩৯ বৎসর রাজত্বকাল)	রামসিংহ (১২০২ খ্রীঃ-১২৪৫ খ্রীঃ)	রামসিংহদেব
৫		রামসিংহদেব (৫৮ বৎসর রাজত্বকাল)	শক্তিদেব[১]	ভাবসিংহদেব
৬		হরিদেব		কর্মসিংহদেব
৭				হরসিংহদেব

বলা বাহুল্য, উপর্যুক্ত বিবরণে বংশমণি ব্যতীত ভাবসিংহ এবং কর্মসিংহের উল্লেখ কেউ-ই করেন নি। কেবল Kirkpatrick-এর গ্রন্থে এই দুই নৃপতির

১. নান্যদেব থেকে শক্তিদেব পর্যন্ত রাজবংশের বিস্তৃত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, L. Petech, Mediaeval Nepal, Appendix I, pp. 191-196

নাম পাই। Kirkpatrick-এর তালিকা এই রকম, Nan Deo>Kanuck Deo > Nersingh Deo > Bhad Singh Deo > Kurm Singh Deo>Hurr Singh Deo. D. R. Regmi বংশমণির মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের কথা বললেও তিনি পাদটীকায় বলেছেন যে দরবার লাইব্রেরিতে রক্ষিত মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে উপর্যুক্ত ক্ষিতিবংশাবলী তিনি দেখতে পান নি। বিষয়টি ভাববার মত। তবে দরবার লাইব্রেরিতে যে মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের একটি পাণ্ডুলিপি আছে রেগমির বিবরণে তা জানা গেল। যাই হোক, বংশমণির ভাবসিংহ এবং কর্মসিংহ যে বৃন্তহীন নয় তা Kirkpatrick-এর গ্রন্থের সাক্ষ্যে জানা গেল। বংশমণি নান্যদেবের সিমরাওন গড়ের নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার সাল উল্লেখ করেছেন, 'সিত মুনি তিথি বায়ু ভার্গিযোগে নভসি নবেন্দু খচন্দ্রযুক্ত শাকো অকুরুত সিমরওন বাস্ত সিংহদয়ম … প্য মহীপ নান্যদেবঃ ॥'[১] Luciano Petech নান্যদেবের সিমরাওন গড়ের প্রাপ্তির কাল দিয়েছেন ১০৯৭ খ্রীস্টাব্দ। বংশমণিও তাই উল্লেখ করেছেন। Luciano Petech নান্যদেবের পরবর্তী কয়েকজন নৃপতিরও সাল তারিখ দিয়েছেন। অন্যান্য বিবরণীতেও সাল তারিখের কিছু উল্লেখ আছে। বংশমণি পরবর্তী নৃপতিদের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল সম্বন্ধে নীরব।

এবারে হরিসিংহদেবের নেপালরাজ্য অভিযান কাহিনী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি। বংশমণি বলেছেন, 'ত্যক্তাভিরামপপি পত্তনমাত্মনীনং নেপাল রাজ্যমরোদ্রসিংহদেবঃ ॥ বাণাব্ধিমাসান্বিত ১২৬৪ (?) শাকবর্ষে, পৌষে নবম্যাং রবিসূনু বারে। পক্ষে বলক্ষে গিরিদুর্গদেশং ভেজে নৃপ শ্রীহরসিংহ-দেবঃ ॥ এহি সম্মত শ্রীহরসিংহদেব নেপাল রাজ্য সংপ্রাপ্ত ভেলাহ,… ।' ইণ্ডিয়া অফিস পুথির (৭৭২৫) ক্যাটালগের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে আছে,

বাণা(?)ব্ধিযুগ্মশশিসম্মিত শাকবর্ষে পৌষস্য শুক্লনবমী রবিসূনুবারে।

ত্যক্ত্বা স্বপট্টনপুরং হরিসিংহদেবো দুর্দৈবদেশিত পথাথগিরিং বিবেশ ॥[২]

১. নব = ৯, ইন্দু = ১, খ = ০, চন্দ্র = ১ = ৯১০১ = ১০১৯ শকাব্দ = ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

২. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, ৮৫ পৃষ্ঠা। বাণা (বাণ) = ৫, অব্ধি = ৪, যুগ্ম = ২, শশি = ১ = ১২৪৫ শক। অর্থাৎ ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দ কিন্তু L. Petech দেখিয়েছেন, তিথি বারের সঙ্গে এই তারিখের মিল নেই। L. Petech, Mediaeval History of Nepal, Appendix I, p. 191

মুদিত-কুবলয়াশ্বের পাঠের সঙ্গে ইণ্ডিয়া অফিস পুথির পাঠে কিছু অসঙ্গতি থাকলেও মোটামুটি হরিসিংহদেবের নেপালরাজ্য প্রাপ্তির বিবরণ এক। বংশমণির বাণাব্ধি (৫৪) পাঠ ঠিকই আছে। কিন্তু শকাব্দের প্রথম দুটি অঙ্কের উল্লেখ পুথিতে নেই। '১২৬৪ শাকবর্ষ' কিঞ্চিৎ সমস্যা জাগায়। পুথিতে অবশ্য ৬ সংখ্যাটি এমন ভাবে লেখা হয়েছে যে এটি ৫ ও হওয়া সম্ভব। যদি ৫-ও হয়, তাহলেও ১৩২৩ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যাবে না। বংশমণির ১২৬৪ অথবা ১২৫৪ শকাব্দ ১৩৪২ অথবা ১৩৩২ খ্রীস্টাব্দ। নূতন তথ্যের অভাবে বংশমণির এই সাল তারিখ আপাতত ভুল বলেই সাব্যস্ত করতে হবে। এই হরিসিংহদেব ঘিয়াস্-উদ্দীন-তুঘলকের কাছে পরাজিত হয়ে নেপালে আশ্রয় নেন। অন্য মতে তিনিই নেপালে মিথিলার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

বংশমণি হরিসিংহদেব থেকে মল্লরাজাদের যে বংশলতিকা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে সেকালের ও একালের ঐতিহাসিকগণ সংশয় প্রকাশ করেছেন। পদ্মগিরির মতে হরিসিংহদেবের পুত্রের নাম শ্যামসিংহদেব, Wright-এর মতে মতিসিংহদেব। মতিসিংহের ছেলে শক্তিসিংহদেব এবং শক্তিসিংহদেবের ছেলে শ্যামসিংহদেব। বলা বাহুল্য, বংশমণির বর্ণনায় পাই হরিসিংহদেবের ছেলে বল্লালসিংহদেব।

Luciano Petech-এর সিদ্ধান্ত এই রকম—মল্লরাজাদের তিন শাখা। প্রথম শাখা অরিমল্ল থেকে। জয়ারিমল্লের সঙ্গে এই রাজবংশ নিশ্চিহ্ন হয়। দ্বিতীয় শাখার স্থাপয়িতা জয়ভীমদেব এবং জয়ার্জুনদেবের সঙ্গে এই বংশ লুপ্ত হয়। Petech অবশ্য দ্বিতীয় শাখাটিকে মল্লবংশ বলতে দ্বিধা করেছেন। যাই হোক, তৃতীয় শাখার সূচনা জয়স্থিতিমল্ল থেকে। এঁরই বংশধরেরা ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নেপালরাজ্য শাসন করেন। এবারে রাজবংশের তালিকা উদ্ধার করি[১]

পদ্মগিরি	D. Wright	Luciano Petech	বংশমণি ওঝা
১ অরিমল্ল	১ অরিদেব	১ অরিমল্ল (১১৫৪-১২১৭,[২]	১ বল্লারসিংহদেব

১. Bikramjit Hasarat, History of Nepal, 'Prolegomena', পৃ. XXXIX Kirkpatrick. An account of the kingdom of Nepal গ্রন্থে পাই, হরসিংহদেব > বল্লাল সিং > দেওমল্ল > নরমল্ল > অশোকমল্ল > জেস্থিতিমল্ল। এই তালিকায় বংশমণির বল্লাল-সিংহদেব, দেবসিংহদেব, নাগমল্ল, অশোকমল্লের সন্ধান পাওয়া গেল। Kirkpatric কি বংশমণির লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ?

২. প্রথমটি জন্ম, দ্বিতীয়টি মৃত্যু সাল।

পদ্মগিরি	D. Wright	Luciano Petech	বংশমণি ওঝা
২ অভয়মল্ল	২ অভয়মল্ল	২ অভয়মল্ল (১১৮৩-১২৫৫)	২ দেবসিংহদেব
৩ জয়দেবমল্ল	৩ জয়দেবমল্ল	৩ জয়দেব (১২০৪-১২৫৮)	৩ নাগমল্লদেব
৪ আনন্দমল্ল	৪ আনন্দমল্ল	৪ জয়ভীমদেব (মৃত্যু ১২৭১ ?)	৪ অশোকমল্লদেব
৫ জয়ভদ্রমল্ল	৫ জয়ভদ্রমল্ল	৫ জয়সীহমল্ল (১২২৯-১২৮৮)	৫ জয়স্থিতিমল্লদেব
৬ নাগমল্ল	৬ জয়জগৎমল্ল	৬ অনন্তমল্ল (১২৪৬-১৩০১ ?)	৬ যক্ষমল্লদেব
৭ নগেন্দ্রমল্ল	৭ নগেন্দ্রমল্ল	৭ জয়ানন্দদেব (মৃত্যু ১৩৩১ ?)	৭ রাযমল্লদেব
৮ উগ্রমল্ল	৮ উগ্রমল্ল	৮ জয়ারিমল্ল (১২৭৪-১৩৪৪)	৮ ভুবনমল্লদেব
৯ অশোকমল্ল	৯ অশোকমল্ল	৯ জয়রাজদেব (১৩১৭-১৩৬০)	৯ প্রাণমল্লদেব
১০ জয়স্থিতিমল্ল	১০ জয়স্থিতিমল্ল	১০ জযার্জ্জুনদেব (১৩৩৮-১৩৮২)	১০ বিশ্বমল্লদেব
১১ যক্ষমল্ল	১১ যক্ষমল্ল	১১ জযস্থিতিমল্ল-রাজল্লদেবী (মৃত্যু ১৩৯৫) (১৩৪৭-১৩৮৬)	১১ ত্রৈলোক্য-মল্লদেব
		১২ জয়ধর্মমল্ল (১৩৬৭-১৪০৮)	১২ জগজ্জ্যোতি-র্মল্লদেব
		১৩ জয়জ্যোতির্মল্ল (১৩৭৩-১৪২৯)	
		১৪ জয়যক্ষমল্ল (মৃত্যু ১৪৮০)	

আগেই বলেছি বংশমণির মত অন্য লেখকগণ হরিসিংহদেবের সঙ্গে মল্লরাজাদের কোনো যোগসূত্র আছে একথা মানতে চান না। অন্যদের তালিকায় বংশমণির বল্লালসিংহের দিশা নেই। বংশমণির বিবরণের সঙ্গে অন্যদের বিবরণের বিশেষ পার্থক্য উপর্যুক্ত পীঠিকাগুলির তৌলন আলোচনা করলে সহজেই ধরা পড়বে। বংশমণির তালিকায় ষষ্ঠ নৃপতি যক্ষমল্লদেব। অন্যান্যদের তালিকায় যক্ষমল্লদেব একাদশ অথবা চতুর্দশ নৃপতি।

নেপালের ক্ষিতিবংশাবলীর বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু কোনো কোনো ঐতিহাসিক যে হরিসিংহদেবের সঙ্গে মল্লরাজাদের সম্পর্ক একেবারেই ছিল না এ সিদ্ধান্ত করেছেন তা সঠিক মনে হয় না। অবশ্য Petech বৈবাহিক সূত্রে নেপালের রাজবংশ, মিথিলার রাজবংশের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল একথা বলেছেন। জয়স্থিতিমল্লের পত্নী রাজল্লদেবী হরিসিংহদেবের পৌত্রী।

এবার মুদিত-কুবলয়াশ্ব ও ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটক দুটিতে যে রাজবংশ-লতিকা ও রাজপ্রশস্তি পাওয়া যায় তার কথা উল্লেখ করি। তুলনামূলক আলোচনার জন্য অন্য সূত্রের বংশপীঠিকাও দিলাম।

পদ্মগিরি	D. Wright	বংশমণি ওঝা
১ রায়মল্ল	১ রায়মল্ল	১ রায়মল্লদেব
২ স্বর্ণমল্ল	২ সুবর্ণমল্ল	২ ভুবনমল্লদেব
৩ প্রাণমল্ল	৩ প্রাণমল্ল	৩ প্রাণমল্লদেব
৪ বিশ্বমল্ল	৪ বিশ্বমল্ল	৪ বিশ্বমল্লদেব
৫ ত্রৈলোক্যমল্ল	৫ ত্রিলোক্যমল্ল	৫ ত্রৈলোক্যমল্লদেব
৬ জগৎপ্রকাশমল্ল	৬ জগজ্জ্যোতির্মল্ল	৬ জগজ্জ্যোতির্মল্লদেব
৭ জয়মিত্রমল্ল	৭ নরেন্দ্রমল্ল	
৮ ভুপতীন্দ্রমল্ল	৮ জগৎপ্রকাশমল্ল	
৯ রণজিৎমল্ল	৯ জিতামিত্রমল্ল	
	১০ ভূপতীন্দ্রমল্ল	
	১১ রঞ্জিতমল্ল	

বংশমণি জগজ্জ্যোতির্মল্লদেবের পরের নৃপতিদের নাম উল্লেখ করতে পারেন না। বংশমণির সুবর্ণমল্লের পরিবর্তে ভুবনমল্লদেবের উল্লেখ লক্ষণীয়। ষষ্ঠ নৃপতি পদ্মগিরির তালিকায় জগৎপ্রকাশমল্ল এ-ও উল্লেখ্য। পদ্মগিরির তালিকায় জগজ্জ্যোতির্মল্লের উল্লেখই নেই।

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে সিদ্ধি নরসিংহ এবং তাঁর পুত্র শ্রীনিবাসমল্লের উল্লেখ পাই।

নৃপ শিবসিংহসুত হরিহরসিংহ
হরিহরসিংহ সুত সিধি নরসিংহ।
তার তনয়বর শিরিশ্রীনিবাস
দ্বসর দিবাকর সবকর আস॥

অর্থাৎ, শিবসিংহ>হরিহরসিংহ>নরসিংহ>শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাস যে মল্ল বংশসম্ভূত সেকথা নাটকেই পাই—'মহারাজাধিরাজ জয় শ্রীশ্রীনিবাসমল্লস্য যশো

বর্ণনমহং করোমি'। পদ্মগিরিতে পাই সিদ্ধি নরসিংহমল্ল>শ্রীনিবাসমল্ল। D. Wright-এ পাই হরিহরসিংহ>সিদ্ধি নরসিংহ>শ্রীনিবাসমল্ল।

রচনাকাল নির্ণয়ের সময়ে জগৎপ্রকাশ ও নিবাসমল্লের বন্ধুত্বের কথা বলেছি। এখন এই বিষয়টি বিশদ করি। নাটক সমাপ্তির কালে রামভদ্র দ্বিজ বলেছেন, 'এহী নৃত্যের পুণ্য প্রভাবতে শ্রীমচ্ছিন্দ্রনাথ সংতুষ্ট হৈয়া মহারাজাধিরাজ জয় শ্রীশ্রীনিবাসমল্ল জগৎপ্রকাশমল্ল প্রভুকা সদা সর্বদা জয় করো।' ইতিহাসের দিক থেকে এই উক্তি গুরুত্বপূর্ণ। উভয় নৃপতির একসঙ্গে মঙ্গল প্রার্থনা করা হয়েছে ঐ ছত্রে। এই জগৎপ্রকাশমল্ল কে? পদ্মগিরির লতিকায় জগৎপ্রকাশমল্লের নাম পেয়েছি। তাঁর রাজত্বকাল ১৬১৩-১৬৩৭। শ্রীনিবাসের রাজত্বকাল ১৬৬১-১৬৮৪। সুতরাং ভাতগাঁও এবং ললিতপুর-পাটনের এই দুই নৃপতির যোগাযোগ সম্ভব হয় না। অন্য কতকগুলি সূত্র থেকে জানতে পারি জগৎপ্রকাশমল্ল নরেন্দ্রমল্ল/নরেশমল্লের পুত্র। D. R. Regmi নানা অনুশাসন আলোচনা করে জগৎপ্রকাশমল্লের রাজ্যকালের একটি তারিখ নির্ধারণ করেছেন। সেটি হল ১৬৪৪-১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দ। রামভদ্রের বিবরণ অনুসারে বলতে পারি শ্রীনিবাস এবং জগতপ্রকাশমল্ল কোনো এক সময়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানি গোড়ায় কাঠমাণ্ডুর নৃপতি প্রতাপমল্ল এবং শ্রীনিবাসমল্ল রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সন্ধি করেন। এবং উভয়ে ভাতগাঁওয়ের নৃপতি জগৎপ্রকাশমল্লের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কিন্তু অচিরকালের মধ্যে প্রতাপমল্লের শক্তি বৃদ্ধি হওয়াতে এবং তাঁর আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাবার জন্য শ্রীনিবাসমল্ল প্রতাপমল্লের বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন করে ভাতগাঁওয়ের নৃপতি জগৎপ্রকাশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এই বন্ধুত্ব রাজনৈতিক কারণেই অনেকদিন টিকে ছিল। D. R. Regmi বলেন In dealing with the harassed ruler of Bhatgaon Srinivasamalla displayed a high sense of liberalism, which so ingratiated Jagatprakāsa that he felt ever bound to him.[১]

জগজ্জ্যোতির পিতা ত্রৈলোক্যমল্লদেব এবং জগজ্জ্যোতির কালে যে আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের কথা বংশমণি উল্লেখ করেছেন ইতিহাসে তার কোনো

১. D. R. Regmi, Medieval Nepal, Pt. II., p. 294

সংবাদ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অবশ্য জয়স্থিতিমল্লের তিন পুত্রের মধ্যে কাঠমাণ্ডুর নৃপতি রত্নমল্লের[১] রাজ্যে এ রকম ষড়যন্ত্রের সংবাদ ঐতিহাসিকরা দিয়েছেন। বংশমণি কি রত্নমল্লের রাজ্যের বিবাদ জগজ্জ্যোতির উপর আরোপ করেছেন? তা যদি না হয় বংশমণির এ তথ্য নিঃসন্দেহে মূল্যবান্। এদিকে অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রামভদ্র দ্বিজ শ্রীনিবাসমল্লকে সর্বগুণসম্পন্ন নৃপতি বলেছেন। ইতিহাসে শ্রীনিবাসকে কৃতী নৃপতিরূপেই পাই। ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের সূত্রধারের উক্তিতে পাই, রাজা শ্রীনিবাস গুণীদের মধ্যে অগ্রণী, তিনি ধীর, তিনি শত্রুদমন করে যশ অর্জন করেছেন, অতিথিসেবায় শ্রীনিবাস কৃতী, তিনি ধন্য, তিনি সকল প্রশ্নেরই উত্তর। বলা বাহুল্য, এ বর্ণনায়, রাজপ্রশস্তিলিপির অনুকরণ আছে এবং অবশ্যই তা অতিশয়িত। সূত্রধার আরও বলেছেন, 'এতাদৃশঃ পরম বিচক্ষণ প্রতাপী যশী গুণবান্ ধর্মাত্মা রাজা নেপালমণ্ডলে কাপি নাস্তি।' এ সব বর্ণনার আতিশয্য বাদ দিয়ে যা গ্রহণযোগ্য তা হল শ্রীনিবাসমল্ল গুণী এবং তাঁর সময়ে তিনি খুবই খ্যাতি পেয়েছিলেন। ইতিহাসও এই মত সমর্থন করে। শ্রীনিবাস মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি পাটনে এবং বাগমতিতে (বাঙ্গমতি) মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বাগমতিতে প্রাপ্ত একটি অনুশাসনে শ্রীনিবাস 'লোকনাথচরণকমলধূলিধূসরিত শিরোরুহ' বলে অভিহিত। নাটকেও লোকনাথের প্রীতি, করুণা শ্রীনিবাসের উপর বর্ষিত হোক এ কথা বলা হয়েছে। ললিত-কুবলয়াশ্বের আশীর্বাদ শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য। সেখানে পাই, 'এতাদৃশ পরমেশ্বর শ্রীলোকনাথ মহারাজাধিরাজ শ্রীনিবাসমল্লকা প্রভুকা সদা সর্বদা জয় করো কল্যাণ করো।' এই লোকনাথই মৎস্যেন্দ্রনাথ। মৎস্যেন্দ্রনাথের জন্য সুবর্ণপ্রণালী নির্মাণ এবং তার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রামসেবক রামভদ্র দ্বিজ ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটক রচনা করেন।[২] পাটনের রাজপ্রাসাদের অধিকাংশ শ্রীনিবাসের দ্বারা নির্মিত। তিনি মূলচক

১. Bikram Jit Hasarat, History of Nepal, p. 56

২. জয়স্থিতিমল্লও তাঁর পত্নী রাজল্লদেবীর সম্মানে এরকম একটি প্রণালী নির্মাণ করেছিলেন। In her (Rajalla Devi) honour her husband Jayasthitiraja Malla has built a *pranali* (fountain). L. Petech, Mediaeval History of Nepal, p. 133.

(প্রধান প্রাসাদ) নির্মাণ করান। সুন্দরীচকও তাঁরই কীর্তি। মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রীনিবাস ভূমি দান করেন। তাঁরই নির্দেশে মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দিরে নিত্য পূজা এবং প্রত্যহ নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করা হয়। বিগ্রহের স্নান এবং রথারোহণের সময় শ্রীনিবাস স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন। শ্রীনিবাস শিল্পসংস্কৃতিরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সুকবি। কিছু পদ তাঁর নামে পাওয়া যায়। নাট্যকর্মেও শ্রীনিবাস উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তিনি সপ্তাঙ্ক কংসবধ নাটক রচনা করেন বলে অনুমিত। এই নাটকটি অভিনীতও হয়। তাঁর পিতার দ্বারা আরব্ধ কার্ত্তিক নৃত্য তাঁর সময়েও উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। জাতক অশৌচ ও মৃতাশৌচ পালনের বিধিবিধান রাজা শ্রীনিবাস পণ্ডিতদের দ্বারা রচনা করিয়েছিলেন। এই বিবিবিধান ভাতগাঁও, কাঠমাণ্ডু এবং পাটনে সর্বত্রই মান্য ছিল। যাঁরা এইসব বিধিবিধান রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যে বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী-মৈথিলী ছিলেন তা পণ্ডিতবর্গের নাম দেখলেই বোঝা যায়। যেমন, দেবেন্দ্র উপাধ্যায়, হরিনাথ উপাধ্যায়, রামচন্দ্র, উপেন্দ্র, মধুসূদন, সুদর্শন উপাধ্যায়, যাদব, বৈদ্যনাথ রায়, রূপনারায়ণ চক্রবর্তী, বীরেশ্বর চক্রবর্তী ইত্যাদি। শেষের তিন ব্যক্তি বাঙ্গালী নিশ্চয়ই।

৪। সামাজিক ইতিহাস

নেপালের ভাষা নাটক থেকে নেপালমণ্ডলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ললিত-কুবলয়াশ্ব এবং মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকেও এই পরিচয় লভ্য। সাংস্কৃতিক জীবনের দিক থেকে দেখলে প্রাচীন ও মধ্য যুগের নেপাল ভারতবর্ষের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে যুক্ত ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, শিল্পে নেপালের যে উৎকর্ষ সে-সময়ে ঘটেছিল তার সঙ্গে ভারতশিল্পের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। মল্লরাজারা নেপালে যে সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়েছিলেন তা ভারতশিল্পেরই অঙ্গ। মিথিলা-বাংলার সঙ্গে নেপালের যোগ তো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। তা থাকাই স্বাভাবিক। দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি কেবল মিথিলা-বাঙ্গালা দেশে নয় নেপালেও পৌঁছেছিল। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নেপালেও গিয়েছিলেন। নেপালে

ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচুর গ্রন্থ কপি করা হয়েছিল। চর্যাগীতি ইত্যাদি নেপালেই রক্ষিত ছিল। বিদ্যাপতির এবং অন্যান্য কবির রচনার কপি নেপালে পাওয়া গেছে। এ-সব দেখে মনে হয় নেপালমণ্ডল ভারতেরই একটি রাজ্য। যদিও নেপাল তার স্বাতন্ত্র্য—অন্তত রাষ্ট্রীয় জীবনে—রক্ষা করে চলেছিল।

নেপালের জনজীবনের আদর্শ নিরূপিত হত রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শে। রামায়ণ-মহাভারতের জনপ্রিয়তা দেখেই তা বুঝতে পারি। স্মৃতি, ধর্ম এবং অর্থশাস্ত্রের চর্চাও প্রাচীন ও মধ্য যুগের নেপালবাসী পুরোদমে করেছে। রাজারা স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী দেশ শাসন করতেন। অষ্টাদশ পুরাণ যে নেপালে সমাদৃত ছিল তা বিভিন্ন নাটকের বিষয়বস্তু দেখেই অনুমান করা যায়। উষা-অনিরুদ্ধ, ঋতধ্বজ মদালসা, কৃষ্ণ-রাধা, নল-দময়ন্তী, কংস ইত্যাদি নেপাল সাহিত্যে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যদিকে গোপীচন্দ্র নাটকের সাক্ষ্যে বলতে পারি যোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গেও নেপালবাসীর পরিচয় ছিল। যোগী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে এক শিবযোগীর সাক্ষাৎ (পৃ. ৮৪) পাই। শৈবযোগীদের কথা বাংলাদেশে জানা আছে। নেপালেও তার সাক্ষাৎ পেলাম। ধর্মসাধনায় গুরুর স্থান বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।

নৃপ জগজ্জোতি এহো রস গাবে।
গুরু পরসাদে পরম পএ পাবে॥

নেপালের রাজ পরিবারে ব্রাহ্মণ গুরুর ক্ষমতা ছিল খুব বেশী। ব্রাহ্মণরা যে বিশেষ মর্যাদা পেতেন তার প্রমাণ পাই মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে ঋতধ্বজের রাজ্যপরিত্যাগের সময় ব্রাহ্মণকে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করবার প্রসঙ্গে (পৃ. ১৭৬)। এই ব্রাহ্মণকে ঋষিও বলা হয়েছে। পুত্রকে বৈরাগ্যগ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করতে রাজা ব্রাহ্মণেরই পরামর্শ চাইছেন।

নেপালের রাজন্যবর্গ গীতরচনাতে কেবল কবিবৃন্দকে উৎসাহ-ই দেন নি, সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে সঙ্গীতগ্রন্থ সংগ্রহেও তাঁদের যত্ন ছিল। সঙ্গীতগ্রন্থের টীকাভাষ্য রচনা করে এঁরা সঙ্গীতপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। নেপালে বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা যেমন ছিল তেমনি রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিশেষ বিশেষ পর্বে বিচিত্র উৎসব অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা যে হত ভাষা নাটকগুলিই তা প্রমাণ করে।

দুটি নাটকেই রাজা এবং রাজকর্মচারীদের সামান্য পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। রাজকর্মচারীদের মধ্যে মন্ত্রী, প্রতীহার, কুমারের নাম পাই। রাজসভার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ বর্ণনা পাই মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে (পৃ. ১১৩)। জ্যোতিষী, বৈদ্য, দ্বিজরাজ, রাজকুমারকে নিয়ে রাজা সভা করতে বসেন। গণিকাবৃন্দ চামর ঢুলায়। সামনে গন্ধ জল ছিটানো হয়। রাজা চার বর্ণের রক্ষক। তিনি বিচারে নিপুণ। ধর্ম রক্ষা করেন তিনিই। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত বর্ণনা না পেলেও রাজপ্রাসাদে কতকগুলি ধবলগৃহ যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধবলগৃহের সামনে পুষ্করিণী থাকত। নানা পুষ্পে শোভিত এই পুষ্করিণী রাজা-রানীর বিহারের স্থলরূপে নির্দিষ্ট ছিল।

দুটি নাটকে বিবাহ অনুষ্ঠানের চমৎকার বর্ণনা পাই। মদালসা-ঋতধ্বজের বিবাহ অনুষ্ঠানে কুলপুরোহিত তুম্বুরুর আবির্ভাব এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা বিবাহকর্ম নিষ্পন্ন করবার বিস্তৃত বিবরণ পাই (মুদিত-কুবলয়াশ্ব, পৃ. ১৪২ ; ললিত-কুবলয়াশ্ব, পৃ. ৪১)। ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে বিষ্ণুদাসের বিবাহমন্ত্রের কথাগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। বাংলা মঙ্গল-কাব্যের মত নেপালের ভাষা নাটকগুলিতে রাজার আদর্শ, পিতাপুত্রের আচরণ, পাতিব্রত্যের আদর্শ স্থাপন করা হয়েছে। সংস্কৃত পুরাণের দায়িত্ব ভাষা নাটকগুলি গ্রহণ করেছিল।

ধর্মীয় জীবনে ইষ্টদেবতার বিশেষ স্থান ছিল। ইষ্টদেবতা এবং কুলদেবতার বিশেষ কোনো মূর্তি ছিল না। শিব নেপালমণ্ডলের অভিভাবক দেবতা। ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটক তো শিবমহিমারই বিস্তৃত বিবরণ। ভবানী এবং চণ্ডীরও বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। গানের ভনিতায় কবি চণ্ডীচরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। রামভদ্র দ্বিজ বার বার 'মচ্ছিন্দরনাথে'র উল্লেখ করেছেন। ধর্ম সম্পর্কে সেকালে যে কোনো বিরোধ ছিল না এটি তার প্রমাণ।

৫। নেপালমণ্ডলে নাট্যচর্চার ইতিহাস

পণ্ডিতবৃন্দ নেপালে নাট্যচর্চার সংবাদ শিক্ষিতজনের গোচরে এনেছিলেন অনেককাল আগে। A. C. Bendall[১], হরপ্রসাদ

১. Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, 1883

শাস্ত্রী[১] নেপালের নাটকের সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁর গবেষণামূলক পুথির বিবরণ গ্রন্থে। A. Conrady-র[২] সম্পাদনায় 'হরিশ্চন্দ্র নৃত্যে'র কিছু অংশ বার হয়েছিল ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নেপালের মূল্যবান্ নাটকগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছিলেন।[৩] তিনি বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এই নাটকগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্যও নিরূপণ করেছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কেমব্রিজ পুথির বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। নেপালে লিখিত সংস্কৃত-মৈথিল-বাংলা নাটকের পুথি কেমব্রিজে, জার্মানিতে রয়েছে। The Mss. of these plays are now lying scattered in the libraries of England, West Germany, India and Nepal.[৪] প্রবোধচন্দ্র বাগচী নেপাল রাজদরবার লাইব্রেরির কিছু পুথি দেখেছিলেন। তাঁর শ্রমলব্ধ অনু-সন্ধানের ফল 'নেপালে ভাষা নাটক' প্রবন্ধ।[৫] ডক্টর জয়কান্ত মিশ্রের মৈথিল সাহিত্যের ইতিহাস[৬] গ্রন্থেও নেপালের ভাষা নাটক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। শ্রীসুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' 'বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী' এবং 'নট নাট্য নাটক' গ্রন্থে নেপালের নাট্যকর্মের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' গ্রন্থে চার খানি ভাষা নাটক স্থান পেয়েছে। কিছুকাল আগে শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় গোপীচন্দ্র নাটক[৭] প্রকাশিত হয়েছে। এলাহাবাদ থেকে শ্রীজয়কান্ত মিশ্র ও শ্রীউমেশ মিশ্র বিদ্যাপতির গোরক্ষ-বিজয়[৮] নাটক বার করেছেন।

নেপাল অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত-মৈথিল-বাংলা নাটকের চর্চা হয়েছিল। কেবল নাট্যরচনা নয় বিদ্যাচর্চার আরও বিভিন্ন বিষয়ে নেপালের কবিপণ্ডিতবৃন্দ

১. Catalogue of Palm-leaf and selected paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal, 2 vols, Calcutta, 1905 and 1916

২. Sunitikumar Chatterjee, Origin and Development of the Bengali Language. p. 10

উৎসাহ দেখিয়েছেন। নেপালে রাজদরবার লাইব্রেরিতে বহু পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই ভাষা নাটক। রাজা জয়স্থিতিমল্ল (১৩৮০-১৩৯৪ খ্রীস্টাব্দ) থেকে রাজা রণজিৎমল্লের (১৭২২ খ্রীস্টাব্দ) রাজত্বকাল পর্যন্ত এ সব গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। বিভিন্ন পুথির ভনিতায় রাজাদের বার বার উল্লেখ দেখে একথা সহজেই অনুমান করতে পারি যে মল্লরাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কোনো কোনো মল্লরাজা রচনাকর্মে নৈপুণ্যও দেখিয়েছিলেন।

পূর্বভারতের (বাংলা-মিথিলা) ভাষা ও সংস্কৃতি কিভাবে নেপালে পৌঁছেছিল সে নিয়ে পণ্ডিতবর্গ গবেষণা করেছেন। কর্ণাট-বংশীয় রাজা হরিসিংহদেব। (হরসিংহদেব), ইনি মিথিলার শেষ স্বাধীন নৃপতি। ইনি 'কাব্যগীতিরসে'র বোদ্ধা ছিলেন। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষার একটি গল্পে হরিসিংহদেবের সংগীতকলাজ্ঞানের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।'[1] হরিসিংহদেব হিন্দুপতি' বলে কীর্তিত হয়েছেন। দিল্লীর সুলতান ঘিয়াস্-উদ্দীনের সঙ্গে শেষ সংঘর্ষে (১৩২৩-২৪) পরাজয়ের ফলে তীরভুক্তি হরিসিংহদেবের হস্তচ্যুত হয়। নেপাল তরাইয়ে এঁর বংশ রাজত্ব করতে থাকে। সিলভ্যাঁ লেভি[2] মনে করেন এই হরিসিংহদেবই নেপালে এসে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সঙ্গে মৈথিলী-বাঙ্গালী কবি-পণ্ডিত-জ্ঞানী-গুণীবৃন্দও এসেছিলেন। হরিসিংহদেবের বংশের সঙ্গে নেপাল-রাজবংশের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল বিবাহসূত্রে। এভাবে যে নেপালে পূর্বভারতের সংস্কৃতির বিস্তারের সুবিধা হয়েছিল ইটালীয় ইতিহাসবিদ্ Luciano Petech তা মানেন না। তাঁর মতে রাজা হরিসিংহ নেপালের ভাতগাঁওয়ের রাজদরবারে নির্বাসিতের জীবন যাপন করেছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি কোনো রাজ্য সেখানে স্থাপন করে যান নি। সে যাই হোক নেপালে যে প্রবাসী বাঙ্গালী-মৈথিলীর বসবাস ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনও হতে পারে মুসলমান শাসনের সময়েও বাঙ্গালী-মৈথিলী কবি-পণ্ডিতবর্গ তাঁদের রচনাকর্ম নিয়ে নেপালে মল্লরাজাদের আশ্রয়ে এসেছিলেন।

হরিসিংহদেবের সান্ধিবিগ্রহিক মহামন্ত্রী ঠাকুর চণ্ডেশ্বর বিদ্যোৎসাহী

১. শ্রীসুকুমার সেন, বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী, পৃ. ৭

২. শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, Gopīcandra Nāṭaka. University of Calcutta, p. XXV.

ছিলেন। তিনিও হরিসিংহদেবের সঙ্গে নেপালে চলে যান। ইনি 'স্মৃতিরত্নহার' এবং 'কৃত্যচিন্তামণি' নামে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[১]

'বংশাবলী'[২]-তে জয়স্থিতিমল্ল সম্বন্ধে মূল্যবান্ সংবাদ পাই। রাজা জয়স্থিতিমল্ল পাঁচজন মৈথিলী পণ্ডিতের সাহায্যে গৃহ, জমি, জাতি ও মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে বিধিবিধান প্রণয়ন করেন। প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই পাঁচজনের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁরা হলেন কীর্তিনাথ উপাধ্যায়, রঘুনাথ ঝা, শ্রীনাথ ভট্ট, মহীনাথ ভট্ট ও রমানাথ ঝা। মিথিলার সঙ্গে নেপালের ঘনিষ্টতার সূত্র যে কত দৃঢ় ছিল উপর্যুক্ত তথ্য তার প্রমাণ। রামদাস নামে এক ব্যক্তি 'নেপাল-বনিপাল-মণ্ডল-গুরুঃ' বলে উল্লিখিত হয়েছেন। তাঁর পুত্র ধর্মগুপ্ত নিজেকে রাজসভা-কবি বলে উল্লেখ করেছেন। সিদ্ধি নরসিংহমল্ল একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ জানকীনাথ চক্রবর্তীকে অষ্টাদশ পুরাণ দান করেন। জানকীনাথ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় বাঙ্গালী-মৈথিলীবাসী কবিপণ্ডিতের নেপালে সমাদর ছিল। নেপালের রাজারাও বাংলা-মৈথিলী তাঁদের মাতৃভাষা না হওয়া সত্ত্বেও এ দুই ভাষার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করতে উৎসাহী ছিলেন। নেপালের ভাষা নেওয়ারি। জনসাধারণ নেওয়ারিই ব্যবহার করতেন। কিন্তু সাহিত্যভাষা ছিল সংস্কৃত, মৈথিলী, বাংলা।

গোড়ায় নেপালে যে সব নাটক লেখা হয়েছিল তা সবই সংস্কৃতে। অন্তত চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত নাট্যকর্ম সংস্কৃত ভাষাতেই চলেছিল। তারপর ধীরে ধীরে বাংলা-মৈথিলী ব্রজবুলিতে নাট্যকর্মের সূত্রপাত। পাটন রাজপাটে যে সব নাটক লিখিত হয়েছিল সেগুলিতে মঞ্চ নির্দেশ 'নেওয়ারি' তে পাওয়া যায়। এ সব নাটক যে অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্যই লিখিত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। মুদিত-কুবলয়াশ্বে সূত্রধারের উক্তি থেকে জানতে পারি যে নানা স্থান থেকে মহান ব্যক্তিরা নাটক অভিনয় দেখতে আসতেন, 'তথী দেবযাত্রা প্রসঙ্গে নানা দিগন্ত সঞো অনেক সজ্জন আএল অছ, সরস নৃত্য এেহাএও সবে অনুরক্ত করু।'

নেপালে লিখিত প্রথম নাট্যকর্ম রামদাসের পুত্র 'বাকবাগীশ্বর' ধর্মগুপ্তের

১. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, 'নেপালে ভাষা নাটক'
২. D. Wright, ed., History of Nepal

'রামাঙ্ক' নাটক। এটি লিখিত হয় নেপাল সম্বৎ ৪৮০তে (১৩৬০ খ্রীস্টাব্দ)। নাটকটি চতুরঙ্ক।

রামাঙ্ক নাটক সংস্কৃতে লেখা। প্রয়োজনে প্রাকৃত ভাষাও ব্যবহৃত। রামাঙ্ক নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ললিতাপুরে (ললিতাপত্তন বা পাটনে)। ধর্মগুপ্তের দ্বিতীয় নাটক 'রামায়ণ-নাটক'। "শ্রীমতো ভগবতো গোপালেশ্বরস্যারাধনপরায়ণেন শ্রীশিখরনারায়ণচরণসেবকেন শ্রীঝক্কেশ্বরীতৎপরেন সুরকীকুলকমলকাননবিকাশনৈকভাস্করেণ...শ্রীমতা জয়যূথসিংহদেবেন" আদিষ্ট হয়ে হরিশঙ্কররথযাত্রামহোৎসবপ্রসঙ্গে নানাদিগ্‌দেশসমাগত সভাসদ্‌বর্গের বিনোদের জন্য 'তত্র ভবতঃ শ্রীরামদাসসহৃদয়নন্দনস্য পরমরাজকবেরার্যশ্রীবালসরস্বতী প্রথিতকীর্তিমণ্ডলস্য শ্রীমতো ধর্মগুপ্তস্য অভিনবকৃতং' চতুরঙ্ক-রামায়ণনাটকম্ রচিত ও অভিনীত হয়েছিল।"[১] ধর্মগুপ্তের পুত্র রামগুপ্তকে দিয়ে রাজসিংহদেবের মহামাত্য শ্রীনাথসিংহ মহাভারত পুথি বঙ্গাক্ষরে নকল করিয়েছিলেন। রাজসিংহ-শ্রীনাথসিংহ বাঙ্গালী ছিলেন। তা না হলে তাঁরা বাংলা অক্ষরে পুথি লেখাতেন না। পুথিটি লেখা হয়েছিল ১৪২৫ খ্রীস্টাব্দে। রামাঙ্ক নাটক এবং রামায়ণ নাটক অভিন্ন কিনা জানবার উপায় নেই। বোধ হয় দুটি এক নয়। 'অভিনবকৃত' বিশেষণে তা বোঝা যায়। রাজা জয়যূথসিংহদেব সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

জয়স্থিতিমল্লের রাজ্যকালে মৈথিল কবি মণিক (রাজবর্ধনের পুত্র) দুটি সংস্কৃত নাটক লিখেছিলেন। একটি ভৈরবানন্দ নাটক (১৩৮৫-১৩৯২)। দ্বিতীয় নাটক 'অভিনবরাঘবানন্দ নাটকম্' (১৩৯০)। জয়ধর্মমল্লের ব্রত-বন্ধ মহোৎসব উপলক্ষে লিখিত। নাটক দুটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

বনেপার রাজা জয়রণমল্ল (১৪৯৫) মহাভারতের সভাপর্ব অবলম্বনে পাণ্ডববিজয় নাটক লেখেন। এই নাটকটি অসমাপ্ত। নাটকটি যে জয়রণমল্লের লেখা সূত্রধারের এই উক্তি থেকে জানতে পারি, 'শ্রীমতা শ্রীশ্রীজয়রণমল্ল দেবেন রাজ্ঞা স্বয়ং নির্মায়'। নাটকটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

আপাতদৃষ্টিতে নেপালে প্রাপ্ত অধিকাংশ ভাষা নাটকের লেখক রাজবৃন্দ। ভনিতায় রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় বার বার। আসলে পৃষ্ঠপোষক রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কবিরা রাজার ভনিতা দিয়ে থাকবেন।

১. শ্রীসুকুমার সেন, বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী, পৃ. ৩৮

জগজ্জ্যোতির্মল্ল (১৬১৭-১৬৩৩) বিদ্বান্ ও নাট্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়সম্বলিত পঞ্চাশটি ব্রজবুলি গান লিখেছিলেন' তাঁর গ্রন্থের নাম গীত-পঞ্চাশিকা।[১] এই পঞ্চাশটি গান কুঞ্জবিহারী নাটক ও মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে লভ্য। জগজ্জ্যোতির্মল্ল বহু চেষ্টায় দাক্ষিণাত্য থেকে 'সঙ্গীতচন্দ্র' সংগ্রহ করেন।[২] ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুসরণে গ্রন্থটি লিখিত। বংশমণি ওঝাকে দিয়ে জগজ্জ্যোতির্মল্ল 'সঙ্গীতচন্দ্রে'র 'সঙ্গীত ভাস্কর' টীকা রচনা করান। বংশমণি মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটক, কুঞ্জবিহারী নাটক, হরগৌরী-বিবাহ নাটক, গীতদিগম্বর নাটক রচনা করেন। কাঠমাণ্ডুর রাজা প্রতাপমল্লের 'তুলাপুরুষদান' মহোৎসব উপলক্ষে গীতদিগম্বর রচিত।

পাটনের রাজা শ্রীনিবাসমল্লের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন কবি রামভদ্র। এঁর সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করেছি।

কাঠমাণ্ডুর রাজা জগৎপ্রকাশমল্ল বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। এঁর ভবানী-স্তবের শিলালেখ পাওয়া যায়। ইনি গরুড়ধ্বজ বা নারায়ণের স্তবও রচনা করেন। সূত্রধারের উক্তি থেকে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মলয়গন্ধিনী নাটক জগৎপ্রকাশমল্লের লেখা বলে সিদ্ধান্ত করেন। নাটকটির নান্দীর শেষ চরণে আছে, 'জগতপ্রকাশ ভণে নাটক নাথে'। সূত্রধারের উক্তি এই, 'শ্রীশ্রীজয় জগৎপ্রকাশমল্লক আজ্ঞা ভেলছ…মলয়গন্ধিনী নাটক অভিনয় করু'। সূত্রধারের উক্তি থেকে আরও জানতে পারি, মহারাজ শ্রীনিবাসমল্লের দেবীমহোৎসব উপলক্ষে এটি অভিনীত হয়। শ্রীনিবাসমল্ল ললিতাপুরের রাজা। কিছুদিন এঁর সঙ্গে জগৎপ্রকাশের মিত্রতা ছিল। শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় মনে করেন, নাটকটি রামভদ্রের রচনা।[৩] জগৎপ্রকাশমল্লের আর একখানি নাটক পাই— মদনচরিত নাটক (১৬৭০ খ্রীঃ)। সম্ভবত পুথিতে যে তারিখ লেখা আছে

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, Catalogue of Palm-leaf and Paper Mss. etc.

২. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নেপালে ভাষা নাটক

৩. "It is however needless to point out that the statement of the 'Nandi' alone cannot be allowed to determine the issue of authorship. On the other hand, as King Srinivasamalla is given prominence in Rajavarnana, it is more probable that Rambhadra, the court poet of Srinivasamalla, is its author." Gopīcandra Nāṭaka (C. U.) p xxx

তারও দশ বছর আগে লেখা। জগৎপ্রকাশের কনিষ্ঠ পুত্র উগ্রমল্লের উপনয়ন উপলক্ষে নাটকটি লিখিত। "ইতি শ্রীশ্রীজয় জগৎপ্রকাশমল্লকৃতম্ কনিষ্ঠপুত্র শ্রীশ্রীউগ্রমল্লস্য উপনয়নস্যার্থে মদন [চরিত্র] নাটকং সমাপ্তম্।" সূত্রধার বলছে, 'হে প্রিয়ে শ্রীশ্রীজগৎপ্রকাশমল্লদেবক জ্যেষ্ঠরাজকুমার শ্রীশ্রীজয়জিতামিত্রমল্লদেবক আজ্ঞা ভেল অছ'।[১]

জিতামিত্রমল্লের তিনখানি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এঁর অশ্বমেধ নাটকের উল্লেখ করেছেন। এঁর অপর নাট্যকর্ম 'মদালসা হরণ নাটক' (সংবৎ ৮০৭ = ১৬৮৭ খ্রী:)। নাটকে ব্যবহৃত গানগুলিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। ভনিতায় পাই, 'সুমতি জিতামিত্র কহ নৃপ ঈশ / দেখু সদাশিব অভয়বরা'। নাট্যনির্দেশ নেওয়ারিতে। প্রত্যেকটি গানে ক্রমানুসারে সংখ্যা উল্লিখিত। জিতামিত্রের অপর নাটক 'গোপীচন্দ্র নাটক' (১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের কিছু আগে লেখা)। এই নাটকের দুটি পুথি পাওয়া গেছে। একটি ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের, অপরটি ১৭১২ খ্রীস্টাব্দের। নাটকটিতে গদ্যের ব্যবহার আছে। ভাষা বাংলা।[২] অশ্বমেধ নাটকটি জিতামিত্রমল্লের না হওয়া সম্ভব।[৩] ভাতগাঁওয়ের রাজা ভূপতীন্দ্রমল্ল (১৬৯৫-১৭২২) ব্রজবুলিতে গান রচনা করেছিলেন। একটি খণ্ডিত পুথিতে (ভাষা সঙ্গীত) ভূপতীন্দ্রমল্লের ৮১টি গান পাওয়া গেছে। সবগুলি গানেই ভূপতীন্দ্রের ভনিতা পাই। গানগুলিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। প্রবোধচন্দ্র বাগচী ভূপতীন্দ্রমল্লের এই চারখানি নাটকের নাম করেছেন—মাধবানল, রুক্মিণীপরিণয়, বিদ্যাবিলাপ ও মহাভারত। বাগচী মহাশয় আরও দুখানি খণ্ডিত পুথি দেখেছিলেন।[৪] মাধবানল নাটকের গদ্যাংশ বাংলা। এ সব নাটক যে ভূপতীন্দ্রমল্লেরই লেখা তা জোর করে বলা যায় না। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মাধবানল, বিদ্যা-বিলাপ, মহাভারত নাটকের লেখক বলে উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ধনপতি, কাশীনাথ এবং কৃষ্ণদেব।[৫] ননীগোপালবাবুর সম্পাদিত নাটকগুলিতে গদ্য-সংলাপ নেই। নেওয়ারিতে

১. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নেপালে ভাষা নাটক
২. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, তদেব
৩. শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, Gopīcandra Nāṭaka
৪. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, তদেব
৫. ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপালে বাঙ্গালা নাটক

নাট্যনির্দেশ আছে। এগুলির কিছু অভিনবত্ব আছে। রণজিৎমল্ল (১৭২২-১৭৭০) বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রামচরিত্র, মাধবানলকামকন্দলা রণজিৎমল্লের রচিত। আরও ছয়খানি নাটক রণজিৎমল্লের নামে পাওয়া যায়। এগুলি অন্য কবির রচনা হওয়া সম্ভব। এই ছয়খানি নাটক হল উষাহরণ নাটক, অন্ধকাসুর বধোপাখ্যান নাটক, কৃষ্ণচরিত্র নাটক, মদন চরিত-কথা নাটক, কোলাসুর বধোপাখ্যান নাটক এবং রামায়ণ নাটক।[১]

উষাহরণ নাটক (১৭৫৪) নয় অঙ্কে সমাপ্ত। রণজিৎমল্লের ইষ্টদেবতার মন্দিরের সংস্কারের সময় এই নাটক বিরচিত। অন্ধকাসুর (১৭৬৮) ইষ্টদেবতার প্রীতি-কামনায় রচিত। কৃষ্ণচরিত্র নাটক (১৭৩৮) ইষ্টদেবতার মন্দিরে বৃহৎ ঘণ্টা নিবেদনের সময় অভিনীত। মদন চরিত নাটক অসম্পূর্ণ। কোলাসুর বধোপাখ্যান নাটক ইষ্টদেবতা ভবানীকে নীলোৎপল মালা নিবেদন উপলক্ষে অভিনীত। রামায়ণ নাটক (পুথির লিপিকাল ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ, বিপুল। ৪৩ অঙ্কে সম্পূর্ণ। নাটকটি বহু দিন ধরে অভিনীত।

কাঠমাণ্ডুর রাজা প্রতাপমল্লের কথা আগে উল্লেখ করেছি। প্রতাপমল্লের পৌত্র ভূপালেন্দ্রমল্ল নলচরিত্র নাটক লেখেন। কাঠমাণ্ডুর শেষ রাজা জগজ্জয় অষ্টাদশ শতাব্দে পশুপতিনাথের উদ্দেশে এক যাত্রার আয়োজন করেন। এই যাত্রায় নানা স্থান থেকে পণ্ডিত দার্শনিকবৃন্দ এসেছিলেন। এই যাত্রায় অভিনব প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক নাটক অভিনীত হয়।

এখন আমরা উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারি, নেপালে নাটকের ক্রমবিকাশে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর ছিল। প্রথম পর্বে সংস্কৃত নাটকেরই প্রাধান্য। এ সব নাটক মোটামুটি সংস্কৃত নাট্যাদর্শে পরিকল্পিত। কিন্তু অভিনয়ে যে গানের ব্যবহার হত তার ইঙ্গিত পাই মণিকের ভৈরবানন্দ নাটকের সূত্রধারের উক্তিতে, 'সংগীতম্ অনুসৃত্য যথাবৎ প্রয়োগেন নাটয়িতব্যমিতি'।[২] পাণ্ডববিজয় নাটকের সূত্রধারের উক্তি স্মরণীয়, 'গীত-বাদ্য…অভিনব নাট্য-রস সমস্ত নাটক-লক্ষণ অলঙ্কারাণি'। 'যথাবৎ' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ নাটক অভিনয়ে যা যা কর্তব্য তা করবে এবং গীত-বাদ্য ইত্যাদির উল্লেখে বুঝতে পারি নাটকটি ছিল নাট-গীত জাতীয়।

১. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, তদেব
২. শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, গোপীচন্দ্র নাটক

দ্বিতীয় পর্বে ভাষা নাটক। বাংলা-মৈথিলী ব্রজবুলি ভাষায় রচিত নাটক। এ সব নাটকে সংস্কৃত ভাষা পরিত্যক্ত হয় নি। এমন কি সংস্কৃত নাটকের মত সূত্রধার, নটী, নান্দী ইত্যাদির উল্লেখ আছে। সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহারও কম নয়। কিন্তু ভাষাই যে প্রধান—আমাদের দুটি নাটক অনুধাবন করলেই তা বোঝা যায়। নাট্যনির্দেশ সংস্কৃতে এবং নেওয়ারিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় পর্বের নাটকে সংস্কৃত নাটকের রীতি প্রায় পরিত্যক্ত। এই পর্বের নাটকগুলিকে গীতাভিনয় বলা সঙ্গত। গদ্য সংলাপ নেই।

বলা বাহুল্য, নেপালে সংস্কৃত নাটকের যে পরিণতি ভাষা নাটকে দেখা গেল তার মূলে নিখিল ভারতীয় নাট্যকর্মের প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। বিশেষত জয়দেব বিদ্যাপতির প্রভাব তো গুরুতর। বিদ্যাপতির গোরক্ষ-বিজয় সঙ্গীত নাটকটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দও সঙ্গীত-নাটকের আধারে পরিকল্পিত।

৬। পূর্বভারতে নাট্যচর্চার ইতিহাস

বাংলা-উড়িষ্যা

সঙ্গীতনৃত্য নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের যোগ ঘনিষ্ঠ। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত নাটকের মতই নান্দী, প্রস্তাবনা, অঙ্ক, দৃশ্য, ভরতবাক্য, অপটীক্ষেপ ইত্যাদি সংগীত নাটকে আছে। অবশ্য ধীরে ধীরে এ সব নাটক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটক অনুধাবন করলেই তা বোঝা যায়। গোড়াতে সঙ্গীত নাটকে গদ্যের প্রবেশ ছিল না। অথবা 'ভাষা'র ব্যবহারও দেখতে পাই না এ সব নাটকে।

গীতগোবিন্দের পুর্বে এ জাতীয় নাটক লেখা হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে পুর্বভারতে বিশেষত বাংলাদেশে যে ভালভাবেই নাট্যচর্চা চলছিল তার কিছু প্রমাণ আছে। চর্যাগীতিতে 'বুদ্ধ নাটক'-এর কথা পেয়েছি। সাগরনন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ'-এ অনেক নাটক-নাটিকার উল্লেখ আছে যেগুলি আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। এ সব নাট্য নিবন্ধের মধ্যে কতগুলি সঙ্গীত-নাটক হওয়া সম্ভব।

নাট্যকর্মে গানের এমন কি নাচের সমাদর ছিল। নাট্যশাস্ত্রে নাট কর্মে সঙ্গীতনৃত্যের নির্দেশ আছে। নন্দিকেশ্বরের অভিনয়দর্পণ গ্রন্থে নৃত্যগীতের উল্লেখ পাই। কালিদাসের নাটকে সঙ্গীতনৃত্যের অসদ্ভাব নেই। কিন্তু নাট-গীতে (সংস্কৃত অথবা 'ভাষা') সঙ্গীতনৃত্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হত।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ নাট-গীতে ব্যবহৃত ছন্দ আলোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এ জাতীয় ছন্দে রচিত গানের আদর পূর্বেও ছিল। রচনাটি নাট-গীত নয় কিন্তু আভিনায়িক প্রয়োজনে এ রকম ছন্দোময় রচনার সাক্ষাৎ মিলল। বৃহদ্ধর্মপুরাণ থেকে একটি উদাহরণ দিই। দূতিকার গান

কেশব কমলমুখীমুখকমলম্

কমলনয়ন কলয়াতুলমমলম্

কুঞ্জগেহে বিজনেঽতিবিমলম্॥ ধ্রু॥

সুরুচিরহেমলতানবলম্বা তরুণতরুং ভগবন্তম্।

জগদবলম্বনমবলম্বিতুমনুকলয়তি সা তু ভবন্তম্॥

আর একটি ধুয়া গান পাই

রসিকেশ কেশব হে

রসসরসীমিব মামুপযোজয় রসময় রসনিবহে॥ ধ্রু॥

এ দুটি গানই গীতগোবিন্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণের যে অংশ থেকে এ গান দুটি উদ্ধৃত হল সে অংশ নাট-গীতময় রচনা।[১]

কাশ্মীরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র এ রকম গান জয়দেবের পূর্বেই লিখেছিলেন। যেমন

ললিতবিলাস কলাসুখখেলন

ললনালোভনশোভনযৌবন-

মানিত নবমদনে।

অলিকুল কোকিলকুবলয় কজ্জল-

কালকলিন্দ সুতাবিবজ্জল-

কালিয়কুলদমনে

কেশিকিশোর মহাসুরমারণ-

দারুণ গোকুলদুরিত বিদারণ-

গোবর্ধনধরণে।

১. শ্রীসুকুমার সেন, নট নাট্য নাটক, পৃ ৫৫-৫৯

দেবদেবীর স্তব রচনায় কবিবৃন্দ এ রকম গানই রচনা করতেন। সে সব গানের মধ্যে শৃঙ্গারভাবনার অসদ্ভাব ছিল না। এমন কি কিছু স্তবকুসুম শৃঙ্গার-ভাবনাতেই প্রস্ফুটিত। এগুলি অধ্যাত্মগীতি নিশ্চয়ই। ডক্টর সুশীলকুমার দে সংস্কৃত 'Devotional Poetry'-তে বিশদ আলোচনা করে এ বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১] অবশ্য জয়দেবই শৃঙ্গাররসের সঙ্গে ভক্তিরস, বিলাস-কলার সঙ্গে হরিস্মরণ যুক্ত করে অভিনব নাট-গীত গীতগোবিন্দ রচনা করলেন। একুশটি[২] গান তিনজন পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে বিন্যস্ত হয়ে এই নূতন মঙ্গলগীতি রচিত হল। বন্ধু / আত্মীয় পরাশর এবং পত্নী / সঙ্গিনী / নর্তকী পদ্মাবতী ও স্বয়ং কবি এই নাট-গীত পরিবেশনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। জয়দেবের অনুসরণে পূর্বভারতের বাংলা-মিথিলা-অসম-উড়িষ্যার ভাষায় নাট্য-চর্চা ও পদাবলী রচনা দ্রুত প্রসারলাভ করেছিল। অবশ্য ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত নাট্য রচনার উৎসাহ বরাবরই ছিল।

জয়দেবের নাট-গীতি সর্গবন্ধ। কেউ কেউ অনুমান করেন গানগুলি আগে লেখা হয়েছিল। পরে সর্গবন্ধে বিন্যস্ত হয়। সর্গবন্ধ রচনা হওয়াতে এটি পরিষ্কার যে তখন পর্যন্ত নাট-গীত কর্ম ঐতিহ্যমুক্ত হয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

গীতগোবিন্দের প্রথম গীত দশাবতার স্তোত্র। দ্বিতীয় গীত কৃষ্ণবন্দনা

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল
জয় জয় দেব হরে।

প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গান থেকে নাট্যারম্ভ। প্রথম গীত দুটিকে মঙ্গলাচরণ-নান্দী বলে ধরা উচিত।

বসন্তকাল সমাগত। রাধা প্রবলমদনবেদনে চিন্তাকুল এবং কাতর। মাধবী কুসুমের মত কোমলাঙ্গী রাধা বৃন্দাবনের নিভৃত প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান

১. S. N. Dasgupta and S. K. De, A History of Sanskrit Literature, pp 375-98

২. সর্বসমেত চব্বিশটি গান আছে। তার মধ্যে একুশটি গানই সংলাপ।

করছেন। এমন সময় সখী মিষ্টবাক্যে রাধাকে হরির ব্রজবধূবিহার ও নৃত্যবিলাসের বর্ণনা দিলেন

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিত কোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥

সখী বসন্তকালের বিস্তৃত বর্ণনা দিলেন শৃঙ্গারভাবনার অনুকূল এই বসন্ত রাধিকার চিত্তকে আরও পীড়িত করে তুলেছে বুঝতে পারি। সখী দ্বিতীয় গানে

চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী॥

—ঈষৎ দূর থেকে রাধাকে দেখালেন। রাধার বিরহযন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল। 'হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে।' এখানে সখী বসন্তরাসের কথাও বললেন, 'রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশংসসে।' সখীর দ্বিতীয় গানের পর প্রথম সর্গ 'সামোদ-দামোদরঃ' সমাপ্ত।

কৃষ্ণের কেলিকলা দর্শনে ঈর্ষান্বিতা রাধা অন্যত্র চলে গেলেন। এক লতাকুঞ্জে বসে সখীকে রাধা বললেন

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্।
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥

তারপর রাধা পর পর কয়েকটি বাক্যে কৃষ্ণের রূপগুণরাশির বর্ণনা করলেন। এখানে দেখি, কৃষ্ণের কেলিকলা দর্শনেও রাধাচিত্ত কৃষ্ণবিমুখ হচ্ছে না। রাধার মনের অবস্থা এখন 'পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্।' রাধা দ্বিতীয় গানে সখীকে কৃষ্ণমিলনের জন্য উদ্যোগী হতে বলছেন

নিভৃত নিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্।
চকিতবিলোকিত-সকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্॥
সখি হে কেশিমথনমুদারম্।
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্॥

এই গানটির পর কিছু বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় সর্গ 'অক্লেশ-কেশব' সমাপ্ত। প্রথম সর্গের দুটি গান সখীর, দ্বিতীয় সর্গের দুটি গান রাধার।

কৃষ্ণ ব্রজবধূবিহার সমাপ্ত করে ইতস্তত ঘুরে রাধাকে দেখতে না পেয়ে যমুনাতীরে কুঞ্জে বিষাদে মগ্ন রইলেন। তারপরে কৃষ্ণের গান

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন বারিতাতিভয়েন।
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব॥

গোটা গানটি জুড়েই খেদ। গানের পর কৃষ্ণের রাধাস্মৃতি রোমন্থন। এই সর্গে কেবল কৃষ্ণকথা। তৃতীয় সর্গ 'মুগ্ধ-মধুসূদন' এইখানেই শেষ।

চতুর্থ সর্গে রাধার সখী 'প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং'। সখী গানে রাধার উৎকট বিরহ অবস্থার কথা কৃষ্ণকে জানালেন

সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা॥

সখী কৃষ্ণকে রাধার অবস্থা বিশদ বোঝালেন। রাধা 'বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্'। দ্বিতীয় গীতেও রাধার বিরহখিন্ন অবস্থার বর্ণনা

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥
রাধিকা তব বিরহে কেশব॥

এখানে 'স্নিগ্ধ মধুসূদন' নামক চতুর্থ সর্গের সমাপ্তি।

কৃষ্ণ অস্থির হয়ে সখীকে রাধা এনে দিতে বললেন। পঞ্চম সর্গে সখী রাধাকে বনমালীর বিরহদশার পরিচয় দিচ্ছেন

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়।
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী॥

দ্বিতীয় গানে সখী রাধাকে কৃষ্ণ-অভিসারের কথা বলছেন

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দনচঞ্চলকরযুগশালী॥

কৃষ্ণ বাঁশিতে রাধার নাম নিচ্ছেন, রাধার আশায় তিনি শয্যা রচনা করছেন আর 'সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্'। সুতরাং 'চল সখি কুঞ্জং

সন্তিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্' ॥ সখী রাধাকে অভিসারে উদ্যোগী হবার জন্য বললেন। পঞ্চম সর্গ 'সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ' এখানে শেষ।

রাধা অভিসারে এখনও অশক্ত। সখী কৃষ্ণকে সেকথা জানাতে গেলেন। ষষ্ঠ সর্গে সখীর গান

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
তদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্ ॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥

গানের পর রাধার অস্থির চিত্তের সংবাদ। ষষ্ঠ সর্গ 'ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ' এখানে সমাপ্ত। এই সর্গে একটি গান।

কৃষ্ণ এখনও রাধাকুঞ্জে এলেন না। রাধার বিলাপ

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্।
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা ॥

সখীকে একা ফিরে আসতে দেখে রাধাব নায়িকার প্রতি ঈর্ষা দেখা দিচ্ছে

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা
গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা।
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ॥

আরও একটি গানে রাধা 'সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে' প্রতি-নায়িকার কথা স্মরণ করে খেদ প্রকাশ করছেন। চতুর্থ গানে রাধা কৃষ্ণ-মিলনের আশা পরিত্যাগ করেছেন

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন।
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥
সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥

'নাগর নারায়ণ' নামক সপ্তম সর্গের সমাপ্তি।

অষ্টম সর্গে দেখি, রাত্রি অতিক্রান্ত।[১] প্রভাতে কৃষ্ণ এসে অনুনয় করতে লাগলেন। রাধা মানিনী। কৃষ্ণকে বললেন

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্।
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্।
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।

১. অষ্টম সর্গ থেকে দ্বিতীয় দিন। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, শ্রীসুকুমার সেন, বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ।

এইভাবে রাধা কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করলেন। 'বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি' নামক অষ্টম সর্গের এখানে সমাপ্তি।

কৃষ্ণ চলে গেলেন। সখী রাধাকে বোঝাতে লাগলেন

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে॥

সখী কৃষ্ণের অভিসারের কথা বলছেন। 'মুগ্ধ মুকুন্দ' নামক নবম সর্গের সমাপ্তি।

দশম সর্গে দেখি, সন্ধ্যা সমাগত। কৃষ্ণ রাধার কাছে এলেন। রাধা এখন সখী-পরিবেষ্টিত। কৃষ্ণ গান ধরলেন

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী।
হরতিদরতিমিরমতি ঘোরম্।

কৃষ্ণ রাধাকে সন্তুষ্ট করতে চাইলেন। কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত বললেন

স্মর-গরল-খণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।

তারপর কৃষ্ণের রাধাস্তব। এই স্তবাগুলিতে 'মুগ্ধ মাধব' নামক দশম সর্গের সমাপ্তি।

কৃষ্ণ কুঞ্জশয্যায় গমন করলে সখী রাধাকে বললেন

বিরচিত-চাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতম্।
সম্প্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-সীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্॥
মুগ্ধে মধু-মথনমনুগতমনুসর রাধিকে।

সখী কৃষ্ণকে কিভাবে মুগ্ধ করতে হবে তাও বুঝিয়ে দিলেন। এই গানের ভনিতা লক্ষণীয়

শ্রীজয়দেব-ভণিতমধরী-কৃত-হারমুদাসিত-বামম্।
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠ-তটীমবিরামম্॥

অতঃপর সখী বললেন

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে।
বিলসি রতি-রভসহসিতবদনে॥
প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ॥

বাসকসজ্জিকা শ্রীরাধাকৃষ্ণ কুঞ্জে অগ্রসর হলেন। তারপর একটি গীত। এ গীতটি কার? কবিই যেন শ্রীকৃষ্ণের রূপবৈভবের প্রতি রাধা এবং দর্শকের

বিস্ময় বিমুগ্ধ ভাবের বর্ণনা দিচ্ছেন। যাই হোক, সখী রাধাকে পৌছে দিয়ে বিদায় নিলেন। 'সানন্দ গোবিন্দ' নামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

সখী চলে গেলে কৃষ্ণ গান ধরলেন

কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্।
তব পদপল্লববৈরি পরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্॥
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে॥

উভয়ের কেলিকলার বর্ণনার পর ক্লান্ত রাধার বক্তব্য

কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে।
মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে।
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে॥

রাধা কৃষ্ণকে তাঁর বেশবাশ ঠিক করে দিতে বললেন। এখানেই 'সুপ্রীত পীতাম্বর' নামক দ্বাদশ সর্গের সমাপ্তি।

দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত এই কাব্যে গানগুলিই মুখ্য। গানগুলির রাগ তাল সর্বত্র উল্লিখিত। ভনিতা ও ধ্রুবপদের ব্যবহারও প্রত্যেকটি গানে পাই। জয়দেবের এই নাট-গীতিই নেপালের ভাষা নাটকের আদর্শ। তবে নেপালের ভাষা নাটকে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত নাটকের আদর্শও গৃহীত হয়েছে।

গীতগোবিন্দে কিছু বিবৃতি এবং বর্ণনা আছে। এই অংশে সময়ের নির্দেশ আছে। আর আছে পাত্রপাত্রী কে কাকে গানে বলছেন তার উল্লেখ। গান সমাপ্তির পরও গানেরই তাৎপর্যকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে বিবৃতি-বর্ণনাতে। এ রকম ব্যাপার নেপালের নাটকেও দেখা যায়। নেপালের নাটকে প্রায়ই গান সমাপ্ত হবার পর গানের বক্তব্য গদ্য সংলাপে বিবৃত হয়েছে। জয়দেব গানে দর্শক-শ্রোতার জন্য মঙ্গল কামনা করেছেন। ভাষা নাটকেও অনুরূপ ব্যাপার পাই। নেপালের ভাষা নাটকে অঙ্কশেষে কবি নাট্যকারবৃন্দ সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করেছেন।

বাংলা ভাষায় প্রথম নাট-গীতের উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে জয়দেবের অনুসরণ আছে। এমন কি কবি বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের গানের অনুবাদও করেছেন। এই কাব্যে গীতগোবিন্দের মতই তিনজন পাত্র-

পাত্রী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ঘটনা জটিল ও ব্যাপক। স্থান ও কাল জয়দেবের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত। রাধা সহজে কৃষ্ণকে ধরা দিতে চান নি। কৃষ্ণও ছলে বলে কৌশলে রাধাকে বশে এনেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা চরিত্রে নাটকোচিত দ্বন্দ্বের ভূমিকাও উজ্জ্বল। সব মিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য নাট-গীতের পূর্ণরূপ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নাট্যরূপের লক্ষণ পাই কবির নাট্যনির্দেশ জ্ঞাপক কতকগুলি সংকেত ব্যবহারে। যেমন দণ্ডক (বর্ণনাত্মক বা বিবৃতিময়), লগনী (দ্বিসংলাপময় নাট্যরসাশ্রিত গীতপদ্ধতি), চিত্রক লগনী বা লগনী চিত্রক (চেষ্টা বা উদ্যোগ সমন্বিত দ্বিসংলাপময় গান), বিচিত্র (চিত্রক), লগনী দণ্ডক (সচেষ্টিত দ্বিসংলাপ গানের অংশ যা বর্ণনাত্মক বা বিবৃতিময়), প্রকীর্ণ বা প্রকীর্ণক লগনী (একাধিক দ্বিসংলাপময় ও বর্ণনা বিবৃতিময় অংশ), প্রকীর্ণ বা প্রকীর্ণক লগনী দণ্ডক (পূর্বোক্ত প্রকীর্ণ লগনী যদি আদ্যন্ত বর্ণনা বিবৃতিময় হয়), চিত্রক প্রকীর্ণ বা প্রকীর্ণক লগনী দণ্ডক (চেষ্টাময় একাধিক দ্বিসংলাপময় অংশের সঙ্গে বর্ণনা বিবৃতির মিশ্রণ), কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক লগনী (প্রকীর্ণক লগনী গানে হৃদয়াবেগ যুক্ত চেষ্টিতের প্রাধান্য)।[১]

জয়দেবের কাব্য যে অভিনীত হত তার প্রমাণ পাই শুক্লধ্বজের সভাকবি রামসরস্বতীর উক্তিতে[২] 'কৃষ্ণের গীতক জয়দেবে নিগদতি/রূপক তালের চেবে নাচে পদ্মাবতী'। জয়দেবও বন্ধু গায়েন পরাশর এবং নর্তকী পদ্মাবতীর কথা ভনিতায় উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দোহারের প্রতিশব্দ পাই পালি 'কোকিল কৈল পালি' গানে। আসামে নাট-গীতের মূল গায়েন হলেন ওঝাপালি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ঝুমুর গানের অনুরূপ বলা হয়েছে।[৩] ঝুমুর গান আদি রসাত্মক, উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক। পাত্রপাত্রীর জয়-পরাজয় ঝুমুর গানে আছে। ঝুমুর গান অনেকটা নাট-গীতের মতই। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বলেছেন "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতি-নাট্য-শ্রেণীর 'গীতিকাব্য'।" বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নেপালের ভাষা নাটক পর্যায়ের গ্রন্থ নয়। গীতিকাব্যের উপাদান শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লভ্য।

১. শ্রীসুকুমার সেন, বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, পৃ ৭৪-৮২
২. তদেব, পৃ ৮২
৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, (বঙ্গীয়) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, 'রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—'পদের সংখ্যা ৪১৫। আরম্ভসূচক এবং পূর্বাপর সম্বন্ধ রক্ষার নিমিত্ত মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক আছে।· প্রাচীন মৈথিলী ও অসমীয়া গীতিনাট্যে উপরি উক্ত রীতি অনুসৃত হইত।'[1] সুতরাং জয়দেবের গীতগোবিন্দে যে ধারার সূত্রপাত তা পরবর্তিকালে একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-রীতির প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। অসমীয়া গীতিনাট্যের আলোচনা পরে করছি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংস্কৃত শ্লোকগুলিকে চিত্রডোর বলা হয়েছে। জয়দেবের নাট-গীতে এ জাতীয় চিত্রডোরের কথা আগে উল্লেখ করেছি। তবে গীতগোবিন্দের চিত্রডোররীতি ঈষৎ পল্লবিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চিত্রডোর প্রসঙ্গে আসা যাক। কৃষ্ণ যমুনায় অন্তর্হিত হলে রাধা বড়ায়ির কাছে কৃষ্ণের জন্য আকুতি জানাচ্ছে। বড়ায়ি রাধিকাকে তিরস্কার করলেন। 'তোত লাগি যমুনাত মৈল। / এবেঁ তোর মনে সুখ ভৈল॥' পরের পদটি আরম্ভের পুর্বে চণ্ডীদাস এই চিত্রডোর রচনা করলেন 'সখী সখীবৃতা রাধা বৃদ্ধাবচনসংযতা। / জগামাগারমাগারং বহন্তী মানসং শুচঃ।' রাধা বৃদ্ধের বচনে সংযত হয়ে মানসিক তাপ নিয়ে ঘরে গেলেন। রাধা চলে গেলে কৃষ্ণ জল থেকে উঠে 'গুপতেঁ রহিলা সে বৃন্দাবনে'। এখানে রাধার মানসিক তাপ বর্ণনা না করলে নাট্যক্রিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হত। জলকেলির জন্য রাধা যমুনার তীরে যাচ্ছেন। চণ্ডীদাস চিত্রডোর দিলেন, 'জরতীবচসা রাধাং চলিতাং যমুনামনু। / জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সমাশ্বাসপুরঃসরম্।' এটিকে নাট্য-নির্দেশও বলা চলে। দানখণ্ডে কিংবা অন্যত্র এমন কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক আছে, যেগুলিতে নাট্যনির্দেশ এবং নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন চেষ্টার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, 'রাধামধুরাধরোষ্ঠ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো জরতীঞ্জগাদ' অথবা 'বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং'। রাধার বেপমানতনুর কথা কয়েকবারই বলা হয়েছে। একটি শ্লোকে পাই 'রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং। / প্রাহ মুক্তাঞ্চলং কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং'। কৃষ্ণের উক্তিও সংস্কৃত শ্লোকে গৃহীত হয়েছে। যেমন, 'সতীত্বং তব বিজ্ঞাতং রাধিকে বদ মাধিকং। / অধুনা মম দানস্য গণনায়াং মনঃ কুরু॥' কৃষ্ণ দান চাইছেন

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, (ষষ্ঠ সংস্করণ) 'ভূমিকা', পৃ ১৶/-১৶

যিনি দান দিআঁ নাই গমনে।
বোলে দামোদর সত্য বচনে ॥

আর একটি শ্লোকে কৃষ্ণ রাধার কাছে অনুনয় করছেন

বিলেশয়বিষদ্বিষদ্‌বিষমরাগরাগাবলী—
শিখিজ্বলিতমানসো নিসরসো বশগোঽস্মি তে।
ততো বিতর রাধিকেঽধরসুধাং ময়ি দ্রুতং
ভূতসুখে সুখং মম সুখেতরবধেষিণি ॥

কিছু পরে কৃষ্ণ একটি শ্লোকে বড়ায়ির কাছে তাঁকে রাধার 'সুধাসারাধার-স্তনকনককুম্ভের প্রণয়িরূপে যেন গ্রহণ করে' এই অনুরোধ করলেন। উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। শ্লোকগুলি যে নিছক সংবাদ পরিবেশনের জন্যই রচিত হয় নি, উল্লিখিত শ্লোকসমষ্টি তার প্রমাণ।

নেপালের ভাষা নাটকে একই গানে উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও অনুরূপ বাদাবাদিযুক্ত পদ পাওয়া যায়। রাধা কৃষ্ণকে মাতুলানীর প্রতি ভাগিনার প্রেম নিষিদ্ধ বলে স্মরণ করিয়ে দিলে কৃষ্ণ বিরক্ত ও অস্থির হয়ে বললেন 'মাউলানী মাউলানী রাধা ঘোসসি তুণ্ডে। / মোর পাঁচ শর তাপ পড়ু তোর মুণ্ডে' ॥ রাধা কৃষ্ণকে ভয় দেখালেন

কথাঁ না বসসি কাহ্নাঞি কথাঁ তোর ঘর।
মোর কংস নৃপতীক না করহ ডর।

শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ—'কি করিতে পারে তোর সে না কংস রাঅ। / দৈবকীনন্দন কাহ্ন কাখো না ডরাঅ'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাট-গীতি-লক্ষণ এ সব উক্তি-প্রত্যুক্তিতে স্পষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাত্রপাত্রী তিনজন—কৃষ্ণ, রাধা, বড়ায়ি। কিন্তু অন্যান্য সখীরাও আছেন। তাদের বোধ হয় মূক অভিনয় ছিল। বড়ায়ি ষোলশ গোপী নিয়ে মথুরা যাচ্ছেন। রাধা বড়ায়িকে জিজ্ঞেস করলেন, কৃষ্ণ কেন অন্যান্য গোপীদের ছেড়ে তাঁকেই চাইছেন। হারখণ্ডে রাধা, সখী, বড়ায়ি, কৃষ্ণ সকলেরই উপস্থিতি দেখি। চণ্ডীদাস এঁদের সংলাপ রচনা করেছেন

বড়ায়ির বচন ধরিআঁ রাধা মনে।
ডাক দিআঁ সখিগণ আণায়িল তখনে ॥

সব সখি বুইল রাধা ভাল বুঝিলেঁ কাজ।
কেহোত পুরুষ নাহিঁ এথাঁ কিসে লাজ॥

* * *

সখিসব মিলী রাধা বড়ায়ির পাএ।
বুইল কাহ্ন পারিব বড়ায়ি কমণ উপাএ॥

জন্মখণ্ডে নারদের উপস্থিতি চমকপ্রদ।

পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী॥
খণে খণে হাসে বিণি কারণে।
খনে হএ খোড খোণেকেঁ কানে॥

* * *

লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে॥

* * *

মেলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাঅ কাঢে যেন বোকা ছাগ॥

নারদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নাটক জমে উঠত, সন্দেহ নেই। নারদের এই বর্ণনা পরবর্তিকালের বাংলা যাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নেপালের ভাষা নাটকেও হাস্যরস সৃষ্টির জন্য বরুবা থরুবা অথবা প্রহাসিনী তিলোত্তমার উল্লেখ পাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নিয়ে নূতন সংশয় দেখা দিয়েছে। সে সংশয়ের বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পর বাংলা ভাষায় নাট-গীতির উদাহরণ বিশেষ মেলে না। তবে অভিনয় চর্চা যে বন্ধ হয় নি তার সার্থক প্রমাণ চৈতন্যের সপার্ষদ অভিনয়। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-ভাগবতের মধ্য খণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে চৈতন্যের নাট্যাভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ বৃন্দাবনের অনুসরণে উল্লেখ করছি।

একদিন চৈতন্য বললেন, 'আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে'। চৈতন্য

অভিনীত নাটক যে অঙ্কে বদ্ধ এ কথা জানতে পারা গেল। সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানের উপর ভার পড়ল প্রযোজনার

বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জ কর গিয়া।
শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সাজ কর সভাকার॥

গদাধরকে রুক্মিণীর পার্ট দিলেন। ব্রহ্মানন্দ তলবুড়ির পার্ট পেলেন। গদাধরের প্রবেশ সঙ্গে সখী সুপ্রভা। নিত্যানন্দ হবেন বড়াই। কোতোয়ালের ভূমিকা হরিদাসের। শ্রীবাসের 'কাচ' নারদের। স্নাতক শ্রীরাম। শ্রীমান বললেন 'দিয়ড়িয়া হাড়ি মুঞিঃ'। অদ্বৈত বললেন 'কে করিবে পাত্র কাচ?' চৈতন্য গোপীনাথ সিংহকে পাত্র নির্বাচন করলেন। তারপর বুদ্ধিমন্ত খানকে তাড়া দিয়ে চৈতন্য বললেন 'কাচ সজ্জ কর গিয়া নাচিবাঙ আমি'। বুদ্ধিমন্ত খান কাণ্ডার চান্দোয়া খাটিয়ে মঞ্চ গড়লেন। মঞ্চ বেশ সুন্দর হয়েছিল। নাটকের সামগ্রী নিয়ে বুদ্ধিমন্ত চৈতন্যসমীপে এলেন। চৈতন্য খুশী হলেন। চৈতন্যের ভূমিকা লক্ষ্মীর। তিনি 'প্রকৃতি-স্বরূপ নৃত্য' করবেন। চৈতন্য কি আগেই নাটকের মর্ম সকলকে বলে দিলেন? না হলে বৃন্দাবন দাসের এই উক্তির সম্যক ব্যাখ্যা করা যায় না—'শেষে প্রভু কথাখানি কহিলেন দড়'। সকলেই মর্ম শুনে বিষাদিত। যাই হোক, অদ্বৈত-শ্রীবাস চৈতন্যের কথা শুনে অভিনয়ে যোগ দিতে স্বীকৃত হন নি। কিন্তু চৈতন্যের আশ্বাসে তাঁরা আচার্য চন্দ্রশেখরের ঘরে গেলেন। দর্শক ভালই হয়েছিল। অদ্বৈত 'মহা-বিদূষকের প্রায়' নাচতে লাগলেন। নাচের পর কীর্তন। 'কীর্তনের শুভারম্ভ করিল মুকুন্দ। / রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ'। এরপর হরিদাসের প্রবেশ। জাঁকালো বেশ

মহা-পাগ শোভে শিরে ধটী পরিধান।
দণ্ডহস্তে সভারে করায় সাবধান।
আর মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস।

তিনি যেন সূত্রধারের মত দর্শকদের বলছেন, 'নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ'। গদাধরের সঙ্গে মুরারি গুপ্তও ছিলেন। প্রবেশ করলেন নারদরূপী শ্রীবাস

মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ী, ফোঁটা সর্ব-গায়।
বীণা স্কন্ধে কুশ হস্তে চারিদিগে চায়॥

তারপর

রামাঞ্চি পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাথে কমণ্ডলু-পাছে করিলা গমন ॥

নারদ আসন নিলে তাঁর বেশভূষা দেখে 'সর্বগণ হাসে'। অদ্বৈত-শ্রীবাস নারদের আগমনের হেতু জিজ্ঞেস করলে নারদ বললেন নদীয়া নগরে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন এবং তিনি লক্ষ্মীবেশে নাচবেন। সুতরাং তাঁর এখানে আগমন। নারদরূপী শ্রীবাসকে দেখে অনেকেই চিনতে পারলেন না। শচীমাতা চিনতে পেরে মূর্ছিত হলেন।

এদিকে গৃহান্তরে চৈতন্য 'রুক্মিণী-আবেশে' মগ্ন হলেন। শ্রীকৃষ্ণের কাছে রুক্মিণী তাঁর বিপদ জানাতে যে পত্র লিখেছিলেন তাই যেন চৈতন্যের স্মরণপথে এল। চৈতন্য আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি মঞ্চে এলেন কিনা বোঝা গেল না। কিংবা মঞ্চের মধ্যেই কি গৃহান্তর ছিল? বৃন্দাবন দাস বলেছেন 'এইমত বোলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে। / সকল-বৈষ্ণবগণ প্রেমে কান্দে হাসে।' 'বৈষ্ণবগণ' আসে কি করে? এদিকে শ্রীবাস ও হরিদাসের অভিনয় চলছিল। প্রথম প্রহরের কৌতুক অভিনয় শেষ হল।

দ্বিতীয় 'প্রহরে'[১] গদাধরের প্রবেশ। সঙ্গে সুপ্রভা সখী। (ছাপা বইয়ে সুপ্রভাত আছে)। ব্রহ্মানন্দের 'হাতে নড়ি, কাঁখে ডালী, নেত পরিধান' এই বেশে প্রবেশ। এঁদের দেখে হরিদাস হাঁকলেন 'তোমরা সব কে?' ব্রহ্মানন্দ বললেন 'যাই মথুরা আমরা', শ্রীবাস বললেন তোমরা দুজন কাদের মেয়ে? ব্রহ্মানন্দের উত্তর 'এ সংবাদ কেন জিজ্ঞেস করছ?' শ্রীবাস বললেন 'জানা কি অন্যায়?' মাথা নেড়ে ব্রহ্মানন্দ বলেন 'নিশ্চয়ই'। গঙ্গাদাস (এঁর 'প্রবেশে'র কথা ছিল না) জিজ্ঞেস করলেন 'আজি কোথায় রহিবা?' ব্রহ্মানন্দ বললেন 'তুমি থাকবার জায়গা দেবে'। গঙ্গাদাস একটু রেগে বললেন 'অত কথায় কাজ নেই তোমরা শীঘ্র এখান থেকে চলে যাও'। অদ্বৈত আপোষ করলেন। মাতৃসম পরনারীকে লজ্জা দিয়ে লাভ নেই। তিনি বললেন 'নৃত্যগীত প্রিয় বড় আমার ঠাকুর। / এথায়ে নাচাহ ধন পাইবা প্রচুর'। এ কথা শুনে গদাধর খুব খুশী হলেন। তিনি 'রমা বেশে গদাধর নাচে মনোহর। / সময়-উচিত গীত গায় অনুচর।' এ নৃত্য দেখে সকলে খুশী।

১. এই প্রহর কি নাটকের অঙ্ক?

হেনই সময়ে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যা-শক্তি-বেশধর।।
আগে নিত্যানন্দ বুড়ি বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে, প্রেম-রসে ভাসে।।

চৈতন্যের সজ্জা এবং ভাব দেখে সকলের ধন্দ লেগে গেল। কারও কাছে তিনি কমলা, কারও কাছে রামপত্নী সীতা, কারও কাছে মহালক্ষ্মী অথবা পার্বতী, কারও কাছে মূর্তিমতী রাধা অথবা ভাগীরথী অথবা রূপবতী দয়ারূপে প্রতিভাত হলেন। চৈতন্যের মধ্যে পুরাণোক্ত দেবীদের প্রকাশ দেখা দিল। তিনিই প্রকৃতি-স্বরূপ শক্তি। 'আদ্যাশক্তি-বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।' নিত্যানন্দের হাত ধরে চৈতন্য নাচতে আরম্ভ করলেন। এমন সময় নিত্যানন্দ অভিনয় ভুলে গেলেন। তাঁর 'কোথায় বা গেল বুড়ি-বড়াইর সাজ।' তিনি মূর্ছিত হলেন। নাটকও আর এগোতে পারল না।

চৈতন্য যে নাটকটি অভিনয় করেছিলেন তার নাম জানা নেই। শ্রীসুকুমার সেন মনে করেন রাধা-বিরহ জাতীয় নাটক। যাই হোক, নাটকটি যে ক্লাসিক্যাল আদর্শের ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাজসজ্জার বিবরণ থেকে বুঝতে পারি সে সময়ে নাটক অভিনয়ের চলন ছিল। অভিনয়ের পারদর্শিতা থেকে এও বোঝা যায় যে বাংলাদেশে অভিনয়কলার সমাদর ছিল।

চৈতন্য অভিনয়-গান-কবিতা ভালবাসতেন। রূপ গোস্বামীর ললিত মাধব, বিদগ্ধ মাধব, দানকেলিকৌমুদী অভিনীত হয়েছিল কিনা জানা নেই। এগুলি পুরোপুরিই ক্লাসিক্যাল নাটক।

জয়দেবের অনুসরণে নাট-গীত জাতীয় নাটক লিখেছিলেন রায় রামানন্দ 'জগন্নাথবল্লভ'।[১]

এই নাটকটির বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। পাত্রপাত্রী সাতজন—কৃষ্ণ, রাধা, বিদূষক, মদনিকা, অশোকমঞ্জরী, শশিমুখী, মাধবী। নাটকটি ক্ষুদ্র। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত। একই চরিত্র প্রয়োজনমত কখনও সংস্কৃত কখনও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করেছেন। নাটকটিতে গান আছে একুশটি। নান্দীর দুটি গান বাদ দিলে কৃষ্ণের ৪টি, মদনিকার ৯টি, শশিমুখীর ২টি, রাধার

১. রামানন্দ উৎকলবাসী। সুতরাং নাটকটি উড়িষ্যার অবদান।

৩টি, বিদূষকের ১টি মোট উনিশটি গানে নাটকটি সমৃদ্ধ। প্রস্তাবনায় ২টি, প্রথম অঙ্কে ২টি, দ্বিতীয় অঙ্কে ৪টি, তৃতীয় অঙ্কে ৪টি, চতুর্থ অঙ্কে ৫টি, পঞ্চম অঙ্কে ৪টি মোট ২১টি গান পাই। গানগুলিতে রামানন্দ নিজের ভনিতার সঙ্গে পোষ্টা প্রতাপরুদ্রের নাম করেছেন। গীতরচনাতে জয়দেবের অনুকরণ সুস্পষ্ট। নাটকটিতে গদ্যসংলাপ অপেক্ষা কবিতা-সংলাপ বেশি। সেগুলির কাব্যসৌন্দর্যও অকিঞ্চিৎকর নয়। ভাষা নাটকের প্রভাব কিনা জানি না, অন্তত সংস্কৃত নাটক যে ভাষা নাটকের কাছাকাছি এসে গেছে এই নাটকটি তার প্রমাণ। বাংলা ভাষায় এই নাটকটির বেশ কয়েকটি অনুবাদের সংবাদ মেলে। নাটকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

প্রস্তাবনার পর রতিকন্দলের (বিদূষক) প্রবেশ। কৃষ্ণের বসন্তরাগে গান। গানটিতে বৃন্দাবনের প্রশস্তি আছে। তারপর কৃষ্ণ বাঁশী বাজালেন। নেপথ্যে সখীর গান 'কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং'। এ গানে জানানো হল 'কোলবিপিনং প্রবিশতি রাধা'। রাধা, মদনিকা ও বনদেবতার প্রবেশের পর বংশীবাদক কে জানতে চাইলেন। সখী বললেন ইনি 'যুবতিচিত্তবিহঙ্গশাখী' মুকুন্দ। কৃষ্ণ ও রাধা উভয়ে উভয়কে দেখলেন। পূর্বরাগের সূচনাও এইখানে। এইখানেই 'পূর্বরাগ' নামে প্রথম অঙ্কের শেষ।

দ্বিতীয় অঙ্কে অশোকমঞ্জরী ও মদনিকা রাধার পূর্বরাগের বিষয় আলোচনা করছিলেন। মদনিকা গান্ধার রাগে একটি গানে সেই বার্তা জানালেন 'হরি হরি চন্দন-মারুত-পিকরুতমনু তনুমতনুবিকারম্।' দ্বিতীয় গানটি তোড়ী রাগে 'বিদলিত সরসিজ-দলচয় শয়নে'। মদনিকা শশিমুখীকে দিয়ে কৃষ্ণের কাছে রাধার প্রণয়লিপি প্রেরণ করলেন। কৃষ্ণ সামগুর্জরী রাগের গানে রাধা-প্রণয় এক রকম প্রত্যাখ্যান করলেন

সখি পরিহর বচনবিলাসম্
গোপ-শিশূনাং বিদিতমিদং মম জনয়তি গুরুপরিহাসম্।

আর একটি গানে কৃষ্ণ একটু কঠিন করে বললেন

কুলবনিতানামিদমাচরিতম্।
পরপুরুষাধিগমে গুরুদুরিতম্।

'ভাবপরীক্ষা' নামক দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তি।

তৃতীয় অঙ্কে রাধা একটি গানে তাঁর প্রণয়ের জন্য আক্ষেপ করছেন

কুলবনিতাজন-ধৃতমাচারম্।

তৃণবদগণয়ং গলিত-বিচারম্।

শশিমুখী রাধাকে কৃষ্ণ-প্রণয় ভুলতে বললেন 'রাধিকে পরিহর মাধবাগময়ে'। কিন্তু রাধার ব্যাকুলতা প্রশমিত হল না। একটি শ্লোকে রাধা তাঁর গুরুবিরহ-বার্তা শোনালেন

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা

স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্বলাঃ।

অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং।

দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধে কা গতিঃ।।

মদনিকা রাধাকে সান্ত্বনা দিলেন 'মুগ্ধে পরিহর শঙ্কিতমধিকময়ে'। মদনিকা রাধাচিত্রফলক রচনা করে মাধবীকে দিয়ে কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়েছিলেন। মাধবী সেই ফলক হস্তে ফিরে এলেন। সঙ্গে কৃষ্ণের জবাব। কৃষ্ণের জবাবে রাধা খুশী হতে পারলেন না। কর্ণাট রাগে রাধা গাইলেন

মঞ্জুতর-গুঞ্জদলি-কুঞ্জমতি-ভীষণম্।

মন্দমরুদন্তরগ-গন্ধকৃত-দূষণম্।।

সকলমেতদীরিতম্।

কিঞ্চ গুরু-পঞ্চশরচঞ্চলং মম জীবিতম্।। ধ্রু।।

মত্তপিক-দত্তরুজমুত্তমাধিকরং বনম্।

সঙ্গসুখমঙ্গমপি-তুঙ্গভয়-ভাজনম্।।

রুদ্রনৃপমাশু বিদধাতু সুখ-সঙ্কুলম্।

রামপদধাম-কবিরায় কৃতমুজ্জ্বলম্।।

'ভাবপ্রকাশ' নামক তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি।

রাধার ব্যাকুলতা দেখে মদনিকা ছুটলেন 'বকুলপাদপোপকণ্ঠে'। কৃষ্ণ 'মদনাবস্থাং নাটয়ন্ বিদূষকেন সহালপন্' প্রবেশ করলেন। মদনিকা মালব রাগে গাইলেন 'মাধব বপুরতিখেদম্ / জনয়তি চেতসি শতধা ভেদম্'। বিদূষক জানালেন কৃষ্ণ 'কুসুমশরব্যথিত'। বিদূষক 'দুঃখি বরাড়ী রাগে' গাইলেন—

নলিনবনং বনমালিকৃতে কৃতমুঞ্ছিত-কুসুম-পলাশং।

পল্লবলবমপি বৃন্দাবনমনু কলয়ামি ললিত-বিকাশম্।।

কৃষ্ণ রাধা-কথা শুনতে আগ্রহ দেখালেন। মদনিকা 'সাম তোড়ী' রাগে গাইলেন

মাধব গুরুতর-মনসিজ-বাধা।
হরি হরি কথমপি জীবতি রাধা।

মদনিকা চলে গেলে রাধা সঙ্কেতস্থানে এলেন। এসেই গান ধরলেন

তিমিরতিরোহিত-সরণী।
গিরিষু দরীষু সমেব হি ধরণী।
চিরয়তি কিং সখি দেবী।
বিধুরপি ময়ি কিমু ন হি হিতসেবী।

কৃষ্ণ কুঞ্জে বসলেন। এমন সময় বিদূষক বললেন 'রুণু-রুণু-সদ্দং কুণই'। নেপথ্যে মদনিকার গান

চিকুর-তরঙ্গক-ফেন-পটলমিব কুসুমং দধতী কামম্
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ নর্তিতুমতনুমব৷মম্॥
রাধা মধুরবিহারা।
হরিমুপগচ্ছতি মন্থর-পদগতি লঘু লঘু তরলিত হারা॥
শঙ্কিত-লজ্জিত-রসভর-চঞ্চল-মধুর-দৃগন্ত-লবেন।
মধুমথনং প্রতি সমুপহরন্তী কুবলয়-দাম রসেন।

এখানে 'রাধাভিসার' নামে চতুর্থ অঙ্কের শেষ।

পঞ্চম অঙ্ক। শশিমুখী মদনিকার কাছে রাধাকৃষ্ণের মিলন-কথা শুনতে উৎসুক। শশিমুখীর গান

দর মুকুলারুণ-লোচনমানন ইহ গতকান্তি-বিকাশে।
কমলমিবারুণ-মুষসি বিধাবনুবিম্বিতমম্বুসকাশে॥
কিমিদমিয়ং প্রবিশন্তী।
ভজতি মনো মম রতিবিরতাবিব বনিতা কাপি চলন্তী।

মদনিকা জানালেন 'রমণীয়তা বসন্ত-যামিনী-পরিণামস্স'। তারপর 'আভীর রাগে' গাইলেন রাধা-কৃষ্ণকেলিকথা

মৃদুমঞ্জীর-রবানুগতং গতমনয়া শয়ন-সমীপম্।
মধুরিপুণাপি পদানি কিয়ন্ত্যপি চলিতং কিয়দনুরূপম্॥
শশিমুখি কিং তব বত কথয়ামি।
রাধামাধব কেলিভরাদহমদ্ভুতমাকলয়ামি।

আরও একটি গানে সে মিলন-কথা ব্যক্ত করলেন মদনিকা

অভিমত-গাঢ়-মনোরথ-সমুচিত-রতিপতি-সমরবিশেষে।
বিজয়-পরাজয়-পরিচয়-বিমুষিত-চেতসি বলদভিলাষে॥
লুলিত মনোহরদেহা।

এমন সময় 'কষ্টং কষ্টং' শোনা গেল। রাধা এই দুর্যোগে নিজের মন্দভাগ্যের কথা স্মরণ করলেন। বৃষভানুর অরিষ্টকে দমন করে কৃষ্ণ ফিরে এলেন। মদনিকা সহর্ষে বললেন 'অহো, রমণীয়কং জয়শ্রী ভূষণস্য বৎসস্য'। কৃষ্ণের গতরাত্রির বিস্রস্ত বেশবাসের ব্যাখ্যাও হল। কৃষ্ণ 'মঙ্গলগুজ্জরী রাগে' গান ধরলেন

পরিণত-শারদ-শশধর-বদনা।
মিলিতা পাণিতলে গুরুমদনা॥
দেবি কিমিহ পরমস্তিমদিষ্টম্।
বহুতর সুকৃতি-ফলিতমমুদিষ্টম্॥

'ইতি জগন্নাথবল্লভ নাটকে শ্রীরাধাসঙ্গমো নাম' পঞ্চম অঙ্কের সমাপ্তি।

রায় রামানন্দের নাটক অভিনীত হয়েছিল কিনা জানা নেই। তবে চৈতন্য-চরিতামৃতে রামানন্দের নাট্যানুরাগের কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। ললিত-মাধব, বিদগ্ধমাধব নাটকের তিনি যে একজন গুণগ্রাহী ছিলেন সে প্রসঙ্গ চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হয়েছে। মহাপ্রভুর কথা বলতে গিয়ে রামানন্দ পুতুল নাচের কথা বলেন

ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতুলী তুমি পার নাচাইতে।

রামানন্দ একজন ভাল ডিরেক্টর ছিলেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায়গৃহে উপস্থিত হলে তাঁর সেবক বললে

দুই দেবকন্যা হয় পরম সুন্দরী।
নৃত্যগীতে নিপুণতা বয়সে কিশোরী॥
তাহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটক গীতের গান শিক্ষায় নর্তনে॥

সেই দুই জনা লঞা ॥
স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সংমার্জন ॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্বাঙ্গমণ্ডন…।
তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইল।
গীতার গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল ॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়িভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥
ভাব প্রকট লাস্য রায়ে যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায় ॥

এ বিবরণ থেকে মনে হয় জগন্নাথবল্লভ নাটক অভিনীত হয়েছিল। কেন না রায় 'নিজ নাটক গীতের' রিহ্যার্সল দিয়েছিলেন।

রায় রামানন্দ বাঙ্গালী নন। কিন্তু তাঁর রচনার প্রভাব বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে গুরুতর। সে যাই হোক বাঙ্গালীর নাট্যচর্চার আর একটি উদাহরণ চৈতন্যচরিতামৃতে ধরা আছে

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লইয়া আইল শুনাইতে ॥

এই নাটকটি স্বরূপ দামোদর অনুমোদন করেন নি। নাটকটির নামও জানা নেই। এই বিপ্র কে তাও জানি না। তবে নাটকটির নান্দী শ্লোক চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত আছে

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে।
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ।
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ।

ষোড়শ শতাব্দের একেবারে শেষের দিকে গোবিন্দদাস 'সঙ্গীতমাধব' নামে একখানি সঙ্গীতনাটক লিখেছিলেন। 'সঙ্গীতমাধব' নাটকের পুথি পাওয়া যায় নি। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই নাটক সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়েছিলেন তা এই—'পদ্মাবতী তীরবর্তি-গোপালবয়নগরনিবাসি-গৌড়াধিরাজ মহামাত্য-শ্রীপুরুষোত্তমদত্তসত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষ দত্তঃ। স হি শ্রীনরোত্তমদত্ত-

সত্তমমহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ। তেন চ শ্রীরাধা-মাধবয়োঃ প্রকটলীলানুসারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্বরাগাদিবিলাসাঢ্য-সঙ্গীতমাধবং নাটকং বিরচয্য নানারত্নাদিদানেন সাম্না পুরস্কৃতা সমর্পিতোঽস্তি।' শ্রীসুকুমার সেন অনুমান করেন সঙ্গীতমাধবের গানগুলি (ব্রজবুলি ও সংস্কৃতে লেখা) সম্ভবত 'তাঁহার (গোবিন্দদাসের) পদাবলীর মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া আছে।' যেমন পদামৃত-সমুদ্রে সঙ্কলিত এই পদটি

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতম্
ব্রজবনিতাকুচকুঙ্কুমললিতম্।
বন্দে গিরিবরধরপদকমলম্
কমলাকরকমলাঞ্চিতমমলম্।
মঞ্জুলমণিনূপুররমণীয়ম্
অচপলকুলকামিনীকমনীয়ম্।
অতিলোহিতমতিরোহিতভাসম্
মধুমধুপীকৃতগোবিন্দদাসম্।।

বাংলাদেশে নাটপালা রচনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। এর কারণ মঙ্গলকাব্যের অত্যধিক জনপ্রিয়তা। নাটপালাগুলিতে উল্লিখিত 'দিবস' এ দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যের 'পালা'র মত এক এক দিবসে এক একটি বিষয় মঞ্চে অভিনীত হত। তবে মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন আট পালা বা বারো পালায় বিভক্ত, নাট-গীতিগুলি সে রকম নির্দিষ্ট দিবসে বিভক্ত নয়।

মঙ্গলকাব্যগুলি পাঁচালি। পাঁচালি পরিবেশনরীতিতে পুতুল নাচের অংশ ছিল। যদিও তা আখ্যায়িকা কাব্য। শ্রীসুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডের পূর্বার্ধে ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গানের পরিবেশন-বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিয়েছেন। আমরা সে প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ উদ্ধার করছি। 'নবমীর রাত্রিশেষে আর একটি কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ পাটনের মশানে উপস্থিত করিয়া শ্রীমন্তের প্রাণদণ্ডের জন্য যখন কোটাল শাণিত খড়্গ উত্তোলন করে, তখন তাহার উদ্ধারার্থ চণ্ডীদেবী পক্ককেশা বৃদ্ধারূপে মশানে অবতীর্ণা হন, আসরে গায়কদের একজন বুড়ীর মুখোষ মুখে দিয়া ঐ অংশ অভিনয় করে। তৎপরে ভৈরবী বেশে দুর্গার আগমন, সর্বশেষে চামুণ্ডারূপে দেবী মশানে অবতীর্ণা হইয়া রাজার

সৈন্যসামন্ত সংহার করিতে পারিলে শ্রীমন্তের মুক্তি হয়।...এই চামুণ্ডা নামা অংশটি নিম্ব কাষ্ঠে নির্মিত চামুণ্ডার মুখোষ মুখে দিয়া গায়েনদের একজন অভিনয় করিয়া থাকে। এই অভিনয় ও ঐ মুখোষখানি তাহারই চিরন্তন সম্পত্তি।... কোটালের মুখোষ আছে। ভৈরবীর কেবল 'কপালী' অর্থাৎ সোনার মুকুট, মুখোষ নাই। ইহা ব্যতীত গানের মধ্যে মধ্যে হাস্যোদ্দীপক সংও অনেক দেওয়া হয়।' ধর্মের গাজনে এবং দুর্গাপুজায়, ধর্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল গানে 'পাতা নৃত্যো'র ব্যবস্থা ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীকীর্তনের দ্রুত বিস্তার ও প্রসারও নাট-গীত রচনায় উৎসাহের অভাব হতে পারে। বিশেষত পালাবদ্ধ কীর্তনের জনপ্রিয়তা সপ্তদশ শতাব্দ থেকে খুবই বাড়তে থাকে। বৈষ্ণব পদাবলীর পরিবেশনরীতিতে এবং রচনাকৌশলে নাটকীয়তা স্বতঃস্ফূর্ত। রবীন্দ্রনাথ পদাবলীতে নাটকীয় রূপ ও রীতির সন্ধান দিয়েছিলেন। এই কারণে বোধ করি পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানের মত বাংলাদেশে ভাষা নাটকের প্রসার ঘটে নি।

যাই হোক, সপ্তদশ শতাব্দের একেবারে শেষ দিকে বাংলা যাত্রার জনপ্রিয়তা দেখা দেয়। পুরানো যাত্রার নিদর্শন আমরা পাই নি। তবে যাত্রা যে নাট-গীতেরই পরিণতি সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র দেবের (১৪৩৫-১৪৬৬) পরশুরামবিজয় উমাপতির পারিজাতমঙ্গল নাটকের মত। ভাষা সংস্কৃত। একটি মাত্র গান আছে।

মিথিলা

জয়দেবের অনুসরণে মিথিলার কবি উমাপতি পারিজাতহরণ সঙ্গীত নাটক লিখলেন। উমাপতির রচনা সংস্কৃত নাটকের মত। সংস্কৃত নাটকের মত নান্দী, প্রস্তাবনা, ভরতবাক্য পারিজাতহরণে আছে। কিন্তু অঙ্ক বিভাগ নেই। উমাপতি একে নাটক বলেন নি, বলেছেন মঙ্গল অভিনয়। 'উমাপত্যুপাধ্যায়-বিরচিতং নবপারিজাতমঙ্গলমভিনীয় বীররসাবেশং শময়স্তু ভবন্তো ভূপালমণ্ডলম্'। 'তদ্ গীয়তাং মঙ্গলম্'। জয়দেবও তাঁর রচনাকে মঙ্গল-উজ্জ্বল গীতি বলেছেন। একজন মৈথিল পণ্ডিত বলেছেন, "এহি মে 'নব' পদ সँ নবীনতাক সংকেত ভেটৈছ জে ই মঙ্গল নাম সँ অভিহিত নাটকভেদ নবে প্রচলিত অছি, জকর

অভিনব নাট্যশৈলী (টেকনিক) তৎকালীন লোকমঞ্চক উপযুক্ত 'আশুপ্রান্তং' জনতা যে মনোবিনোদক সামগ্রী উপস্থিত কয়বা লেল প্রযুক্ত কয়ল গেল অছি। এহি অভিনব মঙ্গল রূপক যে গেয় লোকগীতক প্রধানত পরিলক্ষিত অছি।" শ্রীসুরেন্দ্র ঝা'র এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি এই রচনায় 'লোক' সংস্কারকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত আশুপ্রকে আনন্দ দেবার জন্যই এ রকম রচনার উদ্ভব।

পারিজাতহরণের গল্প হরিবংশ এবং ভাগবতে আছে। উমাপতি তাকেই সঙ্গীত নাটকের ফ্রেমে বেঁধেছেন। পুরাণে নেই এমন চরিত্র হচ্ছে সুমুখী। পুরাণের প্রদ্যুম্ন পারিজাতহরণ নাটকে অর্জুন হয়েছেন। সুভদ্রার অবতারণাও নূতন। পারিজাতহরণের পাত্রপাত্রী এই কয়জন, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, নারদ, ধর্মদাস, রুক্মিণী, সত্যভামা, সুভদ্রা, মিত্রসেনা, সুমুখী—মোট নয় জন। সূত্রধার নটীর উপস্থিতি প্রস্তাবনা অংশে।

একুশটি গান আছে। প্রস্তাবনায় ২, কৃষ্ণের ২, নারদের ৩, সত্যভামার ৭, সুমুখী ১, রুক্মিণী ১, সূত্রধার-অধিকারীর ১, প্রবেশক ৩, কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বসন্তবিহার ১। নেপালের ভাষা নাটকের মতই প্রবেশক গান

কংস কেসি কুল মোচল, উগ্রসেন দেল রাজ।
যদুকুল কএল নিরাকুল, তৈও বহুত অছি কাজ ॥

নারদের প্রবেশ-বর্ণনা

অবতরু অবনী তেজল অকাশে
ন থিক দিবাকর ন থিক হুতাশে।
ধোতী ধবল তিলক উপবীত
ব্রহ্মতেজ অতি অধিক উদীত।

সত্যভামার প্রবেশ

সত্যভামা দেবি দেল পরবেশ
স্বামী সোহাগ সোহাউনি বেশ।
হরষিত হৃদয় গরুঅ অভিমান
কৃষ্ণ পিআরী প্রাণ সমান।

ইত্যাদি। নেপালের ভাষা নাটকে পাত্রপাত্রীরা নিজেরাই নিজেদের চেহারা ইত্যাদির বর্ণনা দেয়। উমাপতির নাটকেও তাই। উমাপতির প্রবেশক-বর্ণনায় সূত্রধারের কর্তব্য স্বীকৃত।

উমাপতির সঙ্গীত নাটকের গান মৈথিলী ভাষায়। বাকি অংশ সংস্কৃত-প্রাকৃতে। নেপালের ভাষা নাটকে সংস্কৃতের ব্যবহার নান্দী প্রস্তাবনা অংশেই সীমাবদ্ধ। উমাপতির নাটকের রচনাকাল নিয়ে সংশয় থাকলেও মোটামুটি এই নাটক যে চতুর্দশ শতাব্দেই আরব্ধ হয়েছিল সে বিষয়ে অনেকেই একমত। সংক্ষেপে নাটকটির পরিচয় দিচ্ছি।

নান্দী প্রস্তাবনার পর শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণী ও সখীর প্রবেশ। রৈবত পর্বতে বসন্তশোভার বর্ণনা দিচ্ছেন সূত্রধার

অনগণিত কিংশুক চারু চম্পক বকুল বকছল ফুল্লিআ।
পুনু কতহু পাটলি পটলি নীপ নেবারি মাধবি মল্লিআ।।
করজোরি রুকমিনি কৃষ্ণ সংগ বসংত রংগ নিহাররী।

এমন সময় নারদের প্রবেশ। এসে গান ধরলেন 'জাএব হরিক সমাজে, পাএব নয়ন সুখ আজে।' সখী সুমুখীর সঙ্গে নারদ একটু রহস্যালাপ করলেন। তারপর পারিজাত পুষ্প কৃষ্ণকে দিলেন 'সুরপতি দেল অমূলে, পারিজাত এক ফুলে।' শ্রীকৃষ্ণ ফুল গ্রহণ করলেন। সত্যভামার প্রবেশ। সুমুখীকে তিনি কৃষ্ণমিলনের উৎকণ্ঠা জানাচ্ছেন 'রভসি চলু ফুলবাড়ী, তহাঁ মিলত মোর মদনমুরারী।' তারপর তিনি মাধবীলতার অন্তরালে থেকে কৃষ্ণ-রুক্মিণী কি করছেন তা দেখতে চাইলেন। কৃষ্ণ নারদের কাছে পারিজাত পুষ্পের মাহাত্ম্য শুনতে চাইলেন। তখন নারদ একটি শ্লোকে বললেন

রূপং গন্ধং রসং স্পর্শং নরো যো যং যমিচ্ছতি।
যাচিতং তং তদা তস্মৈ সর্বং পুষ্পং প্রযচ্ছতি।।

কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পারিজাত পুষ্প দিলেন। সত্যভামা সবই লক্ষ করলেন। রুক্মিণী গানে মনের আনন্দ প্রকাশ করলেন 'আজ জন্ম ফল ভেলা, সব পরিতেজি হরি মোহি ফুল দেলা।' সত্যভামা সখী সুমুখীকে ডেকে বললেন, এর পর দেখবার শোনবার কি আছে? বাড়ী চল। সত্যভামা কৃষ্ণের অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে গেলেন। সখী সুমুখী কৃষ্ণকে সত্যভামার কথা জানালেন। তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন 'মাধব আবহু

করিঅ সমধানে, সুপুরুষ নিঠুর রহয় ন নিদানে।' এদিকে সত্যভামা আক্ষেপ করতে লাগলেন

জলধর ছাহরি তর হম সুতলহু, আতপ ভেল পরিণামে।
সখি হে! মন জনু করিঅ মলানে,
অপন করম ফল হম উপভোগব তোহেঁ কিঅ তেজহ পরাণে।

অতএব

সাজনি! আব জিবন কোন কাজে,
পহু মোহি দিন করু অপযশ জগ ভরু সহয় নে পাবিয় লাজে।

শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধাঞ্জলি হয়ে মানিনীর মান ভাঙ্গাতে চাইছেন

অবগুন পরিহরি হরষি হেরু ধনি মানক অবধি বিহানে।
হিমগিরি কুমরি চরণ হৃদয় ধরি সুমতি উমাপতি ভানে॥

সত্যভামা আরও কঠোর হলেন। এবার তিনি আসল কথা বললেন 'মাধব করহ হমর সমধানে, দেহ মোহি পারিজাত তরুদানে'। কৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ আনবার আশ্বাস দিলেন। ইন্দ্র পারিজাত বৃক্ষ দিলেন না। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে পাঠালেন। সত্যভামাকে আশ্বাস দিলেন 'ইন্দ্রমদং চাহপবারয়ামি'। সত্যভামা একটি গানে আনন্দ প্রকাশ করলেন। তাঁর বাম নয়ন কাঁপল॥ নারদ ধনঞ্জয়-ইন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনা দিলেন একটি গানে। কৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ সত্যভামাকে দিলেন। তখন সত্যভামা গান ধরলেন

জয় জয় পারিজাত তরুরাজ
পাওল পুরুব পুন দরসন আজ
সর্গক ভূষণ গুণক নিবাস
সুরহুক তোহেঁ পরিপুরহ আস।

তারপর সকলে গাইলেন

জলধর সময় করহু জলদানে
ভরলি রহথু ধরণী ধনধানে।

এখানে পারিজাতহরণ নাটকের সমাপ্তি।

পণ্ডিত জয়কান্ত মিশ্র জ্যোতিরীশ্বরের 'ধূর্ত সমাগম' নাটিকা ছাপিয়েছেন। বিদ্যাপতির গোরক্ষবিজয় নাটিকাও সঙ্গীতনাটক শ্রেণীর। এই নাটকটিতে কয়েকটি গান আছে। গানগুলি মৈথিলী ভাষায়। বাংলা ভাষার সঙ্গে

বিদ্যাপতির মৈথিল গানগুলির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। নাটকটি লেখা হয়েছিল শিবসিংহের আদেশে। নারীমোহে আবদ্ধ গুরু মীননাথকে শিষ্য গোরক্ষ কর্তৃক উদ্ধার নাটকটির বিষয়। প্রথম গানটি এই

মুণ্ডবক বাস মনে নাহি আধি
তপ রতি রস ন সমুদিত সমাধি।
মন পরিতোষ রোষতহ দূন
মারল মদন জিআউল পুন।
মুণ্ডতি কারণে রে ভেলাহ জটাধারী
ভুক্তি কারণে অর্ধতনুধর নারী।
ভনই বিদ্যাপতি পুববথু আসা
মঙ্গল কারএ দেব দিগবাসা।

নেপাল রাজদরবার লাইব্রেরিতে একটি পুথিতে পাই 'শ্রীবিদ্যাপতি সৎকবি-পুরস্থ গোরক্ষবিজয়নাম নাটকনটনাথ মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎশিবসিংহ দেবপাদঃ'। বিদ্যাপতি মণিমঞ্জরিনাটিকা নামে আর একটি নাটক লিখে থাকতে পারেন।

মিথিলা অঞ্চলে এ সব নাটকের আদর বাড়তে থাকে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দ পর্যন্ত এই নাটকের ক্রমপরিণতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে সংস্কৃত নাটকের কাছে ঋণী হলেও এই সব নাটকে ধীরে ধীরে বাংলা যাত্রার মতই গীতেরই প্রাধান্য সূচিত হতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দে রচিত রামদাসের আনন্দবিজয় নাটকটিতে সংস্কৃত-প্রাকৃতের সঙ্গে মৈথিলী গান পাই। নাটকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই।

নান্দী প্রস্তাবনার পর শ্রীকৃষ্ণ ও বিদূষকের প্রবেশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ঘোষিত হচ্ছে এইভাবে

নাগরি হৃদয় সরোজ দিনেশ,
আনন্দময় মাধব পরবেশ।

আর বিদূষক

হমহি বিদিত আনন্দকন্দ।
আধি অঁধার অখণ্ডিত চন্দ।

বিদূষক কৃষ্ণকে রাধার দেহকান্তির বর্ণনা দিলেন। কৃষ্ণ রাধাকে দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত হলেন। সোৎকণ্ঠমাধব নামক প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অঙ্কে বিচক্ষণা বাচালা ইত্যাদি সখীসহ রাধার প্রবেশ

দেল পরবেশ পরম সুকুমারি।
হংস গমনি বৃষভানু দুলারি॥

বিদূষক আনন্দক এদের প্রতারণা করবার জন্য দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশে দেখা দিলেন। তিনি গুণনিধান বলে নিজের পরিচয় দিলেন। শিবপূজার জন্য তাঁদের পুষ্পচয়ন করতে বললেন। রাধা এবং সখীরা যখন পুষ্পচয়নে ব্যস্ত তখন কৃষ্ণ-আনন্দক দেখা দিলেন। কৃষ্ণ-বিদূষক এবং বিদূষক-রাধার মধ্যে দীর্ঘ আলাপ হল। তারপর হলায়ুধ এসে জলক্রীড়ায় আহ্বান করলেন কৃষ্ণকে। এখানে রাধার কৃষ্ণ অনুরাগের চিত্র পাই।

তৃতীয় অঙ্কটি অন্যান্য অঙ্কের তুলনায় দীর্ঘ। রাধা শিবের আরাধনা করছেন। শিব বর দিলেন। রাধা বিরহে জরজর।

মাধব বিরহেঁ বিয়োগিনি ভেস
দেল বৃসভানু দুলহি পরবেশ।
মানস আকুল বিকল শরীর
মুখ রুচি মলিন নয়ন দর নীর।
থীর চেত নহিঁ দীর্ঘ নিসাস
আধি অধীনি আলি জন পাস।

রাধা সখীদের কাছে শ্যামসুন্দরের নানা কথা বলছেন। রাধার ঘন ঘন মূর্ছা হল। তিনি একের পর এক গানে তার দারুণ বিরহ-বার্তা শোনাচ্ছেন। তখন এক কাপালিক তাঁদের বললেন 'তুমং বৃন্দাবনং গত্বা চিট্‌ঠ।' সেখানেই মাধব মিলবে। এখানে তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি। চতুর্থ অঙ্কে কৃষ্ণবিলাপ। কৃষ্ণের

মলয়সমীরন পরসল মোর
দেহ দাহ উপাজাবএ ঘোর।
হিমকর বমএ গরল সম তেজ
দহন গহন সম সরসিজ সেজ।

কৃষ্ণ আক্ষেপ করছেন। পরে রাধা এবং কৃষ্ণ মিলিত হলেন। এর পর সমবেত সঙ্গীত

অরজু পুরুষ জত সুকৃত সমাজ,
তত পরিণত মোর সুদিবস আজ॥
কোকিল কমল কলানিধি দেহ
জন্থি বিনু ঘম সম মিলু হম সেহ॥
সুজন মিলন দুখ সাগর সেতু
জানল সুরতরু তহ সুখ হেতু॥
সরস রাম ভন অপন বিচার,
সুজন সমাজ সংসারক সার॥
কমলাবতি কমলিনি অলিরূপ
রস বুঝ সরসময় সুন্দর ভূপ॥

রমাপতির কীর্তনীয়া নাটক 'রুক্মিণী-পরিণয়'ও সংস্কৃত-প্রাকৃত এবং মৈথিলী ভাষায় রচিত। এই নাটকে নান্দী প্রস্তাবনা আছে। পাত্রপাত্রীর প্রবেশগীতও নেপালের ভাষা নাটকের মতই। যেমন রুক্মিণীর প্রবেশ

রুকুমদ কুমর দেল পরবেস।
কোপিত বদন ভয়ঙ্কর ভেস॥
কুটিল ভৌঁহ সংকুচিত ললাট।
রণ অতি নিরভয় হৃদয়-কপাট॥

কঞ্চুকী

হমে কঞ্চুকি নয়সাগর নাম।
নৃপ অভিলখিত করিঅ সবঠাম॥
কাম কুসুম তহ উজ্জ্বল কেশ।
সবতরু সবকে দিঅ উপদেস॥

মৈথিলী কবি নাট্যকারেরা কখনও কখনও ভাষা নাটককে সংস্কৃত আবরণে সজ্জিত করেছেন। নেপালের নাটকে সংস্কৃত বর্জন করবার প্রবণতা আছে। কিন্তু মৈথিল নাটকে সর্বত্র এ ব্যাপার দেখা যায় না। 'রুক্মিণী-পরিণয়' নাটক ছয়টি অঙ্কে বিভক্ত। প্রধান পাত্রপাত্রী কৃষ্ণ, রুক্মিণী, ঘটক, ভীমক, নয়সাগর, সুদক্ষিণা, সুশোভনা, দারুক, নারদ ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষের দিকে নন্দীপতির 'কৃষ্ণকেলিমালা' নাটকটির গঠনশৈলীর কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়। নাটকটিতে কৃষ্ণের 'দধলীলা' 'কদমলীলা' 'কালিয়লীলা' 'পুতনাবধ' এই চারটি মুখ্য বিষয় বর্ণিত। এই চারটি বিষয়ের

মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগসূত্র নেই। অবশ্য প্রত্যেকটি বিষয়েরই আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ। যদিও আকারে এটি নাটক কিন্তু প্রকৃতিতে একে গীতিকাব্য বলা উচিত। প্রবেশ-সূচনাগীতি এবং বিভিন্ন চরিত্রের প্রবেশগীতি এই নাটকে আছে। কৃষ্ণের গুণকীর্তন বারংবার করা হয়েছে। রাধা এবং রাধার সখী কমলাক্ষী বিশালাক্ষী এবং নারদ নাটকের অন্যতম পাত্রপাত্রী। নন্দীপতিকে 'গোআলরী' শ্রেণীর মৈথিল গীতির প্রবর্তক বলা হয়। এই নাটকে 'গদ্য' ব্যবহৃত। যদিও এই 'গদ্য' কৃষ্ণের বিভিন্ন বিশেষণ উল্লেখেই সীমাবদ্ধ। একটি মাত্র ক্রিয়াপদ 'বন্দে' পাই।

কাহ্নারামের 'গৌরীস্বয়ম্বর' ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে রচিত। এই নাটকটিতে কীর্তনীয়া নাটকের অনেক উপাদান পাই না। এটিকে জয়কান্ত মিশ্র irregular কীর্তনীয়া নাটক বলেছেন। সংস্কৃত সংলাপ গৌরীস্বয়ম্বরে নেই। শ্লোক, ছন্দগীত, দোহা কবিতা ও গানের সমবায়ে নাটকটি নির্মিত। সংস্কৃত শ্লোক খুব বেশি নয়। হিন্দীভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায় গীতাবলীতে। অঙ্কবিভাগও নেই। একটি গান উদ্ধার করছি। ভাষা অত্যন্ত সরল, বাংলার অত্যন্ত কাছাকাছি।

কবি বিনীত গিরিরাজ উমা লয় আয়ল হে।
হরখিত ভেলি নয়ন জুড়ায়ল হে।
সখি সব মিলি পুনি গৌরী অংকম লাওল হে।
হরথ নয়ন ঢর লোর দেখি সুখ পাওল হে।
সুনল নগর নর নারি সবহি উঠি ধাওল হে।
পুলকিত পরম অনন্দ উমা উর লাওল হে।
প্রেম মগন দিন রাতি সভী সব রময়িত হে।
করহি কুতূহল খেলি বিবিধ বিধ গময়িত হে
নৃপতি বুঝাব মনাইনি অতিপ্রিয় ভাখি হে।
গৌরিক করিঅ বিবাহ দেখিয় ভরি আখি হে
কহ্নারাম ভন সুনি নৃপতি তব ভাখ হে।
ধরু ধৈরজ মন লায় করত অভিলাখ হে॥

মিথিলা রাজ্যে এক শ্রেণীর অভিনেতা গোষ্ঠীকে বলা হত 'জমাতি'। এদের প্রধান 'নায়ক'। যিনিই সূত্রধার, তিনিই নায়ক। স্ত্রীভূমিকা পুরুষ অভিনেতারাই গ্রহণ করতেন। একজন কুশল অভিনেতার দক্ষতা প্রমাণ হত তাঁর মান, নচারী এবং তিরহুতি গানের কৃতিত্বে। অবশ্যই অঙ্গভঙ্গিতে তিনি

পারদর্শী হবেন। অভিনেতা গোষ্ঠীর মধ্যেই একদল অভিনেতা ছিলেন কীর্তনীয়া গোষ্ঠী। কীর্তনীয়া নাটক অভিনীত হত রাত্রে। মঞ্চ ব্যবস্থা অত্যন্ত সরল ছিল। নান্দীপাঠের পর প্রথমে সূত্রধার প্রবেশ করতেন। তার বেশ-বাসের বর্ণনা নরেন্দ্রনাথ দাসের মৈথিলী মঞ্চের ভূমিকায় পাই 'নায়ক জামা, নীমা, পায়জামা পহিরি পতুক্কা বান্হি ওঢ়ি সাটা পাগ মাথ পর রাখি ফুলহথা হাথমে লয় সাধারণ তূআ টাংগি কএ বনল বনাওল রংগমংচ পর নান্দী পাঠক পশ্চাৎ অলমতি বিস্তরেণ কহৈত প্রবেশ করৈত ছলাহ।' ফুলহথা হচ্ছে দণ্ড।

সাধারণত এসব নাটকের পাত্রপাত্রীর সংখ্যা কম। প্রথমেই নাট্যোল্লিখিত নায়ক-নায়িকা, সখী, বিপটা (বিদূষক) এবং নারদ মোটামুটি এই কজন পাত্রপাত্রী। সংলাপে এবং প্রবেশগীতে পাত্রপাত্রীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হত। নাট্যনির্দেশে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ব্যবহৃত হত। বাকি অংশ কবিতা এবং গান। এই কবিতা ও গান মৈথিলী ভাষায় রচিত। গদ্যের ব্যবহার নেই বললেই চলে। নেপালের নাটকে কিন্তু গদ্যের ব্যবহার অকিঞ্চিৎকর নয়। অনেক সময় পাত্রপাত্রীর কোনো চেষ্টা বোঝাবার জন্য গানে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হত। বাদ্যের ভাল ব্যবস্থা ছিল। নেপালে প্রাপ্ত নাটকে প্রবেশ সঙ্গীত একটি নয়। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও কম ছিল না। জয়কান্ত মিশ্র বলেছেন কীর্তনীয়া নাটকের পূর্বসূরী নেপালের ভাষা নাটক। আমরা বলি মিথিলার ভাষা নাটকের পূর্ণ পরিণতি নেপালের ভাষা নাটক এবং তারই পরিণতি কীর্তনীয়া নাটক বাংলা যাত্রা ইত্যাদি।

জয়কান্ত মিশ্র কীর্তনীয়া নাট্যকার ও নাটকের মোটামুটি পরিচয় দিয়েছেন।[১] লাল কবি [নরেন্দ্র সিংহের (১৭৪৪-১৭৬১) সভাকবি]র 'গৌরী-স্বয়ম্বর'[২], নন্দীপতির 'কৃষ্ণকেলিমালা', গোকুলানন্দের 'মানচরিত' নাটক, শিব দত্তের 'গৌরীপরিণয়' এবং 'পারিজাতহরণ', কর্ণ জয়ানন্দের 'রুক্মাঙ্গদ নাটক', শ্রীকান্ত গণকের 'শ্রীকৃষ্ণজন্মরহস্য', কান্হারাম দাসের 'গৌরীস্বয়ম্বর' নাটক,

১. Jaykanta Mishra, A History of Maithili Literature, 'Kirtaniya Drama of Mithila'.

২. অখিল ভারতীয় মৈথিলী সাহিত্য সমিতি থেকে ডক্টর শ্রীজয়কান্ত মিশ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত।

রত্নাপতির 'উষাহরণ নাটিকা', ভানুনাথ ঝার 'প্রভাবতীহরণ', হর্ষনাথ ঝার 'মাধবানন্দ', এবং 'উষাহরণ' নাটক, বিশ্বনাথ ঝার 'রামেশ্বরচন্দ্রিকা' ইত্যাদি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দে রচিত।

আসাম

অসমীয়া সঙ্গীত-নাটকের প্রবর্তক শঙ্করদেব। শঙ্করদেবের নাট-গীত নেপালের ভাষা নাটকের মত নয়। কিন্তু নানা দিক দিয়ে শঙ্করদেবের নাট-গীতের সঙ্গে নেপালের ভাষা নাটকের মিল আছে। শঙ্করদেবের সঙ্গীত-নাটকে মুখ্য ভূমিকা সূত্রধারের। সঙ্গীত-নাটকে সূত্রধার সর্বদাই উপস্থিত। তিনি কখনও বিষয় ব্যাখ্যা করছেন, কখনও পাত্রপাত্রীর 'প্রবেশ-প্রস্থান' জানাচ্ছেন। প্রয়োজন স্থলে ভক্তি উদ্রেকের জন্য 'নিরন্তরে হরিবোল' বলতে দর্শকদের উৎসাহিত করছেন। 'কালি দমন' নাটপালাতে সূত্রধার সর্বদা উপস্থিত। পাত্র-পাত্রীর গীত মাঝে মাঝে পাচ্ছি। কে গান গাইবে সে কথাও সূত্রধার বলে দেন। যেমন কালিয় নাগের দর্পনাশ হলে সূত্রধার বলছেন 'ওহি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর নারায়ণ জানি, ত্রাহি ত্রাহি স্বামি কৃষ্ণ বোলি শিরে চরণ পরশিয়ে প্রণাম করল। পচ্চাৎ জান্ পারি করযোরি তুতি আরম্ভল।' এই স্তুতিগীত কালিয় নাগের। পাত্রপাত্রীরা মাঝে মাঝে আসছেন। যেমন, কালি, শ্রীকৃষ্ণ, 'নারী সব'। এঁদের উক্তিও আছে। সূত্রধারের এই মুখ্য ভূমিকা বাংলা যাত্রার অধিকারীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নেপালের ভাষা নাটকে এই ব্যাপার নেই। নেপালের নাটকে সংস্কৃত প্রভাব গোড়ায় বেশ ছিল। অন্তত সপ্তদশ শতাব্দ পর্যন্ত রচিত নেপালের ভাষা নাটকে সংস্কৃত বাতাবরণ আছে। নেপালের নাটকের দর্শক অল্পবিস্তর শিক্ষিত। অবশ্য এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। অসমীয়া সঙ্গীত-নাটক আপামর জনসাধারণের জন্য। সেজন্য বোধ করি সূত্রধার এত বেশি ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। কথকতায় যেমন কথক ব্যাখ্যা করে পৌরাণিক মহিমা স্থাপন করেন অসমীয়া সঙ্গীত নাটকের সূত্রধারও কথকের মত ব্যাখ্যায় উৎসাহিত হন। আবার কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যও সূত্রধার যোগসূত্রের কাজ করেন।

সূত্রধারের সহকারী 'সঙ্গী'। তাঁর ভূমিকা সংস্কৃত নাটকের 'নটী'র মত। যদিও নটীর মত তিনি হাস্যোচ্ছল নন। সূত্রধারের সাহায্যে তিনি এগিয়ে

আসেন মাত্র। পারিজাতহরণ নাটকে পাচ্ছি 'আহে সজি! কি বাদ্য বাজত?' সূত্রধারের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সঙ্গী বলছেন 'আহে! দেব বাদ্য বাজত। আঃ মিলল।' অতঃপর সংস্কৃত শ্লোকে পাত্রপাত্রীর প্রবেশ বার্তা জানান হল 'প্রবেশমকরোৎ দেবো গোবিন্দো গরুড়াসনঃ। / রুক্মিণী সত্যভামাভ্যাং সহ চারুশ্চতুর্ভুজঃ॥' সূত্রধার এঁদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন 'আহে লোকাই! হামু যে কহল সোহি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সভাটা যাত্রা নিমিত্ত এথাবাতহ্। পরম সাবধান হুয়া দেখহ শুনহ; নিরন্তরে হরিবোল।' এর পর সূত্রধার শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর পত্নীদের সঙ্গে 'কৌতুকে নৃত্য কয় কঁহো রুক্মিণী সহিতে এক মন্দিরে রহল' সে সংবাদ জানালেন। সত্যভামা নিজ মন্দিরে রইলেন একথাও সূত্রধারের কাছ থেকে জানতে পারছি। তারপর নারদ এবং পুরন্দরের প্রবেশ। তাঁদের কর্মচেষ্টা সূত্রধারের মারফৎ দর্শক জানতে পারছে। নারদ সত্যভামাকে পারিজাত পুষ্পের বিবরণ দিলেন। কৃষ্ণের রুক্মিণীর প্রতি প্রেমাধিক্য জানালেন। এখন সত্যভামার অবস্থা সূত্রধার বলছেন 'তদন্তর নারদমুখে সতিনীক মহোদয় শুনি কহো কোপ অপমানে আন্ধরি দেখিয়ে দেবী সত্যভামা মূর্ছিত হুয়া পরল। জৈছে লবঙ্গলতা বাতে উৎপাতল। তদ্বতং কেশ মুক্ত ভেল। মুখে বচন হরল। নাসাত প্রাণ বায়ু নেখেলে।' বাংলা-মৈথিলী নাটকে এক্ষেত্রে 'মূর্চ্ছা' অথবা 'মূর্চ্ছতি' (যেমন, উমাপতির পারিজাতহরণ নাটক) নির্দেশ পাওয়া সম্ভব। কেবল নাট্যনির্দেশ নয় বর্ণনার প্রয়োজনে সূত্রধারের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। সত্যভামার পক্ষে শচী ইন্দ্রের কাছে নালিশ করলেন। তিনি ইন্দ্রকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বলছেন। সূত্রধার বলছেন 'তদনন্তর পুরন্দর বাক্য শরে পীড়িত হুয়া শচীক গহিয়া শুনি কহো পরম ক্রোধে ধনু ধরি যুদ্ধ করিতে কৃষ্ণক সম্মুখ ভেলহ। দেখি সারঙ্গ টঙ্কারি শ্রীকৃষ্ণ গরুড় কন্ধে ইন্দ্রক সম্মুখ হুই রহল। তাহে পেখি পুরন্দর দর্পে বোলল।' এর পর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইন্দ্রের দুর্গতি সূত্রধারের উক্তিতে জানা যাচ্ছে। সূত্রধার বলছেন 'ওহি বোলি পরম প্রারম্ভে ইন্দ্রক লাগি চক্র তুলি ধরল। তাহে পেখি ইন্দ্রক হৃদয় কম্প লাগল। হাত পাব থির নোহে, মহাভয়ে হস্তী চারি পলাবল। তাহে পেখি শ্রীকৃষ্ণ হাসি হাসি পাচু ইন্দ্রক খেদল। তাহে দেখহ শুনহ, নিরন্তরে হরি বোল।' নাটক সমাপ্তিতে সূত্রধারের উক্তি 'ঐচন কেলি কলা

কৌতুক কয় শ্রীকৃষ্ণ ভকত রমণী সবক মনোরথ পুরি দ্বারিকাপুর প্রবেশি রহল। ওহি পারিজাত হরণ হরিক পরম লীলা চরিত্র শ্রদ্ধায় যে সবে শুনে ভনে কৃষ্ণ চরণে তাহেরি পরম ভক্তি বাঢ়ব। ইহা জানি নিরন্তরে হরি বোল হরি।' অতঃপর কবির কৃষ্ণকৃপার কথা এবং নাট্যরচনার প্রসঙ্গ

কৃষ্ণপাদ প্রসাদেন শঙ্করঃ কৃষ্ণকিঙ্করঃ।
চকার শ্রীপারিজাতহরণং নাম নাটকম্॥

তারপর 'মুক্তিমঙ্গল ভটিমা' গীতে পাই

শ্রীজগত নন্দ দল পতি জান।
হরিকো পদ পঙ্কজ ভজমান।
কবাবাত নাট ওহি বহু ছন্দে।
কৃষ্ণক ভকতি করিতে প্রবন্ধে॥

অঙ্কীয়া নাটকে (এই নামেই অসমীয়া সঙ্গীত-নাটক পরিচিত। চৈতন্য 'অঙ্কের বন্ধনে' নাটক অভিনয় করতে চেয়েছিলেন, স্মরণীয়।) নান্দী মঙ্গলাচরণ আছে। শঙ্করদেবের নাটকে নান্দী শ্লোক সংস্কৃতে এবং তা সাধারণত দুটি স্তবকে রচিত। তারপরেই সূত্রধারের প্রবেশ। কিন্তু কোনো কোনো নাটকে নান্দীশ্লোকের পর একটি ভাষাগীত পাই। যেমন রামবিজয় নাটক। মাধব-দেবের নাট-গীতে নান্দীশ্লোক মাত্র দুই চরণে রচিত। গোপালদেবের জন্মযাত্রা নাটকে নান্দীশ্লোকই নেই। কৃষ্ণপ্রণাম করেই সূত্রধারের প্রবেশ। অঙ্কীয়া নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে এ কথা বুঝতে পারি যে সূত্রধার অভিনয়-নৃত্য- এবং গীতকলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি। নাটকের পাত্রপাত্রী চো-ঘরে (গ্রীনরুম) অর্থাৎ ছো-ঘরে অপেক্ষা করতেন। সূত্রধার তাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। রামবিজয় নাটকে যথারীতি নান্দী, প্রার্থনাগীতি হবার পর রাম-লক্ষ্মণের প্রবেশ। সূত্রধার বলছেন 'আহে সভাসদ! যাকর কথা কহৈছে সে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সহিত এ আবত।' নেপালের ভাষা নাটকের মতই গীতে সে-কথা বলা হচ্ছে

ভেলি পরবেশ পরমেশ রঘুনাথে।
সঙ্গে সোদর শর ধনু ধর হাতে॥

দশরথের প্রবেশ ঘোষণা করছেন সূত্রধার

প্রবিবেশ মহাতেজা
রাজা দশরথস্তদা।
ছত্র চামর সংযুক্তঃ
ধনুষ্পাণি নৃপোত্তমঃ॥

তারপর

আয়ে দশরথ পৃথিবী নাথ।
ঢুলে চামর ছত্র ধরু মাথ॥
দুর্জয় বীর ধরি শর চাপ।
কাম্পে রিপু নৃপ যাহে প্রতাপ॥
ত্রিভুবন ঈশ্বর রামক বাপ।
যাহে হেরি দূর হোবয় পাপ॥

নেপালের ভাষা নাটকে পাত্রপাত্রীরা নিজেরাই পরিচয় দেন। এবং তা হত সংস্কৃত ভাষায়। অঙ্কীয়া নাটে ব্রজবুলি ভাষা এবং অসমীয়া ভাষা পাচ্ছি। পরবর্তী কালের নাটকে অর্থাৎ মাধবদেব অথবা গোপালদেবের নাটকে সংস্কৃত শ্লোকে পরিচয় প্রদান ব্যাপারটি নেই।

শঙ্করদেব এবং অন্যান্য নাট্যকারদের রচনায় বৈষ্ণবপ্রভাব গুরুতর। আসামে সত্র-ব্যবস্থা বৈষ্ণব সমাজে চল ছিল। এই সত্রে নামঘরে বৈষ্ণব-সমাজের প্রার্থনা, ধ্যান, উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এই সত্রেই নৃত্যগীতের ব্যবস্থা হত। বৈষ্ণব সাধনায় নৃত্যগীতের প্রাধান্য স্বীকৃত। অঙ্কীয়া নাটক এই কারণে নৃত্যগীতকে প্রাধান্য দেয়। অঙ্কীয়া নাটককে যাত্রাও বলা হয়েছে 'ওহি গোপালক কালি দমন বনাগ্নি পান লীলা যাত্রা যে সব লোকে শুনে, ভনে, তহেক কৃষ্ণ চরণে পরম প্রেম ভকতি বাঢ়য়।' এর পরই সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে। 'কৃষ্ণস্য কালিদমননামযাত্রা চ কারিতা।' সূত্রধার নাটকটির পরিচয় দান সূত্রে বলেছেন 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ উহি সভামধ্যে কালিদমন নাম লীলাযাত্রা কৌতুক করব, তাহে সাবধানে দেখহ শুনহ।' বাংলা-মৈথিলী নাটককে যেমন নৃত্য বলা হয়েছে অঙ্কীয়া নাটককেও তেমনি নৃত্যরূপে উল্লেখ করা হয় 'শ্রীরামরূপে ওহি সভামধ্যে প্রবেশ কয়কহু সীতা বিবাহ বিহার নৃত্য পরম কৌতুকে করব।' এই 'নৃত্য'

নিশ্চয়ই নাটগীতি। অভিনয়ে নাচের ব্যবস্থাও ছিল ‘ঐচন লীলাকেলি কৌতুকে নৃত্য করিতে গোপাল সহিতে শিশুসবঁ কালিহ্রদক সমীপ পাবল।’ তবে সব নাটকে নৃত্যের ও গীতের ব্যবহার সমান নয়। অন্তত মাধবদেবের অর্জুনভঞ্জন নাটকে সংলাপ অংশে গদ্য বেশি। এই নাটকটিকেও যাত্রা বলা হয়েছে ‘ইতি অর্জুনভঞ্জন নাম যাত্রা সম্পূর্ণম্।’

অসমীয়া নাটের পাত্রপাত্রীরা সম্ভবত মুখোস পরে মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন। এই মুখোস কেবলমাত্র মুখের মাপে তৈরী হত। আবার সর্ব অঙ্গ ঢাকা যায় এমন ধরণেব বস্তুও তৈরী হত। মুখোসগুলি যে জমকালো হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই মুখোস তৈরী করতেন দক্ষ খনিকরবৃন্দ। পাত্রপাত্রীদের অস্ত্রশস্ত্র, গদা, চক্র, ধনুক ইত্যাদি খনিকরবৃন্দই তৈরী করতেন। দেহ চিত্রকরণেরও ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ বিশেষ চরিত্রের জন্য বিশেষ বিশেষ রঙ ব্যবহৃত হত। যেমন কৃষ্ণের জন্য শ্যাম রঙ, ব্রাহ্মণের রঙ সাদা, ভয়ঙ্কর ব্যক্তির রঙ লাল এবং দৈত্য অথবা পর্বতবাসীর রঙ কালো।

স্ত্রীভূমিকায় কিশোর-বালকেরাই অভিনয় করত। এদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকত। গায়েন বায়েন অবশ্যই ছিল। অনেক নাটকেই নেপথ্যে বাদ্যবৃন্দ বাজছে এমন ইঙ্গিত আছে। যেখানে উল্লেখ নেই সেখানেও বাদ্য বাজনার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ছিল। ‘আহে সঙ্গী কি বাদ্য শুনিয়ে?’ সঙ্গী বলছেন ‘সখি! দেব দুন্দুভি বাজত!’ সূত্রধার বলছেন ‘আহে দুন্দুভি বাজত। অঃ শ্রীরামচন্দ্র মিলল।’ মঞ্চে দৃশ্য-অনুযায়ী সাজসজ্জা ছিল। সিন যে টাঙানো হত তার প্রমাণ ‘চিহ্ন যাত্রা’য় পাই। মঞ্চে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ এখনকার মত ছিল না। আমরা পাচ্ছি সখী লীলাবতী, সখী মদনমঞ্জরীর সঙ্গে রুক্মিণীর প্রবেশ। প্রবেশ করবার পর সূত্রধারের উক্তিতে মঞ্চের একটি লক্ষণীয় করণ-কৌশলের ইঙ্গিত পাই। সূত্রধার বলছেন ‘আহে লোকাই, যে গোসানী দেবী রুক্মিণী ঐচন প্রবেশ কয়কহো নৃত্য কয় একপাশ হুয়া রহল।’ এর পর ভিক্ষুকের প্রবেশ। কৃষ্ণ আগে এক পাশে ছিলেন। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না এ রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। (পুতুল নাচে এমন ব্যবস্থাই ছিল। এখনও এভাবেই পুতুলরূপী কুশীলবের প্রবেশ ও প্রস্থান হয়)।

অঙ্কীয়া নাটের সম্পাদক[১] বলেছেন নাটকের আরম্ভে ও সমাপ্তিতে সম্মেলক বাদ্যের ব্যবস্থা থাকত। সূচনার গানবাজনাকে বলা হয় বড় ধেমালী। সংস্কৃত নাটকের পূর্বরঙ্গের মত। খোল করতাল সহযোগে বাজনা বাজাবার রীতিই ছিল প্রশস্ত।

অঙ্কীয়া নাটকে ভটিমা গীত আরম্ভে ও শেষে আছে। সব নাটকে অবশ্য এ রকম পাই না। 'কেলি গোপাল' নাটকের সূচনায় সূত্রধারের ভটিমা গীত পাচ্ছি। গানের একটি অংশ

পালন প্রলয় স্রজন জগতকে যাহেরি পরম বিহার।
যাকু নাম ধরি অধম পাপী পাবত ভবনদীরপার ॥
সোহি গোপালক কেলি নাটক ওহি মুকুতি নিদান।
ভো ভো সভাসদ সাধুজন সব শুন মন কয় সাবধান ॥

নাটকের শেষে 'মঙ্গল ভটিমা' গীত। সূত্রধার কৃষ্ণগুণকীর্তন করে 'তদনন্তর চপয় ছন্দে মঙ্গল বোল' বলে এই গীত গাইছেন। 'মঙ্গল ভটিমা'য় দশাবতার স্তোত্র আছে। মঙ্গল ভটিমার শেষে নাট্যকার বাংলা মঙ্গল কাব্যের কবির মত নিজের দৈন্য প্রকাশ করেছেন

শুনহ বুধজন নাহি নিন্দব মোহি নাহি দোষ বখান।
যোহি সোহি বাণী হরি গুণ মিশ্রিত মুকুতি মিলাবত জান ॥
দেব দুর্লভ ভারতে নরতনু হরি বিনে বিফলহি যাই।
ওহি জনম চিন্তামণি কৈচে বেচহ কাঁচকু লাই ॥
এহি সংসার সার নাহি হেরব হরিকো বিনে গুণ নাম।
নিস্তর নিস্তর লোক নিরন্তর ডাক বোলহু রাম রাম ॥

'রুক্মিণী হরণে'র সমাপ্তি গীত 'মুক্তি মঙ্গল ভটিমা'। সেখানেও কবি-নাট্যকার আত্মদৈন্য প্রকাশ করেছেন

রুক্মিণী হরণ নাট পরধান।
কৃষ্ণ কিঙ্কর ওহি শঙ্কর ভাণ ॥
শুন শুন সাধু সভাসদ লোই।
মুরুখক দোষ ধরবি নাহি মোই ॥

১. B. K. Barua, ed., অঙ্কীয়া নাট

ভটিমা কথাটি ভট্ট থেকে এসেছে। ভট্ট বা ভাট—স্তুতিগীতি, গান। ভটিমা গীতে দেবতা-স্তুতিই প্রধান।

অঙ্কীয়া নাট সাধারণত এক অঙ্কের নাটক। বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া মনে করেন 'আঙ্গিক অভিনয়' থেকেই 'অঙ্কীয়া নাট' কথাটির জন্ম। কিন্তু অঙ্কের সঙ্গে অঙ্কীয়ার যোগ নেই একথা বলা যায় না। গোড়ায় অঙ্কীয়া নাটের বিষয় ছিল পুরাণ আশ্রিত। ধর্ম প্রচার ও ধর্ম বিস্তারই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। পরে ধর্মব্যতিরিক্ত বিষয়ও নাটকে গৃহীত হয়। লক্ষণীয় নামঘর থেকে নাট্যপ্রদর্শন রাজসভায় পৌঁছেছিল।

বলা বাহুল্য, গানগুলিই অঙ্কীয়া নাটকের প্রাণ। প্রত্যেক নাটকের সংলাপ গানেই ব্যক্ত। অঙ্কীয়া নাটের পূর্ব রূপ বিরিঞ্চিকুমার বরুয়ার ভাষায় 'Prior to the innovation of the *Ankiya* type of *bhawana* the Assamese people had a drama-like past-time of their own, possibly in *Oja Pali*. The *Oja Pali* party generally consists of more than three persons and is divided into two groups, each singing in chorous. The leader is known as *Oja* (the master) and his associates are called *Palis*. The *Oja* extemporises or recites the song, which is accompanied by *Palis* playing on the cymbals. The *Oja* not only narrates but also explains the theme to the audience by rhythmic movements of his body. The party generally adopt their themes from Pauranic legends, and folk-tales. The story of *Behula Lakhindar* and the legends, connected with the goddess *Manasa* are popular subjects of recitation in *Oja Pali*.'[১]

অসমীয়া পুতুলনাচের যে বিবরণ পাই তাতে দেখি সেখানে পুতুলনাচের দলের একজন গায়েন দাইনাপালি (সূত্রধারের 'পার্শ্বক'), দুজন দোহার (পালি) আর একজন পুতুল-নাচিয়ে সূত্রধার থাকত। এই দাইনাপালির কাজ

১. B. K. Barua, ed., অঙ্কীয়া নাট, p. 3

ওঝা পালির মত। অঙ্কীয়া নাটের সঙ্গে যে এই পুতুল নাচের যোগ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল শ্রীসুকুমার সেন তা দেখিয়েছেন।[১]

আগে বলেছি অঙ্কীয়া নাটে নাচের ব্যবস্থা ছিল। এসব নাচ হল সূত্রধারের নৃত্য, নাটুয়া নাচ, রাস নৃত্য, চালি নাচ এবং কৃষ্ণ নাচ।

ভাওনার প্রথম বিবরণ আমরা পাই রামচরণ ঠাকুরের 'শঙ্কর চরিত' গ্রন্থে। মঞ্চের পশ্চাৎপট অঙ্কিত ছিল। শঙ্করদেব নাটুয়া গায়েন বায়েনদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। মুখোস ও অন্যান্য সাজসজ্জা তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। কয়েক রাত্রি তিনি রিহার্সালও দিয়েছিলেন। ঐকতান বাদ্যের পর ('নাট ধেমালি', 'ছোট ধেমালি', 'বর ধেমালি' এবং 'দেব ধেমালি') শঙ্করদেব নিজেই সূত্রধার-রূপে মঞ্চে এলেন (তুলনীয়, জয়দেব)। তারপর সাতজন অভিনেতা (শঙ্করদেব সহ) ছয়জন অভিনেত্রীর প্রবেশ (অভিনেত্রী অবশ্য বালক)। সপ্তম সর্গে লক্ষ্মীবিহীন বিষ্ণুরূপী শঙ্করদেব। গরুড়ের ভূমিকায় পাই সর্বজয়কে। মাধবদেবও যাত্রা অভিনয় করেছেন। শঙ্করদেব চিহ্নযাত্রা অভিনয় করেছিলেন। অহোম রাজসভায় কাছাড ও মনিপুর রাজেব আগমন উপলক্ষে রাবণবধ-ভাওনা অভিনীত হয়েছিল।[২]

শঙ্করদেব মাধবদেব গোপালদেব এবং আরও অনেকে অঙ্কীয়া নাট রচনা করেছিলেন। অঙ্কীয়া নাটের গানগুলি ব্রজবুলি ভাষায়। সংলাপে মৈথিল-অহোম ভাষার মিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

৭। দ্বীপময় ভারতে নাট্যচর্চা

দ্বীপময় ভারতে নাট্যচর্চার ইতিহাসে একশ্রেণীর নাটকের নাম পাই ওয়েয়াঙ্।[৩] ওয়েয়াঙ্ নাটক সংস্কৃত ছায়ানাটকের মত। যবদ্বীপে ওয়েয়াঙ্-পূর্ব নাটকগুলিতে চামড়ায় নির্মিত পুতুলের ছায়া পর্দায় ফেলা হত। ওয়েয়াঙ্ শ্রেণীর আর এক জাতীয় নাটকে চ্যাপ্টা কাঠের পুতুল ব্যবহৃত হত। ওয়েয়াঙ্ গোলেক নাটকে গোল পুতুলের প্রচলন দেখি। তোপেঙে মুখোস পরিহিত

১. নট, নাট্য, নাটক, পৃ ৬৮-৭৬
২. S N. Sharma, The Neo-Vaisnavite Movement and the Satra Institution of Assam, pp 170-174
৩. শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার, দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, পৃ ৩২২

,ব্যক্তিরা উপস্থিত হতেন। ওয়েয়াঙ্ বোঙ নাটকে পাত্রপাত্রীরা নিজেরাই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হতেন।

ওয়েয়াঙ্ নাটক মহাভারতের নিকট ঋণী। ওয়েয়াঙ্-পূর্ব নাটকে ডলঙ (অনেকটা সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের মত কিন্তু তার থেকে এঁর কাজ অনেক ব্যাপক)। পর্দার আড়ালে থেকে নটনটীর মূর্তিগুলি এনে পর্দায় প্রতিবিম্বিত করতেন। তাঁর কাছে কোটকে(বাক্স)র মধ্যে নাটকে প্রদর্শিতব্য অশ্ব, অস্ত্র ইত্যাদি থাকত। তিনি গায়ককে নির্দেশ দিতেন নিজে বুকের উপর দোদুল্যমান চাকতির উপর আঘাত করে। এই ভাবে তিনি নাটকীয় ঘটনাকে জমকালো করে তুলতেন। পুতুলের কথা তিনি নিজেই বলতেন। এসব নাটক একাদশ শতাব্দের পুর্বেই বিদ্যমান ছিল। এই নাট্যরীতি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। নাটকে তুড়ুঙ্গ, সারোন্, কমনক, গামেলন, সলেন্দ্রা, পেলোগ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত। 'প্রথম গর্ভের সময়, জন্ম, মৃত্যু, গৃহনির্মাণ, জন্মদিন উপলক্ষে অনেক সময় এই ওয়েয়াঙ নাট্য অনুষ্ঠিত হয়।' এই দ্বীপময় ভারতের নাটকে এবং নাট-গীতে, আসামের অঙ্কীয়া নাটে, এমন কি কীর্তনীয়া গীতে পুতুল ব্যবহার অসম্ভব ছিল না। দ্বীপময় ভারতের নাটকের উদ্ভব সম্বন্ধে নীচের বিবরণটি প্রণিধানযোগ্য।[১]

"মহাভারতের 'রূপোপজীবনম্' শব্দের টীকা করিতে যাইয়া নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—'রূপোপজীবনম্ জলমণ্ডাপিকেতি দাক্ষিণাত্যেষু প্রসিদ্ধম্, যত্র সূক্ষ্মবস্ত্রম্ ব্যবধায় চর্মময়ৈরাকরৈ রাজামাত্যাদীনাম্ চর্যা প্রদর্শ্যতে।' এই স্থলে বিস্তৃত বিবরণ না থাকিলেও ইহাকে যবদ্বীপীয় ওয়েয়াঙ্-নাট্যের অনুরূপ (প্রটোটাইপ) বলিয়াই মনে হয়। কারণ, এস্থলেও আমরা পর্দা এবং চর্মনির্মিত পুত্তলিকা উভয়ই পাইতেছি। মহাভারতের এই সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে মনে হইবে যে বাটিক শিল্পের মতই ছায়ানাট্যও দাক্ষিণাত্য হইতেই যবদ্বীপে প্রবর্তিত হইয়াছে। বাটিক শিল্প যে দক্ষিণ ভারত হইতেই গিয়াছে সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রায় একমত, কিন্তু ছায়ানাট্য সম্বন্ধে তাঁহাদের বিরুদ্ধভাব যেন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী যবদ্বীপের আদিপর্বের সংস্কৃত

১. যবদ্বীপের নাট্যবিবরণ শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকারের 'দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

শ্লোক আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন যে উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভিক দ্বিতীয় শ্লোকটি ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যবদ্বীপীয় ছায়ানাট্যের (ওয়েয়াঙ্) উদ্ভবের দিক হইতে বিচার করিলে এই ব্যাপারটির বিশেষ গুরুত্ব আছে।"

শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার দাক্ষিণাত্য থেকেই যে ছায়ানাটক যবদ্বীপে পৌঁছেছিল সেকথা জোর দিয়ে বলেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে যে পুতুলের সাহায্যে নাট্যক্রিয়া প্রদর্শিত হত তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

শ্রীসরকার বলেছেন "ওয়েয়াঙ্-সাহিত্য[১] পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাগণ যেন এই সমস্ত কাহিনীর অলিতে গলিতে বিচরণ করিতেছেন।

"ওয়েয়াঙ্ কোলিটিক[২] বা কেরুচিল আদৌ ছায়ানাট্য নহে, ইহাকে 'পুত্তলিকা নাট্য' বলাই সমীচীন।" প্রথমে পর্দার মধ্যভাগে চতুষ্কোণ ছিদ্র করে পুতুলগুলি দেখান হত। পরে পর্দা উঠে গেল। এগুলিকেই যথার্থ পুতুল নাটক বলা যায়।

পিশেল যে এক সময়ে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব পুতুল নাচ থেকেই হয়েছিল বলেছিলেন তা সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য জানি না কিন্তু পূর্বভারতের এবং দ্বীপময় ভারতের নাট্যচর্চার ইতিহাস আলোচনা করে আমরা স্থির নিশ্চিত যে এই সব নাটকের উদ্ভবে ও ক্রমবিকাশে পুতুলনাচের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

৮। পৌরাণিক কাহিনী

কুবলয়াশ্ব উপাখ্যান মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। মোটামুটি সাতটি অধ্যায়ে এই গল্প বিস্তৃত হয়েছে। অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিয়ে উপাখ্যানটি নিম্নে বর্ণিত হল। অনুবাদকের সাধুভাষাই রক্ষিত হল।[৩]

"পূর্বে শত্রুজিৎ নামে মহাবীর্যশালী রাজা ছিলেন। যাঁহার যজ্ঞসমূহে সোমরস পান করিয়া, ইন্দ্র তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রও মহাবীর্যসম্পন্ন, অরাতিনিপাতসমর্থ, বুদ্ধি ও বিক্রম ও লাবণ্যে গুরু শুক্র এবং অশ্বিনীর সমান।

১. ওয়েয়াঙ্ শব্দটির অর্থ 'ছায়া'।
২. নাটকের একটি বিশিষ্ট শ্রেণী।
৩. মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মহেশচন্দ্র পাল (সঙ্কলক ও প্রকাশক), ১৮১২ শক, পৃ ৫৩-৬৮

তিনি সর্বদাই সমবয়স্ক, সমবুদ্ধি, সমসত্ত্ব, সমবিক্রম, ও সমানচেষ্টাসম্পন্ন রাজপুত্রগণে পরিবৃত হইয়া, কখন শাস্ত্রসকলের বিচারমীমাংসায় কৃতনিশ্চয় হইতেন; কখন কাব্য, নাটক ও গীতের সমালোচন, কখন অক্ষবিনোদন, কখন অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন এবং কখন বা নাগ, অশ্ব ও স্যন্দনচালন অভ্যাসে তৎপর হইতেন। এইরূপে তিনি রাজপুত্রগণে পরিবৃত হইয়া, দিন রাত্রি সমানে আমোদ করিতেন। কিয়ৎকালাবসানে অশ্বতরনামক নাগরাজের দুই প্রিয়দর্শন পুত্র ব্রাহ্মণবেশধারণপূর্বক পাতাল হইতে পৃথিবীতে সমাগত হইয়া, সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুমারগণের সহিত পরমানন্দে আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। নাগরাজকুমারেরা রাজকুমারের প্রতি প্রীতিবশতঃ আহ্লাদিত হইয়া, প্রতিদিনই পাতাল হইতে আসিতে লাগিলেন। রাজকুমারও তাঁহাদের সহিত বিবিধ বিনোদ ও হাস্য সংলাপাদি করিয়া তৃপ্তির শেষলাভে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দুইজনে রজনীতে পাতালে থাকিয়া, সেই মহাত্মা রাজকুমারের বিরহে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকেন। রাত্রি প্রভাত হইলেই, তাঁহার নিকট গমন করেন।

"অনন্তর সেই নাগনন্দনদ্বয়কে তাঁহাদের পিতা এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জন্য মর্ত্যলোকের প্রতি এরূপ নিরতিশয় আসক্ত হইয়াছ? আমি অনেকদিন দিবাভাগে এই পাতালে তোমাদিগকে দর্শন করি নাই। কেবল রাত্রিতেই তোমাদিগকে দেখিতে পাই। তাঁহারা প্রত্যুত্তর করিলেন, তাত! রাজা শত্রুজিতের ঋতধ্বজ নামে বিখ্যাত পুত্র সাতিশয় সৌন্দর্যশালী, সরলভাব সম্পন্ন, শৌর্যবিশিষ্ট, মানী ও প্রিয়ভাষী এবং বিদ্বান্, বাগ্মী, মিত্রপ্রিয় ও সকল গুণের আকর। তাঁহার বিরহে পাতালতলও শীতল বোধ হয় না; পরিতাপ সমুদ্ভাবিত করে। কিন্তু তাঁহার সহবাসে থাকিলে, সূর্যের কিরণও শীতল বোধ হয়। পিতা কহিলেন, তোমরা সেই উপকারী রাজপুত্রের প্রীতির জন্য কোনরূপ অভীষ্ট সাধন করিয়াছ? পুত্রেরা কহিলেন, তাঁহার একমাত্র দ্রব্যের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু তাহা পূরণ করা আমাদের অসাধ্য। পিতা কহিলেন, অসাধ্যই হউক, আর সাধ্যই হউক; তথাপি আমি তাঁহার সেই আবশ্যকতা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যাহা করিলে, সেই মহাত্মা ঋতধ্বজের উপকার ও তৎপ্রযুক্ত তোমাদের ঋণশোধ হইতে পারে, বল। পুত্রদ্বয় বলিলেন,

সেই সচ্চরিত্র রাজকুমারের কুমারাবস্থায় যাহা ঘটিয়াছিল, তিনি তাহা আমাদিগকে যেরূপ বলিয়াছেন, শুনুন। পূর্বে দ্বিজোত্তম গালব উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া, শত্রুজিতের সকাশে আগমনপূর্বক কহিলেন, কোন এক পাপকর্মা দৈত্যাধম মদীয় আশ্রমে সহসা সমাগত হইয়া, উহার বিনাশে উদ্যত হইয়াছে। সে সিংহ, হস্তী ও অন্যান্য ক্ষুদ্রাকৃতি বন্যপশুর মূর্তি ধারণ করিয়া, দিবানিশি সমাধি-ধ্যান-নিরত মৌনব্রত আমার অকারণে এরূপ বিঘ্ন করে যে, আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া থাকে। আমি স্বয়ং কোপানলে তাহাকে তখনই দগ্ধ করিতে পারি। কিন্তু বহু কষ্টে সঞ্চিত তপস্যার ক্ষয় করিতে আমার ইচ্ছা নাই। একদা তৎকর্তৃক ক্লেশিত হইয়া, তাহাকে দর্শনপূর্বক নির্বিণ্ণ হৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলে, তৎক্ষণে অম্বরতল হইতে এই অশ্ব ভূমিতে পতিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ দৈববাণীও হইল, এই তুরঙ্গম কোনরূপ শ্রান্ত না হইয়া, সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মেদিনীমণ্ডল অতিক্রম করিতে পারে। তোমাকে ইহা দেওয়া গেল। পাতালে, অম্বরতলে বা সলিলেও ইহার গতি প্রতিহত হয় না। সমস্ত দিকে অথবা সমুদায় পর্বতেও ইহা অব্যাঘাতে গমন করিতে পারে। যেহেতু, এই অশ্ব ঐরূপে শ্রান্ত না হইয়া, সমগ্র ভূতল বিচরণ করিবে ; সেইহেতু কুবলয় নামে বিখ্যাত হইবে। আর, যে পাপ দানবাধম তোমাকে অহর্নিশ ক্লেশ প্রদান করিতেছে, শত্রুজিন্নামক রাজার পুত্র ঋতধ্বজ এই অশ্বে আরোহণ করিয়া, তাহাকেও বিনাশ করিবেন এবং অশ্বরত্ন প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার নাম কুবলয়াশ্ব বলিয়া বিখ্যাত হইবে। মহারাজ! এইজন্যই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি সেই তপোবিঘ্নকারী দানবের দমন করুন। পুত্রকে এবিষয়ে এরূপে আজ্ঞা করুন, যাহাতে ধর্মের ব্যাঘাত না হয়। ঋষির এই কথায় রাজা শত্রুজিৎ পুত্র ঋতধ্বজকে যথাবিধি মাঙ্গল্য বিধি-সমাধান-পুরঃসর সেই অশ্বরত্নে আরোপিত করিয়া, গালবেরই সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি গালবও তাঁহাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন।

"ঋতধ্বজ রমণীয় গালবাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের সমুদায় বিঘ্ন নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন গালব সন্ধ্যা বন্দনায় তৎপর হইয়াছেন, এমন সময় ঐ দানব শূকররূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার ধর্ষণা জন্য সমাগত হইল।

তদ্দর্শনে মুনির শিষ্যেরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলে, রাজকুমার ঋতধ্বজ তৎক্ষণাৎ শরাসন-গ্রহণ-পুরঃসর সত্বরে অশ্বারোহণে শূকরের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুন্দর-চিত্র-শোভিত সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ করিয়া, অর্ধচন্দ্রাকৃতি নারাচ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। শূকর নারাচে বিদ্ধ ও আত্মরক্ষায় সবিশেষ যত্নপর হইয়া গিরিপাদপসঙ্কুল সুনিবিড় মহারণ্যে প্রবেশ করিল। তখন সেই মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট তুরঙ্গম পিতার আজ্ঞাপালন-প্রবৃত্ত ঋতধ্বজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, মহাবেগে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সবেগে সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া, সেই শূকর অবশেষে ভূপৃষ্ঠে সহসা আবির্ভূত এক গর্তমধ্যে দ্রুতপদে প্রবেশ করিল। রাজকুমারও অশ্বারোহণে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই মহাগর্তে নিপতিত হইলেন। কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি আলোক ও পাতাল দর্শন করিলেন। কিন্তু সেখানেও শূকরের দর্শন পাইলেন না। অনন্তর তিনি পাতালতলে ইন্দ্রপুরীর ন্যায়, শত শত স্বর্ণময় প্রাসাদ-পরিবেষ্টিত প্রাকার-শোভিত পুর দর্শন করিলেন। সেখানেও প্রবেশ করিয়া, তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক ক্ষীণাঙ্গী ললনাকে দর্শন করিলেন। তিনি ত্বরিতপদে গমন করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া, রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য কাহার নিকট যাইতেছ? কিন্তু সেই ভাবিনী কোন কথা না বলিয়াই প্রাসাদে আরোহণ করিল। কুমারও এক স্থানে অশ্ব বন্ধন করিয়া, সেই ভাবিনীর অনুসারী হইলেন। তাঁহার মনে কোনরূপ ভয়েরই উদ্রেক হইল না। লোচনযুগল বিস্ময়বশে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

"অনন্তর কুমার প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পরমসুকুমারী এক কুমারী, সাক্ষাৎ কামসহচারিণী রতির ন্যায়, নিরবচ্ছিন্ন কাঞ্চনময় সুবিস্তীর্ণ পর্যঙ্কে আসীনা রহিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ভ্রূযুগল অতীব সুন্দর, নিতম্ব ও পয়োধর স্থূলবর্তুলভাবাপন্ন, অধর ও ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায়, অঙ্গ কৃশ, লোচনযুগল নীলোৎপলসন্নিভ, নখরাজি রক্তবর্ণ ও তুঙ্গভাববিশিষ্ট, শরীর কোমল ও শ্যামল, কর ও পদ তাম্রবর্ণ, উরু করভ-সদৃশ, দশনপংক্তি পরমসুন্দর, অলকারাজি নীল; সূক্ষ্ম ও স্থিরভাববিশিষ্ট। অনঙ্গের অঙ্গলতার ন্যায়, সর্বাঙ্গসুন্দরী সেই ললনাকে দর্শন করিয়া, পাতালের দেবতা বলিয়া রাজকুমারের প্রতীত হইল। সেই বালাও

নীলবর্ণ আকুঞ্চিত কেশগুচ্ছ, পীন বাহু, পীন স্কন্ধ ও পীন উরু এই সকলে অলঙ্কৃত ঋতধ্বজকে দর্শন করিয়া, মনে করিলেন, ইনি স্বয়ং মদন। ইনি কে? দেবতা কি যক্ষ? গন্ধর্ব কি উরগ? বিদ্যাধর কি কোন পুণ্যমাত্রপরায়ণ মনুষ্য এখানে পদার্পণ করিলেন? মদিরলোচনা সেই ললনা এই প্রকার ভাবনা করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রাজনন্দন ঋতধ্বজও কামবাণে আহত হইয়া, ভয় নাই, বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজকুমার তাঁহার চেতনা সম্পাদনপুরঃসর মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জান্বিতা হইয়া, স্বকীয় সখীমুখে তাহা নিবেদন করিলেন। সখী বিস্তারপূর্বক রাজনন্দনকে বলিল, আপনাকে দেখিয়াই ইনি মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। অনন্তর কুমারকে সখীর পরিচয় দিয়া কহিল, দেবলোকে বিশ্বাবসু নামে বিখ্যাত যে গন্ধর্বরাজ আছেন, ইনি তাঁহারই আত্মজা। এই সুভ্রূর নাম মদালসা। বজ্রকেতুর পুত্র উগ্রপ্রকৃতি অরাতিনিসূদন পাতালকেতু নামে দানব পাতালান্তর আশ্রয় করিয়া আছে। আমাদের এই সখী উদ্যানে গিয়াছিলেন। তখন আমি ইঁহার সঙ্গে ছিলাম না। ঐ সময়ে দুরাত্মা পাতালকেতু ইঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে এবং আগামী ত্রয়োদশীতে বিবাহ করিবে, বলিয়াও স্থির করিয়াছে। দিন অতীত হইলে, এই বালা আত্মহত্যা করিতে উদ্যতা হয়েন। সুরভি প্রতিষেধ করিয়া কহিয়াছেন, দুরাত্মা কখনই তোমাকে লাভ করিতে পারিবে না। অয়ি মহাভাগে! দানব মর্ত্যলোকে গমন করিলে, যিনি শরপ্রহারপুরঃসর তাঁহাকে বিদ্ধ করিবেন, তিনি অচিরাৎ তোমার স্বামী হইবেন। আমি ইঁহার সখী, আমার নাম কুণ্ডলা। আমি বিন্ধ্যবানের কন্যা এবং পুষ্করমালীর পত্নী। দুরাত্মা পাতালকেতু শূকর-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, ঋষিগণের পরিত্রাণ জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাণবিদ্ধ হইয়াছে। এই ঘটনার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করত ত্বরিত পদে এখানে আসিয়াছি। অধুনা ইনি যে কারণে মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন, শ্রবণ করুন। মানদ! ইনি দর্শনমাত্রেই আপনার প্রতি প্রীতিমতী হইয়াছেন। দেখুন, আপনি সাক্ষাৎ দেবকুমার সদৃশ, সুমিষ্ট বাক্যাদি গুণবিশিষ্ট। সেই দানবকে যিনি বিদ্ধ করিয়াছেন, বিধাতা আমার এই সখীকে তাঁহারই পত্নী করিয়া রাখিয়াছেন।

"এই কারণেই ইনি মহামোহে যেন আচ্ছন্না হইয়াছিলেন। এই কৃশাঙ্গী কি যাবজ্জীবনই দুঃখ ভোগ করিবেন? কেন না, আপনাতেই ইঁহার হৃদয়

অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছে। সুরভির বাক্য মিথ্যা হয় না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে এবং কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন? আপনি দেব না দৈত্য? গন্ধর্ব না পন্নগ? অথবা কিন্নর? কেন না, মনুষ্যের দেহ যেমন কখন ঈদৃক্ হইতে পারে না, সেইরূপ পাতালে আগমন করাও মনুষ্যের সাধ্য নহে। কুবলয়াশ্ব কহিলেন, আমি রাজা শত্রুজিতের পুত্র। তাঁহার প্রেরণা-বশংবদ হইয়া, মুনিগণের রক্ষাসাধন উদ্দেশে গালবের আশ্রমে আগমন করিয়াছিলাম। তথায় আসিয়া মহাত্মা ঋষিগণের রক্ষাকার্যে প্রবৃত্ত হইলে, কোন ব্যক্তি শূকররূপ ধারণ করিয়া, বিঘ্নসাধনার্থে সমাগত হইল। তখন আমি তাহাকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি শর প্রহারে বিদ্ধ করিলাম। এবং সে যেমন অতিবেগে তথা হইতে অপসরণ করিল; তাহার অনুধাবনে অশ্বারোহণে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমার সেই অশ্ব ও শূকর উভয়েই সমকালে গর্তমধ্যে পতিত হইল। অনন্তর আমি অশ্বে আরোহণ করিয়া, একাকী অন্ধকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পরে আলোক প্রাপ্ত হইয়া, আপনাকে অবলোকন করিলাম। তখন সেই ভাবিনী অতিমাত্র হৃষ্টাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, বীর! আপনি সত্য বলিলেন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনাকে যখন দেখিয়াছে তখন এই মদালসার হৃদয় অন্য পুরুষে সংসক্ত হইবে না। দেখুন, কান্তি চন্দ্রের, প্রভা সূর্যের, লক্ষ্মী ভাগ্যবানের, ধৃতি বীরের ও ক্ষমা উত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। আপনিই নিঃসন্দেহে সেই দানবাধমকে বিদ্ধ করিয়াছেন। গোগণের জননী সুরভি কিরূপে মিথ্যা বলিতে পারেন? অধুনা আমাদের সখী আপনার সান্নিধ্যলাভে ধন্যা ও সৌভাগ্যশালিনী হইলেন। অতএব বীর! এক্ষণে যাহা কর্তব্য, বিধিপূর্বক তাহার সমাধান করুন। রাজকুমার কহিলেন, আমি পরাধীন। পিতার আদেশ ব্যতিরেকে কিরূপে ইঁহাকে বিবাহ করিতে পারি? কুণ্ডলা কহিলেন, আপনি এরূপ কহিবেন না। কেন না, ইনি দেবকন্যা, ইঁহাকে বিবাহ করুন। রাজকুমার এই কথায় বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। তখন কুণ্ডলা তাঁহাদের কুলগুরু তুম্বুরুকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর মন্ত্রবিৎ তুম্বুরু পাবক প্রজ্বলিত ও মদালসার উদ্দেশে মঙ্গলকৃত্য সমাধানানন্তর তাঁহার বৈবাহিক বিধি যথাবিধি সম্পাদন করিয়া, পুনরায় তপশ্চরণ মানসে স্বকীয় আশ্রমে গমন করিলেন।

"তখন কুণ্ডলা মদালসাকে কহিলেন, অয়ি বরাননে! আমি কৃতার্থ হইলাম। যেহেতু, তুমি যেমন অলোকসামান্য সৌন্দর্যশালিনী, সেইরূপ সৎপাত্রের হস্তে পড়িলে, দেখিলাম। অনন্তর কুণ্ডলা প্রস্থান করিতে অভিলাষিণী ও বিনয়বশে অবনতা হইয়া, নিজসখীর প্রতি স্নেহ বশতঃ গদগদ বাক্যে রাজকুমারকে বলিতে লাগিলেন, আপনার প্রজ্ঞার ইয়ত্তা নাই। পুরুষেরাও যখন আপনার ন্যায় মহাত্মাদিগকে উপদেশ দিতে পারে না, তখন স্ত্রীগণের কথা আর কি বলিব? আপনি এই মদালসার সহিত ধনে, পুত্রে, সুখে ও পরমায়ুতে বর্ধিত হউন। এই বলিয়া কুণ্ডলা মদালসাকে আলিঙ্গন ও রাজকুমারকে নমস্কার করিয়া, দিব্য গতিতে স্বকীয় ইচ্ছানুসারে গমন করিলেন। তখন ঋতধ্বজও মদালসাকে অশ্বে আরোপিত করিয়া পাতাল হইতে বহির্গমনে অভিলাষী হইলেন। দৈত্যেরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিয়া, সকলে এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, পাতালকেতু স্বর্গ হইতে যে কন্যারত্নকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে ঐ হরিয়া লইয়া যাইতেছে। বারংবার এই প্রকার কহিয়া, সেই দৈত্যগণ পাতালকেতুর সহিত সমবেত হইয়া, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গদা, শূল, শর ও আয়ুধ গ্রহণ করত তথায় আগমন ও তিষ্ঠ তিষ্ঠ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, রাজকুমারের উপর শর ও শূল সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি সাতিশয় বীর্যশালী। শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, হাস্য করিতে করিতে অবলীলাক্রমেই তৎ সমস্ত অস্ত্র ছেদন করিলেন। তদীয় শরনিকরে ছিন্ন হইয়া, দৈত্যগণের সেই রাশি রাশি অসি, শক্তি, ঋষ্টি ও সায়ক সমস্ত ক্ষণমধ্যেই সমুদয় পাতাল সমাচ্ছন্ন করিল। অনন্তর তিনি তাষ্ট্র অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, দৈত্যগণের উদ্দেশে প্রয়োগ করিলেন। শিখাপরম্পরার সংসর্গে অতীব উগ্রভাবাপন্ন সেই অস্ত্র পাতালকেতুর সহিত দানবদিগের সকলকেই, কপিলতেজে সগরতনয়গণের ন্যায়, এক কালেই দগ্ধ ও তাহাদের অস্থি সকলও স্ফুটিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর ঋতধ্বজ প্রধান প্রধান অসুরদিগকে সংহার করিয়া, অশ্বারোহণে সেই স্ত্রীরত্ন সমভিব্যাহারে পিতৃপুরে পদার্পণ ও পিতৃদেবকে প্রণিপাতপূর্বক সমুদায় ঘটনা আনুপূর্বিক কীর্তন করিলেন। সেই চারুচরিতের ঈদৃশ চরিত শ্রবণ করিয়া, তদীয় পিতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন, তুমি সৎপুত্র ও মহাত্মা। সদ্ধর্মাচারী ঋষিদিগের ভয় মোচন করিয়া অদ্য আমাকে উদ্ধার করিলে। তুমি

ধন, বীর্য, সুখ, সকল অংশেই বিশেষরূপে বর্ধিত হও। এই গন্ধর্বতনয়ার যেন কোনকালেই তোমার সহিত বিরহযোগের সংযোগ না হয়।

"পিতা যেরূপ বলিলেন, রাজনন্দন সেইরূপই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিদিন পূর্বাহ্নে সমগ্র মেদিনী পরিক্রম করিয়া, পিতার পদযুগল বন্দনা করেন। পরে সেই সুমধ্যমা মদালসার সহিত বিহার করিয়া থাকেন। একদা বিচরণ করিতে করিতে, যমুনাতটে অবলোকন করিলেন, পাতালকেতুর অনুজ তালকেতু তথায় আশ্রম বন্ধন করিয়াছে। সে মায়াবী মুনিরূপ ধারণ করিয়াছে। সে পূর্ব বৈর অনুসরণ করিয়া, রাজপুত্রকে কহিল, রাজপুত্র! আমি যাহা বলিতেছি, যদি ইচ্ছা কর, তাহা কর। তুমি সত্য-প্রতিজ্ঞ। প্রার্থনা ভঙ্গ করা তোমার বিধেয় হয় না। আমি ধর্মের জন্য যজ্ঞ ও ইষ্টি সকলের অনুষ্ঠান করিব। ঐ যজ্ঞে চিতি সকল নির্মাণ করিতে হইবে। কিন্তু আমার দক্ষিণা দানের ক্ষমতা নাই। অতএব তুমি হিরণ্যের জন্য আপনার এই কণ্ঠসংলগ্ন ভূষণ প্রদানপূর্বক আমার এই আশ্রম রক্ষা কর। আমি জলমধ্যে প্রবেশপূর্বক প্রজাগণের বেদবিহিত বারুণমন্ত্রে যাদঃপতি বরুণের স্তব করিয়া, শীঘ্রই তোমার নিকট আগমন করিতেছি। সে এই কথা বলিলে, রাজনন্দন তাহাকে প্রণামপূর্বক কণ্ঠভূষণ প্রদান করিয়া কহিলেন, আপনি নিশ্চিন্তচিত্তে প্রস্থান করুন। আমি আপনার প্রত্যাগমন পর্যন্ত আপনার আদেশে এই আশ্রমসমীপে অবস্থান করিব। রাজপুত্র এই কথা বলিলে, সে নদীজলে মগ্ন হইল। অনন্তর তালকেতু সেই জলাশয় হইতে মদালসা ও অন্যান্য সকলের প্রত্যক্ষে গমন করিয়া, বলিতে লাগিল, বীর কুবলয়াশ্ব আমার আশ্রম-সকাশে তপস্বিগণের রক্ষাকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া, সংগ্রামে ব্রাহ্মণদ্বেষীদিগেরও সংহার করিতেছিলেন। এমন সময়ে কোন দৈত্য মায়া আশ্রয় ও বক্ষস্থলের শূলের আঘাত করিয়া, তাঁহার সংহার করিয়াছে। ম্রিয়মাণ অবস্থায় তিনি আমাকে এই কণ্ঠভূষণ দান করিয়া গিয়াছেন। শূদ্র তাপসগণ বনমধ্যে তাঁহাকে দহন করিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় অশ্ব ভীত হইয়া অশ্রুপুরিত লোচনে আর্তস্বরে হ্রেষাধ্বনি করিয়াছিল। ঐ দানব তাহাকেও লইয়া গিয়াছে। আমি অতীব নির্দয় ও দুষ্কৃতকারী। সেইজন্যই এই ঘটনা দর্শন করিয়াছি। অতঃপর যাহা কর্তব্য তোমরা কর। আর বিলম্ব

করিও না। এক্ষণে এই কণ্ঠভূষণ লইয়া মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দাও। আমরা তপস্বী। আমাদের স্বর্ণে প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া সেই কণ্ঠভূষণ ভূমিতে রাখিয়াই যথাগত প্রস্থান করিল। তখন পরিজন সমস্ত শোকার্ত ও মূর্ছিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর রাজা ও রাজপত্নী সমস্ত এবং নৃপযোষিদ্বর্গ সকলেই চেতনা লাভ করিয়া, অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে মদালসা সেই কণ্ঠভূষণ দর্শন ও স্বামীর নিধন শ্রবণ করিয়া আশু প্রিয় প্রাণ পরিহার করিলেন। অনন্তর রাজা স্বামী-বিয়োগবশতঃ মদালসাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া সবিশেষ বিচারসহকারে সুস্থচিত্ত হইয়া সমুদায় লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা আর রোদন করিও না। অনন্তর রাজা পুত্রবধূর সংস্কারবিধি সমাধানান্তর বহির্গত হইয়া, স্নান করতঃ পুত্রের উদ্দেশ্যে জলদান করিলেন। এদিকে তালকেতু যমুনাজল হইতে বিনির্গত হইয়া প্রণয়প্রকাশপুরঃসর মধুর বচনে রাজপুত্রকে কহিলেন, তুমি আমায় কৃতার্থ করিলে। তুমি এখানে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করাতে, আমি চিরাভিলষিত কার্যসাধনে সমর্থ হইয়াছি। অতএব তুমি এখন যাইতে পার। তখন রাজনন্দন তাহাকে প্রণাম করিয়া, গরুড় ও বায়ুব ন্যায় বেগবান সেই অশ্বে আরূঢ় হইয়া পিতৃপুরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

"ঋতধ্বজ পিতামাতার পাদবন্দন ও মদালসার দর্শন বাসনা-বশম্বদ হইয়া, সবেগে অন্তঃপুরে গমন করিয়া দেখিলেন, সমস্ত নগবীহ উদ্বেগে আচ্ছন্ন ও তজ্জন্য সকলেবই মুখ অপ্রফুল্লভাবাপন্ন হইযাছে। পরক্ষণেই দেখিলেন, পুরবাসী মাত্রেই আকারে বিস্ময় ও বদনমণ্ডলে হর্ষের আবেশ হইয়া উঠিল। তাহারা সকলেই উৎফুল্ল লোচনে কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বলিতে লাগিল এবং অতীব কৌতূহলসহকারে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, রাজকুমারকে কহিল, অয়ি সুবিপুল-কল্যাণশালিন্! আপনি চিরজীবী হউন। আপনার শত্রুসকল হত হউক। অনন্তর তিনি পিতাকে প্রণিপাত করিয়া, বিস্মিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি? পিতাও তাঁহাকে সমস্ত কহিলেন। তিনি মদালসাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন; সুতরাং মৃত্যুবার্তা শুনিয়া ও পিতা মাতাকে সম্মুখে দেখিয়া, একবারে লজ্জা ও শোকসাগরে গর্ভগত হইলেন। তদবস্থায় চিন্তা করিলেন, সেই সাধ্বী বালা আমার মৃত্যুঘটনা শুনিয়াই,

প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়াও আমি স্থির রহিয়াছি। সর্বথা আমি নিষ্ঠুর হৃদয়, আমাকে ধিক্। সেই মৃগলোচনা মদীয় বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমি কিন্তু তাঁহার বিরহে এখনও জীবিত রহিয়াছি! অতএব আমি যারপর নাই নির্দয়, অনার্য ও ঘৃণাশূন্য। তিনি উদ্দেশে জলদান ও অন্যান্য কর্তব্য সাধনানন্তর বলিতে লাগিলেন, সেই কৃশাঙ্গী মদালসা যখন আমার ভার্যা হইলেন না, তখন এই জন্মে অন্য কোন রমণীই আমার সহচারিণী হইতে পারিবে না।

"পুত্রদ্বয় কহিলেন, তাত! তিনি মদালসার বিরহযোগবশত সমুদায় স্ত্রীভোগ ত্যাগ করিয়া, সর্বদাই সমচরিত্র ও সমবয়স্ক বয়স্যবর্গের সহিত আমোদপ্রমোদে কাল যাপন করেন। মদালসাকে যদি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই তাঁহার প্রকৃত উপকার করা হয়। পুত্রদ্বয়ের এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, তাঁহাদের পিতা বিমর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর [বলিলেন], আমি তপশ্চরণ সহকারে এইরূপে যত্ন করিব যাহাতে এই অসাধ্য অচিরাৎ সাধন হয়। এই বলিয়া নাগরাজ হিমালয়ের অন্তর্নিহিত প্লক্ষাবতরণ তীর্থে গমন করিয়া, সুদুশ্চর তপশ্চর্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং তদ্‌গত হৃদয়ে আহারসংযমসহকারে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া দেবী সরস্বতীর এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, যিনি ব্রহ্মযোনি ও জগতের ধাত্রী, সেই দেবী সরস্বতীর আরাধনামানসে আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, স্তব করিতেছি। বিষ্ণুর জিহ্বারূপিণী সরস্বতী স্তূয়মানা হইয়া, মহাত্মা অশ্বতরকে কহিলেন, অয়ি কম্বলভ্রাতা উরগরাজ অশ্বতর! আমি তোমায় বর দিব! তোমার মনে যাহা আছে, বল, তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। অশ্বতর কহিলেন, দেবি! অগ্রে কম্বলকে আমার সহায়রূপে সংযোজিত করুন। পরে আমাদের উভয় ভ্রাতাকেই সমস্ত স্বরজ্ঞান প্রদান করুন। সরস্বতী কহিলেন, পন্নগসত্তম! তোমরা উভয় ভ্রাতাই সপ্ত স্বর, সপ্ত গ্রাম, সপ্ত বর্গ, সপ্ত গীতি ও সপ্ত মূর্ছনা, একোনপঞ্চাশৎ তাল, তিন গ্রাম এই সমস্ত গান করিতে পারিবে। আমি সমস্তই তোমাদিগ:ক দিলাম। এই বলিয়া তৎক্ষণে অন্তর্হিতা হইলেন।

"তাঁহার বরপ্রভাবে তাঁহারা উভয় ভ্রাতা উল্লিখিত সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তখন উভয়ে তন্ত্রীলয়সহকারে সপ্তস্বরে গান এবং বাক্য ও

ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া, শৈলরাজ কৈলাসের শিখরদেশে সমাসীন শঙ্করের আরাধনামানসে প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে তৎপরতাপূর্বক যত্ন করিতে লাগিলেন। ভূতভাবন ভবদেব বহুকাল পরে গীত দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদের উভয়কে কহিলেন, বর গ্রহণ কর।

"তখন অশ্বতর কম্বলের সহিত প্রণাম করিয়া [বলিলেন], আমাদের এই বর দিন, কুবলয়াশ্বের পত্নী মদালসা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে বয়সে মরিয়াছেন, সেই বয়সেই আমার দুহিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করুন। পূর্বে যেমন তাঁহার কান্তি ছিল, যেন তাঁহার সেইরূপ কান্তি হয়। তিনি যেন জাতিস্মরা এবং পূর্বের ন্যায় যোগিনী ও যোগমাতা হইয়া আমার গেহে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেব বলিলেন, আচ্ছা যাহা বলিলে আমার প্রসাদে তাহাই হইবে। অধুনা শ্রবণ কর। শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে, শুচি ও প্রযতচিত্ত হইয়া, নিজেই মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিবে। মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিলে, তোমার মধ্যম কর্ণ হইতে কল্যাণী মদালসা যে অবস্থায় মরিয়াছে, সেই অবস্থাতেই সম্ভূতা হইবে। তুমি এইরূপ কামনা করিয়া, পিতৃগণের তর্পণ কর। তৎক্ষণাৎ শ্বাসত্যাগসময়ে তোমার মধ্যম কর্ণ হইতে সেই কল্যাণী, যেরূপে মরিয়াছেন, সেই রূপেই উপস্থিতা হইবেন। অনন্তর অশ্বতর ঐরূপ শ্রাদ্ধ ও তদ্বৎ যথাযথ বিধানে মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিলেন। তদন্তর আপনার অভিলষিত ধ্যান করিতে করিতে নিশ্বাস ত্যাগ করিবামাত্র তাঁহার মধ্যম কর্ণ হইতে ক্ষীণাঙ্গী মদালসা সেই রূপে সমদ্ভূতা হইলেন। অশ্বতর এই ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। আপনার গৃহমধ্যে সেই সুদতীকে স্ত্রীগণসহায়ে অতি গোপনে রাখিয়া দিলেন। একদা নাগরাজ হর্ষান্বিত হইয়া, পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, কি জন্য তোমরা সেই মানদকে প্রত্যুপকারসাধনার্থ আমার নিকট আনিতেছ না। পুত্রদ্বয় ধীমান ঋতধ্বজের পুরে গমন করিয়া, তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর কথাপ্রসঙ্গে প্রণয়প্রকাশপুরঃসর কুবলয়াশ্বকে আপনাদের গৃহে গমনার্থ অনুরোধ জানাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার এই গৃহ তোমাদেরই। তোমরা আমার বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। অতএব পুনরায় এরূপ বিভিন্নার্থ বাক্য প্রয়োগ করিও না। তখন নাগনন্দনদ্বয় কহিলেন, আমাদের পিতৃদেব স্বয়ংই ইহা বার বার বলিয়াছেন যে, কুবলয়াশ্বকে দেখিতে

আমার ইচ্ছা হয়। তখন কুবলয়াশ্ব বরাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া [বলিলেন], আমাকে দেখিবার নিমিত্ত স্বয়ং পিতা নিতান্ত উৎসুক চিত্ত হইয়াছেন। অতএব উঠ, এখনই যাইব, ঋতধ্বজ এই বলিয়া, তাঁহাদের সহিত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা আকর্ষণপূর্বক রাজপুত্রকে পাতালে লইয়া গেলেন। তখন রাজনন্দন পাতালে গিয়া দেখিলেন, সেই পন্নগকুমারদ্বয় ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া নিজবেশ ধারণ করিয়াছেন; অনন্তর তাঁহারা পিতৃদেব অশ্বতরের গোচরে রাজকুমারের আগমনবার্তা নিবেদন করিলেন, অনন্তর সকলে নাগরাজনিবেশনে প্রবেশ করিয়া অবলোকন করিলেন, সেই মহাত্মা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তদনন্তর তাঁহারা রাজকুমারকে দেখাইয়া দিলেন, ইনিই আমাদের পিতা। তৎপরে পিতার নিকটেও রাজকুমারের পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, ইনিই সেই বীর কুবলয়াশ্ব। তখন ঋতধ্বজ নাগেন্দ্রের চরণে প্রণাম করিলেন। নাগেন্দ্র তাঁহাকে বলপূর্বক উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি চিরজীবী হও এবং শত্রুকুল নির্মূল করিয়া পিতা ও মাতার সেবা কর।

"অনন্তর উরগপতি মহাত্মা [বলিলেন], স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র বাহন অথবা অন্য যাহা কিছু অভিমত, অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও আমার নিকট তাহা প্রার্থনা কর। [ঋতধ্বজ বলিলেন], আমার কিছুরই অভাব নাই। তিনি এইপ্রকার সবিনয় বাক্য প্রয়োগ করিলে, পন্নগরাজ প্রীতিসহকারে আপনার পুত্রদ্বয়ের উপকারী সেই ঋতধ্বজকে কহিলেন, যদি আমার নিকট স্বর্ণ-রত্নাদি গ্রহণ করিতে তোমার প্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে অন্য যাহাতে তোমার মনের প্রীতি জন্মিতে পারে, তাহা বল, আমি তোমাকে প্রদান করিব। কুবলয়াশ্ব কহিলেন, এই বর দিন, আমার হৃদয় হইতে যেন কখনই পুণ্যকর্ম-সংস্কার ব্যপোহিত না হয়। অশ্বতর কহিলেন, প্রাজ্ঞ, তাহাই হইবে। তোমার মতি সর্বদাই ধর্ম আশ্রয় করিয়া রহিবে। তথাপি তুমি আমার গেহে যখন আসিয়াছ, তখন মনুষ্যলোকে তোমার মতে যাহা দুর্লভ তাহা অবশ্য তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার এই কথা শুনিয়া, রাজপুত্র তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন। তখন তাহারা উভয়ে পিতার গোচরে নিবেদন করিয়া কহিলেন, ইঁহার পত্নী কোন দুরাত্মা দৈত্য কর্তৃক প্রতারিত হইয়া, ইঁহার মৃত্যুবার্তা শ্রবণ করিয়া,

পরমপ্রিয়তম প্রাণ পরিহার করিয়াছেন। ইঁহার পত্নীর নাম মদালসা। তাত, ইনি মদালসার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানসে তাঁহার মৃত্যু অবধি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—মদালসা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও ভার্যাত্বে পরিগ্রহ করিবেন না। এই বীর ঋতধ্বজ অধুনা সেই চারুসর্বাঙ্গীকে দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। তাত, যদি তাহা করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইঁহার প্রকৃত উপকার করা হয়। অশ্বতর কহিলেন, পঞ্চভূতের সহিত একবার বিয়োগ হইলে, পুনরায় তাহাদের সহিত সেইরূপে সংযোগ হওয়া স্বপ্ন বা আসুরী মায়া ভিন্ন কোন উপায়েই সম্ভাবিত নহে। তখন ঋতধ্বজ প্রণিপাত করিয়া, প্রেম ও লজ্জাসহকারে তাঁহাকে কহিলেন, তাত, আপনি অধুনা সেই মদালসাকে যদি মায়া করিয়াও দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে পরম অনুগ্রহ করিলেন, বোধ করিব।

"অশ্বতর কহিলেন, বৎস, যদি মায়া দর্শনে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহা দর্শন কর। এই বলিয়া তিনি গৃহগুপ্তা মদালসাকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাঁহাদের সকলকে ভুলাইবার জন্য মিছামিছি কতিপয় অস্ফুট মন্ত্র প্রয়োগ পূর্বক, রাজপুত্রকে মদালসা সন্দর্শন করাইয়া কহিলেন, বৎস, দেখ দেখি, এই সেই তোমার ভার্যা মদালসা কি না? তিনি মদালসাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জা-ত্যাগপুরঃসর, প্রিয়ে! এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তদ্দর্শনে অশ্বতর সত্বরে তাঁহারে প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন, বৎস, ইহা মায়া। ইহাকে স্পর্শ করিও না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, স্পর্শ করিলেই মায়া অদৃশ্য হইয়া থাকে। এই কথায় ঋতধ্বজ 'হা প্রিয়ে' বলিয়া মূর্ছিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে ভাবিনী মদালসা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো আমার প্রতি এই রাজনন্দনের কি স্নেহ এবং আমার উপরি ইঁহার অন্তঃকরণও কি অচল-ভাবাপন্ন। দেখ ইনি অরাতিদিগকে নিপাতিত করেন। এক্ষণে বিনাস্ত্রে নিপাতিত হইলেন। আমাকে মায়া বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। অনন্তর অশ্বতর রাজপুত্রকে আশ্বাসিত করিয়া যেরূপে মৃত মদালসাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন, তৎ সমস্ত বর্ণন করিলেন। তখন ঋতধ্বজ ভার্যাকে লাভ করিয়া, অতি আহ্লাদিত হইয়া আপনার সেই অশ্বরত্নকে স্মরণ করিলেন। স্মৃতিমাত্র অশ্ব তথায় সমাগত হইল। তখন তিনি নাগরাজকে প্রণাম করিয়া

সপত্নীক সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আপনার স্বশোভনপুরে প্রতি-গমন করিলেন।

"তিনি স্বপুরে সমাগত হইয়া, পরলোকপ্রাপ্তা মদালসাকে পুনরায় যেরূপে লাভ করিয়াছেন, তৎসমস্ত পিতার নিকট আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলেন। পবিত্রস্বভাবা মদালসা শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণে প্রণাম করিয়া স্বজনদিগকে বয়স ও গুরুত্বানুসারে যথানিয়মে বন্দন ও আলিঙ্গনাদি করিয়া পূজা করিলেন। অনন্তর পৌরগণ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে ঋতধ্বজ মদালসার সহিত শৈল-নির্ঝরে নদীপুলিনে রমণীয় বন ও উপবনসমূহে বহুকাল বিহার করিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে রাজা শত্রুজিৎ সম্যক্‌রূপে পৃথিবী শাসন করিয়া কালধর্মের বশবর্তী হইলেন। তখন পৌরগণ তদীয় পুত্র উদারাচার-চেষ্টিত মহাত্মা ঋতধ্বজকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল।"

রামভদ্রের নাটকে শত্রুজিতের দুই পত্নীর নাম পাই—সুমধ্যমা ও সুচিত্তমা। রানীর এক সখী সুমুখী। কোতোয়াল দর্পশীল। মন্ত্রী শীলবর্ধন। রাজার অন্তঃপুর এবং রাজপাট নিয়ে একটি সুশাসিত রাজ্যের বর্ণনাতে নাট্যকার দক্ষতা দেখিয়েছেন। নাটকে পুরাণে বর্ণিত দুজন দৈত্য ছাড়াও তালকেশী, রক্তকেশী ও উগ্রকেশীর অবতারণা করা হয়েছে। বরুবা থরুবা দুটি অপৌরাণিক চরিত্রের ভূমিকা পাই হাস্যরস সৃষ্টির জন্য। গালব ঋষির আশ্রমটিকেও কিঞ্চিৎ জাঁকালো করা হয়েছে। অপৌরাণিক সিদ্ধিদাস ঋদ্ধিদাস ও সাধুদাসের উল্লেখ পাই। বিশ্বনর এবং বিশ্বধর নামে আরও দুজন ঋষির উপস্থিতি নাটকে দেখতে পাই। ঋতধ্বজকে নিয়ে গালব ঋষি আশ্রমে প্রবেশ করবার পূর্বে এঁরা যজ্ঞের ব্যবস্থা করছিলেন। এই সময়ে দৈত্যদের উৎপাত আরম্ভ হয়। ভীতচকিত ঋষিদের আর্ত চীৎকারের সাহায্যে আশ্রম-শান্তিভঙ্গের চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে।

মদালসার দুজন সখীর অবতারণা নাটকে পাচ্ছি। পুরাণে একজন। এ দুই সখীর নাম যথাক্রমে কুণ্ডলা ও কুন্তলা। কুণ্ডলার ভূমিকাই প্রধান। মদালসা রাক্ষস পাতালকেতুর গৃহে অত্যন্ত অসুখী ছিল। একটি গানে ('গন্ধর্ব নগর কত পাতাল পটন কত') মদালসা নিজের দুঃখ জানিয়েছেন। তিনি যখন দুঃখ নিবেদন করছেন তখন আকাশবাণী তাঁকে ভরসা দিয়েছে। পুরাণে আকাশবাণীর

কথা আছে, সুরভির পরিবর্তে রামভদ্র একে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। যদিও গানটি বৈষ্ণব কবির (বিশেষত বিদ্যাপতির) কথা মনে করিয়ে দেয়। গানটির ভনিতাই তার সাক্ষ্য, 'রামভদ্র ভন ধইরজ ধণি খন/মচ্ছিন্দর করত উধারে'।

তুম্বুরু ঋষির আশ্রমের বিষ্ণুদাস ও হরিদাস অপৌরাণিক। পুরাণে ঋতধ্বজ মদালসার সখীর কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছেন এবং পাতালকেতুবধ বিবৃত করেছেন। সে কাজ রামভদ্র কিছুটা তুম্বুরু ঋষির দ্বারা করিয়েছেন। (লক্ষণীয় তুম্বুরু ঋষির সংলাপ মৈথিলীতে)। ঋতধ্বজ ও মদালসা পরিণয়ের পর বিষ্ণুদাস এঁদের আশীর্বাদ জানিয়েছেন। এরপর একটি ছড়া আছে। এই ছড়াটির অর্থবোধ সম্ভব নয়। পরিণয়ের পর শ্বশুরগৃহে যাবার প্রাক্‌কালে মদালসা কুণ্ডলা ও কুম্ভলার জন্য দুঃখবোধ করেছেন। এই দৃশ্য শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যাই হোক, এখানেই রামভদ্র একটি নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। পাতালকেতুর ভাই তালকেতু মদালসার পতিগৃহে যাত্রার সময়েই পাতালকেতুর গৃহে ঋতধ্বজ-মদালসাকে আক্রমণ করলে এবং তালকেতু পরাজিত হয়ে পলায়ন করলে। যাবার সময় মায়া পেতে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে বলে তালকেতু শাসিয়ে গেল। নাগরাজ কম্বল অশ্বতরের পুত্রদ্বয়ের নাম পাচ্ছি চারুমুখ ও চারুধর। এঁদের মন্ত্রীর নাম দর্পশীল। ঋতধ্বজ মদালসাকে ফিরে পেলে কম্বল-অশ্বতর এবং তাঁদের পরিবারের সকলকে নিজের গৃহে আমন্ত্রণ জানালেন। এরকম সৌজন্যমূলক আচরণ পুরাণে নেই।

বংশমণি পুরাণকে অনুসরণ করেছেন আরও বিশ্বস্তভাবে। ঋতধ্বজ মদালসাকে হারিয়ে যখন অশ্বতরের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন তখন অশ্বতর তাকে নানা নিধি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঋতধ্বজ কিছুই নিতে চায় নি। তিনি চুপ করেছিলেন। নাগরাজের দুই পুত্র তখন ঋতধ্বজের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। পুরাণে আছে 'তাঁহার (অশ্বতরের) এই কথা শুনিয়া, রাজপুত্র, তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মুখের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে পিতার গোচরে নিবেদন করিয়া কহিলেন', ইত্যাদি। নাটকে পাই কম্বল ঋতধ্বজকে বলছেন 'কওন বস্তু অভিলাষ হোঅ॥' কুবলয়াশ্ব বলছেন 'এহাক দর্শন হি হমে সন্তুষ্ট ভেলাহু॥' তারপর 'ইত্যুক্ত্বা নাগপুত্রমুখং

বিলোকয়তি।' প্রহাসিকা চরিত্রও নূতন। এখানে বংশমণি সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন। প্রহাসিকার রূপযৌবনের বর্ণনা কুট্টনীর মত। জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণরত্নাকরে কুট্টনী নারীর বর্ণনার সঙ্গে বংশমণির নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল। জ্যোতিরীশ্বর লিখেছেন 'বর্ষ সএ তীনি ভিতর বয়স। পাণ্ডুর ভঞ্জহ। শঙ্খাবদাত কেশ। সঙ্কুলিত ত্বচ। উন্নতি শিরা। নির্মাংস কায়। ভাঙ্গল কপোল। কলল দাঁত। বলে জীনল বএস। বএসে জীনল বল। বোল বোলইতেঁ জীহহি ওঠহি লগা রাগী। হস্তক সানে মেলাপক বোআব। মার্কণ্ডেয় সহোদর জেঠি বহিনি অইসনি। লোভক বেটী অইসনি। বুদ্ধিক মাঙুসি অইসনি কুটিলমতি। নারদক সহোদর অইসনি ঘটক। বিষ্ণুমায়া অইসনি সংঘটক। সতীহুক সত্যভাঁগ কুলবধুহু কুটিলাকর কুট্টনী দেখু।' ঠিক এরকম না হলেও বংশমণির প্রহাসিকা তার দেহের জরাকে ঢাকবার জন্য নানা ছদ্ম বাক্য উত্থাপন করেছে। তবে প্রহাসিকার মধ্যে মন্দ অভিপ্রায় কিছু নেই। নিছক হাস্যরস জোগান দেবার জন্যই এই চরিত্রের সৃষ্টি। যাবার সময় সে রাজ্যের মঙ্গল কামনা করেই প্রস্থান করেছে।

৯। নাটকলক্ষণরত্নকোশে প্রাপ্ত মদালসা-কাহিনী

মার্কণ্ডেয় পুরাণের কুবলয়াশ্ব-মদালসার কাহিনী কবি-নাট্যকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশ্বনাথ কবিরাজ লিখেছিলেন 'কুবলয়াশ্ব-চরিত' প্রাকৃত-ভাষায়। এটি একটি কাব্য। সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোশে 'মায়া মদালসা' নামে একটি নাট্যকর্মের উল্লেখ আছে। সাগরনন্দী তাঁর গ্রন্থে তিন বার এই নাটকের উল্লেখ করেছেন এবং পঞ্চসন্ধির বিশ্লেষণের সময় এই নাটকটির বিষয়-বস্তু ও নাট্যপ্রকরণেরই উদাহরণ দিয়েছেন। আমরা সাগরনন্দীর সম্পূর্ণ বিশ্লেষণটি এখানে উল্লেখ করছি।[১]

তত্র যথা মায়া মদালসে নাটকে প্রথমেঽঙ্কে গালবস্য মহর্ষেস্তালকেতুবধমিচ্ছতঃ প্রার্থনায়াং কুবলয়াশ্বস্য রাজ্ঞস্তপোবনগমনৌৎসুক্যম্। আরম্ভস্তস্যৈব সংবাদে

এতে ক্ষমা বয়মপি দ্বিষতোনিরোদ্ধুং
কিন্ত্বেষ দুষ্টদমিনস্তব রাজধর্মঃ।

[১] শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নাটকলক্ষণরত্নকোশ, পৃ ৬০-৬৭। বঙ্গানুবাদ শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের। কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আমি করেছি।

তৎ সৌখ্যমুৎসৃজ্য দিনানি কিয়ন্তি শাক-
মুষ্টিং পচস্ব মম তাত গৃহং ভজস্ব ॥

অত্র রাজধর্মস্যাখ্যানাদ্যাগস্য নিষ্পত্তিঃ ষষ্ঠাংশশ্চ যে ভবিতেতি গমনহেতুচিন্তনম্। বীজং তত্রৈব

দেবারাতের্দুহিতুরভবদ্বালকস্তালকেতুঃ
পৌরস্ত্যাদ্রেরধরনগরীং যশ্চ দর্পেণ শাস্তি।
মায়াযোগাদহরত সুতাং মেনকায়াশ্চ পাপঃ
স প্রত্যূহং ক্রতুষু কুরুতে দুষ্প্রধর্ষো মুনীনাম্ ॥ ইতি

মেনকাসুতায়া মদালসায়া হরণং তেন তালকেতুনা কৃতমিতি কথয়তা মদালসায়াঃ প্রত্যাহরণস্য ফলভূতস্য বীজমিদমুপ্তং তচ্চ সাধ্যোপগমং ভবতি (ইতি ?) মুখ-সন্ধিস্ত্রিভির্লক্ষণৈর্যুক্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

লাভো মদালসায়াস্তস্যা দ্বিতীয়েঽঙ্কে যৎ পাণিগ্রহণম্। স এব সাধনসম্পত্তিঃ। তেনৈব ঋষিণা দত্তেন মার্গণেন তালকেতুবধমাস্থায় প্রাপ্তেনেষ্টস্য সম্পত্তিঃ। যদাহ সুপ্রভা

তব সখ্যুরয়ং বাণো হত্বা কন্যামলিম্লুচম্।
উন্মোচয়িতুমায়াতো মানসীং শিখিনঃ সুতাম্।

ইতি তত্রৈব পাতালকেতুঃ

আঃ পাপে ত্বং মে ভ্রাতরং ব্যাপাদ্য গচ্ছসি। ইতি

গমননিরোধং কুর্বাণস্য পুনর্বৈরানুষ্ঠানং প্রসরঃ ক্রিয়ায়া বৈরপ্রভবায়াঃ প্রসরাৎ। তত্রৈব

মদালসা (সভয়ম্)-অজ্জউত্ত পরিত্তায়াহি। রুন্ধই মং পুণো বি অঅং হদাসো। ইতি রোধাৎ পুনরপি হরণস্যোৎথাতো বিন্দুঃ। স এব সাধনসম্বন্ধঃ। যথা তত্রৈব কুবলয়াশ্বঃ

কৃৎস্নামরারিনিধনাধ্বরলব্ধদীক্ষং
পাণৌ ধনুর্মম বয়োরন্ন কৃতং ভয়েন।
পশ্যাচিরাৎ খরমুখেষুনিকৃত্তদৈত্য-
মূর্ধাবলীকৃতবলীনি দিগন্তরাণি ॥

সাধনেন ইষুণা সহ সম্বন্ধঃ সূচিত ইতি ত্রিযুক্তং প্রতিমুখম্। তস্যৈব তৃতীয়েঽঙ্কে

কণ্ঠে বয়োরয় বিনিবেশয় মে মৃণাল-
নালাধিদৈবতমিমাং নিজ বাহুবল্লীম্।
যাং প্রাপ্য দৈত্যসুভটারভটীকঠোর-
জাতাহবশ্রমমহং ন পুনঃ স্মরামি ॥

ইতি রাজ্ঞঃ সুরতেচ্ছা সম্ভোগস্তত্র চ যোগ্যতা

মদা—ফুরই মে দাহিণং লোঅণং।

ইত্যনিষ্টস্য বিয়োগস্যোদ্ঘাত উদ্ভেদঃ। তৎপ্রতিঘাতঃ সিদ্ধিদর্শনং রাজ্ঞেঃ কল্যাণায় স্ফুরত্বিতি বাক্যম্। তত্রৈব কুটিলকমায়য়া মৃত্যবে অর্চিষি পতিতাং মদালসাং ন দহতা দহনেন মৈত্রী দর্শিতেতি মিত্রসম্পন্মিত্রলাভঃ। ইতি ত্রিযুক্তো গর্ভঃ।

চতুর্থেঽঙ্কে মদালসায়া নাশো দর্শিতঃ। স চ রাজ্ঞো মুখ্যকারণস্য বৈধুর্যং ভবেৎ। তত্রৈব বৃহদশ্বেন পিতুস্তপঃফলং কথয়তা রাজ্ঞঃ শ্রেয়ঃ কথিতম্। তত্র চ গৃহমানীয় তস্য সমর্পয়িতব্যেতি সবিঘ্নতা। পাতালকেতুপ্রভৃতীনাং বধে বীজস্য সম্পত্তিরিতি ত্রিযুতো বিমর্শঃ।

সংহারাঙ্কে শক্রজিতঃ সুবাহোঃ মদালসায়াঃ সমাগমেনাভিপ্রেতার্থস্য সম্পত্তিঃ কথিতা। সিদ্ধিঃ সাধ্যসিদ্ধতা।

শোকাদ্দেবী ত্বয়ি নিপতিতা ত্বচ্ছিখাভির্ন দগ্ধা
লব্ধো বৎসঃ সুরপতিরিপুধ্বংসযোগ্যঃ সুবাহু। ইতি

অসুরাণাং ধ্বংসঃ সাধ্যস্তস্য সিদ্ধতা সূচিতা। উপক্রান্তস্যাবিরোধেন সকলস্য সমাপনং নির্বাহঃ স্পষ্টঃ। ইতি পঞ্চসন্ধিলক্ষণম্।

(মায়া মদালসা নাটকে তালকেতুর বধে অভিলাষী মহর্ষি গালবের প্রার্থনায় রাজা কুবলয়াশ্বের তপোবনগমনে ঔৎসুক্য। তাঁহারাই [গালবেরই] বক্তব্যে আরম্ভ—

আমরাও শত্রুকে প্রতিহত করিতে সমর্থ, কিন্তু দুষ্টের দমনকারী তোমার ইহা রাজধর্ম। অতএব কয়েকদিনের জন্য সুখ পরিত্যাগ কর, সামান্য শাক পাক কর এবং আমার গৃহে অবস্থান কর।

এখানে রাজধর্মের কথা বলাতে 'যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইবে এবং [যজ্ঞফলের] ষষ্ঠাংশ আমার হইবে'—এইভাবে [কুবলয়াশ্বের গালবের সহিত] গমনের হেতুচিন্তন [দেখান হইয়াছে]। বীজও সেইস্থলেই রহিয়াছে—

দানব-কন্যার পুত্র তালকেতু পুর্ব দিগ্‌বর্তী পর্বতের পাদদেশস্থিত নগরী সদর্পে শাসন করিতেছে। দুর্ধর্ষ সেই পাপাচারী মায়াবলে মেনকার কন্যাকে অপহরণ করিয়াছে এবং মুনিগণের যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে।

[এই শ্লোকে] তালকেতু মেনকার কন্যা মদালসাকে অপহরণ করিয়াছে, এই কথা উক্ত হওয়ায় [নাটকের] ফলভূত মদালসার উদ্ধারের বীজ উপ্ত হইয়াছে এবং তাহাই হইতেছে সাধ্যোপগমন। এইরূপে মুখসন্ধি তিনটি লক্ষণ-যুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অঙ্কে মদালসার [রাজার সহিত] বিবাহ [বর্ণিত হইয়াছে], তাহাই লাভ। তাহাই সাধনসম্পত্তি; সেই ঋষি-প্রদত্ত বাণের দ্বারা তালকেতু'ক বধ করার [উপায়-] লাভের দ্বারা ইষ্টের পুষ্টি। সুপ্রভা যেমন বলিয়াছে—

তোমার বন্ধুর এই বাণ কন্যা-চৌরকে বধ করিয়া অগ্নির মানসী দুহিতাকে উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়া'ছ।

সেই স্থানেই পাতালকেতু [বলিয়াছে]—

আঃ পাপিষ্ঠা, তুই আমার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া চলিয়া যাইবি।

এইরূপে [মদালসার] গমন-নিরোধ করিয়া পুনরায় শত্রুতা আচরণ করাকে বৈর-প্রভাব কার্যের বিস্তৃতির জন্য প্রসর [আখ্যা দেওয়া হয়]।

[পুনরায়] সেই স্থলেই—

মদালসা [সভয়ে]—আর্যপুত্র, আমাকে রক্ষা করুন, পুনরায় আমাকে এই দুর্বৃত্ত অবরুদ্ধ করিতেছে।

এই প্রকারে [মদালসার] গমন-নিরোধ ঘটায় পুনরায় অপহরণের প্রসঙ্গ এবং তাহাই বিন্দু; তাহাই সাধন-সম্বন্ধ; কারণ সেইখানেই কুবলয়াশ্বের—

হে সুন্দরি, [বরোরু], নিখিল দেবশত্রু-বিনাশরূপ যজ্ঞে দীক্ষিত ধনু আমার হস্তে, ভয়ের কোন কারণ নাই। দেখ, অল্প সময়ের মধ্যেই তীক্ষ্ণাগ্র-শরের দ্বারা কর্তিত দৈত্যগণের মস্তকসমূহ দ্বারা নানা দিগ্‌ভাগের পুষ্পোপহার রচিত হইবে।

এই বাক্যে [কর্মের] সাধন শরের সহিত সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। এই প্রকারে তিনটি লক্ষণ-যুক্ত প্রতিমুখসন্ধি।

এই নাটকেরই তৃতীয় অঙ্কে—

হে বরোরু, মৃণালনালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মত তোমার বাহুলতা আমার কণ্ঠে সন্নিবেশিত কর, যাহা লাভ করিয়া দৈত্যগণের সাহসী সুভট-বৃন্দের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধে সঞ্জাত শ্রমের কথা আমি আর স্মরণ করিতে না পারি।

[উক্ত শ্লোকে] বর্ণিত রাজার সুরতেচ্ছাই সম্ভোগ [অর্থাৎ] সম্ভোগের যোগ্যতা।

মদা—আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতেছে।

এই প্রকার অনিষ্ট বিচ্ছেদের [সম্ভাবনার] প্রকাশ উদ্‌ভেদ। রাজার 'মঙ্গলের জন্য স্পন্দিত হউক,'—এই বাক্য তাহার প্রতিবিধানের প্রকাশক বলিয়া সিদ্ধিদর্শন। সেই অঙ্কেই কুটিলকের মায়ায় মরণের জন্য অগ্নিতে পতিত মদালসাকে দহন না করায় অগ্নি-কর্তৃক মৈত্রী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই মিত্র-সম্পৎ, অর্থাৎ মিত্রলাভ। এই প্রকার তিনটি লক্ষণ-যুক্ত গর্ভসন্ধি।

চতুর্থ অঙ্কে মদালসার বিনাশ দেখান হইয়াছে,—তাহাই মুখ্য-কারণ রাজার বৈধুর্য [শোক]। সেই স্থলেই বৃহদশ্ব-কর্তৃক পিতার তপস্যার ফলের কথা উক্ত হওয়ায় রাজার শ্রেয়ঃ কথিত হইয়াছে, এবং গৃহে আনিয়া [মদালসাকে] যে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিতে হইবে, [তাহাই] সবিঘ্নতা। পাতালকেতু প্রভৃতির বধে বীজের সম্পত্তি [পুষ্টি]। এই তিনটি [লক্ষণ]-যুক্ত বিমর্শসন্ধি।

শেষ অঙ্কে শত্রুজিৎ সুবাহুর এবং মদালসার সমাগম বর্ণনায় অভিপ্রেতার্থের সম্পত্তি কথিত হইয়াছে। সিদ্ধি হইল সাধ্যের সিদ্ধতা [অর্থাৎ মুখ্য প্রয়োজনের নিষ্পত্তি]।

শোকে দেবী আপনার [অগ্নির] মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার শিখায় দগ্ধ হন নাই ; ইন্দ্রের শত্রুকে ধ্বংস করিতে সমর্থ বৎস সুবাহুকেও [ফিরিয়া] পাইয়াছি— [ইত্যাদি]।

[এইভাবে] সাধ্য [যে] অসুরগণের ধ্বংস [তাহার] সিদ্ধতা সূচিত হইয়াছে। প্রারব্ধ সকল কার্যের সুসমঞ্জস সমাপন [রূপ] নির্বাহ স্পষ্টই। পঞ্চ সন্ধির লক্ষণ বলা হইল।)

সাগরনন্দীর বিশ্লেষণ থেকে নাটকটির উপস্থাপন রীতির কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। আমাদের নাটক দুটির সঙ্গে এই নাটকটির পার্থক্য অনেক। নাটকটির নাম মায়া মদালসা। সুতরাং নাটকটিতে মদালসার হরণ, বিনাশ, পুনরায় তাঁর উদ্ধার এই সব বিষয়েব সম্ভবত গুরুত্ব ছিল। পুরাণে মায়া মদালসার চিত্র অবশ্যই আছে। রামভদ্র-বংশমণি কুবলয়াশ্বের মদালসার সঙ্গে মিলন কাহিনীর উপরই জোর দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত এখানে দেখা যায় তালকেতু প্রথমে নিহত হয় কিন্তু আমাদের নাটকে প্রথমে নিহত হয়েছে পাতালকেতু। সাগরনন্দীর গ্রন্থের পাঠান্তর সম্পাদকগণ ভুল বলে নির্দেশ করেছেন। আমার কিন্তু মনে হয় 'পাঠান্তরে'র পাঠই ঠিক। প্রথম যে শ্লোকটি পাই সেখানেই তালকেতুর স্থলে পাতালকেতু হওয়া উচিত। গালব ঋষির প্রদত্ত বাণের কথা বলা হয়েছে মায়া মদালসা নাটকে। আমাদের নাটক দুটিতে পাই অশ্ব এবং খড়্গ। ঋতধ্বজের সঙ্গে বিবাহের পর মদালসা (চতুর্থ অঙ্কে) অগ্নিতে প্রবেশ করে মরতে চাইছে। কিন্তু নেপালের নাটকে ঋতধ্বজের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে মদালসা অগ্নিতে প্রবেশ করতে চেয়েছে। মায়া মদালসা নাটকে বৃহদশ্ব বোধ করি কম্বল-অশ্বতর দুই ভাই-এর কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কে পাতালকেতু বধের কথা পাই মায়া মদালসা নাটকে। নেপালের নাটকে তালকেতু বধের কথা নেই। মায়া মদালসা নাটকে ঋতধ্বজ কর্তৃক অসুর ধ্বংসের কথা আছে। মায়া মদালসা নাটক যেন অনেকটা রামায়ণ কাহিনী। রাবণ বধ করে রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার কাহিনীর মত। নেপালের নাটকে তালকেতুর ছলনার পর আর তালকেতুকে পাই না। মায়া মদালসা নাটকে তালকেতু দানব-কন্যার পুত্র। মদালসা মেনকার কন্যা। সখী বোধ করি সুপ্রভা। নেপালের নাটকে পাতালকেতু-তালকেতু বজ্রকেতু রাক্ষসের পুত্র। মদালসা বিশ্বাবসুর কন্যা,

অবশ্যই গন্ধর্ব-নন্দিনী। বিশ্বাবসু কি বিশ্বামিত্র? তাহলে অবশ্য শকুন্তলার মত মেনকার আরও এক কন্যা মদালসার কল্পনা করতে হয়।

ডি. আর. রেগমী মদালসার ঘটনা নিয়ে রচিত আর একটি নাটকের উল্লেখ করেছেন। এটি নেপালের জয়রাজদেবের রাজত্বকালে রচিত। নাটকটির নাম 'মায়া মদালসা স্মরণ নাটক'। লেখক রামদাস।[১]

১০। নাট্য কাহিনী

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় দিচ্ছি।

চন্দ্রচূড় বন্দনা দ্বারা নাটক অভিনয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হল। শ্লোকটি সংস্কৃতে রচিত। এরপর ভাষায় শিববন্দনা। সূত্রধার প্রবেশ করলেন। তিনি গণেশবন্দনা করলেন সংস্কৃত ভাষায়। ভাষায়ও গণেশবন্দনা পাই। তারপর আরও একটি গণেশবন্দনা শ্লোক সংস্কৃতে রচিত। এই শ্লোকে সিদ্ধিদাতা গণেশকে আহ্বান করা হয়েছে 'অস্মিন্‌ত্যোৎসবে ভূয়াৎ সর্ববিঘ্নবিনাশকঃ।' সূত্রধার এর পর নটীকে আহ্বান করলেন। সূত্রধার লোকনাথের প্রীতির জন্য ললিতপাটনের রাজা যে স্বর্ণপ্রাণালী নির্মাণ করেছেন এবং তার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন সে কথা জানালেন। এর পর পুরী-বর্ণনা। পুরী-বর্ণনার পর লোকনাথের করুণাময় রূপের বন্দনা সংস্কৃত এবং ভাষায় করা হল। অতঃপর রাজ-বর্ণনা। শ্রীনিবাসমল্লের গুণের নানা দিক উদ্ধৃত হল। তিনি গুণীশ্রেষ্ঠ, রিপুদমনে অদ্বিতীয়, অতিথিপরায়ণতায় তিনি জগদ্বিখ্যাত। এসবই অবশ্য শ্রীলোকনাথের প্রভাবে সম্ভব হয়েছে। এর পর সূত্রধার নাটকের বিষয়বস্তু উত্থাপন করলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত ললিত-কুবলয়াশ্ব মদালসোপখ্যান শিবমহিমা নাটক এখন প্রকট করা হবে। একথা আবার ভাষাগীতেও বলা হল 'মদালসা উতপতি নৃতে করাইতে, / তুরত জাইব অমি মন হরষিতে।' এর পর সংস্কৃত ভাষায়ও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে।[২] তারপর সূত্রধার নটীকে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু কন্যা মদালসাকে নিয়ে আসতে বললেন। তিনিও রাজপুত্র ঋতধ্বজকে নিয়ে আসবেন, জানালেন।[৩] তারপর

১. D. R. Regmi, Medieval Nepal, p 635

২. এখানে নাট্যনির্দেশ 'থবকোনস'।

৩. এখানে নাট্যনির্দেশ 'লূ ১'।

রাজা শত্রুজিৎ, ঋতধ্বজ, দুই রানী সুমধ্যমা, সুচিত্তমা এবং মন্ত্রী ও কোতোয়াল প্রবেশ করলেন।[১] সংস্কৃতে নৃত্যনাথ মহাদেব-বন্দনাগীতি সমাপ্তির পর একে একে শত্রুজিৎ, ঋতধ্বজ ইত্যাদি আত্মপরিচয় দিলেন। এঁদের আত্মপরিচয় সংস্কৃতে সমাধা হল। সখী সুমুখীর আত্মপরিচয়ও পাই।[২] আত্মপরিচয় শেষে রাজা ইত্যাদি সভাস্থলে চললেন।[৩] তারপর একটি গান।[৪]

শত্রুজিৎ পুত্রকে দেশের হালচাল দেখে আসতে বললেন। ঋতধ্বজ রাজ-বন্দনা[৫] করলেন। রানী সুমধ্যমা রাজাকে প্রণাম[৬] করে অন্তঃপুরে যাবার মুখে বললেন যে তাঁর স্বামী সভাস্থলে গেলেন। এর পর রাজার জন্য বিরহ-ব্যথা। সুমধ্যমা অথবা সুচিত্তমা অথবা উভয়ে গান ধরলেন 'আনন তোহুবরে (?) ময় সুনর কানে / তখনে মনমদন জানে।' গানটির পর এঁরাও চলে গেলেন।[৭]

পাতালকেতু তালকেতু তালকেশী রক্তকেশী উগ্রকেশী ইত্যাদির প্রবেশ।[৮] কংসারি শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা দিয়ে দৃশ্যটি সুরু।[৯] পাতালকেতু তালকেতু দু'ভাই। এরা বজ্রকেতুর পুত্র। পাতালকেতুর প্রতাপে ঋষি এবং দেবগণ 'কংপায়মান'। তবুও তাঁরা পাতালকেতুর সেবা করছেন না। পাতালকেতু সেজন্য ঋষিদের যজ্ঞস্থানে উৎপাত করবে স্থির করলে। অতএব, 'বিঘিন করব চর মখতপ-জাপ/আজু পাবল ঋষিগণ অনুতাপ ॥'[১০]

চতুর্থ দৃশ্যে রানী সুমধ্যমা সুচিত্তমা এবং সখী সুমুখীর উপস্থিতি। রানীরা সুমুখীকে তাম্বুল আনতে পাঠালেন। সুমুখী তাম্বুল আনতে চলে গেল।[১১] রাজা রানী সুমধ্যমা ও সুচিত্তমাকে গানে তাঁর মদনজ্বালা নিবেদন করলেন। রানীরা পুরুষ জাতির প্রেমের ক্ষণভঙ্গুরতার কথা গানে বললেন[১২] রাজা ও রানীদ্বয়ের লীলা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল। এখানেই চতুর্থ দৃশ্যের শেষ।[১৩]

পঞ্চম দৃশ্যে দেখি গালব ঋষি বরুবা এবং থরুবার প্রবেশ।[১৪] ভিত্তি

১. এখানে আবাব 'ভিত্তি শ্লোকঃ' পাচ্ছি। ২. সুমুখীর প্রবেশ কথাটির পর নাট্যনির্দেশ 'মন্ত্রী কোটবার স্কং' আছে। 'স্কং' তাহলে 'ইত্যাদি'। ৩. এখানে নাট্যনির্দেশ 'সভাস্থল বং'। ৪. গানটি কার বোঝা যায় না। গানটির পর নাট্যনির্দেশ 'কোনভাসা হ্বরয়া থেংফ ॥ থবকোণয়া ভাসা ॥' ৫. নাট্যনির্দেশ 'রাজা বং দবল।' ৬. 'সুমধ্যমা পনি স্কং ৩ অন্তপুরি বং।' ৭. এখানে 'লূ ২'। ৮. নাট্যনির্দেশ 'পাতালকেতু…স্কং'। ৯. শ্লোকটিকে ভিত্তিশ্লোক বলা হয়েছে। ১০. এখানে 'লূ ৩'। ১১. এখানে একটি গান। তারপর নাট্যনির্দেশ 'সুমুখী থালহ্যাত বং দবল'। ১২. এখানে নাট্যনির্দেশ 'রাজা বব দবল' এই গানে যুক্ত ভনিতা পাই 'শিরি-শ্রীনিবাস নৃপ গুণক নিধান / রামভদ্র দ্বিজ ভান।' ১৩. এখানে 'লূ ৪' ১৪. এখানে ভিত্তি শ্লোক।

শ্লোকরূপে কৃষ্ণের বন্দনা পাই। চতুর্থ ও পঞ্চম দৃশ্যের ভিত্তি শ্লোকদ্বয়ে কৃষ্ণবন্দনা নেপালের নাটকে বৈষ্ণব প্রভাবের পরিচায়ক। এরপর একটি আশীর্বাদ শ্লোক পাই। এই শ্লোকে লোকনাথের বন্দনা এবং নৃপতি শ্রীনিবাসমল্লের জন্য লোকনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়েছে। গালব ঋষি আত্মপরিচয় দিলেন। তারপর বরুবার আত্মপরিচয়। বরুবার পর থরুবার আত্মপরিচয়। (এ দুটি চরিত্র নাটকে হাস্যরসের অবতারণা করেছে। এরা ঋষির অনুচরও বটে)। ঋষির যজ্ঞায়োজন করে নিজেরাও স্নান পূজা করবে এরকম সঙ্কল্প এরা করছে। (বরুবা থরুবা চরিত্র দুটি যাত্রা গানের 'কালুয়া ভুলুয়া'র কথা মনে করিয়ে দেয়।) নেপালের অন্যান্য ভাষা নাটকেও বরুবা থরুবা চরিত্রের ভূমিকা আছে। ইতিমধ্যে রাক্ষসদের আবির্ভাব।[১]

বরুবা, থরুবা ভীত; নারায়ণ স্মরণ করছে। ইতিমধ্যে গালব ঋষির আবির্ভাব।[২] কিন্তু থরুবা গোড়ায় খুব ঘাবড়ে যায় নি। তা না হলে সে একথা বলবে কেন? 'বরুবা ই যে তোমার মিত্র আসিরো॥ আহা বরুবা, ই যে ভলা মানুষ ঋষীশ্বর আসিরো এথা আয়স্ব॥' আসলে স্বর্গ থেকে অশ্ব এবং খড়্গ ভূতলে পড়বার মুহূর্তের চমকপ্রদ ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে। বরুবা থরুবার কাছে এ ঘটনা রাক্ষসদের আবির্ভাব বলে মনে হয়েছে। গালব ঋষি কুবলয় নামে অশ্ব পেলেন এবং একটি খড়্গও পেলেন। এ দুটি বস্তু রাজা শত্রুজিৎ-কে উপহার দেবার জন্য গালব ঋষি মনস্থ করলেন। এই ঘোড়া এবং খড়্গের সাহায্যে শত্রুজিৎ-পুত্র ঋতধ্বজ ঋষির আশ্রমে রাক্ষসদের অত্যাচার দূর করতে পারবেন। গান গাইতে গাইতে ঋষির প্রস্থান।[৩]

রাজা শত্রুজিৎ, রানী সুমধ্যমা, সুচিত্তমা প্রবেশ করলেন।[৪] প্রবেশ করেই রাজা বললেন 'এথা সভা করিয়া থাকিবো॥' অন্যদিকে ঋতধ্বজ, মন্ত্রী, কোতোয়ালের কথাবার্তা গানে চলতে লাগল। তারপরেই দেখছি ঋতধ্বজ রাজাকে প্রণাম জানাচ্ছেন। ঋতধ্বজ রাজ্যের কুশলবার্তা নিবেদন করলেন। এমন সময় ঘোড়া খড়্গ নিয়ে গালব ঋষি প্রবেশ করলেন।[৫] একটি গান

১. এখানে নাট্যনির্দেশ 'থন রাক্ষসে বব॥ মেঃ হ্ববয়া ধাতং॥' ২. প্রথমেঃ আছে নাট্যনির্দেশ 'গ্যাক্হালাবথোয়া', তারপরে আছে 'গালব ঋষি ন দুঃখয়াহ্বাচোনে।' ৩. এখানে 'লূ ৫'। ৪. নাট্যনির্দেশ 'পরিক্ষপন পিংহা বব।' এঁরা পর্দা সরিয়ে দ্রুত প্রবেশ করে বললেন —এই অর্থ। ৫. নাট্যনির্দেশ, 'গালব ঋষি বব স্কং ৩।'

(পুর্বের গানটি 'মন চিন্তা…') গাইলেন।[১] গালব ঘোড়া খড়্গ নিবেদন করে রাজা শত্রুজিৎ-কে যজ্ঞবিঘ্ন দূর করতে বললেন। রাজা শত্রুজিৎ সানন্দে ঋতধ্বজকে ঋষির যজ্ঞস্থান রক্ষার্থে পাঠাতে রাজী হলেন। ঋষিও ঋতধ্বজকে ঘোড়া খড়্গ উপহার দিয়ে ঋতধ্বজ নাম 'ফিরিয়ে' দিলেন। গালব বললেন, 'আজুকা দিনতে তুমার পুর্বনাম ঋতধ্বজ এদিয়া দোসর নাম কুবলায়াশ্ব হৈরো ॥' এঁরা সবাই চললেন যজ্ঞস্থানে।[২] বরুবা থরুবাও সঙ্গে গেল।[৩] রাজা রানীদের বললেন যে তিনি এখন রাজ্যের ভালমন্দ চিন্তা করবেন। পুত্রের জন্য উৎকণ্ঠাও ছিল সেজন্যে পুত্রের বার্তা শুনবেন এও মনস্থ করলেন। এরপর একটি গানে বিশ্বনিয়ন্তার কাছে দৈন্য প্রকাশিত হল, 'সৃষ্টিস্থিতিসংহার তুব অধিকার / ভগতকে দেহো ভবনদী পার।'[৪] কোতোয়াল এবং রাজা চলে গেলেন। তারপর সুমধ্যমা ও সুচিত্তমা[৫] অন্তঃপুর গমন। একটি গানে তাঁরাও যে পুত্রের জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন, জানা গেল। এই গানটিতে কবি-নাম উল্লিখিত, 'রামসেবক রামভদ্র দ্বিজ ভান / শিরিশ্রীনিবাস নৃপ গুণক নিধান।'[৬] রানীদের প্রস্থান।[৭]

নূতন অভিনেতার প্রবেশ।[৮] সিদ্ধিদাস ঋদ্ধিদাস সাধুদাস ইত্যাদি। এঁরা বেশ আনন্দের সঙ্গে মঞ্চে এলেন। এর পর লোকনাথের বন্দনা। সাধুদাস অন্য ঋষিদ্বয়কে 'সমস্ত সাজ বাজ' আনতে বললেন। সাজবাজের মধ্যে পাই তেল, রূপটান (উপতন)। আর একজন ঋষি বিশ্বধর সাধুদাসকে সাজবাজ আনতে বললেন। সন্ধ্যাপূজার চন্দন, ফুল পক্ক (?) ধান, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য সংগ্রহ হল। শিববন্দনাও হল।[৯] এমন সময়ে পিশাচদের আবির্ভাব 'বিঘিন আয়ল পিশাচ তহি যের'।[১০] ঋষিরা মহা বিকট পিশাচ দেখে ঘাবড়ে গেলেন। বিশ্বধর, বিশ্বনর, ঋদ্ধিদাস, সিদ্ধিদাস সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। গালব ঋষির দেরী হচ্ছে দেখে এঁরা আরও দুশ্চিন্তা করতে লাগলেন। বিশ্বধর সবাইকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে গালব ঋষি এখুনি আসবেন। গালব-কুবলয়াশ্বের

১. নাট্যনির্দেশ 'কোনভাসা হ্বথুধেং।' ২. নাট্যনির্দেশ 'হ্বথু ভাসা ॥ থব কোণস ॥' ৩: নাট্যনির্দেশ 'রাজা……বং'। ৪. নাট্যনির্দেশ '॥ জব কোনভাসা হ্বথু ॥ থব কোণস ॥' ৫. নাট্য-নির্দেশ 'রাণী নেক্ষ বং ॥' ৬. গানটির পর নাট্যনির্দেশ 'জব কোণস হ্বথুং ॥ থবস ॥' ৭. 'লূ ৬'। ৮. এখানে ভিত্তি শ্লোক। ৯. নাট্যনির্দেশ 'থন মে হ্বথুং ধাতং।' ১০. নাট্যনির্দেশ থন থ্যাক বব।'

প্রবেশ।[১] তারপর গালবের অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হল। ঋষিরা গালবকে পিশাচ পাতালকেতুর উৎপাতের কথা নিবেদন করলেন। গালব ঋতধ্বজকে দেখিয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করলেন। ঋতধ্বজ আশ্বাস দিলে যজ্ঞ আরম্ভ হল। এমন সময় পাতালকেতু বরাহ রূপ ধরে 'যজ্ঞ বিঘ্ন করিতে আসিয়ো'। ঋতধ্বজকে বরাহ মারবার জন্য অনুরোধ করা হল। কুবলয়াশ্ব বরাহ মারতে চললেন।[২] এদিকে ঋষিরা যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। সকলের মঙ্গল কামনা করা হল। ঋষিদের প্রস্থান।[৩] এর পর বার্ধক্যের জন্য খেদোক্তি। একটি গানে সে-কথা বিস্তৃত। 'শরীরার্থ গীতং'। এরকম অন্যত্রও পেয়েছি। রাজা শ্রীনিবাসের জন্য লোকনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হল।[৪] ঋষিরা দ্রুত প্রস্থান করলেন। এখানে প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হয়েছে গণপতিবন্দনা দিয়ে। বন্দনা-গানটি মঙ্গলকাব্যের দিগবন্দনার মত। গণপতি, মচ্ছিন্দর, ত্রিদেবী, নৃত্যেশ্বর-নৃত্যেশ্বরী, ভৈরবদেব, দেবী জ্ঞানেশ্বরী, হরি-হর ইত্যাদি দেব-দেবীদের উল্লেখ পাই। (এসব দেব-দেবী সেই সময়ে নেপালে পুজিত হতেন বোঝা যাচ্ছে)। এর পর সরস্বতীবন্দনা। তাঁর সঙ্গে দুই অনুচরী তরুণী এবং রমণী। ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পুরণের জন্য সরস্বতী তরুণী-রমণীকে বললেন। ভক্তজন তাঁকে স্মরণ করছেন জানতে পারা গেল। সরস্বতী চললেন 'মনে তো ভাবিয়া দেবি সরস্বতী জায়িএ / শ্যামসুন্দর তনু হমর পরাণ রে॥'[৫] (ভক্তজনের বাসনা পুরণের জন্য দেবতার বিচলন মঙ্গলকাব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়)। এখানে প্রথম দৃশ্য শেষ।[৬]

দ্বিতীয় দৃশ্যের আরম্ভে[৭] সিংহবাহিনী পাপহারিণী পার্বতীবন্দনা। বিশ্বাবসু কন্যা পাতালবাসিনী মদালসার প্রবেশ। তিনি কর্মদোষে পাতালবাসিনী। দুজন সখীও এসেছেন, কুণ্ডলা-কুন্তলা। মদালসা, কুণ্ডলা কুন্তলার আত্মপরিচয় দান সমাপ্ত হল। মদালসা রাক্ষসের গৃহে থাকার জন্য সখীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি 'অগিনি প্রবেশ কএ মরিএ সুসারে।' এই গানে মদালসার অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করার সঙ্কল্প ঘোষিত হল। গানটির ভনিতায়

১. নাট্যনির্দেশ 'গালব কুবলয়াশ্ব পনিষ্কাং ৪ বব।' ২. নাট্যনির্দেশ 'বরাহলিস্তং শ্রাজা বং'। ৩. নাট্যনির্দেশ 'সকল্যাং বং'। ৪. এর পর নাট্যনির্দেশ॥ 'কণভাসা হ্বথুথেং॥ থবকোণস॥' ৫. এ গানটি অনুচরীবৃন্দের? অথবা সূত্রধারের? এখানে নাট্যনির্দেশ 'কন ভাসা হ্বথু॥' ৬. 'লূ ১'। ৭. 'গাচ্ছে শ্লোক' দিয়ে আরম্ভ।

কবি রামভদ্রের উল্লেখ আছে। লক্ষণীয়, ভণিতায় রাজা শ্রীনিবাসের নাম উল্লিখিত হয় নি। সখী দুজন মদালসাকে ধৈর্য ধরতে বললেন। এমন সময় আকাশবাণী হল। রাক্ষস পাতালকেতুকে মেরে কুবলয়াশ্ব মদালসাকে উদ্ধার করবেন এই বার্তা শোনা গেল। মদালসা আশ্বস্ত হলেন না। এমন সময় কুবলয়াশ্ব এলেন। কুবলয়াশ্ব পাতালে রাক্ষসপুরীতে এসে একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।[১] কুবলয়াশ্ব হঠাৎ পাতালকেতুর রাজধানী দেখতে পেলেন। রাজধানীতে একটি ঘর দেখতে পেয়ে তার ভেতর গেলেন। সেখানে মদালসাকে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তাঁর সৌন্দর্যে কুবলয়াশ্ব মুগ্ধ হলেন। মদালসা কুবলয়াশ্বকে নমস্কার করে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।[২] কুবলয়াশ্ব কুণ্ডলাকে মদালসার মূর্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কুণ্ডলা নিজেকে বিন্ধ্যবানের কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে মদালসার কাহিনী বলতে সুরু করলেন। পাতালকেতু মদালসাকে হরণ করে এখানে এনে বিবাহের উদ্যোগ করেছে। সেই কারণে মদালসা অগ্নি প্রবেশ করে মৃত্যু বরণ করবেন স্থির করেছিলেন। এমন সময় আকাশ-বাণীতে জানা গেল যে দশ দিনের মধ্যে পাতালকেতুকে মেরে এক কুমার আসবেন। তিনি মদালসা উদ্ধার করবেন। মদালসা 'তে মুরুচ্ছবি তুব মুখ দরশনে / সিচহ সুন্দরি তোহে অমৃত বচনে ॥' ঋতধ্বজ কিভাবে এখানে উপস্থিত হলেন সে-কথা বললেন। কুণ্ডলা গন্ধর্বদের কুলপুরোহিত তুম্বুরুকে স্মরণ করলেন।[৩] তুম্বুরু আত্মপরিচয় দিলেন। এখানে[৪] একটি শ্লোকে রাজা শ্রীনিবাসমল্লের গুণাবলী উল্লেখ করে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়েছে। তুম্বুরুর সঙ্গে বিষ্ণুদাস, হরিদাস দুই ব্যক্তিকে পাচ্ছি। এঁরা মঞ্চে আছেন কিন্তু অন্যান্য পাত্রপাত্রী তখন বোধ করি অদৃশ্য।[৫] তুম্বুরুর বাসস্থানে কথা হচ্ছে ধরে নিতে হবে। তুম্বুরু বিষ্ণুদাস হরিদাসকে তাঁর শিষ্যা কুণ্ডলা তাঁকে স্মরণ করেছে এই কথা জানালেন। তুম্বুরু কুণ্ডলা কুন্তলার কাছে তাঁকে স্মরণ করবার কারণ জানতে চাইলেন।[৬] সকলকে আশীর্বাদ করলেন। ঋতধ্বজ-মদালসা[৭] তুম্বুরুকে নমস্কার করলেন। তুম্বুরু তাঁদের

১. এরপর নাট্যনির্দেশ 'জব থব কোণ সংথু ॥ থন বা(জ)ধানীস্বয়া ॥' 'থন' মানে 'কিছুক্ষণ'। ২. নাট্যনির্দেশ 'থন মূর্ছা'। থন মানে যে 'কিছুক্ষণ' এখানের নির্দেশে তা স্পষ্ট। ৩. নাট্যনির্দেশ 'থন তুংবুরু ঋষী বব'। ৪. আশীর্বাদ শ্লোক। ৫ জমনীপট্ট দিয়ে বসে আছে? ৬. তুম্বুরুর উক্তি খাঁটি মৈথিলীতে। ৭. এখানে 'বাজা-রানীয়া' এই নির্দেশ আছে। এতে বোঝা যায় উভয়ের বিবাহের আগেই এঁরা বিবাহিত হবেন তুম্বুরু এটা ধরে নিচ্ছেন।

মনোবাসনার সাফল্য কামনা করলেন। তুম্বুরু এবার সকলকে সংশয় থেকে উদ্ধার মানসে বিবৃতি দিলেন। তুম্বুরু ঋতধ্বজের পরিচয় দিয়ে মদালসা-ঋতধ্বজের বিবাহের উদ্যোগ করতে বললেন। বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন হলে বিষ্ণুদাস বিবাহের মন্ত্র পড়লেন। (মন্ত্রটি বিচিত্র। আপাত দৃষ্টিতে মন্ত্রটি লৌকিক বলে মনে হয়। সেই সময়কার বিবাহমন্ত্র এরকম ছিল কিনা বলতে পারি না)। কন্যাদান বিষ্ণুদাস করলেন।[১] বিবাহের মঙ্গলগান গাওয়া হল। যথারীতি দক্ষিণাও দেওয়া হল। বিষ্ণুদাস আশীর্বাদ করে আশীর্বচন পাঠ করলেন। আশীর্বচনটি অবহট্ট গান মনে হয়। তুম্বুরু এবার নিজ আশ্রমে যেতে চাইলেন। তখন কুণ্ডলা কুন্তলাও ঋষি আশ্রমে যাবার বাসনা করলেন। মদালসা সখীর জন্য খেদ করলেন। তুম্বুক গান ধরলেন[২] 'মচ্ছিন্দর রূপ দরশন হম জাএ॥' তুম্বুরু আর একবার ঋতধ্বজ-মদালসার মিলনে আনন্দ প্রকাশ করে আশ্রমে চললেন।[৩] কুণ্ডলা-কুন্তলাও তীর্থ যাত্রা যাবার প্রস্তাব করলেন ঋষীশ্বর তুম্বুরুর কাছে।[৪] বিষ্ণুদাস তুম্বুরুকে শীঘ্র চলে আসতে বললেন। মঞ্চে এখন ঋতধ্বজ মদালসা। ঋতধ্বজ গানে, সাদা কথায় (গদ্যে) মদালসার গুণগান করলেন। বিবাহোত্তর রোম্যাণ্টিক প্রণয়ভাষণের সুন্দর বর্ণনা এখানে পাই। মদালসাও অভিজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার পাড়ে দাঁড়িয়ে একটি গানে তার ভীরু প্রণয় নিবেদন করলেন।[৫] যাই হোক, এঁদের শৃঙ্গার প্রসঙ্গ বর্ণিত হল। ঋতধ্বজকে মদালসা তাঁর কোলে শুয়ে থাকতে বললেন। এমন সময় কপট অবধূতের বেশে তালকেতুর প্রবেশ।[৬] এখানে হঠাৎ একটি বড় শ্লোকে রাজা শ্রীনিবাসমল্লের প্রশংসা করা হল। শ্রীনিবাসমল্ল ও জগৎপ্রকাশমল্লের বন্ধুত্বের দীর্ঘস্থায়িত্ব কামনা করা হয়েছে শ্লোকটিতে।

তালকেতুর সঙ্গে অন্যান্য রাক্ষসরাও এসেছে।[৭] তালকেতু মদালসার দ্বারে

১. এব পর নাট্যনির্দেশ '॥ হ্বথু ধাতং মে ॥' ২. গানটির আগে নাট্যনির্দেশ 'তুংবুরুক্ষং ৫ বং'। ৩. নাট্যনির্দেশ 'জব কোণ সং ধথুং ॥ খব কোণ স'। অর্থাৎ তুম্বরুর পার্ট শেষ। তিনি এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালেন। ৪. নাট্যনির্দেশ 'নেক্ষং বং দবল'। ৫. গানটির ভাবভাষা ছন্দ বিদ্যাপতি এবং তাঁর সমসাময়িক কবিদের রচনাব কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গানটির অপর বৈশিষ্ট্য প্রতি দুই চরণে '॥ ধ্রু ॥' চর্যাগীতির কথা মনে আসে। ৬. প্রবেশনির্দেশ 'কপত অবধূত পরিবব।' ৭. নাট্যনির্দেশ 'জব কোণসং ......থেং'।

মচ্ছিন্দরনাথের জয় দিয়ে ভিক্ষা মাগলে। মদালসা ভিক্ষা দিতে এলে তালকেতু ঋতধ্বজের হাত থেকে ভিক্ষা নেবে জানালে।[১] মদালসা ঋতধ্বজকে বলতে যাচ্ছেন।[২] ঋতধ্বজ ভিক্ষা নিয়ে এলেন। ছদ্মবেশী তালকেতু তার সাঙ্গপাঙ্গদের বললে যে তার ঘরে পাপিষ্ঠ চোর প্রবেশ করেছে। সে দামামা বাজিয়ে সে রাজ্যে যত সেনা আছে তাদের জড় করতে বললে।[৩] ছুটল সবাই সৈন্য-সামন্ত ডাকতে।[৪] দামামা বেজে উঠল। সোরগোল উঠল 'শস্ত্রাস্ত্র সংযুক্ত হৈয়া সংগ্রাম করিবার আয়স্ব রে আয়স্ব'।[৫] এই আহ্বানে যারা না আসবে তাদের তালকেতু 'সর্বস্ব নিয়া সাস্তিবে'।[৬] তালকেতু চোরকে কেটে ফেলবে, বললে। মদালসা ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ঋতধ্বজের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করলেন। ঋতধ্বজ আশ্বাস দিলেন। তালকেতু অনেক আস্ফালন করলে। ঋতধ্বজকে ভয় দেখালে। ঋতধ্বজ ভয় পেলেন না। তখন তালকেতু হাল ছেড়ে দিলে। 'কুবলশ্ব রাজকুমার, সোঙ্গা যুদ্ধতে মারিয় ন পারিলো।' সে নানাপ্রকার মায়াতে ঋতধ্বজের বিপদ ঘটাবে—এই বলে চলে গেল।[৭] এমন সময় পিশাচগণ উপস্থিত হল। পিশাচদের গান ও পিশাচ নৃত্য আরম্ভ হল।[৮] মদালসা এ রাক্ষসপুরী ছেড়ে যেতে চাইলে ঋতধ্বজ আশ্বাস দিলেন। ঋতধ্বজ নিজের রাজ্যে পিতামাতার দর্শন অভিলাষী হলেন। এখানে একটি গানে ঋতধ্বজ মদালসাপ্রাপ্তির জন্য প্রেমিকের আনন্দ-উল্লাস ব্যক্ত করলেন।[৯] তাঁরা এবারে চললেন। এখানে দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ।[১০]

তৃতীয় দৃশ্যের সূচনা।[১১] রাজা শত্রুজিৎ পুত্রের বার্তা শুনতে গেছেন। পত্নীরা অন্তঃপুরে থেকে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন। শত্রুজিৎ মন্ত্রীকে বললেন[১২] যে পুত্রের বার্তা এখনও পাওয়া গেল না। অতএব অন্তঃপুরে যাওয়া যাক।

১. আগে নাট্যনির্দেশ 'হ্বপাক্ষ অবধুত ন ধায়া'। এ বর্ণনা রামায়ণী বর্ণনার অনুরূপ। ২. নাট্যনির্দেশ 'চ্ছন্ধ অবধুত ন জুক্ত ভিক্ষা কায়া'। ৩. নাট্যনির্দেশ অবধুত পনি বং॥ বজাব নিয়া বব দবল॥ কোণস॥' ৪. নাট্যনির্দেশ 'জব কোণস'। ৫. নাট্যনির্দেশ 'দমামা ভেরি পুয়াব খব কোণ তো বং'। ৬. নাট্যনির্দেশ 'দমামা থাহ্বা ববং॥ রাক্ষস পনিবব দবল'॥ ৭. নাট্যনির্দেশ '॥ থন ভূতগণ বব॥' ৮. নাট্যনির্দেশ 'থন পিশাচ বব॥ বেতাল ধুং…বব বংহ্ব॥ ৯. গানটি ভাল। ব্রজবুলি ভাল পদের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ১০. 'লূ ২'। ১১. নাট্যনির্দেশ 'হ্নমধ্যমা হ্নচিত্তমা বব॥ হ্বথু মে।' ১২. 'শত্রুজিত রাজা মন্ত্রী বব॥ হ্বথু মে।'

অন্তঃপুরে রানীরা রাজাকে পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছেন, বললেন। কিন্তু কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। এমন সময়ে কুবলয়াশ্ব ও মদালসার প্রবেশ।[১] সকলের অভিবাদন প্রত্যভিবাদন হল। মদালসার বিবাহবার্তা ঘোষিত হল। পাতালকেতুবধ এবং মদালসাপ্রাপ্তির সংবাদ ঋতধ্বজ জানালেন। বাপের জিজ্ঞাসা 'গালব ঋষীশ্বরের যজ্ঞ সংপূর্ণ হৈয়ো কী না হৈয়ো?' ঋতধ্বজ বললেন সে তো তিনি বলতে পারবেন না। এখনি তিনি যাবেন যজ্ঞস্থানে ব্যাপার দেখতে। শত্রুজিৎ আজ্ঞা দিলেন। কোতোয়ালকে নিয়ে ঋতধ্বজ যজ্ঞস্থানে চললেন।[২] এদিকে রাজা-মন্ত্রী ঋতধ্বজের সংবাদ জানবার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।[৩] সুমধ্যমা, সুচিত্তমা, মদালসা অন্তঃপুরে ঋতধ্বজের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসে রইলেন। এর পর গান। গানটিতে মদালসার উৎকণ্ঠা-বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।[৪] এখানে তৃতীয় দৃশ্যের সমাপ্তি।[৫] চতুর্থ দৃশ্যে তালকেতু ইত্যাদির প্রবেশ।[৬] রক্তকেশী উগ্রকেশীর সঙ্গে পরামর্শ করে তালকেতু মায়া তপস্বীর বেশ ধরে রইলো। রক্তকেশী উগ্রকেশীও তপস্বীর ভেক ধরলে। তারপর এরা আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হল।[৭] আশ্রমে এসে হোম ইত্যাদি আরম্ভ করবার অভিনয় করলে।[৮] ঋতধ্বজ কোতোয়াল এদের কাছে উপস্থিত হলেন। এঁদের দুজনকে দেখে ছদ্ম তপস্বী আনন্দের অভিনয় করলে। তারপর সুযোগ বুঝে তালকেতু যজ্ঞ-দক্ষিণা চাইলে। উদারহৃদয় ঋতধ্বজ তক্ষুনি দক্ষিণার ব্যবস্থা করে দিতে চাইলেন। তখন তালকেতু চাইলে ঋতধ্বজের কঙ্কণ, কণ্ঠভূষণাদি মুদ্রিকা। ঋতধ্বজ দিলেন। তালকেতু সেগুলো নিয়ে যমুনা নদীর পাড়ে এল।[৯] তারপর স্থির করলে এগুলো দিয়ে ঋতধ্বজের সর্বনাশ করবে। এবারে অন্যান্য ছদ্মবেশী রাক্ষসরা পালাবার ব্যবস্থা করছে।[১০] তারা ঋতধ্বজকে জানাল যে এখানে বেশিদিন অপেক্ষা করে লাভ নেই। সুতরাং ঋতধ্বজ নিজের রাজ্যে চলে যান তারাও নিজস্থানে চলে যাবে। এখানে বালগোপাল কৃষ্ণের

১. 'কুবলয়াশ্ব মদাল বব হ্বথু মে নং'॥ ২. 'দবল নং বং॥ কন ভাসা হ্বথু থেং॥' ৩. নাট্য-নির্দেশ 'সুমধ্যমা সুচিত্তমা মদালসা বাত হ্বেন বং'। ৪. 'কোন ভা হ্বব থে'॥ ৫. 'লূ ৩'। ৬. নাট্যনির্দেশ 'তালকেতু ক্ষং ৩ বব দবল'। ৭. নাট্যনির্দেশ 'থন মায়াঋষি বয়া বচোহ্বা॥' ৮. 'কুবলয়াশ্ব ব ক্ষং ২ দবল'। ৯. নাট্যনির্দেশ 'ঋষি বং দবল কোন তো'। ১০. নাট্য-নির্দেশ 'হ্বসর ক্ষ ঋষি কুবলয়াশ্ব ক্ষং ৩ বং।'

বর্ণনাময় গান আছে।[১] কপট ঋষিরা দ্রুত চলে গেল।[২] ঋতধ্বজও কোতোয়ালকে বললেন প্রাণেশ্বরী মদালসাকে দেখতে তিনি যাবেন। এখানে চতুর্থ দৃশ্যের সমাপ্তি।[৩] পঞ্চম দৃশ্যে সুমধ্যমা ইত্যাদির প্রবেশ।[৪] একটি গান হল।[৫] ঋতধ্বজের জন্য এঁরা চিন্তিত। রাজা শত্রুজিৎও চিন্তিত। রাজা অন্তঃপুরে এলেন। মদালসা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন। রাজা কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলেন না। মদালসা গানে, ভাষায় তাঁর আশঙ্কার কথা প্রকাশ করলেন। এমন সময় তালকেতুর প্রবেশ।[৬] সে গানে নিজের দর্প প্রকাশ করলে।[৭] কোতোয়ালকে নিজের আগমনবার্তা রাজাকে জানাতে বললে। কোতোয়াল সংবাদ দিলে। তালকেতুর ডাক পড়ল। তালকেতু যুবরাজ ঋতধ্বজের অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ বর্ণনা করল। তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিল। প্রমাণস্বরূপ কঙ্কণ কণ্ঠভূষণাদি মুদ্রিকা দেখাল। মদালসা অত্যন্ত শোকার্ত হলেন। এবং 'হা প্রাণনাথ বোলি ত্যজরি পর নে॥' মদালসার প্রাণত্যাগের পর রাজা ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে প্রতিকার চিন্তা করতে লাগলেন।[৮] মায়া ঋষি নিজের প্রতিজ্ঞা সফল হওয়াতে উল্লাস করে চলে যাচ্ছে।[৯] তার নিষ্ক্রমণ। রাজা যুগপৎ পুত্র ও পুত্রবধূ হারিয়ে শোক করতে লাগলেন। এদিকে কোতোয়াল ও ঋতধ্বজ প্রবেশ করলেন।[১০] মদালসার বিরহে ঋতধ্বজ কাতর।[১১] নগরীর বিষণ্ণ রূপ ঋতধ্বজকে বিচলিত করলে। পিতাকে অভিবাদন করে ঋতধ্বজ তাঁর বিলম্বের কারণ নিবেদন করলেন। সকলের মন খারাপ কেন দেখছেন তিনি? মদালসাই বা কোথায়? তখন শত্রুজিৎ মায়া ঋষির আগমন থেকে মদালসার মৃত্যু পর্যন্ত সব ঘটনা বললেন। ঋতধ্বজ মুষড়ে পড়লেন। এই মর্মান্তিক দুঃখ তাঁকে খুবই বিচলিত করলে। শত্রুজিৎ পুনর্বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু ঋতধ্বজ-এর প্রতিজ্ঞা 'আন স্ত্রী সংবংধ না করিবে।' মদালসার শোক ভুলতে তিনি তীর্থযাত্রায় বার হবেন ঠিক করলেন। একটি করুণ গীত[১২],

১. নাট্যনির্দেশ 'ঋষীয়া কোণ ভাসা হ্বথু থেং॥ থবকোণস॥' ২. 'ঋষি বং দবল॥' ৩. 'ল্ ৪'। ৪. 'সুমধ্যমা ক্ষং ৪ অন্তপুরি বব॥ মে॥ হ্বথু মে॥' ৫. এখানে নাট্যনির্দেশ 'মদালসায়া হ্বথু ভাসা॥' কিন্তু মদালসার উক্তি নেই। ৬. 'থন মায়াঋষি বব হ্বথু মে॥' ৭. 'কোণ ভাসা হ্ববেয়া থেং।' ৮. নাট্যনির্দেশ 'প্রাণত্যাগয়াক (মদালসা)॥ রাজা পনিসেন'। রাজার উক্তির পর নাট্যনির্দেশ '॥ মায়াঋষি বং কোন তো দবল॥ ৯. 'থবকোণস'। ১০. 'কুবলয়াশ্ব কটবার বব দবল'। ১১. নাট্যনির্দেশ 'থবকোণস'। ১২. নাট্যনির্দেশ 'কোণস'।

তারপর সংস্কৃত শ্লোক, তারপর মদালসার জন্য খেদোক্তি[১], এর পর রাজা শত্রুজিতের খেদ, পুত্রকে সান্ত্বনাদান এবং নিষ্ক্রমণ।[২]

ষষ্ঠ দৃশ্যে নাগরাজভ্রাতাদ্বয় কম্বল এবং অশ্বতরের প্রবেশ।[৩] তাঁদের সঙ্গে দুই পুত্র, পত্নী তনূদরী-নাগিনী, কোতোয়ালও প্রবেশ করলেন। কম্বল সংস্কৃত শ্লোকে আত্মপরিচয় দিলেন। অশ্বতর, দুই পত্নী তনূদরী-নাগিনী, দুই পুত্র চারুমুখ চারুধর, কোতোয়াল এঁরাও সংস্কৃত শ্লোকে আত্মপরিচয় দিলেন। এবারে কম্বল কিছু বলবেন। সকলে[৪] কম্বলের কথা শুনতে চাইলেন। কম্বল দেশের চর্চা করতে যাবেন বললেন। সকলে সায় দিলেন। তারপর একটি গান।[৫] এবারে চারুমুখ চারুধর মর্ত্যমণ্ডলে বন্ধু ঋতধ্বজের কাছে যেতে চাইলেন। তাঁরা চললেন।[৬] কম্বল রাজ্যচর্চায় গেলেন। নাগিনী-তনূদরী তাঁদের বার্তা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করে অগ্রসর হলেন। একটি বিরহগীতি আছে। তারপর প্রস্থান।[৭]

কুবলয়াশ্বের প্রবেশ। একটি গান।[৮] তারপর মদালসার জন্য খেদ।[৯] খেদ করতে করতে কোতোয়ালকে বললেন তিনি তাঁর মিত্র নাগকুমারের জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন।[১০] কোতোয়াল বললে, তাই হোক। তখন নাগ-কুমারদের প্রবেশ। তাঁরা তাঁদের মনের কথা বললেন।[১১] তাঁরা মিত্র ঋতধ্বজের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। কুবলয়াশ্ব চারুমুখ চারুধর মিলিত হলেন। সকলে মিলে সুখ-দুঃখের কথা বলে দিনাতিপাত করবেন এরকম সঙ্কল্প করলেন।[১২] 'ইতি ললিতকুবলয়াশ্ব মদালসোপাখ্যান শিবমহিমা নৃত্য দ্বিতীয়াঙ্কঃ ॥'

তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভ ভবানীবন্দনা দিয়ে। বন্দনা গানটিতে কবি রামভদ্রের ভনিতা পাই। মহাদেব, পার্বতী, গঙ্গা, নন্দী, ভৃঙ্গীর প্রবেশ।[১৩] ভিত্তি শ্লোকে পার্বতীর ঘোরা রূপের পরিচয়। তারপর একে একে সকলের আত্মপরিচয় প্রদান।

১. 'থবকোণস'। ২. 'থন রাজা...ং পরিক্ষেপ ॥ লূ ৫।' ৩. কংববাশ্বতর ক্ষং ৭।' 'ক্ষং' অর্থ ইত্যাদি। ৪. 'সকলসেনং'। সেনং মানে সমবেত? ৫. এর পর নাট্যনির্দেশ 'জবকোণস হবথু থং ।। থবকোণস।' ৬. 'দবল'। ৭. 'লূ ৬'। ৮. তারপর নাট্যনির্দেশ 'কোণ ভাসা হবথু খেং'। ৯. নাট্যনির্দেশ 'থব কোণস'। ১০. এর পর নাটানির্দেশ 'নাগকুমার বব হবথু মে'। ১১. 'থব কোণস'। ১২. 'থন পরিক্ষেপ'। ১৩. 'ভিত্তি শ্লোক'।

মহাদেববন্দনায় কবি যে শঙ্করের সেবক তা জানা গেল। এখানেও কবির একক ভনিতা। যাই হোক মহাদেব নন্দীভৃঙ্গীকে প্রমথগণ এবং যোগিনীদের আনতে বললেন। তাঁরা গমনোদ্যোগী হলেন।[১] একটি গানে তাঁদের চলে যাওয়ার সংবাদ পেলাম।[২] মহাদেব কর্তৃক শৃঙ্গার রসাত্মক গান।[৩] গানটির ভনিতা 'শঙ্করতনয় রামভদ্র দ্বিজ গাবে / হরিহরচরণ কমলযুগ ভাবে॥'[৪]

কুবলয়াশ্ব, চারুমুখের প্রবেশ।[৫] চারুমুখ কুবলয়াশ্বের মলিন মুখ দেখে তাঁর দুঃখের কথা জানতে চাইলেন। তখন কুবলয়াশ্ব মদালসার করুণ মৃত্যুর কথা বললেন। চারুমুখ কুবলয়াশ্বকে ধৈর্য ধরতে বললেন। পরে তাঁর ভাই-এর সঙ্গে পিতা কম্বলের সাক্ষাতে যেতে' বললেন। তিনি তাড়াতাড়ি কম্বলের কাছে যাচ্ছেন।[৬] যেতে যেতে বুন্দীজনকে তিনি যে পিতার নিকট যাচ্ছেন সে-কথা বললেন।[৭] চারুধর[৮] ঋতধ্বজকে বিলম্ব না করে রাজধানী অভিমুখে যেতে বললেন। একটি গানে করুণাময়ের বন্দনা।[৯] তারপর তাঁরা ধীরে ধীরে চললেন।[১০]

তৃতীয় দৃশ্যে তনূদরী এবং নাগিনীর প্রবেশ।[১১] তাঁরা গান গাইলেন। তারপর কথাবার্তা। তাঁরা তাঁদের স্বামীর জন্য চিন্তিত। চিন্তিত হয়ে তাঁরা সামনে এলেন।[১২] তারপর কম্বল-অশ্বতরের প্রবেশ।[১৩] অন্তঃপুরের দিকে চললেন।[১৪] কম্বল-অশ্বতর পুত্র চারুমুখ চারুধরের জন্য চিন্তিত। চারুমুখের প্রবেশ।[১৫] পিতাকে নমস্কার করলেন। চারুধরের বার্তা দিলেন। চারুমুখ ঋতধ্বজের দুঃখের কথা বলে তাঁর দুঃখত্রাণের ব্যবস্থা করতে বললেন। চারুমুখ বন্ধুকে আনবার জন্য চললেন।[১৬] কম্বল-অশ্বতর সরস্বতী আরাধনায় যাবার সঙ্কল্প করলেন। 'চরি গের নাগরাজ আনংদিত মনে।' তনূদরী-নাগিনী স্বামীর বার্তা শোনবার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। কম্বলাশ্বতরের প্রবেশ।[১৭] সেই গানটি[১৮] 'চরি গের

১. নাট্যনির্দেশ 'নন্দী ভৃঙ্গী বং'। ২. এর পর 'কোণ ভাসা হ্বথু থেং॥ মহাদেব সভাস্থল বং॥' ৩. এই গানে তিনটি 'ধ্রু'। ৪. নাট্যনির্দেশ 'কোণ ভাসা হ্বথু থেং'। 'লূ ১'। ৫. নাট্যনির্দেশ 'কুবলয়াশ্ব চারুমুখ মিত্র পরিক্ষেপন পিংহা বব॥' ৬. 'চারুমুখ বহ্ব দবল॥ কন ভাসা'॥ ৭. 'থব কোণ স'। ৮. 'ঋতধ্বজ চারুধর পনি বং'। ৯. 'কণ ভাসা হ্ববয়াং'॥ 'থবকোণস'। ১০. 'লূ ২'। ১১. 'তনূদরী নাগিনী বব॥ হ্বথু মে'। ১২. নাট্যনির্দেশ 'থবকোণস'। ১৩. 'কম্বলাশ্বতব বব দবর'। ১৪. নাট্যনির্দেশ, 'জব স'। ১৫. নাট্যনির্দেশ 'চারুমুখ বব দবল॥ কোণ ভাসা হ্ববয়াং'। ১৬. 'চারুমুখ বং দবল। কোন ভাসা'। ১৭. 'কোণ ভা হ্ববথেং॥ তনূদরী নাগিনী পরিক্ষেপ'। 'লূ ৩'। ১৮. 'কম্বলাশ্বতর নেক্ষংবব॥ হ্বথু মে হ্বথু ভাসাং'।

নাগররাজ' শোনা যাচ্ছে। দু'ভাই হিমালয় পর্বতে গঙ্গাবতরণ তীর্থে সরস্বতীর আরাধনায় বসবেন ঠিক করলেন। সরস্বতীবন্দনা হল। ভক্ত উদ্ধারের জন্য সরস্বতীর আবির্ভাব।[১] দু ভাই কি করলে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করা যায় সে বর চাইলেন। সরস্বতী নৃত্যগীতের দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করতে বললেন। তিনি দু'ভাইকে নৃত্যগীতবিদ্যাসিদ্ধি দান করলেন। তিনি নিজস্থানে গেলেন। কম্বল-অশ্বতর মহাদেব তপস্যায় চললেন। শঙ্করবন্দনাগীতি।[২]

মহাদেব পার্বতী গঙ্গার প্রবেশ।[৩] একটি গান। গানের পর উক্তি।[৪] শিব নন্দী-ভৃঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। নন্দী-ভৃঙ্গীর প্রবেশ। তাঁরা শিবের কাছে যোগিনী প্রমথদের সংবাদ দেওয়া হয়েছে এ-কথা বললেন। শিব সন্তুষ্ট হলেন। যোগিনীগণ পার্বতীবন্দনা করলেন। শিববন্দনাও করলেন। শিবযোগীও শিবভজন গাইলেন।[৫] এবারে প্রাকৃত ভাষায় যোগিনীদের স্তব।[৬] এঁরা নিজেদের বিরক্ত যোগিনী বলে পরিচয় দিলেন। একটি সংস্কৃত শ্লোকে মহাদেববন্দনা হল। মহাদেব তাঁদের ডেকে নিলেন। এমন সময় কম্বলাশ্বতরের প্রবেশ।[৭] একটি গান।[৮] তাঁরা নন্দীকে মহাদেবকে সংবাদ দিতে বললেন। নন্দী তাঁদের নিয়ে গেলেন মহাদেবের কাছে। নৃত্যগীতের দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করা হল। মহাদেব বর দিতে চাইলে তাঁরা বললেন 'মাগব হম বর পর উপকারে / মদালসা জিয়া দেহ একবারে'। মহাদেব প্রথমে রাজী হলেন না। কিন্তু পার্বতী গঙ্গা ধরে বসলেন। তখন মহাদেব 'স্তজরি সুন্দরী'। মদালসার পুনর্জন্ম হল। নাগররাজ মদালসাকে পেয়ে খুশী হলেন। মদালসা নাগরাজকে পিতা বলে সম্বোধন করলেন। নাগরাজও তাঁকে আহ্বান করলেন।[৯] পরোপকার-নিমিত্ত নাগরাজ চললেন।[১০] তারপর সকলের প্রস্থান-উদ্যোগ।[১১] মহাদেবের গুণকীর্তন চলছে। মহাদেরের মৃত্যুঞ্জয় নাম সার্থক হল। নাগরাজরা যাবার

১. 'থন সরস্বতী প্রত্যক্ষ জুব'॥ ২. 'সরস্বতী দেবী বং ॥ হ্ববয়া মে নং ॥' ৩. 'কোণ ভাসা হ্বব থেং'। 'ল্ ৪'। 'থন মহাদেব পার্বতী গংগা বব॥ হ্বপায়া মে নং' ৪. 'কোণ ভাসা হ্ববয়া থেং'। ৫. গানটিতে কবি রামভদ্র এবং শ্রীনিবাসের যুক্ত ভনিতা আছে, 'রামভদ্র দ্বিজনন্দন ভান / শ্রীনিবাস নৃপ বিষ্ণু ন আন / ঈশ্বর ভজন জান ॥' 'রামচরিত্র নাটকে' শিবনাথ-যোগী চরিত্র আছে। ৬. প্রাকৃতপৈঙ্গলে স্তবটি আছে। ৭, 'কংবলাশ্বতর নটুবায়া হ্বা বব॥ হ্বথু মে নং'। ৮. তারপর 'কোণ ভাসা হ্বপায়াং'। ৯. তারপর 'কোণ ত্তো দবল॥ ॥ কোণ ভাসা॥' ১০. 'থব কোণ স'। ১১. 'অবধূত যোগী যোগী যোগিনীগণ সকলং বং দবল'।

মুখে।[১] মহাদেবও সকলকে নিয়ে কৈলাসে যাত্রার উদ্যোগ করলেন। এখানে একটি গান।[২] 'ঘর নহি সংবর / পহিরি বঘংবর'। সকলের প্রস্থান।[৩]

তনূদরী-নাগিনী নাগরাজের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছেন ষষ্ঠ দৃশ্যে।[৪] কম্বল-অশ্বতরের প্রবেশ।[৫] একটি গান।[৬]

পরস্পর কুশল বিনিময়ের পর কম্বলাশ্বতর মদালসাকে দেখিয়ে সরস্বতীর প্রসাদে মহাদেবের কৃপাতে কি করে তাঁকে পেলেন সে বৃত্তান্ত বললেন। তারপর মদালসাকে গোপন স্থানে রেখে দিতে বললেন। চারুমুখ উপস্থিত হলেন।[৭] চারুধর ঋতধ্বজও এলেন। তাঁদের একটি গান।[৮] চারুমুখ তাঁদের বিলম্বের জন্য কিছু বলে, তাড়াতাড়ি নাগরাজের কাছে যেতে বললেন। নাগরাজের সঙ্গে কুশল-বিনিময় হল। ঋতধ্বজের দুঃখ তিনি জানতে পারলেন।[৯] ঋতধ্বজকে মায়া মদালসা দেখাতে চাইলেন। ঋতধ্বজ 'তুরন্ত দেখাও, তুরন্ত দেখাও', বললেন। মদালসাকে দেখে কুবলয়াশ্ব অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু নাগরাজ সাবধান করে দিলেন এই বলে যে এ মায়া-মদালসা। যতক্ষণ খুশী তাকে ঋতধ্বজ দেখতে পারেন কিন্তু স্পর্শ করতে পারবেন না। কুবলয়াশ্ব প্রবোধ মানেন না। তখন নাগরাজ 'এহী লেহো' বলে ঋতধ্বজকে মদালসা সমর্পণ করলেন। নাগরাজ চারুমুখ চারুধরকে শত্রুজিৎ রাজার কাছে যেতে বললেন। চারুমুখ চারুধর শত্রুজিতের কাছে যাবেন স্থির করলেন।[১০] কুবলয়াশ্ব মদালসাকেও পিতার চরণ দর্শনে যেতে বললেন। ঋতধ্বজ নাগরাজকে নিজের রাজ্যে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি যাবেন আশ্বাস দিলেন।[১১] ঋতধ্বজ তাঁর সুদিনকে স্মরণ করে গান গাইলেন। তারপর মদালসা-ঋতধ্বজ তাঁদের সুখঃদুখের আলোচনা করলেন। মদালসার দুঃখই মর্মান্তিক। পাতালকেতুর দ্বারা হরণ, তারপর উদ্ধার, তালকেতুর

১. 'খব কোণ স'। ২. এই গানটি 'হরগৌরী নৃত্য' নাটকে আছে। গানটিতে দ্বিজ রামভদ্রের ভনিতা। গানের পর 'কোণ ভাসা হ্ব থুং॥ খবকোণ স'। ৩. 'লূ ৫।' ৪. 'তনূদরী নাগিনী পরিক্ষেপণ পিংহ্বা বব॥' ৫. 'কম্বলাশ্ব পনি ব। হ্বধু মে।' ৬. 'কোণ ভাসা হ্বপায়াং॥' ৭. 'চারুমুখ বব দবল, কোণ স চো হ্বা'॥ ৮. এর পর 'কোণ স নাপ রাক'। ৯. নাগরাজ নাগকুমারকে কি দুঃখ, কি যাজ্ঞা জিজ্ঞেস করছেন। উত্তরে গানে পাচ্ছি, 'হমহ তেজব জিব'। হওয়া উচিত কুবলয়াশ্ব। পরে ঋতধ্বজের সংলাপই পাই। ১০. 'দবল কোণ ভাসা॥' ১১. 'ঋতধ্বজ মদালসা বং'।

মায়াতে মৃত্যু ইত্যাদির পর আর কোন্ দুঃখ আছে কে জানে। ঋতধ্বজ প্রবোধ দিলেন।[১] যাই হোক, এঁরা মাতাপিতা দর্শনে চললেন।[২] কম্বল-অশ্বতর তনূদরী-নাগিনী এঁরাও যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। একটি গানের পর প্রস্থান।[৩] ষষ্ঠ দৃশ্যের সমাপ্তি।

শত্রুজিৎ রানীদের নিয়ে আছেন।[৪] রাজা পুত্রের অদর্শনে বিষাদ-গ্রস্ত। রানীরা তাঁকে ধৈর্য ধরতে বলছেন। এমন সময় চারুমুখ চারুধর প্রবেশ করলেন।[৫] এঁরা রাজাকে কম্বলাশ্বতর, ঋতধ্বজ মদালসাকে নিয়ে মঙ্গলযাত্রা করে এখানে আসছেন, জানালেন।[৬] শত্রুজিৎ সিন্দূর যাত্রা করে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হলেন। কুবলয়াশ্ব-মদালসা গান গাইলেন।[৭] তারপর নাগরাজের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। কম্বলাশ্বতরের আগমন।[৮] কুবলয়াশ্ব পিতাকে তাড়াতাড়ি যেতে বললেন।[৯] শত্রুজিৎ সিন্দূর যাত্রায় চললেন।[১০] সকলকে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর আনন্দগীতি। ঋতধ্বজ মদালসা-উদ্ধার কাহিনী বাপের কাছে বর্ণনা করলেন। শত্রুজিৎ খুব খুশী হলেন। কম্বলাশ্বতর আনন্দ প্রকাশ করলেন। তারপর লোকনাথের পূজা করবেন, জানালেন। এর পর লোকনাথ গীত।[১১] এখানে 'মদালসোপাখ্যান নৃত্য সংপুর্ণ হৈরো'। শ্রীনিবাসমল্ল জগৎপ্রকাশমল্লের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করা হল। 'মোহনি সাধন তীনি আঁক নৃত্য করে / শংকরতনয় রামভদ্র দ্বিজবরে ॥'[১২] তারপর মাতৃবন্দনা।[১৩] এখানেও কবির ভনিতা পাই। সংস্কৃত ভাষায় গৌরীস্তব উচ্চারিত হয়ে নাটকের সমাপ্তি।

মুদিত-কুবলয়াশ্বের কাহিনীটি নিম্নে বর্ণিত হল।

অর্ধনারীশ্বরের প্রতি নমস্কার জানিয়ে মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের আরম্ভ। তারপর রঙ্গভূমির পূজাদি, গীতবাদ্য ব্যবস্থা, দেবতাবন্দনা, নান্দীগীত। তারপর ভাষায় 'ঈশ-গোরি' নান্দীগীত। এরপর সূত্রধারের নান্দীশ্লোক

১. 'খব কোণ স'। ২. 'কংবলা পনি বং'। ৩. 'কোণ ভাসা হ্বপায়াং থেং ॥ লূ ৬'। ৪. 'শত্রুজিৎ রাজা পনি পরিক্ষেপন পিহা বব ॥' ৫. 'চারুমুখ চারুধর বব দবল ॥ কোণ ভাসা হ্বপায়াং'। ৬. ঋতধ্বজের আগমনকে 'মঙ্গলযাত্রা' এবং শত্রুজিৎ কর্তৃক তাঁদের এগিয়ে নিয়ে আসার যাত্রাকে 'সিন্দূর যাত্রা' বলা হল। ৭. 'কুবলয়াশ্ব মদালসা বব ॥ হ্বথু মে।' ৮. 'কংবলাশ্বতর পনি বব ॥ দবল ॥' ৯. 'ভ্রব কোণ থের ॥' ১০. 'দবল ॥ নাগ (॰) লোক' ॥ ১১. রামভদ্রের ভনিতা। ১২. 'লূ ৭'। ১৩. এখানে লিপিসমাপ্তিকাল দেওয়া আছে।

পাঠ।[১] নান্দীশ্লোকে জগজ্জননী এবং মহাদেবের (পর পর দুটি শ্লোক) বন্দনা। সূত্রধারের প্রবেশ।[২] গণপতিবন্দনা। শ্লোক পাঠান্তে পুষ্পমালা ছুঁড়ে নৃত্য করে দেববন্দনা।[৩] আবার গণেশস্তুতি।[৪] রাগবাদ্যসহযোগে নটীর প্রবেশ। নটী এলে সূত্রধার ভগবতীর উৎসবের কথা বললেন। নানা দিগ্‌দেশ থেকে এই দেবযাত্রা উৎসব উপলক্ষে সজ্জন ব্যক্তিরা এসেছেন। ভক্তপাটনের রাজার, নগর, তাঁর গুণাবলীর বিশদ বর্ণনা দেওয়া হল পর পর দুটি গানে। তারপর জগজ্জ্যোতির্মল্লেব পূর্বপুরুষের দীর্ঘ তালিকা পেশ কবা হল। রাজা জগজ্জ্যোতি নানা দুর্ভোগের পর রাজা পেয়েছিলেন। নটী আশ্চর্য হলে সূত্রধার কুবলয়াশ্ব কাহিনী সংক্ষেপে বললেন। কুবলয়াশ্বও নানা দুর্ভোগ ভুগেছিলেন। পরে শান্তি পেয়েছিলেন। তখন নটী 'কাব্যগান্ধর্বকলানীতিশাস্ত্রনিপুণ' জগজ্জ্যোতি কোন্ নাটক অভিনয় কবাতে চান জানতে চাইলেন। সূত্রধাব ভরদ্বাজগোত্র কবি বংশমণি ওঝার কুবলয়াশ্ব-মদালসা নাটকের নাম করলেন।[৫] তারপব একটি গান।[৬] নটী দ্রুত নাটক আরম্ভ করতে বলছেন। তারপবে যেন একটু আড়ালে / দূরে গিয়ে[৭] সূত্রধার অভিনয়ের গুরুত্ব উল্লেখ কবলে নটী যত্নে অভিনয় করাতে বললেন।[৮]

মহাদেব প্রবেশ করলেন। একটি গান হল। মহাদেব-পার্বতী আত্ম-পরিচয় দিলেন। তারপর তাঁদেব প্রস্থান।[৯] একটি গান।[১০]

রাজা শত্রুজিৎ, বানী, কুবলয়াশ্ব, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, কোতোয়াল. সখীর প্রবেশ। শত্রুজিৎ ইত্যাদির আত্মপরিচয় জ্ঞাপন। রাজা রানীদের থাকতে বলে সভাস্থলে যাচ্ছেন। রাজা এবং ঋতধ্বজ কোণে[১১] চলে গিয়ে রাজ্যচর্চার কথা বললেন। আরও কোণে[১২] গিয়ে সভার বেলা বয়ে যায় বললেন। রানীরাও অন্তঃপুরে চললেন। এখানে একটি গান আছে।[১৩] তাবপর দূরে / কোণে[১৪] গিয়ে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন।[১৫]

১. 'ততো জমনিকাং সংস্থাপ্য, দক্ষিণহস্তেন জ্ঞানমুদ্রয়া জমনিকাপট্টং স্পৃশন্ সূত্রধারো নান্দীশ্লোকং পঠতি।' ২ 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ প্রবেশঃ॥' ৩. 'ইতি শ্লোকং পঠিত্বা পুষ্পমালাং ক্ষিপ্ত্বা চরণচারণেন যথোক্তং নৃত্যতি।' ৪ 'অলমতিবিস্তবেণ॥ নেপথ্যাভিমুখাবলোক্য প্রিয়ে ইতস্তাবৎ॥ রাগবাদ্যশব্দেন প্রবিশ্য নটী।' ৫. 'সূত্রো নটী নিস্‌সরতঃ'। ৬..এর পর নাট্যনির্দেশ 'কোণ ভাষা' ৭ 'দ্বিতীয় কোণে'। ৮ এখানে 'প্রথম সম্বন্ধঃ॥ ১ ॥' সম্বন্ধ অর্থে দৃশ্য। ৯ 'পৈসায়'। ১০. 'লূ ২'। লূ ১ পাই নি। ললিত-কুবলয়াশ্বে লূ মানে দৃশ্য এখানে লূ'র তাৎপর্য কি.? বিষ্কম্ভক ? কিংবা সম্বন্ধ+বিষ্কম্ভক= লূ ২ ? ১১. 'কোণ ভাষা'। ১২ 'দ্বিতীয় কোণে'। ১৩ 'নিঃসরতি সসখী রাজ্ঞী'। ১৪. 'দ্বিতীয় কোণে'। ১৫. 'দ্বিতীয় সম্বন্ধঃ'।

পারিষদ সহ রাজার প্রবেশ।[১] একটি গান। কোণে আছেন রাজা।[২] এবারে রাজা এগিয়ে এলেন।[৩] ব্রাহ্মণ 'সভাগীত' গেয়ে সভার বর্ণনা দিলেন। সিংহাসনে নৃপতি, ডাইনে জ্যোতিষ, বৈদ্য, দ্বিজরাজ ভৃত্যাবেদি—রাজকুমার তারই কাছে, গণিকারা অলঙ্কারস্বরূপ—তারা বাম দিকে। পেছনে ভাবচতুর বরনারীরা চামর ঢুলোচ্ছেন। সামনে গন্ধজল রয়েছে। / ছড়ি হাতে কেউ দাঁড়িয়ে।[৪] তৃতীয় দৃশ্যের সমাপ্তি।

চতুর্থ দৃশ্যে গালব ঋষি শিষ্যবর্গ নিয়ে প্রবেশ করলেন। একটি গান। তারপর একটি শ্লোক।[৫] কিঞ্চিৎ ধ্যান করে গালব ঋষি দশাবতার স্তোত্র গাইলেন। তারপর সেই আশ্চর্য ঘোড়া 'কুবল' পেলেন। 'কু' মানে 'পৃথিবী' আর 'বল' মানে পৃথিবীর 'বলয়মণ্ডল'। যে ঘোড়া স্বাধীনভাবে পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারে, তাই কুবল অশ্ব। আর একটি খড়্গও পেলেন। এ খড়্গ দ্বারা শত্রুজয় সম্ভব। গালব ঋষির নিষ্ক্রমণ। তারপর শিষ্যসহ[৬] তিনি রাজ-সমীপে যাত্রা করলেন। চতুর্থ দৃশ্যের সমাপ্তি।[৭]

পঞ্চম দৃশ্যে শত্রুজিৎ রাজসভায় বার দিয়ে বসেছেন। গান গাইতে গাইতে গালব প্রবেশ করলেন। শিষ্যদের[৮] রাজ-বন্দনা করতে বললেন। গালব দ্বারীকে[৯] সংবাদ দিতে বললেন। তিনি রাজাকে আশীর্বাদ করে ঘোড়া খড়্গ দিলেন। এ ঘোড়া খড়্গ কেমন? 'জহেন দিবাকর কিরণ উদয় ভেল তিমির মলিন ভয়ে জাঈ'। কুবল অশ্বের অধিকারী হলেন বলে আজ থেকে ঋতধ্বজ কুবলয়াশ্ব আখ্যা পেলেন। মুনির দ্বাদশ বর্ষ যজ্ঞের বিঘ্ন নিবারণের জন্য কুবলয়াশ্ব যজ্ঞস্থানে যাবেন। মুনি চললেন। মুনি নিজের কাজের সাফল্য ঘোষণা করলেন। কুবলয়াশ্ব যেতে রাজী হলেন। রাজা 'ধওলহর'[১০] উপর থাকবেন ঠিক করলেন। দ্বিতীয় রানীর প্রবেশ।[১১] তিনি কোণ থেকে রাজ সন্নিধানে চললেন। রাজা এবং দ্বিতীয় রানী কথা বলছেন এমন সময় রাজ্ঞী (মহারাজ্ঞী?) সখী সহ রাজার অদর্শনে বিরহব্যথা জানালেন। তারপর কোণ থেকে সখীসহ দ্বিতীয় কোণ হয়ে রাজার সামনে

১. 'সগণো রাজা'। ২. 'কোণ ভাষা'। ৩. 'দ্বিতীয় কোণে'। ৪. 'দমনীপট্টং দত্বা সগণো রাজা নিস্সরতি। তৃতীয় সম্বন্ধঃ ।। ৩ ।।' ৫. 'কিঞ্চিৎ ধ্যানং কৃত্বা স্তুতিগীতং গায়ন্তি'. পেয়েছি। ৬. 'দ্বিতীয় কোণে'। ৭. 'চতুর্থ সম্বন্ধঃ'। ৮. 'কোণ ভাষা'। ৯. 'দ্বিতীয় কোণে'। ১০. ধবলঘর। জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ। ১১. 'দ্বিতীয় রাণী দবলন ছুংভায় ।। কোণ ।।'

এলেন। রাজা রানীকে ঋতধ্বজের যজ্ঞস্থানে যাত্রার কথা জানালেন। রানী বোধ হয় দ্বিতীয় রানীকে দেখে কিঞ্চিৎ মানিনী হয়ে রইলেন। মান-অভিমানের গীত হল। রাজা খোসামোদ করলেন। শেষ পর্যন্ত সখী রাজাকে বলেছেন 'হে মহারাজ তুঅএো স্ত্রী সমান করএ চাহিএ।' যাই হোক, মানভঞ্জন হল। অতঃপর 'সপরিবারো রাজা জমনিকাং দত্ত্বা নিস্‌সরতি'।[১] পঞ্চম দৃশ্যের সমাপ্তি।

ষষ্ঠ দৃশ্যে পাতালকেতু মুরজাদি বাদ্য বাজিয়ে দাসগণ সহ প্রবেশ করল। নিজের পরিচয় দিলে 'ভুজবলে বশ কৈল আঠ দিকপালে'। এ গানটির ছন্দ বাদ্য অনুযায়ী ('লহু গুরু লহু গুরু পরতাল বাজে')। পাতালকেতু তার ভাই তালকেতুর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলে যে সে ঋষির আশ্রমে যজ্ঞবিঘ্ন ঘটাবে এবং মায়ারূপ ধরে মুনির যজ্ঞস্থানে যাবে। 'পাতালকেতু তালকেতু গীতেন নিস্‌সরতঃ॥' তারপর যেতে যেতে (?) পাতালকেতু শূকর রূপ ধারণ করবে, গানে এই কথা জানালে। কোণে গিয়ে তালকেতু দাদাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলল। পাতালকেতু দ্বিতীয় কোণে এসে তালকেতুকে রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে বলে নিজে একা যাবে—এই সিদ্ধান্ত করলে।[২]

সপ্তম দৃশ্যে গালব ঋতধ্বজকে নিয়ে কোণ থেকে এলেন। এখানে গালব ঋতধ্বজকে যজ্ঞ রক্ষা করবার কথা বললেন। দ্বিতীয় কোণে এসে কুবলয়াশ্ব যজ্ঞস্থান কত দূর জানতে চাইলেন। গালব আশ্রমে এসে কুবলয়াশ্বকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে সিংহাসনে বসালেন। তারপর আশ্রমবাসীদের যজ্ঞের জোগাড় করতে বললেন। যজ্ঞের নানা উপাদান সংগ্রহ হল। এর পর যজ্ঞগীত। তারপর প্রথম অঙ্ক শেষ। এবারে 'শরীরার্থে' গান।[৩] গান শেষ হল।

দ্বিতীয় অঙ্কে যজ্ঞ চলছে। হঠাৎ শূকর প্রবেশ করে যজ্ঞ বিঘ্ন করতে লাগল। গালব বুঝতে পারলেন, এ শূকর আসলে অসুর। তিনি ঋতধ্বজকে অসুর মারতে বললেন। ঋতধ্বজও এগিয়ে এলেন। এখানে ঋতধ্বজ ও শূকরের উত্তর-প্রত্যুত্তর গীত। ঋতধ্বজ অসুরকে প্রহার করলেন। আহত

১. 'পংচম সম্বন্ধঃ'। ২. 'ষষ্ঠ সম্বন্ধঃ'। ৩. এ গানটি কার? সূত্রধারের? 'ইতি প্রথম দিবসে'। দিবস মানে অঙ্ক? অঙ্ক তো একবার বলা হয়েছে। তবে কি পালার মত নাটকও কয়েক দিন ধরে হত? একদিনে এক অঙ্ক হল। এখানে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে গীতিনাট্যের সাদৃশ্য।

শূকররূপী পাতালকেতু পাতালে প্রবেশ করলে। ঋতধ্বজও পেছনে পেছনে গেলেন। দ্বিতীয় কোণে গিয়ে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন। গালব ঋষি যজ্ঞ নির্বিঘ্নে হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলেন। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হল। তার-পর দ্বিতীয় কোণে গিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন। এখানে সপ্তম দৃশ্যের শেষ।[১]

অষ্টম দৃশ্যে হর-পার্বতীর লীলা। তাঁরা কৈলাসে যাবেন। নিষ্ক্রান্ত হলেন।[২]

নবম দৃশ্যে মদালসার প্রবেশ। একটি গান।[৩] মদালসা নিজের দুরবস্থার কথা স্মরণ করছেন। কুণ্ডলা সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এমন সময় আকাশবাণী হল— তের দিনের মধ্যে পাতালকেতুকে মেরে মদালসার স্বামী এখানে আসবেন। মদালসা পুনরায় তাঁর দুঃখ বেদনার কথা গানে জানাচ্ছেন। এমন সময় ঋতধ্বজ গান গাইতে গাইতে এলেন। তিনি পাতালকেতুর রাজ্যে এসে অবাক হয়ে গেলেন। নগর সৌন্দর্য তাঁকে বিস্মিত করলে। এখানে নগর বর্ণনার জন্য অদ্ভুত রসাত্মক গীত আরম্ভ হল। গান শেষে তিনি সৌধের উপরে গেলেন। মদালসাকে দেখে বিস্মিত হলেন। তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। 'এতচ্ছ্রুত্বা মদালসা মূর্চ্ছতি।' কুবলয়াশ্ব মূর্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কুবলয়াশ্বের মনে হল চাঁদ-চকোরে মিলন হল। এখন তিনি মদালসার দুঃখ অক্লেশে দূর করতে পারেন। কুণ্ডলা তখন মদালসার করুণ কাহিনী ঋতধ্বজের কাছে নিবেদন করলেন। কুণ্ডলা নিজেকে পুষ্করমালীর স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন। একদিন মদালসার সঙ্গে বনবিহার করার সময় পাতালকেতু তাঁদের হরণ করে নিয়ে আসে। এখন সে মদালসাকে বিবাহ করার উদ্যোগ করছে। ঋতধ্বজ পাতালপুরে আসার কারণ বললেন। কুণ্ডলা শুনে মদালসার জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্য মদালসার মুখে জল ছিটোলেন এবং তালপাতার পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। মদালসা জ্ঞান ফিরে পেয়েই প্রেমের অসীম মহিমা দেখতে পেলেন। কুণ্ডলা এঁদের মিলনের আগে বুদ্ধি করে তাঁদের কুলগুরু তুম্বুরুকে স্মরণ করলেন। তুম্বুরু গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করলেন। প্রথম কোণ হয়ে দ্বিতীয় কোণ দিয়ে তিনি এলেন। মদালসা-কুণ্ডলা তাঁকে দেখতে পেলেন। কুণ্ডলা তাঁদের দুঃখ বললেন। উদ্ধারপ্রার্থনা

১. 'সপ্তম সংবন্ধঃ'। ২. 'দবলন পিহাব। অষ্টম সম্বন্ধঃ'। ৩. এরপর নির্দেশ 'অবহথা'।

করলেন। মদালসাও ঋতধ্বজের সব বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। ঋতধ্বজ কি সত্যি পাতালকেতুকে মারতে পেরেছেন? তুম্বুরু বললেন ঋতধ্বজ শত্রুজিৎপুত্র। পাতালকেতুকে তিনি বধ করেছেন। আকাশবাণী সত্য। সুতরাং বিবাহের উদ্যোগ কর। এর পর 'মদালসা-কুবলয়াশ্বয়া বিবাহগীতং'। তারপর তুম্বুরু নিজ আশ্রমে চললেন, সঙ্গে কুণ্ডলা। যাবার সময় প্রথম কোণ হয়ে দ্বিতীয় কোণ দিয়ে এঁরা নিষ্ক্রান্ত হলেন। এবারে 'কুবলয়াশ্বমদালসয়োঃ শৃংগারঃ'। উভয়ে উভয়ের রূপ গুণের প্রশংসা করে গান গাইতে লাগলেন। কৌতুকে কিছুক্ষণ কাটাবার পর যখন ঋতধ্বজ রাজধানীতে ফিরে যাবেন ঠিক করছেন তখন 'সোহৈ রাগৈক তালেন তালকেতুস্প্রবিশতি'। তালকেতু তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে প্রবেশ করলে। 'ততস্তালকেতু কুবলয়াশ্বয়োর্যুদ্ধাবন্তঃ'। এ যুদ্ধ দেখে মদালসা ভয় পেয়ে গেলেন। ভয় পেয়ে মদালসা ভয়ানক রসের গান করলেন। তারপর তালকেতুর রৌদ্ররসের গান। তারপর বীভৎসরসের গান। তারপর 'কুবলয়াশ্ব মদালসা গীতেন নিস্‌সরতঃ'। কোণে গিয়ে ঋতধ্বজ নিজ রাজ্যের দিকে অঙ্গুলীসঙ্কেত করলেন। তারপর দ্বিতীয় কোণে। তালকেতুরাও প্রথম কোণে ও পরে দ্বিতীয় কোণ দিয়ে যেতে যেতে মায়া পেতে ঋতধ্বজকে পরাভূত করতে হবে ঠিক করলে।[১] রাজা সপরিবারে জমনিকা দিয়ে প্রবেশ করলেন। রাজার ডান বাহু রানীর বাম বাহু স্পন্দিত হচ্ছে। অতএব সুলক্ষণ। মদালসা-কুবলয়াশ্বের গান গাইতে গাইতে প্রবেশ। তারপর প্রথম কোণ দ্বিতীয় কোণ হয়ে কথা বলতে বলতে তাঁদের প্রবেশ। দূর থেকে ধবলগৃহ দেখা গেল। এঁরা দুজনে 'শত্রুজিচ্চরণে পততঃ'। শত্রুজিৎ দুজনকে দেখে খুব খুশী হলেন। কুবলয়াশ্ব তাঁর বৃত্তান্ত বললেন। পিতাপুত্র গানে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করলেন। রাজা কুবলয়াশ্বকে ধবলগৃহে বিশ্রাম করতে বলে তিনি অন্য ধবলগৃহে যাবেন বললেন।[২] তারপর 'সপরিবারো রাজাকুবলয়াশ্ব মদালসৈ তত্রৈব স্থাপয়িত্বা জমনিকাং দত্বা নিস্‌সরতি।' এর পর কুবলয়াশ্ব-মদালসার শৃঙ্গারগীতির নানা বৈচিত্র্য। দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তি।[৩] যথারীতি 'শরীরার্থ' গীত

১. 'অষ্টম সংবন্ধঃ।' ২. 'ধবলগৃহ' কয়েকটিই ছিল। ধবলগৃহ রাজাদের আমোদ আহ্লাদের স্থান। এর বর্ণনা, 'এহি ধওলহর এহি সরোবর, জলজ, নানা পুষ্প ফল।' ৩. 'আজি দ্বিতীয় দিবসক ভেল কিছু শরীরার্থ গাবইচ্ছী॥'

পাংচ ভুত মিলি কর এক রোল
পরমারথ নহি সুমঝহে ভোর॥
এহ শরণ দেএ লহ মোহি॥

তৃতীয় দিবস (অঙ্কে) আরম্ভ হল। প্রবেশ বলে কিছু নেই।[১] মদালসাকে প্রবোধ দিয়ে কুবলয়াশ্ব পিতৃবন্দনায় চললেন। প্রথম কোণ। দ্বিতীয় কোণ পরিক্রমণ করে কোতোয়াল ও কুবলয়াশ্বের নিষ্ক্রমণ। অতঃপর মদালসা-সখী সংবাদ। মদালসার বিরহগীতি। সখী লগনী গীত গেয়ে মদালসাকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর 'দ্বৈতসঙ্গীত'।[২] এঁরা ঠিক করলেন ধবলগৃহে রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। 'জমনিকা পট্টং দত্ত্বা মদালসা সখ্যৌ নিস্সরতঃ।' নবম দৃশ্যের সমাপ্তি।[৩]

মহাদেব পার্বতী কৈলাসে যাচ্ছেন। কৈলাসে এলেন। মহাদেব বললেন 'হে পার্বতি এহি কৈলাস স্থান বড় পুণ্যস্থল থনেক বিশ্রাম করু।'[৪] মহাদেব একটি গান গাইলেন 'ভবহি ভবানি।'

পার্বতীও একটি গান গাইলেন 'ঘর নহি সংবর।'[৫] এঁরা বিশ্রামে বসলেন। তারপর 'জমনিকা' স্থাপন করে প্রস্থান?[৬] তারপর 'মালব রাগ খর্জতি তালেন যমুনাতটে তালকেতুপ্রবিশতি।' কোণে থেকে রাক্ষসবৃন্দকে তালকেতু মায়া পেতে কুবলয়াশ্বকে পরাভূত করবে বললে। রাক্ষসবৃন্দ অনুমোদন করলে। দ্বিতীয় কোণে এসে রাক্ষসবৃন্দ তালকেতুকে ত্বরা করতে বললে। তালকেতু সায় দিলে। তারপর তারা যমুনাতট 'পাওল'। 'মায়া রচনা গীতি'। ঋতধ্বজের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবে না বলে তালকেতু মায়াতে ঋষিরূপ ধারণ করবে স্থির করলে। তারপর অবহট্ট[৭] ছড়া। কুবলয়াশ্ব প্রবেশ করলেন গান গাইতে গাইতে। কোণ থেকে দ্বিতীয় কোণে এসে ঋতধ্বজ তালকেতুর আশ্রমে এলেন কোতোয়ালের সঙ্গে। তালকেতু আশীর্বাদ করলে। তারপর যজ্ঞের কথা বলে দক্ষিণার অভাবের কথা বললে। কুবলয়াশ্ব দক্ষিণার জন্য সর্বস্ব দিতে চাইলেন। তালকেতু ঋতধ্বজের কঙ্কণ কণ্ঠভূষণ চাইলে। ঋতধ্বজ দিলেন। 'তালকেতুঙ্কঙ্কণ কণ্ঠভূষণে গৃহীত্বা জলং প্রবিশতি।'

১. এইটি কি পূর্বপ্রসঙ্গ চলছে বলেই? ২. এ গীতটির নাম 'কোবর'। ৩. 'নবম সম্বন্ধঃ।' ৪. 'মহাদেব দবলন ছুংহায় কৈলাস।' ৫. গানটি বোধ করি খুবই প্রসিদ্ধ। ৬. 'পরিক্ষেপন বিহার'। ৭. 'কশ্চিদুখায় রাক্ষসাধমঃ কথয়তি।'

প্রস্থান।[১] ঋতধ্বজ ও কোতোয়াল আশ্রমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন ভাবছেন। সকলে তা অনুমোদন করলে। তারপর 'জমনীপট্টং দত্ত্বা মায়াশালা কুবলয়াশ্বৌ নিস্‌সরতঃ।' দশম দৃশ্যের সমাপ্তি।[২]

একাদশ দৃশ্যে 'সপরিবারো রাজ জমনিকাং দত্ত্বা প্রবিশতি।' তাঁরা পুত্রের জন্য চিন্তিত। তালকেতু প্রথম কোণ হয়ে দ্বিতীয় কোণ দিয়ে আসবার সময় তার রাজদ্বারে কার্যসিদ্ধির ভাবনায় ভাবিত। সে রাজা শত্রুজিৎকে চরম দুঃখ দেবে—এই বলতে বলতে এসে পৌঁছল। দ্বারী সংবাদ দিল। ছদ্মবেশী তালকেতু রাজাকে আশীর্বাদ করে কুবলয়াশ্বের মৃত্যুসংবাদ দিলে। মদালসা শুনে ছটফট করতে লাগলেন। হে নাথ হে নাথ বলে মদালসা 'ভূমৌ পতিত্বা প্রাণং ত্যজতি।' রাজা-রানী নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে কিছু দার্শনিক উক্তি করলেন। মদালসার সৎকারের কথা ভাবছেন। এদিকে 'জমনীপট্টং দত্ত্বা মদালসা নিস্‌সরতি।' ছদ্ম ঋষি তালকেতুও 'কোরাব রাগ পরতালেন নিস্‌সরতি।' যেতে যেতে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে বলে খুব বড়াই করল। রাজা-রানী আবার পুত্রের মৃত্যু পুত্রবধূর মৃত্যুকে ভুলতে চাইলেন নানা তত্ত্বালোচনা করে। তাবপর 'জমনীপট্টং দত্ত্বা সপরিবারো রাজা নিস্‌সরতি।'[৩]

দ্বাদশ দৃশ্যে কুবলয়াশ্ব জমনীপট্ট দিয়ে মায়াশ্রমে প্রবেশ করলেন। তালকেতুর ফিরতে দেরী হচ্ছে। এমন সময় 'তুরীরাগ চে৺কতালেনামাশ্রমং প্রবিশতি মায়াঋষিঃ'। মায়াঋষি তালকেতু কোণ দিয়ে দ্বিতীয় কোণে এসে কুবলয়াশ্বকে বরুণকে সন্তুষ্ট করবার কথা বললে। কুবলয়াশ্ব গান গাইতে গাইতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। প্রথম কোণ। দ্বিতীয় কোণ দিয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে কোতোয়াল। এদিকে তালকেতুও কার্যসিদ্ধি করে সকলকে নিয়ে গান গাইতে নিষ্ক্রান্ত হল। মদালসার মৃত্যুতে তার খুব আনন্দ হয়েছে এ কথা সে রাক্ষসদের জানালে। এবং যথারীতি কোণ / দ্বিতীয় কোণ দিয়ে চলে গেল।[৪] ত্রয়োদশ দৃশ্যে সপরিবারে রাজা জমনিকা বস্ত্র দিয়ে প্রবেশ করলেন।[৫] কুবলয়াশ্ব

১. 'মায়াঋষি দবলন পিংহায়'। ২. 'দশম সম্বন্ধঃ'। ৩. 'একাদশ সম্বন্ধঃ'। ৪. 'দ্বাদশ সম্বন্ধঃ'। নিস্‌সরতি অথবা প্রবিশতি নাট্যনির্দেশ থাকলেও সেই মুহূর্তে দর্শকের আড়ালে / সামনে যাচ্ছে না / আসছে না। 'কোণ' / 'দ্বিতীয় কোণ' হয়ে সম্পূর্ণ গমন / প্রবেশ ঘটবে।
৫. ব্যতিক্রমে আছে। পাত্রপাত্রী বসে আছে মঞ্চ আলো করে। কোণ / দ্বিতীয় কোণ এখানে প্রয়োজন নেই। অন্যেরা এই সময় এলে / গেলে সেই প্রশ্ন উঠবে।

কোতোয়াল প্রবেশ করছেন। কোণ/দ্বিতীয় কোণে থাকবার সময় এঁরা নগরীর বিষাদাচ্ছন্ন রূপ দেখলেন। সুতরাং তাড়াতাড়ি করবার প্রয়োজন। কুবলয়াশ্ব মা-বাবাকে প্রণাম করলেন। তখন, 'সবিস্ময়ং রাজারাজ্ঞী আলিঙ্গন কএ মথা চুম্বন্নাহ্'।[১] কুবলয়াশ্ব তাঁর দেরীর কারণ বললেন। তখন 'রাজারাজ্ঞী, পরস্পর মুখ হেরি স্থগিত ভেল।'[২] শত্রুজিৎ সব বৃত্তান্ত বলে মদালসার প্রাণত্যাগের কথা জানালেন। এর পর কুবলয়াশ্বের বিলাপগীত। তিনিও প্রাণত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। একটি গীতে তিনি কাকণ্য প্রকাশ করলেন। আর একটি গীতে জানালেন, 'হমহু গলর থাএ তেজব পরাণে।' 'ইতি ভূমৌ পততি।' একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি দুর্জনের স্বভাবের কথা বললেন। দুর্জনের কাপট্যে সৎ-লোকের এ ধরনের বিলাপ করা উচিত নয়। ঋতধ্বজ প্রবোধ মানছেন না। মদালসা যখন তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে প্রাণত্যাগ করেছেন তিনিও তাহলে তাই করবেন। ব্রাহ্মণঋষি প্রাণত্যাগ করতে নিষেধ করলেন। তখন 'জমনীপট্টং দত্বা সর্বে নিস্‌সরন্তি।' ত্রয়োদশ দৃশ্যের সমাপ্তি।[৩]

চতুর্দশ দৃশ্যে কম্বল-অশ্বতরের এবং তাঁদের পরিবারবর্গের প্রবেশ। অসুর-বিনাশিনীর বন্দনা। কম্বলের দুই পুত্র মর্ত্যলোকে কৌতুক করতে গেলেন।[৪] কম্বল ইত্যাদি পুত্রদের মর্ত্যলোকে যাওয়ার জন্য খুশী হলেন। চতুর্দশ দৃশ্যের সমাপ্তি।[৫]

পঞ্চদশ দৃশ্যে 'জমনিকা' দিয়ে কুবলয়াশ্ব প্রবেশ করলেন। ব্রাহ্মণও আছেন। প্রবেশ করছেন নাগ কম্বলের পুত্রদ্বয়। কুবলয়াশ্ব নাগপুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করলেন। তিনি নাগপুত্রদের নিজের দুঃখের কথা বললেন। তিনি যে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করবেন না সেকথাও জানালেন। তারপর গানে তাঁর কষ্টের কথা জানালেন। নাগপুত্রেরা বললেন যা সৃষ্টি হচ্ছে তার বিনাশও আছে। সুতরাং ধৈর্য ধরতে হবে। গানেও তাঁরা সেই কথাই বললেন।[৬] এঁদের কথায় কুবলয়াশ্ব প্রাণত্যাগ করবেন না ঠিক করলেন। তখন 'নাগপুত্ৰৌ গীতেন নিস্‌সরতঃ'।[৭] মঞ্চে ব্রাহ্মণ-ঋতধ্বজ।[৮] ঋতধ্বজ অন্তঃপুরে থাকতে চাইলেন।

১. ভাষায় নাট্যনির্দেশ পাচ্ছি। ২. ভাষায় নাট্যনির্দেশ। ৩. 'ত্রয়োদশ সম্বন্ধঃ'। ৪. প্রথম কোণ/দ্বিতীয় কোণ আছে। ৫. কিন্তু প্রবেশের সময় দৃশ্যের উল্লেখ ছিল না। 'চতুর্দশ সম্বন্ধঃ'। ৬. 'নৃপ জগজোতিমল জোগরস ভাবে'। কবির ভনিতাতে যোগশাস্ত্রের প্রতি কৌতূহল দেখা যায়। ৭. কোণ / দ্বিতীয় কোণ উল্লিখিত। ৮. এখানে এঁদের উপস্থিতি আকস্মিক। 'প্রবেশ' নির্দেশ নেই। কিছু ছাড় গেছে ?

কম্বল-নাগিনী সংবাদ।[১] কম্বল শৃংগার প্রার্থনা করলেন। তারপর কম্বল-অশ্বতরের কথোপকথন। তাঁরা দুজনেই কিছুক্ষণ ধবলগৃহে থাকতে চাইলেন।[২] কুবলয়াশ্বও জমনিকা দিয়ে প্রস্থান করলেন।[৩] পঞ্চদশ দৃশ্যের সমাপ্তি।[৪]

ষোড়শ দৃশ্যে প্রবেশ করলেন কম্বল-অশ্বতর। নাগপুত্রেরা গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করলেন।[৫] তাঁদের কাছে মদালসার মৃত্যুর কথা জানতে পেরে কম্বলাশ্বতর বললেন যে তাঁরা মদালসাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারতেন যদি তাঁর দেহ থাকত, অথবা তাঁর ভস্ম পাওয়া যেত। যাই হোক এ বড কঠিন কাজ। তাঁরা প্লক্ষাবতরণ তীর্থে গিয়ে তপস্যা করবেন। দেখবেন কিছু করতে পারেন কিনা। গান গাইতে গাইতে কম্বলাশ্বতর চলে গেলেন। জমনীপট্ট দিয়ে নাগপুত্রেরাও প্রস্থান করলেন। ষোড়শ দৃশ্যের সমাপ্তি।

কম্বলাশ্বতর গান গেয়ে প্রবেশ করছেন। প্লক্ষাবতরণ তীর্থ। তপস্যার যোগ্য স্থান। সরস্বতীর বন্দনা শুরু। এখানে তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি,—'আজি তৃতীয়াঙ্ক ভেল, কিছু পরমেশ্বরীক স্মরণ করু।' এর পর একটি মাতৃবন্দনা।[৬]

চতুর্থ অঙ্ক ('অথ চতুর্থ দিবসে') সেই প্লক্ষাবতরণ তীর্থস্থান। কম্বলাশ্বতর সরস্বতীবন্দনা আরম্ভ করলেন। তখন 'প্রবিশতি বিমানেন সরস্বতী', আর দুই ভাই 'ভক্ত্যা সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণমতঃ।' তারপর সরস্বতী স্তুতিগীতে সন্তুষ্ট হয়ে বর মাগতে বললেন। ভক্ত দুজন সবস্বতীর চরণকমল দেখেই সন্তুষ্ট। সরস্বতী আবার তাঁদের বর চাইতে বললেন। তখন তাঁরা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নৃত্যগীতবাদ্য ইত্যাদির করণ-কৌশল শিখিয়ে দিতে বললেন। সরস্বতী সেই বর দিলেন। 'ইত্যুক্ত্বা দেবী তেনৈব বিমানেনান্তর্ধানং করোতি ॥' কম্বলাশ্বতর কোণ / দ্বিতীয় কোণ দিয়ে কৈলাসে চললেন মহাদেববন্দনার জন্য। এখানে সপ্তদশ সম্বন্ধঃ।

অষ্টাদশ দৃশ্যে মহাদেব প্রবেশ-গীত। 'ভগত কারণে হমে দেল পরবেশে'।[৭] মহাদেব-পার্বতী সকলকে নিয়ে বসলেন। এমন সময় 'কম্বলাশ্বতরৌ গৌডামালব

১. এখানে নাট্যনির্দেশ আছে 'কংবলাশ্বতরৌ জমনিকাং দত্ত্বা প্রবিশতি ।। দবলন দুংহায় ।। অশ্বতর পিংচ্ছোয় ।। কোণ জাযা।' ২ দুইজন=কম্বল-নাগিনী ? না, কম্বল-অশ্বতর ? ৩. কুবলয়াশ্ব কি তাহলে এতক্ষণ মঞ্চে ? মঞ্চনির্দেশে কিছু গোলমাল আছে। ৪ 'পংচদশ সংবংধঃ।' ৫. 'কোণ / দ্বিতীয় কোণ'। ৬ 'ইতি তৃতীয় দিবসে'। ৭. গান শেষে নাট্যনির্দেশ 'মহাদেব পরিক্ষেপণ দুংহায়।'

রাগ পরতালেন প্রবিশতঃ'। কোণ / দ্বিতীয় কোণ হয়ে এরা এলেন। হরগৌরীকে প্রণাম করলেন। তাঁরা একের পর এক গানে হরগৌরীকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন। এখানে ইতি 'চতুর্থ দিবসে'।[১]

মহাদেব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বর দিতে চাইলেন। তখন তাঁরা মদালসার উৎপত্তি প্রার্থনা করলেন। মহাদেবও বললেন এ কঠিন কর্ম। যাই হোক তিনি কম্বলকে বললেন বাড়ী গিয়ে তিনি যেন মদালসার উৎপত্তির জন্য এক 'পার্বণ' করেন। মদালসার কামনা করে তিনি যেন মধ্যম ফণায় পিণ্ড ভোজন করেন। 'তদুত্তর তোহরা মধ্যম ফণা সঞো নিশ্বাসে মদালসা উৎপন্ন হোইত্তি।' কম্বলাশ্বতর প্রণাম করে বাড়ী রওনা হলেন। মহাদেব-পার্বতীও নিষ্ক্রান্ত হলেন। এখানে অষ্টাদশ দৃশ্য শেষ।

ঊনবিংশ দৃশ্যে নাগপুত্রদ্বয়ের জমনিকা দিয়ে প্রবেশ। তাঁদের পিতা আসছেন না কেন, এজন্য তাঁরা উদ্বিগ্ন। এমন সময় নাগরাজদ্বয়ের প্রবেশ। পিতা পুত্রের সাক্ষাৎ হল। কম্বলাশ্বতর পুত্রদ্বয়কে রাজপুত্র ঋতধ্বজকে আনতে বললেন। দুই পুত্র চলে গেলেন। তারপর মহাদেবের নির্দেশমত কম্বল অশ্বতরকে পিণ্ডদান করতে বললেন। কম্বল পিণ্ড খাওয়ার পর তাঁর নিশ্বাসের সঙ্গে এক কন্যা উৎপন্ন হল। তাকে গুপ্তস্থানে রাখা হল। জমনীপট্ট দিয়ে উভয়ে চলে গেলেন। ঊনবিংশ দৃশ্যের সমাপ্তি।

জমনীপট্ট দিয়ে কুবলয়াশ্বের প্রবেশ। নাগপুত্রেরা আসছেন না দেখে চিন্তিত। নাগপুত্রেরা প্রবেশ করলেন। তাঁরা কুবলয়াশ্বকে নাগপুরে আমন্ত্রণ জানালেন। কুবলয়াশ্ব তাঁদের সঙ্গে যেতে রাজী হলেন। 'গৌরীরাগেণ চোকতালেন কুবলয়াশ্বনাগপুত্রৌ নিস্‌সরতঃ।' গোমতী নদীর কাছ দিয়ে তারা নাগপুরে চললেন। এখানে বিংশতিতম দৃশ্যের সমাপ্তি।

একবিংশতি দৃশ্যে কম্বলাশ্বতর সপরিবারে প্রবেশ করলেন। ঋতধ্বজকে গ্রহণ করবার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন। মদালসাকে 'কপড়ঘরে' লুকিয়ে রাখা হল। নাগপুত্র এবং ঋতধ্বজ প্রবেশ করলেন। এঁরা সকলেই নাগরাজদ্বয়কে নমস্কার করলেন। কম্বল এঁদের স্নান ভোজন করতে বললেন। ষোড়শো-পচারে ঋতধ্বজের আহারের ব্যবস্থা হল। ঋতধ্বজ এত আয়োজন দেখে

১. চতুর্থ দিবসের ব্যাপার খুব দীর্ঘ নয়। লক্ষণীয় 'চতুর্থ অঙ্ক ভেল' এ কথাও নেই।

লৌকিকতা করে বললেন তাঁর নিজের বাড়ী এবং এ বাড়ীতে কোনো তফাৎ নেই।[১] কম্বল বললেন তুমি ইষ্টবস্তু মাগ। নাগপুত্র তখন কুবলয়াশ্বের স্ত্রী মদালসাহরণের করুণ কাহিনী শোনালেন। এবং পিতাকে বললেন যদি কুবলয়াশ্ব মদালসা ফিরে পান তবেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। কম্বল বললেন এ অসম্ভব কার্য। কেবলমাত্র মায়ার দ্বারা এ সম্ভব। কুবলয়াশ্ব মায়া-মদালসাই দেখতে চাইলেন। তখন কম্বল অশ্বতরকে 'কপড়ঘর' থেকে মদালসাকে বার করতে বললেন। মদালসাকে দেখে কুবলয়াশ্ব 'হস্তে গ্রহীতুমিচ্ছতি'। কম্বল 'মায়া মদালসা' স্পর্শ করতে বারণ করলেন। কুবলয়াশ্ব মূর্ছা গেলেন। কম্বল সান্ত্বনা দিলে কুবলয়াশ্ব গান ধরলেন 'ভল ভল কুদিবস গেলা।' কম্বলও গানে জানিয়ে দিলেন যে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে মদালসাকে পাওয়া গেছে। এ মায়া-মদালসা নয়। তারপর মদালসাকে সমর্পণ করলেন। কুবলয়াশ্ব-মদালসা নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন। কোণ / দ্বিতীয় কোণে যেতে যেতে এঁরা পূর্বকথা স্মরণ করলেন। তারপর নাগরাজ সপরিবারে প্রস্থান করছেন। এখানে 'একবিংশতিতমঃ সম্বন্ধঃ।'

দ্বাবিংশ দৃশ্যে শত্রুজিৎ সপরিবারে উপস্থিত। পুত্রের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন রাজা। এমন সময় কুবলয়াশ্ব-মদালসার প্রবেশ। কোণ / দ্বিতীয় কোণ হয়ে কুবলয়াশ্ব-মদালসা রাজধানীতে মা-বাবার কাছে ফিরে আসছেন বলে আনন্দ প্রকাশ। মদালসার সনাথ হবার জন্য আনন্দ। তারপর তাঁরা মা-বাপকে প্রণাম করলেন। তারপর কুবলয়াশ্ব বললেন নাগরাজ বার বছর প্লক্ষাবতরণ তীর্থে সরস্বতীবন্দনা করে গানবিদ্যা শিখে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে মদালসাকে উৎপন্ন করেছেন এবং সেই মদালসাকে তিনি পেয়েছেন। রাজা 'উৎসাহ গীত' গাইলেন। পুত্র-পুত্রবধূকে ধবলগৃহে থাকতে বলে নিজেরা অন্য ধবলগৃহের দিকে রওনা হলেন। এখানে কুবলয়াশ্ব-মদালসার সখীর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হল। সখী গান গাইলে। তারপর তাঁরা আলেখ্য দর্শন করতে লাগলেন। 'নীল হরিত পীত সিত কত রঙ্গে / নিজ করে লিখু জনি জতনে অনঙ্গে ॥' কুবলয়াশ্ব-মদালসার শৃঙ্গারগীত। এমন সময় 'ততঃ প্রবিশ্য প্রহাসিকা মদালসাঙ্গে হস্তং দদাতি, কুবলয়াশ্বঃ প্রমাদাৎ প্রহস্তং গৃহ্লাতি।' প্রহাসিকার সঙ্গে কুবলয়াশ্বের রসালাপ। (হাস্যরসের জন্য এই চরিত্রের

১. এসব উক্তিতে সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা ধ্বনিত।

অবতারণা। প্রহাসিকার বড়াগ্নির মত রূপ)।[১] এই রস নিয়ে কিঞ্চিৎ কৌতুক। 'ততপ্রহাসিকা গলহস্তেন নিস্‌সরতি।' তারপর কুবলয়াশ্ব-মদালসা বাপ-মাকে নমস্কার করতে চাইলেন।[২] কোণে / দ্বিতীয় কোণে। দ্বাবিংশতিতম দৃশ্য শেষ।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্যে রাজারাজ্ঞী জমনিকা দিয়ে প্রবেশ করলেন। কুবলয়াশ্ব-মদালসার প্রবেশ। রাজা পুত্র-পুত্রবধূকে দেখে নানা কথা বলে 'শান্তিরস গীত' গাইলেন। আরও একটি 'শান্তিরসগীত'। তারপর মাতাপিতাবন্দনা। দেবতাবন্দনা। ভবানীবন্দনা। 'এ নাট্যে ভবানী শঙ্কর প্রীত হোঅথু, শ্রীশ্রীমহারাজ জয়জগজ্জ্যোতির্মল্লদেবকা উত্তরোত্তর পুত্রপৌত্রাদি সপ্তাঙ্গ রাজ্যলক্ষ্মী বলবাহনাদি সমৃদ্ধিরস্তু।' তারপর আরাত্রিক গীত। ত্রয়োবিংশতিতম দৃশ্যের সমাপ্তি। তারপর সমগ্র নাট্যের সারসংকলন।

১১। নাট্যপ্রকরণ

মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটক ও ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটক দুটির আরম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোক আছে। নাটকের মঙ্গলাচারণ শ্লোকের নাম 'ভিত্তি শ্লোক'। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে অবশ্য এক ছত্রে অর্ধনারীশ্বর শিবের বন্দনাও পাই। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে নাট্যপদ্ধতিক্রমের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 'প্রথমতঃ পদ্ধতিক্রমেণ নৃত্যারম্ভে রঙ্গভূমিপূজাদি সর্বং কর্তব্যম্॥ তদনন্তরং তালধরগায়নতত-বিততাদিবাদ্যযুক্তবাদকৈর্বামস্বরানুসারেণ বামপাদং প্রথমতো দত্ত্বা মূলমূর্চ্ছার্থ রংগং প্রবিশ্য সাধিতাঞ্জনেন তিলকং কর্তব্যম্॥ ততস্তালত্রয়ং দত্ত্বা বাদ্যং বাদয়িত্বা দেবতাবন্দনং কর্তব্যম্॥ ততো নান্দীগীতং গাতব্যম্॥ তদ্যথা॥' এসব নাটকে গান বাজনার যে বিস্তৃত ভূমিকা ছিল এই বিবরণ থেকে তা জানতে পারি। একটি গানের পর 'জমনিকা' (যবনিকা) রেখে অথবা খাটিয়ে ডান হাতে, জ্ঞান মুদ্রা করে, জমনিকাপট্ট ছুঁয়ে সূত্রধার নান্দীশ্লোক পড়বে। এখানে একটি দেবীবন্দনা আছে। তারপরই মহাদেববন্দনা শ্লোক। এর পর সূত্রধারের প্রবেশ। তিনি একটি গান ('গণপতি মনে গণি ভজিলো চরণে') ও একটি শ্লোক পাঠ করে ফুলের মালা ছুঁড়ে ফেলে ফেলে (গানের) কথানুসারে

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
২. 'দবনল'।

নাচবেন। তারপর নেপথ্যের দিকে চেয়ে 'প্রিয়ে এদিকে এখন' বলবেন। রাগবাদ্য শব্দ হতে হতে নটীর প্রবেশ। নটী বলবেন 'কি কাজ আজ্ঞা করুন।' সূত্রধার বলবেন এখানে সজ্জনরা মিলিত হয়েছেন ভগবতীর মহোৎসব উপলক্ষে। নটীর প্রশ্ন 'কোন্ রাজা?' তখন সূত্রধার রাজপুরীর বর্ণনা দেবেন ('সোর-হ দুবারহি পুরল পগারে')। তারপর রাজ বর্ণনা ('রঘুকুল বিমল কমল পরগাস')। বংশমণি এর পরই নেপালের মল্লরাজাদের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য অন্যান্য নাটকে বংশাবলীর এরকম বিস্তৃত বর্ণনা নেই। যাই হোক নটী মল্লরাজাদের খ্যাতি শুনে সন্তুষ্ট হলেন। তারপর বললেন 'ঐ মহারাজাধিরাজ কাব্যগান্ধর্বকলাশাস্ত্রনীতিনিপুণ, অতি বিদগ্ধ কওন অভিনয় অনুরক্ত, হোএতাহ্'। সূত্রধার চিন্তা করে বললেন 'মৈথিল ভারদ্বাজ গোত্র কবিপণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্রশর্মপুত্র শ্রীবংশমণি উঝাএে কএল, জে মোএে কহিঅএলাহু, তহ্নিহি কুবলয়াশ্ব মদালসাক চরিত্র নাম নাটক সে নাচহ।' নটী বলছেন 'ঐ উত্তম অবলিম্বে ই পাত্র কাচ্ছএ।'[১] তারপর রাজ আদেশের কথা এবং রাজাজ্ঞায় নাট্যাভিনয় যেন ভালভাবে হয় তার জন্য সূত্রধার যত্ন নেবেন এই ঘোষণা করে নিষ্ক্রমণ করলেন। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে এর পর প্রথম সম্বন্ধঃ অর্থাৎ দৃশ্য শেষ হয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র একটি ক্রোড়াঙ্কে মহাদেব পার্বতী নন্দীভৃঙ্গী এবং প্রমথগণের প্রবেশ দেখতে পাই। পার্বতীর বরদায়িনী রূপের পরিচয় এই অংশে দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষুদ্র দৃশ্যটিকে বিষ্কম্ভক বলা যেতে পারে।

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে নাট্যপদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা নেই। মহাদেব-বন্দনার পরই সূত্রধারের প্রবেশ ('প্রথমহি সুতরধার পরবেশে')। তারপর গণেশবন্দনা। এর পর নটীকে আহ্বান। সূত্রধার এবং নটীর সংলাপ সংস্কৃত-ভাষায় পাচ্ছি। সূত্রধার এবারে নাট্যোৎসবের কারণ বলছেন। 'ললিত-পট্টনাধিপতি শ্রীমহারাজাধিরাজেন শ্রীমচ্ছ্রীলোকনাথ প্রীত্যর্থমপৌর্বিক, সুবর্ণ-প্রণালীনির্মিতা তৎপ্রতিষ্ঠাযাত্রাপ্রসংগেনৈবামরাপুর্যাং সরসনৃত্যমেকং কারয়।' এর পর একটি সংস্কৃত শ্লোকে এবং ভাষাগানে রাজপুরীর বর্ণনা পাই।

১. 'সেকালে…নৃত্যাভিনয় দুই রকমের ছিল—পাত্র নৃত্য ও প্রেরণ নৃত্য। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে [পাত্র নৃত্যকে] কাচ ও ('পাত্র কাচ্ছ') বলা হইয়াছে এবং নাট-গীতে কোন পাত্রের বেশ গ্রহণকে বলা হইয়াছে কাচ কাচা। কাচ < কৃত্য (অর্থাৎ যাহাতে উপযুক্ত সাজগোজ করিতে হয়)'।—শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বার্ধ।

তারপর লোকনাথবন্দনা। তারপর রাজবর্ণনা। রাজা শ্রীনিবাসের সংক্ষিপ্ত বংশাবলীর উল্লেখ এখানে আছে। এরপর নটী আজ কোন্ নাটক হবে প্রশ্ন করলে সূত্রধার বলছেন 'ঋতধ্বজঃ ক্ষত্রিয়বাহুবলাঃ মদালসোৎপত্তিকথাসমেতং / শম্ভোশ্চরিত্রং পরমং পবিত্রং তৌর্যত্রিকেন প্রকটীকরোমি।' এর পর নটী একটি গানে ('মদালসা উতপতি নৃতে করাইতে') নাটকের প্রসংগ বললেন। এখানেই প্রথমে দৃশ্যের (লূ) শেষ।

দুটি নাটকেরই সূচনা-অংশ সংস্কৃত নাটক অনুযায়ী। সংলাপে, শ্লোকে সংস্কৃতের বিস্তার। নেপালে প্রাপ্ত দ্বিতীয় পর্বের নাটকের আরম্ভ মোটামুটি এই রকমের। রাজপুরীর এবং রাজবর্ণনা সব নাটকেই পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও কোথাও দেশবর্ণনাও পাই। কুঞ্জবিহার নাটকেও সূত্রধারের প্রবেশ এবং মহাদেববন্দনা পাই। সূত্রধার প্রস্থান করবার সময় বলে যাচ্ছেন 'কুঞ্জবিহার হরি সাজ রে / গোপা সবে হরখিত আজ রে'।[১]

তৃতীয় পর্বের নাটক কাশীনাথকৃত বিদ্যাবিলাপে সূত্রধারের প্রবেশের পর একটি ভাষা গান এবং পরে 'পুষ্পাংজলি শ্লোক'। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে 'পুষ্পং ক্ষিপ্ত্বা' আছে।[২] কৃষ্ণদেবকৃত মহাভারত নাটকে নান্দীশ্লোক এবং নান্দীগান পাই (গৌরী-শোভিত-তনু ফণিপতি হারে। / শশধর শেখ(ষ)র সুরগণ সারে॥)। তারপর সূত্রধারের প্রবেশ, একটি গান এবং 'পুষ্পাংজলি শ্লোক'। গণেশের রামচরিত্র নাটকেও সূত্রধার এবং নটীর উপস্থিতি দেখতে পাই। সূত্রধার সঙ্গীত তাল ইত্যাদির উল্লেখ করে ভগবতীর বন্দনা করছেন। ধনপতির মাধবানল-কামকন্দলাতে সূত্রধার-নটীর উপস্থিতি দেখি। আবার ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের মত সূত্রধার-নটী প্রস্থান করলে মহাদেবাদির প্রবেশ ('নটসদন হর ত্রিভুবননাথ / পরবেশ দেল লয় নিয়গণ সাথ॥')।

১. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, পরিচয়, 'একখানি প্রাচীন নাটক'।
২. নন্দিকেশ্বরের অভিনয়দর্পণে আছে

> বিঘ্নানাং নাশনং কর্তুং ভূতানাং রক্ষণায় চ।
> দেবানাং তুষ্টয়ে চাপি প্রেক্ষকাণাং বিভূতয়ে ॥ ৩৩ ॥
> শ্রেয়সে নায়কস্যাত্র পাত্রসংরক্ষণায় চ।
> আচার্যশিক্ষাসিদ্ধ্যর্থং পুষ্পাঞ্জলিমথারভেৎ ॥ ৩৪ ॥

এসব নাটকে রাজপুরী এবং রাজবর্ণনা অবশ্যই আছে। বিদ্যাবিলাপে পাই

রঘুকুল-কমল-প্রকাশন ভূপে।
অবতরু দিনমণিরূপে ॥
নৃপ ভূপতীন্দ্র মল্ল মদন-সুসাজ।
মহিমণ্ডল-যুবরাজ ॥

রাজপুরী কিরূপ ?

সুরপুর তহ ভল তুহিনগিরিক লগ
অচ্ছ ভগতাপুরি নামে ॥
ওতহি নীতি-নাটক রসভাব ॥ ধ্রু ॥
বেদপুরাণ ধুনি করয় পণ্ডিতজন
দেখইতে বড় অভিরামে ॥

মহাভারত নাটকে পাই রাজবর্ণনা

তরনিকুলমণি ভূপতীন্দ্ররাজে
মদন-অধিক-রুচি অনুপম সুন্দর
উগল ধরণি দ্বিজরাজে ॥ ধ্রু ॥

দেশবর্ণনা এই রকম

ভগত নগরবর
রুচির মনোহর ওতয় ভগবতি ধাম।
ভুবন বিদিত পুর
অনুপম মন্দির
বসয় সুজন অভিরাম॥
সুরবরনগর-সমান-সুন্দর ॥ ধ্রু ॥

গণেশের রামচরিত্রের রাজবর্ণনা

বিদিত ধরাপতি
মল্ল শ্রীরণজিত
সুন্দর করেন বিলাসে।
বিশ্বলক্ষ্মিমিসুত
গুণ-গুণ-সাগর
যার যশ নিখিল প্রকাশে ॥

দেশবর্ণনা

জগতাপুরি(ল)নে শোভা দেখিয়া অমরাবতি
লা(বা)জে তেজিয়া গেলা সুরধাম।
সুনো প্রভু সে দেশ বড়ো অভিরাম ।। ধ্রু ।।

মাধবানল-কামকন্দলাতে রাজবর্ণনা আছে, দেশবর্ণনাও পাই।[১]

রামভদ্রের 'গোপীচন্দ্র নাটকে' সূত্রধারের প্রবেশ দেখতে পাই না। কিন্তু ললিতাপুরীর বর্ণনা রাজা গোপীচন্দ্রের মুখে শুনতে পাই

কৈলাস ইতর ললিতাপুরী [ই জে]
সংবর রিপু অরি সিদ্ধি-নরহরি-রাজে
অনুপম লেখিমা গিরিরাজ সমানে
তে দরশ ধনে প্রজা প্রথম সমানে ।।[২]

পূর্বরঙ্গের এই বিস্তৃত রূপ সব নাটকে একই রকম নয়। ভূপতীন্দ্রমল্ল ও রণজিতমল্লের সময়ে অভিনীত নাটকে পূর্বরঙ্গের জটিলতা কমে গিয়েছিল মনে হয়। সংস্কৃত নাটকে সূত্রধার অথবা স্থাপককে দিয়ে এরকম রাজবর্ণনা বা দেশবর্ণনা করানো হয় না। নান্দীশ্লোকও মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে সূত্রধারের দ্বারা উচ্চারিত হচ্ছে। ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে মঙ্গলাচরণ শ্লোক কে পাঠ করলেন জানা যাচ্ছে না। অবশ্য নেপথ্য থেকে সূত্রধার কিংবা অন্য কেউ এই মঙ্গলাচরণ শ্লোক পাঠ করে থাকতে পারেন। সংস্কৃত নাটকে সেই রকম ব্যবস্থাই দেওয়া হয়।[৩]

ভাষা নাটকের অভিনবত্ব দেখা দিল পাত্রপাত্রীর প্রবেশে এবং আত্ম-পরিচয় দানে।

রামভদ্রের 'হরিশ্চন্দ্র নৃত্য' নাটকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশবার্তা গানে পাই সেই সঙ্গে তার পরিচয়ও

১. ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' গ্রন্থ থেকে সূত্রধারনটী-প্রসঙ্গ, রাজবর্ণনা, দেশবর্ণনা সংগৃহীত।

২. শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, গোপীচন্দ্র নাটক, পৃ ২। শ্রীসুকুমার সেন মনে করেন রাজা 'রাজবেশী সূত্রধার'। দ্রষ্টব্য, শ্রীসুকুমার সেন, 'নট, নাট্য নাটক।

৩. A. B. Keith, The Sanskrit Drama, pp 339-344

রাজা হরিশ্চন্দ্র দিল পরবেশ।
জাক-মনহু ন পাপ কলেশ॥
ধরম ছাড়ি অধরম নাহি জান।
আতমা সহিত পুত বহু দান॥
সূর্যবংশ জনম রঘুবংশ।
জনি অবতরু নারায়ণ অংশ॥

তারপর রাজা হরিশ্চন্দ্র সংস্কৃতে আত্মপরিচয় দিচ্ছেন। তা এই রকম

সমস্ত পৃথ্বীপতিরগ্রগন্তা
যুদ্ধে ধনে শ্রীদশমোঽহতিদাতা।
গুণেন বাচা যশসাদ্বিতীয়ঃ
সোঽহং হরিশ্চন্দ্র ইহাগতোঽস্মি॥

এহি ভূমণ্ডল মধ্যে সমুদ্রাবধি রাজ্য প্রতিপালন করিয়া থাকিলেন হমর সমান পুণ্যবন্ত দাতা রাজা কোন আছে।

হরিশ্চন্দ্রপুত্র রোহিদাসও এভাবে আত্মপরিচয় দিচ্ছেন। রানীর আত্মপরিচয়ও অনুরূপ। মুদিত-কুবলয়াশ্ব ও ললিত-কুবলযাশ্ব নাটকেও পাত্রপাত্রীর প্রবেশ ও আত্মপরিচয়দান এভাবেই ঘটেছে। নৃপতি শত্রুজিৎ-প্রবেশবার্তা একটি গানে পাই। 'নৃপতি শতুরজিতে দেল পরবেশ' (মু, কু)। আরও একটি গান গেয়ে তিনি আত্মপরিচয় শেষ করলেন। পরে বললেন 'হে প্রিয়ে এহন রাজা মোএ শত্রুজিৎ' (মু, কু)। তারপর একটি সংস্কৃত শ্লোকে তিনি আরও কিছু নিজের গুণাবলীর কথা বললেন। রানী, কুবলয়াশ্ব, মন্ত্রী, কোতোয়াল সকলেই সংস্কৃত শ্লোকে আত্মপরিচয় শেষ করলেন। যে-কোনো নূতন চরিত্রের অবতারণা করা হলে তার পরিচয় কর্তব্য। ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকেও একই রকম ভাবে প্রবেশবার্তা এবং পরিচয়জ্ঞাপক শ্লোক দেওয়া আছে। 'নৃপতি শতুরজিত দেল পরবেশ। / রানী-রাজসুত সখী সহিত সুবেশ।' তারপর রাজা শত্রুজিৎ সংস্কৃত শ্লোকে আত্মপরিচয় দিলেন। 'সর্বলোকসমতাবিধায়কঃ ক্রূরকর্মকৃত দুর্জনান্তকঃ। / সামদানভেদতার্কিকঃ শত্রুজিন্নৃপতিরেষ ধার্মিকঃ।' পরবর্তীকালের নাটকে সংস্কৃত শ্লোক নেই। কিন্তু প্রবেশে ও আত্মপরিচয়ে পূর্ববর্তী নাটকের রীতিই অনুসৃত। যেমন বিদ্যাবিলাপ নাটকে পাই 'গুণসাগরাদিপ্রবেশ॥' তারপরই গানে পরিচয়জ্ঞাপন

কহুর ॥ একতালি ॥

সাগরতুলগুণ গুণক নিধান।
বিদিতভুবনতর কেও নহি আন ॥
কলাবতি প্রিয়া সংগে কবব প্রবেশ।
অনুপম অচ্ছ মোর রত্নাপুরী দেশ ॥

ঐ নাটকেই আছে 'বীরসিংহরাজাদি প্রবেশ।' তারপর পরিচয় 'প্রবল নরাধিপ উজ্ঞায়িনী ভূপে। / প্রবেশ করল হমে (সে) সে(ম)সরূপে ॥' মহাভারত নাটকের প্রবেশ বর্ণনা উদ্ধার করি। 'ধৃতরাষ্ট্রাদি সর্বে প্রবেশ।' এর পর গান

নরপতি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারি সহিতে, ভীষ্ম উদারে।
পাণ্ডু বিদুর প্রবীণে, নয়বিদ সংজয় গুণক অধারে ॥
শশিতুল মোর যশ, পুরল দিগন্ত ধবলিত ভেল।
সবে ত্রিভুবন রাজা, প্রতাপতাপিতবিপু, চহুদিশ গেল ॥
সব মিলি, নটগৃহ কক পবেবেশ, রহব সুসাজে।
কুন্তি-মাদ্রি-সংযুত, শকুনি সুবীর, ভূপতীন্দ্র কহ কী আন রাজে ॥

এঁরা যে সমবেত হয়ে প্রবেশ করতেন তার ইঙ্গিত পাচ্ছি 'রহব সুসাজে' উক্তিতে। সাজ-সজ্জার উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হত। যেমন, ব্যাস বলছেন 'নটনভূমি এহে রহব সুবেশ', 'ভেতব ততয় সুবেশ।' রঙ্গমঞ্চকে নটঘব রংগভূমি নটনভূমি বলা হত। রামচরিত্রে আছে 'নটন-ভবন অবে, দিলেন প্রবেশ। / পরিধান সুবসন সুললিত বেশ।' অথবা 'রংগভূমি, দশরথ দিলেন প্রবেশ। / প্রবল নৃপতি মানে জাহার নিদেশ ॥ অন্যত্র 'তনুহি অতনুতুল গোবিন্দ চন্দ। / পরবেশ ময় নট-ভবন সানন্দ' (মাধবানল-কামকন্দলা)।[১] এখন, পাত্রপাত্রীর এই প্রবেশবার্তা ও আত্মপরিচয়জ্ঞাপন কে দিতেন। ক্রিয়াপদগুলি প্রথম পুরুষে আছে। আবার উত্তম পুরুষেও পাই। যতদূর বুঝি এসব উক্তি পাত্রপাত্রীরই। যদি পুতুলনাচ হয় তবে এসব উক্তি অধিকারীরও হতে পারে।

১. বংশমণির মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে অবশ্য সংস্কৃতে প্রবেশ-প্রস্থানের উল্লেখ আছে। যেমন 'কুবলয়াশ্ব মদালসো মালব রাগ একতালেন প্রবিশতঃ।' 'রাজা রাজ্ঞী গীতেন নিস্ক্রান্তঃ।' কিছু নাট্যনির্দেশও আছে সংস্কৃতে 'কুবল(য়া)শ্ব মদালসা মাতা পিতরৌ প্রণমতঃ ॥ পিতা, পুত্র মদালসা রাজ্ঞী, পরস্পরং অঙ্গমলিকাং কুর্বন্তি।'

সংস্কৃত নাটকের মত ভাষা নাটকেরও অঙ্কসংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। কোনো নাটক তিন অঙ্কে কোনো নাটক পাঁচ অঙ্কে আবার কোনো নাটক তেইশটি অঙ্কে সমাপ্ত। তেতাল্লিশ অঙ্কের রামায়ণ নাটকের উল্লেখ করেছেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে অঙ্ক অর্থে 'দিবস' পাচ্ছি। দৃশ্য অর্থে 'সম্বন্ধ'। প্রথম দিবসে সাতটি সম্বন্ধ। দ্বিতীয় দিবসে 'অষ্টম সম্বন্ধ' দুটি দৃশ্যে বিভক্ত হয়েছে। সম্ভবত দ্বিতীয়টি নবম হবে। তৃতীয় দিবসে আটটি সম্বন্ধ। চতুর্থ দিবসে দুটি সম্বন্ধ। পঞ্চম দিবসের উল্লেখ নেই। কিন্তু পঞ্চম দিবস থাকা সম্ভব। পঞ্চম দিবসে পাঁচটি সম্বন্ধ। পুথির শেষে বংশমণি 'ততস্ত-ন্নাটকস্যানুক্রমণিকা কথ্যতে' বলে দৃশ্য অঙ্কের সারসংকলন করেছিলেন। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে 'নেওয়ারি' নির্দেশ 'লূ'ও পাওয়া যায়। 'লূ'র আলোচনা পরে করছি। ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটক তিন অঙ্কে সমাপ্ত। 'মোহনি সাধন তীনি আঁক নৃত্য করে / শংকর তনয় রামভদ্র দ্বিজবরে ॥' দৃশ্য অর্থে 'লূ' ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। প্রথম অঙ্কে সাতটি লূ। প্রথম লূ সংখ্যাবিহীন। দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি লূ। তৃতীয় অঙ্কে ছয়টি লূ। গোপীচন্দ্র নাটকও তিন অঙ্কে (?) সমাপ্ত। প্রথম অঙ্কে এগারোটি লূ, দ্বিতীয় অঙ্কে লূ'র উল্লেখ নেই। প্রথম অঙ্কের পর কিছু দৃশ্য লূ'র উল্লেখ ব্যতিরেকেই এগিয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ লূ আরম্ভ হয়েছে। মধ্যবর্তী অংশটি দ্বিতীয় অঙ্ক হওয়া সম্ভব। তৃতীয় অঙ্কে লূ ছয়টি।

পাটনে যে সব নাটক লেখা হয়েছিল কেবল সে সব নাটকেই দৃশ্য অর্থে 'লূ' ব্যবহৃত হয়েছে এ কথা ঠিক বলে মনে হয় না।[১] কেননা মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটক ভাতগাঁও-এ লেখা হয়েছিল। সে নাটকেও 'লূ' মেলে। এখন পরবর্তীকালে যে সব নাটক পাই সেগুলিতে 'লূ'র উল্লেখ নেই। বিদ্যাবিলাপে অঙ্ক এবং দিবস দুই-ই পাই। সম্ভবতঃ দিবস ও অঙ্ক একই অর্থে প্রযুক্ত। মহাভারত নাটকেও দিবস ও অঙ্ক পাই। রামচরিত্র নাটকে খণ্ড আছে। খণ্ড অর্থ অঙ্ক হওয়া সম্ভব। মাধবানল-কামকন্দলা নাটকে অঙ্ক এবং দিবস দুই-ই পাই। এখানেও অঙ্ক দিবস একই অর্থে প্রযুক্ত। প্রবোধচন্দ্র বাগচী রামায়ণ নাটক সম্বন্ধে বলেছেন যে এ নাটকটি বহুদিন ধরে অভিনীত হয়েছিল। তাহলে কি এক এক দিনে এক এক 'দিবস' অভিনীত হত ?

১. শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এই মত পোষণ করেন।

ভাষা নাটকে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে নাট্যনির্দেশের অর্থগ্রহণে। ইতিপুর্বে যাঁরা ভাষা নাটক নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা কেউ-ই এগুলির অর্থ করতে পারেন নি। আমরা কিছু নাট্যনির্দেশ তুলে দিচ্ছি। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে পাই, দ্বিতীয় রানী দবল দুংহায়, মহাদেব পরিক্ষেপণ দুংভায়, দবলন পিহায়। ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে নেওয়ারি নির্দেশ অত্যন্ত বেশি। যেমন হুবয়াথেং খবকোণয়া ভাসা, সুমধ্যমা পনি অন্তপুরি বং, বয়াং হ, সুমুখী থালথ্যাত বং দবল, রাজা বব দবল, থন রাক্ষস বব হুবয়াধাভং, গ্যাহহালাবথোয়া, ববক্কং, থন মে হুবথ্ ধাতং, পনি ক্কং বব, হুবথ্ মে, যজ্ঞ পাহ্ব মে, সকল্যাং বং, জব খবকোণ সং ধা, থন রা[জ]ধানীস্বয়া। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। দুটি নাটকেই 'কোণ ভাষা' অথবা 'ভাষা' বলে নাট্যনির্দেশ আছে। এর অর্থ বোধ করি গানে বা শ্লোকে যা বলা হল তা গদ্যে ব্যাখ্যা করে বলা। 'বং' মানে প্রস্থান। কোথাও কোথাও আগমন অর্থেও প্রযুক্ত। দবল মানেও প্রস্থান। হয়ত বিশিষ্ট অর্থে প্রস্থান। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে নাট্যনির্দেশ সংস্কৃতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। এমন কি নায়ক নায়িকার কার্যাদিরও বিস্তৃত উল্লেখ করা হয়েছে।[১] যেমন, রাজা সপরিবারো গীতেন নিস্‌সরতি, নিঃসরতি সসখী রাজ্ঞী, ভতপ্রবিশতি দাসেনানুগম্যমানঃ সশিষ্যা গালবঃ, কুবলয়াশ্বৌ গান্ধাররাগ পরতালে নমিস্‌সরতঃ, অত্র মুরজাদি বাদ্যেন তদ্ব্যাতিরিক্তেন দাসগণয়া পাতালকেতু প্রবেশঃ, অঙ্গন পদেনৈব, শূকরকুবলয়াশ্বৌ নিঃসরতঃ ইত্যাদি। এই নাটকে 'কোণে' এবং 'দ্বিতীয় কোণে' বলে যে নাট্যনির্দেশ আছে সেগুলি মঞ্চের কোনো বিশেষ স্থান-নির্দেশক ?

বিদ্যাবিলাপ ইত্যাদি নাটকেও দুর্বোধ্য নাট্যনির্দেশ আছে।[২] কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পৈসার এবং নিস্‌সার কথা দুটি পাওয়া যায়। কোথায় কোথায় ভাবজ্ঞাপক প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ নির্দেশ আছে। যেমন, 'সুলোচনাদি আনন্দ নিস্‌সার', 'মাধব বিরহ নিস্‌সার', 'চিত্রাংগদাদি দুঃখভাব পৈসার', 'চংদ্রসেন

১. ভাষায় নাট্যনির্দেশও লক্ষণীয় 'তদনন্তরং কুন্তলা মদালসা চেষ্টা কারয়তি। শীতল জল তালবৃন্ত লএ জগাউলি'।

২. যেমন, 'দথুং পি. মেনং', 'ভুবুরু. দথুং দং।। কবম্যার', 'দুর্যোধন যাভুত্তিভোকথুলে', 'দুর্যোধন পুখুলি সচোনে', 'বিশ্বরূপ উমেনংদ থুংপিং' (মহাভারত), 'প্রেচতটি', 'হনিভংবিনি', (রামচরিত্র)।

দুঃখভাব পৈসার', 'সুন্দরাদিমাকর শান্তি নিস্সার' ইত্যাদি। ঘটনার নির্দেশও আছে যেমন 'অলম্বুক বধ', 'ঘটোৎকচ বধ', 'পরিক্ষিত রাজ্যাভিষেক বিঘ্ন' ইত্যাদি। গোপীচন্দ্র নাটকেও দুর্বোধ্য নাট্যনির্দেশ প্রচুর।

মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে একটি মূল্যবান্ নাট্যনির্দেশ পাই বার বার। সেটি হল জমনিকা সংক্রান্ত। সূত্রধারের উল্লেখেই পাই 'দক্ষিণহস্তেন জ্ঞানমুদ্রয়া জমনিকাপট্টং স্পৃশন্'। অথবা 'জমনিকাং সংস্থাপ্য', 'সপরিবারো রাজা জমনিকাং দত্ত্বা নিস্সরতি', 'সপরিবারোরাজা জমনিকাং দত্ত্বা প্রবিশতি', 'জমনীপট্টং দত্ত্বা মদালসা নিস্সরতি', 'তজ্জমনীন্দত্ত্বাকুবলয়াশ্বোমায়াশ্রমং প্রবিশতি', 'কম্বলাশ্বতরৌ জমনিকাং দত্ত্বা প্রবিশতঃ'। বংশমণির 'হরগৌরী বিবাহ' নাটকেও এই নির্দেশটি মিলেছে। যেমন, 'ঋষি-নন্দি-ভৃঙ্গিনো জমনীপট্টং দত্ত্বা নিস্সরন্তি।' রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা জমনিকা (আড়াল করা চাদর) মুড়ি দিয়ে 'নিজেদের সর্বাঙ্গ আবৃত করে নিয়ে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে সেই জমনিকা বস্ত্রখণ্ড ফেলে দিয়ে অভিনয় করত। রঙ্গভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সময়ে আবার কাপড় মুড়ি দিত। অল্পক্ষণের জন্য নিষ্ক্রমণ হলে জমনিকাপট্ট মুড়ি দিয়ে রঙ্গভূমিতেই বসে পড়ত।[১] শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন, 'মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের প্রস্তাবনায় যে "জমনিকাং সংস্থাপ্য" ও "জমনিকাং স্পৃশন্" আছে তা খাটানো যমনিকা হওয়াই সম্ভব'।[২] তাহলে এই নাটকে জমনিকার দুরকম ব্যবহারই পাচ্ছি।

ভাষা নাটক গীতাভিনয়ের জন্য। উক্তি-প্রত্যুক্তি গানেই হত। মুদিত-কুবলয়াশ্বে একশ উনিশটি গান আছে। এ ছাড়াও ধ্রুবা গীতি রয়েছে প্রচুর। নাচের ব্যবস্থা তো ছিলই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাদ্য বাজাতে বাজাতে পাত্রপাত্রীর প্রবেশ লক্ষ করা যায়। প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের ক্ষেত্রে গানের ব্যবস্থা ছিল। ভাব অনুযায়ী গান হত।[৩] 'মে' অর্থ গীত। গানের কথার মধ্যেই তাল রাগের উল্লেখ পাই কতকগুলি সঙ্গীতে। পাতালকেতুর গান, 'নৃপ জগজোতি ভন বরাড়ী বিরাজে। / লহু গুরু লহু গুরু পরতাল বাজে'। 'রাগ পহড়িয়া এহো গাবে ঠকতালী'। বংশমণি নাটকের উৎপত্তির বিবরণ দিয়ে পরে বলছেন, 'নৃপ জগজোতি কহ নৃত্য উতপতী। / গান বাদনৃত্য

১. সুকুমার সেন, নট নাট্য নাটক, পৃ ৯৪
২. তদেব
৩. এ-সব গানের উল্লেখ পূর্বে করেছি।

তাল শিবে দেখি মতী'। নাটকের সমাপ্তির আগে পাই, 'নৃত্যগীত বাদত্তি'। গানে যা বলা হয় গদ্যসংলাপে তাকেই বিস্তৃত করা হয়। অথবা গদ্য সংলাপগুলি গানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। অবশ্য গান সম্পর্কবিরহিত গদ্যসংলাপ নেই এমন নয়। ভূপতীন্দ্রমল্ল ও রণজিতমল্লের সময়ে লেখা নাটকগুলিতে গদ্য সংলাপ নেই। সবই গানে ব্যক্ত।

এসব নাটক বিশেষ অনুষ্ঠানে অভিনীত হত। রাজা রাজবৃন্দ নানা উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন। শ্রীনিবাসমল্ল কর্তৃক সুবর্ণ-প্রণালী প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। জগজ্জ্যোতির্মল্ল ভগবতী উৎসবের জন্য বংশমণিকে দিয়ে মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটক লেখান। জগজ্জ্যোতির্মল্লের তুলাপুরুষ দান উৎসবের জন্য হরগৌরী বিবাহ নাটক রচিত হয়। উষাহরণ নাটক 'রণজিন্মল্লদেব মহারাজাধিরাজেন শ্রী৩ স্বেষ্টদেবতা প্রীত্যুত্তর তস্যা দেবালয়াৎ বহির্দ্বারজীর্ণোদ্ধারতাম্রোপরি সুবর্ণলেপিত-তোরণচ্ছদি খড়্গকলসছত্রাবরোহণ কোট্যাহুতি যজ্ঞার্থং উষাহরণনামক-নাটকমভিনেতুমহমাজ্ঞাপ্তোহস্মি'। কৃষ্ণচরিত্র নাটক 'ইষ্টদেবতাপ্রীতিকামনয়া বৃহদ্ঘণ্টানিবেদনার্থং' রচিত। এখানে উল্লেখ্য যে দেবতার প্রীতিকামনার উদ্দেশে প্রাচীনকাল থেকেই নাটগীতির ব্যবস্থা ছিল। বিশেষত নাট্যকাররা যেখানে 'দেবযাত্রা'[১] কথাটি উল্লেখ করেছেন সেখানে উৎসব সমারোহের কথাই ইঙ্গিত করেছেন। নেপালের রাজবৃন্দ নাট্যোৎসবের ঐতিহ্যকে সগৌরবে রক্ষা করে এসেছিলেন।

ভাষা নাটকে কখনও কখনও অঙ্কশেষে দর্শকদের সম্বোধন করে সংসার, শরীর ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু আপ্তবাক্য উচ্চারিত হত। যেমন, মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে প্রথম অঙ্কের শেষে এই গানটি পাই, 'আজি প্রথমাঙ্ক ভেল, কিছু শরীরার্থ গাবইচ্ছি ॥' তারপর গানের রাগরাগিণী-তাল নির্দেশ।

১. "যাত্রার অর্থ ছিল 'পিছন যাওয়া, দল বেঁধে বা মিছিল করে যাওয়া'।...ধর্মকর্মের জন্যে হলে বলত 'ধর্মযাত্রা'। বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা উপলক্ষে মিছিল হলেও 'যাত্রা' বলত। পঞ্চতন্ত্রের গল্পে, ভগবতো গরুড়স্য যাত্রা প্রসঙ্গেন চলিতঃ। এখানে 'প্রসঙ্গ' (অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে) কথাটি লক্ষ করতে হবে।...কলিঙ্গের রাজা খারবেল তৃতীয় রাজ্যবর্ষে যে অনুষ্ঠান করেছিলেন তাঁর গিরি-লিপিতে তার একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তাতে নাচ-গান-বাজনারই প্রাধান্য।" শ্রীসুকুমার সেন, বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, 'মঙ্গলযাত্রা নাটগীত ও পাঁচালী কীর্তন', পৃ ৬০-৬১।

গানটিতে ('সকুচিত দেহ চলএ নহি পায় / নয়ন তেজ বিহু জগত অধার') বৃদ্ধবয়সের দুর্দশার কথা বলা হয়েছে। পরিশেষে হরিপদ স্মরণ করতে বলা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় 'আজি প্রথমাঙ্ক ভেল'। তার মানে এক একদিনে একটি অঙ্ক সমাপ্ত হচ্ছে। নাটক যে একদিনে শেষ হত না এটা সহজেই বোঝা যায়। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে পাই, 'আজি দ্বিতীয় দিবসক ভেল, কিছু শরীরার্থ গাবইছি ॥' গানটিতে সংসারমোহের কথা বলা হয়েছে। পরমার্থচিন্তার প্রতি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। 'দিন রঅনি ঋতু পুনু পুনু আবএ / গেলে জিব পলটি নহি পাবএ'। এই চমৎকার ছত্র দুটিতে দার্শনিক জিজ্ঞাসা জেগেছে। নাটক দর্শনে এ রকম জিজ্ঞাসা একালের দর্শকদের কাছে মনঃপুত না হলেও সেকালে নাটকের সঙ্গে যে ধর্মজিজ্ঞাসা যুক্ত ছিল এ উক্তি হতে তা বুঝতে পারি। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে সব অঙ্ক শেষেই এ রকম 'শরীরার্থ গীত' নেই। হয়ত ছিল। লিপিকর তোলেন নি। ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকেও প্রথম অঙ্কের শেষে এরকম গীত পাওয়া যায়। যেমন, 'বুধদশা অতি পাপক ভোগ / হে করুণাময় এহন কুজোগ / সকুচিত দেহ চলএ নহি পায় / নয়ন তেজ বিহু জগত আঁধার ॥ ধ্রু ॥' গানটি মুদিত-কুবলয়াশ্বের মতই। বংশমণি ও রামভদ্র কখনও কখনও একই ব্যক্তির গান ব্যবহার করেছেন। ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তিতে 'শরীরার্থ গীত' পাই না। এখন এসব গান কে গাইতেন? সূত্রধার? নটনটী? ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে এই গানটির পরও নটদ্বয়ের উক্তি পাই। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে 'শরীরার্থ গীত' দিয়েই অঙ্ক সমাপ্ত। ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের সাক্ষ্যে বলা যায় গানটি নটনটীর হওয়াই সম্ভব। কিন্তু 'গাবইছি' এবং মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের সাক্ষ্যে গানটি সূত্রধারের হওয়া অসম্ভব নয়। সংস্কৃত নাটকে সমাপ্তিতে ভরতবাক্য থাকে। এ ভরত-বাক্য (শকুন্তলা নাটক) নটনটীর। ভাষা নাটকেও ভরতবাক্য না থাক 'শান্তিরস গীত' এবং 'আরাত্রিক গীত' থাকে। হরগৌরী বিবাহ নাটকে পাই 'প্রায়শ্চিত্ত গীত'। এই প্রায়শ্চিত্ত গীত হরগৌরীবন্দনা (বদন ধন্য মোর হরগুণ কহিএ / শ্রবণ ধন্য সেহ শুনিএ রে)। কুঞ্জবিহার নাটক শেষ হয়েছে এইভাবে—প্রথমে দুটি শান্তিরস গীত (প্রথম, 'মমতা মোহ নিবারি, দেহক তত্ত্ব বিচারি', দ্বিতীয়, 'অবুঝক আগে জে গুণ গাব') তারপর দেববিজ্ঞপ্তি

গীত। এ গীতে দেবী ভবানীর বন্দনা। সবশেষে আরতি গীত।[১] বিদ্যাবিলাপ নাটক সমাপ্ত হয়েছে এই দুটি গান দিয়ে—'হে মন ভজ শিবরাম / পুরত জত আছ কাম ॥ ধ্রু ॥' 'জয় নগনন্দিনি ত্রিভুবন নাথ ॥ ধ্রু ॥' মহাভারত নাটকের সমাপ্তিতে পাই এই গান, 'দেবি জননি সিংহবাহিনি / অসুরবৃন্দ-নাশিনি। / তীন নয়নি চন্দ্রবদনি / চারুহার-মণ্ডিনী'। মাধবানল-কামকন্দলা নাটকের শেষেও ভবানীবন্দনা পাই, 'সকল-লোক-মায়ি দেবি, জয় জয় কর। / মো কমল শরণ ময় পদযুগ তোর '॥[২] ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে যে লোকনাথ স্তুতি পাই তা নাটকের পাত্র কম্বল অথবা রাজা শত্রুজিতের হওয়া সম্ভব। রাজা শত্রুজিৎ বলছেন, 'অহে কম্বলাশ্বতর নাগরাজ, মদালসোপাখ্যান নৃত্য সম্পূর্ণ হৈরো এই নৃত্যের পুণ্য প্রভাবতে শ্রীমচ্ছিন্দ্রনাথ সংতুষ্ট হৈয়া মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীনিবাসমল্ল জগতপ্রকাশমল্ল প্রভুকা সদা সর্বদা জয় করো সবকা মংগল করো'। এর পর একটি গান 'মদালসাহরণ নাটক মনোহরে / শঙ্কর চরিতকথা পরম মংগরে।' এর পর নাটকের রচনাসমাপ্তিকাল ইত্যাদি। তারপর ভবানীবন্দনা। এই ভবানীবন্দনাটি কার? নটনটীর? সূত্রধারের? প্রবোধচন্দ্র বাগচী বলেছেন অন্য কেউ গাইতেন। এই অন্য বলতে নাটকের প্রযোজক-সূত্রধার হওয়াই সম্ভব। মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটক-সমাপ্তিতে এই কথা পাই, 'এ নাট্যে ভবানী শঙ্কর প্রীত হোঅথু, শ্রীশ্রীমহারাজ জয়জগজ্জ্যোতির্মল্ল-দেবকা উত্তরোত্তর পুত্রপৌত্রাদি সপ্তাঙ্গ রাজ্যলক্ষ্মী বলবাহনাদি সমৃদ্ধিরস্তু ॥ সর্বে এবমস্তু ॥' তারপর আরাত্রিক গীত, 'দিগদল অরুণ কিরণ প্রকাশে'। তারপর নাটক রচনাসমাপ্তিকাল। এই আরাত্রিক গীত সূত্রধারের দ্বারা গীত বলে মনে হয়।

নেপালের ভাষা নাটকের অভিনয়রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবারে মঞ্চ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করছি। বস্তুত এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য

১. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, 'একটি প্রাচীন নাটক,' পরিচয়। 'এই "শান্তিরস-গীত" বোধ হয় রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত অন্য গায়কদের দ্বারা গীত হ'ত'। প্রবোধচন্দ্রের এই অভিমত ঠিক হতে পারে।
২. ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপালে বাঙ্গালা নাটক।

পাওয়া যায় না। তবে নাটক দেখতে যে গুণীজনেরা আসতেন সে তো সূত্রধারের উক্তি থেকেই জানতে পারি।

রঙ্গমঞ্চকে আধুনিককালের ভাষায় মুক্ত অঙ্গন বলতে পারি। অভিনয় দিনের বেলাতেই হত। এজন্যই কি দিবস কথাটি নাটকে পাই? এখনও নেপালে দিনে এ জাতীয় নাটক সাধারণের সামনে উপস্থিত করা হয়। কোনো প্রেক্ষাপট ছিল বলে মনে হয় না। গানেই দৃশ্যের বর্ণনা থাকত। পোষাক পরিচ্ছদ কি রকম ছিল তাও বলা মুস্কিল। তবে বিশেষ চরিত্র বোঝাতে চরিত্রদ্যোতক কিছু চিহ্ন নিশ্চয়ই তাদের অঙ্গে থাকত। যেমন যোদ্ধার হাতে তলোয়ার। সাধুর পোষাক নিশ্চয়ই গেরুয়া রংএর হত। মুখোস ব্যবহার অবশ্যই ছিল। রাক্ষস চরিত্র মঞ্চে মুখোস পরে আসতেন। যে-সব যুদ্ধবর্ণনা আছে সেগুলি নৃত্যবাদ্য সহযোগে জমকালো হয়ে উঠত। রাজপ্রাসাদেও অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। কাঠমাণ্ডু, পাটন এবং ভাতগাঁও রাজপ্রাসাদের একটি অংশে, যার নাম নাসলচোক, অভিনয় হত। সাধারণেরও নাসলচোকে অবারিতদ্বার ছিল। বর্তমান রাজপ্রাসাদ দেখেও মঞ্চস্থান যে ছিল তা বোঝা যায়। অবশ্য সাধারণ মানুষও মুক্ত অঙ্গনের স্থান প্রস্তুত করতেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে অভিনয়ের ব্যবস্থাও ছিল।

অভিনয়কলা যে অত্যন্ত সমাদৃত ছিল তার প্রমাণ পাই নৃত্যনাথ মূর্তি পরিকল্পনায়। নেপালে নৃত্যরত নৃত্যনাথ এবং ভৈরবের মূর্তি পাওয়া গেছে। নৃত্যনাথের দশটি হাত। দশ হাতে দশটি নৃত্যস্মারক। প্রথম ডান হাতটি মাথার উপরের দিকে তোলা। ডান পা হাঁটু থেকে বাঁকান এবং তা শূন্যে নৃত্যের মুদ্রায় স্থির। হাস্যমুখে আনন্দের চিহ্ন। নন্দী এই নৃত্যে সাহায্য করছেন। প্রমথগণ শিবের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ভৈরবের চারটি হাত। একটি 'পঞ্চতালবাদ্য' রয়েছে। মৃদঙ্গের একটি দিক কোলের কাছে। দক্ষিণ পদ প্রসারিত, বাম পদ বাঁকানো ঈষৎ উর্ধ্বে। সমস্ত অবয়বে নৃত্যের ছন্দ আভাসিত। মৃদঙ্গের মত বাদ্যযন্ত্রটির মাঝেও একটি গোলাকৃতি বাজাবার স্থান। সমগ্র বাদ্যযন্ত্রটি ভৈরবের গলা থেকে তার অথবা কোন সুতোর সাহায্যে ধরে রাখা হয়েছে।[১]

১. D. R. Regmi, Medieval Nepal গ্রন্থ থেকে এই বিবরণ গৃহীত।

নেপালে প্রায় দু'শ বছর ধরে যে ভাষা নাটকের বিস্তৃতি তার আরম্ভ জ্যোতিরীশ্বরের ধূর্তসমাগম থেকে। সঠিক বলতে গেলে উমাপতির পরিজাতহরণ নাটক থেকে। লক্ষণীয় এ দু'শ বছরে নাটকের যে ক্রমবিকাশ ও পরিণতি দেখা যায় তাতে নাট্যকলার দিকে বিশেষ কোনো উন্নতি লক্ষিত হয় না। নান্দী প্রস্তাবনা থেকে আরাত্রিক গীত পর্যন্ত সকল নাট্যকারই একই রীতিতে নাটক রচনা করেছেন। বিষয় পৌরাণিক-অপৌরাণিক। একই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন কবি যে নাটক লিখেছেন তাতে অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নেই। কোনো নাটকে গদ্য অংশ কিছু বেশী কোনো নাটকে অপেক্ষাকৃত কম। কোনো নাটকে সংস্কৃত অনুসরণ কিছু বেশী কোনো নাটকে কম। কামশাস্ত্র এবং রসশাস্ত্র অনুযায়ী নাটকে শৃঙ্গার ভাবনার পদ এবং অন্যান্য ভাবনা গীত রচনা করেছেন এঁরা। সেজন্য ঋতধ্বজ-মদালসা অথবা শক্রজিৎ-রানীর গানে একই পদ্ধতিতে শৃঙ্গার ভাবনা উচ্চারিত। পূর্বরাগ, মিলন, মান, বিরহ বর্ণনায় সংস্কৃত প্রেমকাব্যের অনুসরণ করেছেন নাট্যকারবৃন্দ। বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐতিহ্য তো ছিলই। কিন্তু কোনো কোনো কবি অন্যান্য রসের গীত রচনায় কিছু কিছু সার্থকতা দেখিয়েছেন। গানভিত্তিক এসব নাটকের অন্যতম আকর্ষণ সঙ্গীতের বৈচিত্র্যে। ছন্দোবৈচিত্র্য স্বরবৈচিত্র্য গানগুলিকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। নৃত্যেরও নিশ্চয়ই বৈচিত্র্য ছিল। বাংলা মঙ্গল-কাব্যের আকর্ষণ কাহিনীর উচ্চাবচপ্রবাহে। ভাষা নাটকের আকর্ষণ সঙ্গীতনৃত্যের আত্যন্তিক ঐশ্বর্যে।

১২। নাট্যভাষা

সঙ্গীতনাটকে গানগুলি সংলাপের অংশ। গানের দ্বারাই নাটকের ঘটনা বর্ণিত। নায়কনায়িকার বিচিত্র ভাবনা গানে ব্যক্ত। বাংলা যাত্রাগানের মতই পাত্রপাত্রী গানে কিছু বলবার জন্য সর্বদা উদ্গ্রীব। কিছু গানের সঙ্গে নৃত্যেরও ব্যবস্থা ছিল। কোনো কোনো নাটকে কিছু অবান্তর গান দৃষ্ট হয়। গোপীচন্দ্র নাটকে কয়েকটি গান আছে যেগুলির সঙ্গে মূল নাটকের ক্ষীণ যোগও নেই। যেমন, স্নান সমাপনান্তে দেবপূজার উদ্দেশে যখন গোপীচন্দ্র,

উদনা-পদুমা পুজা করতে যাচ্ছেন, তখন বিদ্যাপতির ভনিতায় একটি শৃঙ্গার রসাত্মক গান পাই

জগ বুলি ভমর ফেদাএল রামা
তুব মুখ-কমল লোভাএ ॥
তোহে ধনি সব বর নাগরি
রামা রূপে জৌবনে গুণে আগরি ॥

* * *

বিদ্যাপতি কবি গাব
রামা ভমর পালতি নহি আব ॥[১]

কিন্তু ললিত-কুবলয়াশ্ব অথবা মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে এ রকম অবান্তর গান নেই। গীতমুখ্য এই সব নাটকে গদ্য-সংলাপগুলি অনেক সময় খেই ধরিয়ে দিয়েছে মাত্র। পাত্রপাত্রীর আগমন ও প্রস্থান এবং তারা কোথায় ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম নেবে এসব প্রসংগ গদ্য সংলাপে উত্থাপিত হয়েছে। এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, রাজা শত্রুজিতের নিকট গালব ঋষি কুবলয়াশ্ব-প্রাপ্তিসংবাদ বিস্তৃতভাবে গদ্য সংলাপে বলেছেন। কিংবা মদালসা-প্রাপ্তিসংবাদ কম্বলাশ্বতর কর্তৃক ঋতধ্বজের কাছে ব্যক্ত হয়েছে। তবে এ রকম অংশ খুব বেশী নেই।

সঙ্গীতের দ্বারাই যে নাট্যক্রিয়া বর্ণিত হত তার উদাহরণ এবারে নেওয়া যাক। পাতালকেতু ঋষিযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাধা হচ্ছে এজন্য দুঃখিত। সেজন্য সে বলছে

হোম কএল মুনিগণ অতি গোপে
অসুরেরো রাব পাবল মতি কোপে ॥
বিঘিন করব চর মখ তপ জাপ
আজু পাবল ঋষিগণ অনুতাপ ॥[২]

আবার গালব ঋষি যখন রাজা শত্রুজিতের কাছে দৈত্যদের সম্বন্ধে অভিযোগ করলেন তখন রাজা শত্রুজিৎ বললেন

মোহি রহইতে তুব ন অনুচিত
এহি ন করিয় সংদেহ
হমর জে রহ তোহর আধিন
ধন জন জে চাহ লেহ ॥[২] ইত্যাদি

১. গোপীচন্দ্র নাটক, পৃ ৭
২. ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটক

রাজা যে গালবঋষির সাহায্যে সর্বদা প্রস্তুত সে-কথাও গানে বলা হল। অথবা তুম্বুরু ঋষি যখন কুণ্ডলার আহ্বানে পাতালকেতুর রাজ্যে এলেন তখন তিনি ঋতধ্বজের পরিচয় এবং নিজের পাতালকেতুর রাজ্যে আগমনের কারণ গানে ব্যক্ত করলেন

তপবলে সব হম জান বিচার
মায়াবি অসুর মারি আএল কুমার ॥
শত্রুজিতসুত এহি ঋতধ্বজ নাম
তোহর ধরম বলে মিরল ই থাম ॥
বিলম্ব ন কর আবে কবিএ বিবাহ
আজুহি তে তোহরা মংগল উচ্ছাহ ॥[১]

বিবাহ-অনুষ্ঠানের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহকর্মের ব্যবস্থা হল। এই রকম আমরা দেখতে পাই যে যেখানে নিছক গদ্যে ঘটনা বিবৃত করা যেতে পারত সেখানে নাট্যকার গানের আশ্রয় নিয়েছেন। অর্থাৎ নাটকের অগ্রগতিতে গানের উপর জোর বরাত দেওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল।

কখনও কখনও গদ্য-সংলাপেরই বক্তব্য আবার গানে সমর্পিত। এভাবে নাটকে সঙ্গীতের বাতাবরণটিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা হয়েছে। এরকম ব্যাপার প্রায়ই ঘটেছে। গালব ঋষি গদ্য সংলাপে কুবলয়াশ্বের ব্যাখ্যা দিয়ে গানে তাকে আরও বিস্তৃতি দিলেন এবং তিনি যে যুবরাজ ঋতধ্বজকে এই কুবলয়াশ্ব দেবেন তাও ঘোষণা করলেন ঐ একই গানে

পবনবেগ হয় কুবলয় নামে
জয়দায়ক তুরজয় সগরামে ॥
নৃপবর কে সহয় পারিয় খদগের ধারে
অইসেন মহিমা দেখহ বিচারে ॥

* * *

অসি হয় লয় আয়র তুব থামে
নৃপবর পুরহ মনোরথ কামে ॥[১]

দেববন্দনা, মঙ্গলকামনা ইত্যাদি গানেই সারা হত, বলাই বাহুল্য।

১. ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটক

মুদ্রিত-কুবলয়াশ্ব নাটকেও গীতাবলী অনুরূপভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পাতালকেতুর মঞ্চে প্রবেশের বর্ণনা অত্যন্ত জাঁকালো। তাঁর প্রবেশকালে 'মুরজাদি বাদ্যের' সমারোহ। যাত্রার আসরের একটি চমৎকার পরিবেশ এখানে সৃষ্টি হয়েছে

অসুর পাতালকেতু সবে মোহি জানে
মোর সম ত্রিভুবন দোসব ন আনে॥
ভুজবলে বল কৈল আঠ দিগপালে
দলে মোরে কেন কাঁপে দেব সর্বকালে॥

*　　*　　*

নৃপ জগজোতি ভন বরাড়ী বিরাজে
লহু গুৰু লহু গুৰু পবতাল বাজে॥

ছন্দ নৃত্য এবং বাদ্য এসবের সমবায়ে উত্তাপ ও উত্তেজনা মঞ্চ অতিক্রম করে দর্শকদের চিত্তে যে আতঙ্কের ভাব জাগাতে সমর্থ হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বংশমণি ওঝা সংস্কৃত নাটকের প্রকরণ অনুসরণ করেছেন বেশী। তাঁর রসর্জনের প্রতি প্রীতিপক্ষপাত। তিনি অলংকার শাস্ত্রনির্দিষ্ট সরণি অবলম্বনে উৎসাহী এবং তৎপর। সেজন্য নাটকে কতকগুলি 'রস'গীতের স্থান দিয়েছেন। বিশেষত নায়ক-নায়িকার শৃঙ্গার ভাবনার উদাহরণ সঙ্কলনে বংশমণি আগ্রহ বোধ করেছেন। রাজা শত্রুজিতের দুই স্ত্রী। এক স্ত্রীর সঙ্গে বিলাসকলা প্রসঙ্গে রাজা যখন বিভোর তখন অন্য স্ত্রী মানিনী। সুতরাং দর্শক-চিত্তে মানবিষয়ে ধারণা সঞ্চারের প্রয়োজন। পর পর কয়েকটি গীতে মান আরম্ভ, মানের গাঢ়তা এবং মানভঞ্জনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন নাট্যকার। এসব গীতনির্মাণে সংস্কৃত প্রেম-কবিতা এবং বিদ্যাপতি ইত্যাদি মৈথিল কবির পদাবলীর প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন নাট্যক্রিয়া মন্থর শ্লথ হয়ে যায় গানের সন্নিবেশে সেই রকম এখানেও ঋতধ্বজের পাতালকেতু আক্রমণের প্রত্যাশাকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে নায়িকাবিলাস রোমন্থনে সময় অতিবাহিত হয়। কুবলয়াশ্ব-মদালসার শৃঙ্গার চেষ্টা দুটি গীতে ব্যক্ত হয়েছে।[১] এ-যেন বিদ্যাপতি ইত্যাদির পদের নাট্যরূপ। বস্তুত এসব পদে বিদ্যাপতির

১. রাজপ্রাসাদে ধবলগৃহে মদালসা-কুবলয়াশ্বের শৃঙ্গার চেষ্টার প্রায় আনুপূর্বিক বর্ণনা একই দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখা উচিত।

গীতাংশের হুবহু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু কেবল শৃঙ্গার রসাত্মক পদ রচনাতেই নাট্যকার উৎসাহ বোধ করেছেন তা নয়। বংশমণি যেখানেই রসের অবকাশ পেয়েছেন সেখানেই সে সুযোগ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। তালকেতুর আবির্ভাবে মদালসা যখন আতঙ্কগ্রস্ত তখনও মদালসা দর্শককে ভয়ানকরসের গীত শুনিয়েছে

চৌদিস কল কলরোল
সেঃহ শুনি মন মোর
ডোল অতি ঘোর।

তারপর ঋতধ্বজ এবং তালকেতুর যুদ্ধ দৃশ্য। এখানেও আমরা দেখি নাট্যকার 'রৌদ্ররস'এর গীত বলে উল্লেখ করে গীতের সাহায্যেই যুদ্ধ সমাধা করলেন। এ গীতটি উত্তর-প্রত্যুত্তরের। তালকেতু বলছে

কি একু মানুস গরবে বাজনি
দেলা হে দেবে অহার
বাযক বদন হরিণ পড়ল
কে কর তোর উধার॥

ঋতধ্বজ উত্তর দিচ্ছেন

অরে রে দৈত্যাধম সুনহ॥
বীর মহারস পাওল ভাগহি
কিছু জনু মুহে বাজ
একহি বাণে মোএে দেব সজাই
জে তোহি লাগএ লাজ॥

তারপরে তালকেতুর বিক্রম প্রকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে ঋতধ্বজের উত্তর। এই 'পরস্পরোক্তি রৌদ্ররস' নাট্য পরিবেশ রচনায় সার্থক। কুবলয়াশ্ব-মদালসা বিহার ইত্যাদির পর—যখন ঋতধ্বজ ঋষির যজ্ঞ সমাপ্ত হল কিনা দেখবার জন্য যজ্ঞস্থানে চলে গেলেন তখন মদালসার বিরহগীত আকস্মিক মনে হতে পারে। কিন্তু নাট্যকার এখানে বিরহকে অবলম্বন করে করুণরস সঞ্চারে অধিকতর মনোযোগী। মদালসার উক্তি

এতদিন ওর রহল নিকারুণ
পরদেশ পহু মোর
পর পেঅসি রসে হএ ভোর॥

এই জাতীয় অনুযোগকঠিন গীতের জন্য যে কাল অতিক্রমণের প্রয়োজন নাট্যাংশে তার উল্লেখ কিন্তু নেই। আগেই বলেছি, আসলে করুণরসের অভিব্যক্তিই মুখ্য। কুবলয়াশ্ব-বিলাপ গীতাবলীতেও আক্ষেপ, অনুতাপ, অনুশোচনার দীর্ঘ বিস্তার।

এই সব নাটকে অনেক সময়েই দুই ছত্রের অথবা চার ছত্রের গীত দেখা যায়। অথবা এক ছত্রের গীতও পাওয়া যায়। এক ছত্রের গীতটি অবশ্য সম্পূর্ণ গীত নয়। পুর্বে উল্লিখিত গানের জের হিসেবে সেই এক ছত্রর গীতটি পাই। গান গাইতে গাইতে কোনো পাত্রপাত্রী যখন প্রস্থান করে এবং তারা যখন আবার মঞ্চে ফিরে আসে তখন সেই গানেরই রেশ শোনা যায়। সেখানে কেবল এক ছত্রের উল্লেখ। কিন্তু দুই ছত্রের অথবা চার ছত্রের গীতগুলি সর্বদা এ রকম নয়। সেগুলি ধ্রুবপদের মত। হয়ত পাত্রপাত্রীরা ধ্রুবপদগুলিকে গোড়ায়, মাঝে অথবা শেষে স্থাপন করে গানটি সমাপ্ত করতেন। তালকেতু শক্রজিতের সভায় প্রবেশমুখে এই গান গাইছে

ভাএ বৈর মোঞে আজে জিনি লেব
পরম সন্তাপ তাহিকে দেব ।।

একে যে একটি সম্পূর্ণ গান ধরা হয়েছে তা গীতসংখ্যার (৬৬) উল্লেখ দেখেই বোঝা যায়। যেমন প্রবেশ তেমনি নিষ্ক্রমণের সময়েও গানের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার নাম 'নিস্‌সার গীতং'।

কম্বলাশ্বতর পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়ে রাজকার্যে যাচ্ছেন এই গান গাইতে গাইতে

চলব হমহু রা' কাজ বিচারে
তোহহ মহীতল করহ বিহারে ।। (গীত সংখ্যা ৭৯)

এই ব্যাপার ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে খুব বেশী দেখা যায়। সিদ্ধিদাস ইত্যাদি যখন যজ্ঞকর্মে বসেছেন তখন এই গীতটি পাই

মুনিমন ধ্যান করল জব ভের
বিঘিন আয়র পিশাচ এহি বের ।।

এই গানটি প্রকৃতপক্ষে কার? সিদ্ধিদাস ঋদ্ধিদাসের নয়, কেন না তাঁরা জানেন না পিশাচ আসবে। পাতালকেতুর হওয়া সম্ভব। এমনও হতে পারে যে গানটি প্রযোজক গাইছেন। যাই হোক এই দুই ছত্রের গীতে আসন্ন

বিপদের বার্তা ঘোষিত হল। গালব ঋষি বক্তা শ্রোতাকে কুবলয়াশ্বপ্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের করুণার কথা বললেন। তারপর এই চার ছত্রের বন্দনাগীত

মন চিন্ত না কর চিন্ত না
হরিপদপংকজ বংদনা
জে মাগব সে সফল কর না
ভব দুখসাগর সংতরণা ॥

এই গানটি গাইতে গাইতে ঋষি নেপথ্যে চলে গেলেন। তারপর রাজদ্বারে প্রবেশমুখে আবার সেই গানটি ঋষির মুখে শুনতে পাচ্ছি। তখন কেবল একটি ছত্র 'মন চিন্ত না কর'। মহাদেবের আজ্ঞায় নন্দী-ভৃংগী প্রমথগণকে সংবাদ দিয়ে মঞ্চে গান জুড়লেন

দুবজন নংদি ভৃ[ং]গি শিবের বচনে
বোলাইয়া ফিরি আএল হরগণে ॥[১]

কম্বলাশ্বতর মহাদেব দর্শনের প্রাক্কালে এক ছত্রের একটি গান গাইলেন 'আহা ভাএ পশুপতি দরসন'। কম্বলাশ্বতর বর পেয়ে গৃহে ফিরে এলে আর একটি এক ছত্রের গান গাইলেন 'আজু সফল ভের'। চারুধর কুবলয়াশ্বের জন্য অপেক্ষা করছেন, এমন সময় দুজনের সাক্ষাৎ হল। এখানে একটি গান পাই এক ছত্রের 'জয় করুণাময় জগত'। গানটি যে কার তা বলা যাচ্ছে না। চারুমুখ অথবা ঋতধ্বজের ? মহাদেব-পার্বতী গঙ্গা দেবী মঞ্চে প্রবেশ করলে একটি গান এক ছত্রের 'এ ধনি তোহে সনি দ্বসর ন আন'। এসব গান নিশ্চয়ই মঞ্চে সম্পূর্ণ গীত হত।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। নিছক আনন্দদানের জন্যও গানের ব্যবস্থা ছিল।

কিছু গান আছে যেগুলি নাটকের ঘটনা থেকেই উদ্ভূত। তথাপি সেগুলির আবেদন পাত্রপাত্রীর কাছে নয়, দর্শকচিত্তে। নাটকগুলিতে ধর্ম-শিক্ষা নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই ছিল। মদালসার মৃত্যুতে রানীর খেদোক্তি এই জাতীয়

নৃপ হে ব্যাধি ন দুর গেল স্বরে
অরজল ওহি বিমল যশ পুরে ॥

১. ললিত-কুবলয়াশ্ব

নৃপ হে তাত বচন পরমাণে
গাঅ বান্তন কাজ তেজল পরাণে ।।
নৃপ হে কুলক উধারতে ভেল
যাচক মিত্র জে বিমুখ ন কএল ।।[১]

ঋষিযজ্ঞ রক্ষার্থে পুত্রের মৃত্যুবরণ গৌরবের। এই মহৎ নীতি প্রচার করেছেন রানী।

সঙ্গীত-নাটকের চর্চা যে পুরোদমে চলছিল তার প্রমাণ পাব নাটকে দৃশ্যপরিকল্পনায় এবং কিছু দৃশ্যবর্ণনায় নির্দিষ্ট প্রকরণ অনুসরণে। রাজপুরী বর্ণনা, রাজার যশোবর্ণন (এমন কি গালব ঋষির যজ্ঞসমাপনান্তে রাজা শ্রীনিবাসের জন্য মঙ্গলকামনা করা হয়েছে), রাজপথের বর্ণনা, রাজসভার প্রত্যক্ষবৎ চিত্র উপস্থাপনায় সব নাট্যকারই একই রীতি অনুসরণ করেছেন। ভাষা এখানে প্রায় একই রকম। আলোচ্য দুই নাটকে রানীদের প্রবেশ, কম্বলাশ্বতরের আবির্ভাব, মহাদেবের পার্বতী-গঙ্গাসহ আগমন এবং তাঁদের সংলাপ অল্পবিস্তর একই ভাষায় রচিত। সংক্ষিপ্ত সমাচার দিয়ে এঁদের নিষ্ক্রমণের সময়ের সংলাপও একই রকম। দু' একটি উদাহরণ দিই

অহে মহাবাজেশ্বর শীঘ্র বিজৈ হো ॥
অহে মন্ত্রী কটবার সর্বথা।

রাণী নেক্ষ বং ॥

অহে সুচিন্তমা তুমার হমার স্বামী পুত্রর বার্তা সুনিতে বিজৈ হৈয়ো অমাব চিত্ত স্থির না হৈবে অন্তপুর মধ্যে থাকিতে জাইবো ॥

অহে সুমধ্যমা সর্বথা ॥

মন্ত্রীকে রাজা শত্রুজিৎ বলছেন

অহে মন্ত্রী অমী পুত্রের বার্তা সুনিতে আসিয়ো, সে বার্তা অমী ন পায়িয়ো অমার মন সংতোষ নাহি তুরন্ত বার্তা সুনিয়া থাকিতে জায়িবো চয়ো ॥

অহে মহারাজেশ্বর বিজৈ হো ॥

অহে ম, তুরংত বিজৈ করো

এহে সর্বথা ॥

তনূদরী স্বামীর রাজ্যচর্চায় গমনের পর নাগিনীকে বলছেন

১. মুদিত-কুবলয়াশ্ব

অহে নাগিনি তুমার হমার স্বামী নাগরাজ দেশের চর্চা করিতে বিঞ্জে হৈরো তার বার্তা শুনিতে জাম্বিবো চরো ॥

অহে তনূদরি সর্বথা ॥

আবার পুত্র, মন্ত্রী, কোটবার, স্ত্রী সহ রাজা শত্রুজিৎ প্রবেশ করলে একের পর এক তাঁরা যেভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন পরবর্তীকালে কম্বলাশ্বতর চারুমুখ চারুধর তনূদরী নাগিনী ইত্যাদি প্রবেশ করেও প্রায় সেই ভাষায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এমন কি মহাদেব-পার্বতী-গঙ্গা নন্দী-ভৃঙ্গীর আত্মপরিচয়দানও অনুরূপ ভাষায় রচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য চরিত্রদ্যোতক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যেকেরই আলাদা।

গদ্যে-পদ্যে রচিত নেপালের ভাষা নাটকে গদ্যের ব্যবহার যেখানেই লক্ষ করা যায় সেখানে বক্তব্যই সব। ঘটনাবিবৃতিতে, পাত্রপাত্রী পরিচয়ের পুর্বে ভূমিকায় ও শেষে এবং সংবাদ পরিবেশনে গদ্যের উপস্থিতি। কিন্তু যেখানেই উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছে অথবা মিলন-বিচ্ছেদের আনন্দ-বেদনার প্রকাশ ঘটেছে কিংবা যেখানে ভগবৎ মহিমা স্মরণ করা হয়েছে সেখানে পদ্যের (গীতের) বিস্তার। প্রবোধচন্দ্র বাগচী বলেছেন নাটকে শুধু গানগুলিই দেওয়া আছে। অভিনেতারা অভিনয়ের সময়ে অন্যান্য কথা রচনা করতেন।[১] আমরা যে পাঁচটি নাটক (সম্পূর্ণ)[২] দেখেছি সেখানে কিন্তু গদ্যসংলাপ যথেষ্টই আছে। বাগচী মহাশয় কুঞ্জবিহারী নাটকটিতে নিশ্চয়ই গদ্য-সংলাপ পেয়েছিলেন। সেগুলির উপর হয়ত তেমন গুরুত্ব দেন নি। অন্যত্র বলেছি এই গান সবই কেবলমাত্র উদ্দিষ্ট নাট্যরচনাকালেই নাট্যকার রচনা করেন নি। অন্য সূত্র থেকেও তাঁরা গান সংগ্রহ করে নাটকে দিয়েছেন যেগুলি হয়ত সেই নাট্যকারের রচনা নয়।

এই নাটকে সংস্কৃত শ্লোকগুলিও নাটকের অঙ্গ। কোনো কোনো পাত্রপাত্রী তো সংস্কৃত ভাষাতেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন। যেমন শত্রুজিৎ আত্মপরিচয় দিয়েছেন

সর্বলোক সমতাবিধায়কঃ ক্রূরকর্মকৃৎ দুর্জনান্তকঃ।
সামদানভেদ তার্কিকঃ শত্রুজিন্ পতিরেষধার্মিকঃ ॥

১. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, 'একটি প্রাচীন নাটক' পরিচয়।
২. হর-গৌরী-বিবাহ নাটক, মুদিত-কুবলায়শ্ব নাটক, গোপীচন্দ্র নাটক, ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটক, হরিশচন্দ্র নৃত্য।

পুত্র, মন্ত্রী, কোটবার, স্ত্রী সকলেই সংস্কৃত শ্লোকে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য গুণিজনের উপস্থিতিতে এই সব শ্লোক সমাদৃত হোত সন্দেহ নেই। যজ্ঞ সমাপনান্তে মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে যে স্বস্তিবাচন পাই তা সংস্কৃতে এবং বেশ দীর্ঘ। সেখানে রাজার এবং রাজ্যের যে মঙ্গলকামনা ব্যক্ত হয়েছে তা শাস্ত্রসরণিসম্মত সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। সংস্কৃতে শ্লোক রচনায় উভয় কবির পটুত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি পাত্রপাত্রী পরিচয়ের বাইরে অন্য প্রসঙ্গেও অবতারণা করা হয়েছে। যেমন 'গাচ্ছে শ্লোক' অভিহিত স্তুতিগীতে।

মদালসাব প্রবেশের কালে এই শ্লোকটি পাই

নবীন দিব্যরূপিণীং সুবর্ণ রত্নভূষিণীং
সুধাংশুমণ্ডলাননীং বিশাললোললোচনীং
হরার্দ্ধদেহসঙ্গিনীং নগাধিরাজনন্দিনীং
সমস্তপাপহারিণীং ভজামি সিংহবাহিনীম্ ॥

এই জাতীয় বন্দনা অথবা স্তবগীতি রচনায় নাট্যকারবৃন্দ বিলক্ষণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উপজাতি, অনুষ্টুভ, বসন্ততিলক, মালিনী, গীতি, সুন্দরী ইত্যাদি ছন্দে অনায়াসে এসব শ্লোকগুলি বিরচিত। বাংলা-মৈথিলী ছন্দো-প্রকরণ, প্রাকৃত ছন্দোপ্রকরণ, অপভ্রংশ ছন্দোপ্রকরণ ইত্যাদিতে নাট্যকারবৃন্দ দক্ষতা দেখিয়েছেন। সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে আপ্তবাক্য অথবা ঘটনার ফলশ্রুতির সংকলন লক্ষ করা যায়। এ-সব শ্লোকও এই নাটকের জন্যই লিখিত হয়েছিল এমন নাও হতে পারে। কিছু শ্লোক অবশ্যই এই নাটকের জন্যই রচিত, কিন্তু কিছু শ্লোক অন্য সূত্র থেকে সংগৃহীত। যেমন ঋতধ্বজ মদালসার মৃত্যুতে যখন হতাশ এবং রাজ্যত্যাগে প্রস্তুত, তখন যে শ্লোকটি উচ্চারিত হয়েছে তা ললিত-এবং মুদিত-কুবলয়াশ্ব উভয় নাটকেই পাওয়া যাচ্ছে। শ্লোকটি এই

বিরহাগ্নিঃ সতী দেব্যাঃ কিং ন শোচঃ পিনাকিনা
রঘুনাথেন জানক্যা ভাগ্যং ভবতি নান্যথা ॥

দুটি নাটকেব একই সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার উদাহরণের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকগুলির মধ্যে কয়েকটি চাণক্য শ্লোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অধ্যাত্ম-পিপাসা ও ব্যবহারিক জীবনের বিধিবিধানের প্রতি প্রখর দৃষ্টি—এই দুই-ই শ্লোকসমুচ্চয়ে প্রাপ্তব্য।

সপ্তদশ শতাব্দের বাংলা এবং মৈথিলী গদ্যের নিদর্শন নেপালের ভাষা নাটকে পাওয়া গেল। বর্ণ-রত্নাকরের ভাষা থেকে মৈথিলী গদ্য যে আরও অগ্রসর হয়েছে এবং আধুনিক মৈথিলী ভাষার নানা উপাদান যে মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের গদ্যে পাওয়া যাচ্ছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাষার নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার এই নাটকের সাহায্যে সম্ভব হল। ভাষা-আলোচনার দিক থেকেও মুদিত কুবলয়াশ্ব নাটকটি মূল্যবান্।

বাংলা গদ্যের ভাষা বিচারে ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকেরও সেই মূল্য। ভাষার আলোচনায় কেবলমাত্র গদ্যাংশই গৃহীত হয়েছে। ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে কোনো কোনো পাত্রপাত্রীর ভাষায় মৈথিলীর অনুসরণ আছে। সেই অংশ মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের ভাষার অনুরূপ।

ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আগে উল্লেখ করেছি। এখানে দুটি নাটকের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিই। যেমন

ক>গ। সোগ=শোক ; ভগতি=ভক্তি ; জুগুতি=যুক্তি ; সগর=সকল।

খ>হ। মুহ=মুখ।

ঘ>হ। ধবলহর=ধবলঘর।

ট>ত ; ট>ড। দুইতা=দুইটা ; রাজ্যপাত=রাজ্যপাট , সংকত=সংকট ; কাঁতিয়া=কাটিয়া ; কবাড়=কপাট।

ঠ>থ। কথিন=কঠিন ; উথএ=উঠএ।

ত>ট। জটি=যতি ; মোটি=মোতি।

দ>ত। অতভূত=অদ্ভুত

থ>হ। প্রাণনাহ=প্রাণনাথ।

দ>ড। ডিঠি=দিঠি।

ধ>হ। রুহির=রুধির।

প>ব। কবাড়=কপাট ; অবেক্ষা=অপেক্ষা।

ব>ভ। বিলম্ভ=বিলম্ব ; ভেষ=বেশ।

স>হ। দিবহ=দিবস।

কয়েকটি বিশ্লিষ্ট শব্দের উদাহরণ

বিসবাস = বিশ্বাস ; সুমরণ = স্মরণ ; সোআধিন = স্বাধীন ; পরসাদ = প্রসাদ ; অকলস = অক্লেশ ; অগিনি = অগ্নি ; পরহার = প্রহার ; সিনেহক = স্নেহক।

প্রথমে ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের গদ্যভাষায় ও পরে মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের গদ্যবিচার করছি।

ললিত-কুবলয়াশ্ব

কারক-বিভক্তি

কর্তা

বিভক্তিহীন

নাগরাজ কম্বলাশ্বতর অমী পথায়িরো (নাগরাজ…পাঠালেন), ভোরানাথ শ্রীমহাদেব…প্রস'ন হৈবে ; নৃত্যকারী আসিয়া আছে (নর্তক এসেছে)।

কর্ম

বিভক্তিহীন

শূকর শরপ্রহারতে মারিতে মারিয়া (শূকরকে…); মদালসা বিবাহ করিয়া (মদালসাকে); অমী পথায়িরো (আমাকে পাঠাল); ভক্তিজন উদ্ধার করিতে জায়িবো (ভক্তজনকে); শূকর মারিয়া আসিরো (শূকরকে); সরস্বতী আরাধন করিয়া (সরস্বতীকে আরাধনা করে)।

করণ

'তে' বিভক্তি : শরপ্রহারতে (শরপ্রহার দ্বারা); সোঝা যুদ্ধতে (যুদ্ধের দ্বারা), পুর্বজন্মের ফলতে অমার ভিক্ষাতে সংতোস (আমার ভিক্ষার দ্বারা সন্তোষ হল …); অপনার বাহু প্রতাপতে।

সম্প্রদান

বিভক্তিহীন

ভিক্ষা দেহো।

সম্বন্ধ

'ক', 'কা', 'র' বিভক্তি : ভায়িক বৈরি (ভাইয়ের…); দুর্বলর

স্বভাব (দুর্বলের...) অসুরর রাজ্য আছে ; শত্রুজিতকা পুত্র ; অসুররাজের পুত্র ; আজুকা দিনতে (আজকের) ; পুত্রর বার্তা সুনিতে ; ঋষিমাত্রকা যাগকর্মতে (ঋষিমাত্রের) ; হমলোককা (আমাদের) শ্রীনিবাসমল্লপ্রভুকা ; থাকুরকা অঙ্গ ।

অধিকরণ

বিভক্তিহীন এবং 'তে' বিভক্তি : পিতার আজ্ঞাতে (পিতার আজ্ঞা অনুসারে) ; অন্তপুরি গিয়া (অন্তঃপুরীতে) ; সভাস্থল জায়িবো ; কবন কাজতে (কোন্ কর্মে) ; আজুকা দিনতে (দিনে) ; অপনার কৃপাতে ; যাগকর্মতে ; নির্বিঘ্নতে ; এহী দুঃখতে ; সাবধানতে ; কবন প্রকারতে (কোন্ প্রকারে) ; আশ্রম বিষৈ হো (আশ্রমে) ; কৈলাসপুরী গিয়া (কৈলাসপুরীতে) ।

সম্বোধন

'এ' বিভক্তি : এ দেবি মদালসে ; অহে ঋষিলোকে ।

কারকবাচক অনুসর্গ

অর্থ । বিশ্বাসার্থ ।

কারণ । তোমার কারণেতে (জন্যে) ।

থায়ি । কবন থায়ি পুছিব (কাছে) ; অমার থাই বহুত কৃপা আছে (প্রতি) ।

নিকট । শত্রুজিৎ রাজার নিকট যাইব (সমীপে) ।

নিমিত্ত । লখপাল করিবার নিমিত্ত (জন্য) ।

বিনু । পুত্রর মুখ দর্শন বিনু (ব্যতিরেকে) ; অপনার পুত্র বিনু (ব্যতিরেকে) ।

বিষে । অমার রাজ্য বিষে (মধ্যে) ; পৃথ্বী বিষে দোসর না হৈবে (মধ্যে) ; সংগ্রাম বিষে মরণ হৈয়ো (ফলে, কারণে) ; ক[ব]ন বস্তু বিষে অমার বাংছা নহি (প্রতি) ; যজ্ঞ বিষে (মধ্যে) ।

মধ্যে । অন্তপুরি মধ্যে, ভূমণ্ডল মধ্যে ।

সও । আমার প্রাণ সও অধিক প্রীতি (থেকে) ; অসুর সও বড় যুদ্ধ হৈয়ো (সঙ্গে) ; রাজকুমার সও (সঙ্গে) ; তুমার হাথ সও (থেকে) ।

সংগ । রাজকুমার সংগ নিয়া (সঙ্গে) ।

সমান। হমার সমান বিচক্ষণ (মত)।

সহিত। কুবলয়াশ্ব মদালসা সহিত (সঙ্গে)।

হইতে। হমর হইতে তোর কবন ত্রাস (গী° থেকে)।

বহুবচনাত্মক পদ

সমস্ত লোক ; সকল লোক ; ঋষিলোক ; অনেক রাক্ষসগণ ; তোহে চারিজন ; রাক্ষসগণ।

হিন্দী বাক্য

চরণকমল দেখনেকো ; পরমেশ্বরকা দরশন করণেকো।

সংস্কৃত বাক্য, পদ

শুভমস্তু, পরোপকারী ভব ; এবমস্তু এবমস্তু ; তিষ্ঠ তিষ্ঠ ; মহারাজ স্বস্তি।

অব্যয়

নারায়ণ নারায়ণ ; ধিক ; হরি হরি ; ধন্য ধন্য ; এ বাপা এ বাপা ; (সিদ্ধিদাস) রে ; হাহা ; হে দৈব হে দৈব ; সাধু রে (কম্বলাশ্বতর) ; অরে রে।

বিশেষণ

বিবাহিতা স্ত্রী , বিবাহিনী স্ত্রী ; ঈ খড়্গা ঘোড়া অপূর্বা।

আরবী-ফার্সী শব্দ

মর্দ অমী আচ্ছে ; চাকর আচ্ছে।

'ললিত-কুবলয়াশ্বে'র ভাষায় মৈথিলী প্রভাব আছে। যেমন আছে মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকে বাংলার প্রভাব। গালব ঋষি, তুম্বুরু পুরোহিতের ভাষা মৈথিলীর কাছাকাছি। তালকেতুও অনেক সময় মৈথিলী ভাষা ব্যবহার করেছে। তবে দুটি নাটকের ভাষা পদবিধি এবং ব্যাকরণবিধির দিক থেকে আলাদা।

ক্রিয়ার কাল ও বিভক্তি

বর্তমান কালের বিভক্তি

উত্তম পুরুষ

এ। অমী আচ্ছে ; অমী ন জানে।

ও। অমী নিজস্থান জাইচ্ছও। ময় তুরন্ত জাও।

মধ্যম পুরুষ

এ। কী কী পদার্থ চাহে ; তুমী কি করিতে পারে ; যে বল চাহে।

ও। অমার বচন স্থনো ; স্থমধ্যমা কহো ; চলো ; আয়সো।

প্রথম পুরুষ

এ। আসিয়া আচ্ছে।

অতীত কালের বিভক্তি

উত্তম পুরুষ

অ। আজু লেলক।

ও। অমী থাকিয়ো ; মন বিকল হৈয়ো ; দাকিয়া আসিয়ো ; খোজিয়ো (খুঁজলাম)।

মধ্যম পুরুষ

ও। কী কী করিয়া থাকিয়ো

প্রথম পুরুষ

অ। যুদ্ধ কএল[ক] ; তালকেতু সত্য বোলিল[া]।

ও। ফুসলাইয়ো ; চোর পৈসিয়া থাকিয়ো (চোর ঢুকে থাকল)।

আহ। মারলাহ।

ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি

উত্তম পুরুষ

উ। হম লেউ।

এ। অমী মাগিবে।

ও। যমপুরী পথায়িবো ; সভাস্থল জায়িবো ; জায়বো, তপস্যা করিবো।

মধ্যম পুরুষ

অ। এথা কতেক দিন রহব।

এ। সান্তিবে ; প্রতিকার করিবে।

প্রথম পুরুষ

এ। চিত্ত স্থির না হৈবে ; সেবা না করিবে ; প্রসংন হৈবে।

অনুজ্ঞা

উ। কিচ্ছু সুনিহরু।

ও। তেল লেহো ; আনিয়া দেহো ; পিব পিব ; সাজবাজ আনো ; সন্ধ্যা করাও।

হ। বৈসুহ।

এ। রাজ্য বিজৈ করুভরে।

বর্তমান কালের রূপ মৌলিক রূপগুলি সবই সংস্কৃত ধাতু থেকে উৎপন্ন এবং তারই কালোচিত পরিবর্তিত রূপ—চাহে, পারে, জানে, ইত্যাদি।

অতীত কালের (ই)ল/র রূপের আবির্ভাব। অতীতের এই রূপটি প্রাকৃতে উদ্ভূত। তারই কালোচিত পরিবর্ধিত রূপ এই (ই)ল/র।

ভবিষ্যতের অব, ইব তব্যজাত। লক্ষণীয়, মৈথিলীতে 'অব' কিন্তু বাংলায় 'ইব'।

অসমাপিকা

ইয়(া)-যুক্ত: মারিয় ন পারিলো (মারতে) ; সুখ দুখ দেখিয়া ; উতারিয়া (খুলে) ঋষিরাজকে অমী দিরো ; দুঃখ সহিয়া থাকিতে না পারে ; চ্ছাদিয়া থাকিরো (ছেড়ে থাকছ) ; দেখায়িয়া ; তুরংত গিয়া যাগকর্ম সংপুর্ণ করিয়া ; দুঃখ চর্চা করিয়া পুত্রের বার্তা সুনিয়া আনিতে জাইবো ; তেল লগাইয়া ; পিশাচ রূপ ধরি আসিয়া ; পথায়িয়া দিরো (পাঠিয়ে দিল) ; পৈসিয়া থাকিরো (প্রবেশ করে) ; জিয়ায়িয়া দেহো (বাঁচিয়ে দিল) ; এথা বোলায়িয়া (ডেকে) ; চ্ছড়ায়িয়া (ছাড়িয়ে) প্রসংন হৈয়া ; রাজাকে ভেটী ধরিয়া (রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে)।

ই-যুক্ত ঃ যজ্ঞ উৎপাত করি আসিয়ো (যজ্ঞ উৎপাত করতে) ; পিশাচ রূপ ধরি আসিয়া (ধরে) ; নানা ভেষ ধরি আসিয়া ; কহি গেরো (বলে)।

ইতে-যুক্ত ঃ তাম্বুল কিনিতে জাব ; বিজৈ হৈতে (যাত্রা করতে) ; উৎপাত করিতে ; অন্তপুরি মধ্যে থাকিতে ; যজ্ঞ সাধিতে অমী জাইবো ; দাকিতে (ডাকিতে) ; দেখিতে ; খেলন করিতে ; সভা করিতে।

ইব + আর-যুক্ত ঃ তুমাকে দিবার অমী আনিলো (= দিতে) ; দর্শন করিবার

নিমিত্ত (=করতে?)[১] সংগ্রাম করিবার আয়স্ব (=সংগ্রাম করতে এল); ততেক দাকিবার (=তাদের ডাকতে)।[২]

(ই)লে/রে-যুক্ত : বিলম্ভ করিয়া থাকিরে (থাকলে); যদি চাহিরে (=চাইলে); এথা থাকিরে অমার বড় কংপমান (=থাকলে)।

ইলে/ইতে-যুক্ত : থাক ধাতুর পুর্বে অন্য আর একটি ইয়া-যুক্ত ধাতুর পাশাপাশি অবস্থান এই নাটকের ভাষায় খুব বেশী দেখা যায় : যেমন ধৈর্য করিয়া থাকিতে চাহে; বিলম্ভ করিয়া থাকিবে; বার্তা স্থনিয়া থাকিতে; মদালসা দেবীর মুখমণ্ডল দেখিয়া থাকিতে জায়বো।

ণিজন্ত ক্রিয়া

দেখায়িয়া; জনাও (জানাও); পথায়িয়ো; জিয়ায়িয়া; করায়িতে; বোলায়িয়া; করাও।

ইতে+ইয়া-যুক্ত : শত্রন্ত প্রয়োগ

মারিতে মারিয়া পাতালপুরী পর্যন্ত গেয়ো (মারতে মারতে)।

নিষেধার্থক 'ন' 'নহি' বাক্যের শেষে কখনও ব্যবহৃত হয় নি। ক্রিয়ার পুর্বে নিষেধার্থক পদের ব্যবহারই সর্বদা দেখা যায়।

নামধাতু : সান্তিবে (শান্তি দেবে); প্রসাদিয়ো।

এই নাটকের গদ্যসংলাপে অসমাপিকার ব্যবহার স্থপ্রচুর। অনেক সময় দুটি অথবা তিনটি বাক্যকে অসমাপিকা পদের দ্বারা নিষ্পন্ন করা হয়েছে। এজন্য কখনও কখনও অর্থবোধে বাধা জন্মায়। যেমন

'পাতালকেতু মারিয়া তুমাকে জোগ্য পরম স্থন্দর রাজকুমার আসিয়া তুমার উধার করিতে আসিবো।'

'অন্তপুরী গিয়া বার্তা স্থনিয়া থাকিতে জাইবো চয়ো।'

'সে বারহ বর্ষ প্রক্ষাবন তীর্থ গিয়া সরস্বতী আরাধন করিয়া তপস্যা হৈয়ো, সরসতীর বরপ্রসাদ পায়িয়া কৈলাসপুরী গিয়া মহাদেবের সভা গিয়া নৃত্য গান বিদ্যাতে শ্রীমহাদেব প্রসন্ন করিয়া, এহী মদালসা আনিয়া অমাকে দিয়ো।'

১. তাদর্থ্যে চতুর্থী (?)

২. উদাহরণগুলিকে সঠিক অসমাপিকা বলা যায় না। কিন্তু উদাহরণগুলির অর্থ অসমাপিকা।

সর্বনাম

সর্বনাম পদে বচন এবং লিঙ্গভেদ নেই। পুরুষবাচক সর্বনাম শব্দ দুটি-মাত্র। আর পাই নির্দেশক সর্বনাম। সর্বনামের ব্যবহার খুব বেশি। সর্ব-নামের প্রাতিপদিকও অনেকগুলি মেলে। উদাহারণ দিই।

উত্তম পুরুষ

কর্তা

অমী। অমী এক বল মাগিবে; অমী নৃত্যকারী আসিয়া আছে (আমরা নর্তক এসেছি); অমী পরমেশ্বর শ্রীমহাদেবকে জনায়িবো।

মএ। মএ লেও।

ময়। ময় যথার্থতে কহৈচ্ছি (আমি যথার্থ বলছি); ময় আএ হে; ময় তুরন্ত জাও।

হম। হমহি সনান পুজা করিবো; হমহী পুজাদি বেদপাঠ করিবো; হম লোকক্কা কর্ম উৎপাত করিয়া গেরো।

কর্ম/সম্প্রদান

অমা+কে। অমাকে কবন কাজ; অমাকে সদা সর্বদা দুঃখ দিরো; অমাকে দয়া হৈরো।

অমা+ক। এমত্ত অমাক যদি কৃপা হৈরো (আমার প্রতি যদি এ রকম কৃপা হল)।

অমী। অমার পিতা নাগরাজ কম্বলাশ্বতর অমী পথায়িরো (আমাদের পিতা কম্বলাশ্বতর আমাদিগকে পাঠালেন)।

হমা+কে। তুমার হমাকে বল প্রসাদিরো (তোমায় আমায় বর প্রদান করলেন)।

সম্বন্ধ

অমা+র (ও)। অমার বচন স্নহ; অমারো বচন।

হমা+র (ও)। তুমার হমার বদ আনন্দ হৈরো (তোমার এবং আমাদের বড় আনন্দ হল); হমারো বাণী (আমার বাণী)।

মধ্যম পুরুষ

তুমী। তুমী অমী দেশের চারচরিত্র দেখিয়া আসিয়ো (তুমি আমি দেশের চালচলন দেখে এলাম); তুমী···লেহো (তুমি নাও)।

তোহে। তোহে কোন্ আচ্ছে (তুমি কে আছ); তোহে চারিজন (তোমরা চারজন)।

কর্ম/সম্প্রদান

তুমা+কে। তুমাকে যোগ্য; নৃত্যগীত বিদ্যাসিদ্ধি তুমাকে দিয়ো।

সম্বন্ধ

তুমা+র। তুমার যে এমন স্বভাব; তুমার চরণে নমস্কার।

ত্বহ+র (া)। ত্বহরা স্বামী (তোমার স্বামী)।

অপনে, অপনার—মধ্যম পুরুষের এই সম্মানবাচক সর্বনাম পদের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম

সে। সে পিতার আজ্ঞাতে (সে-ই পিতার আজ্ঞাতে)।
সে সে বস্তু লেহো (সেই সেই বস্তু নাও)।
সেই যে দুয়িতা বস্তু (সেই যে দুটি বস্তু)।

তার। যাবৎকাল তার বিপত্তী (যে-সময়ে তার বিপদ)।

তাহি। তাহি মিত্র পিতা এহী কম্বলাশ্বতর (সেই মিত্রের পিতা এই কম্বলাশ্বতর)।

নিকট নির্দেশক সর্বনাম

এহি। এহি অমার বদ দুখ (এই আমার বড় দুঃখ); এহি ভূমণ্ডল মধ্যে; এহি থন বিজৈ হৈতে পাল।

ই/ঈ। ই কী আসিয়ো (এ কি এল); ঈ সাজ সব হৈয়ো (এই সাজ সব হল); ঈ যে খড়্গ (এই যে খড়্গ)।

ইহাক। ইহাক দর্শনেতে (এঁর দর্শনে)।

ইন। ইনকে দেহো (এঁকে দাও)।

হিনকা। হিনকা কী সংকট (এঁর কি সংকট)।

সম্বন্ধ নির্দেশক

জে। জে জে চাহে (যা যা চাও); আব জে অপন অপন আশ্রম (এসো জে নিজ নিজ আশ্রম…)।

অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাত্মক

কোয়ি। কোয়ি কহিতে না পারে।

কেহু। কেহু মূর্ছা হৈয়ো।

কবন/কোন। তুমার কবন দুখ ; তেমত্ত কোন হৈবে ; কোন আচ্ছে।

কেহ্নে। অমাকে এদিয়া কেহ্নে জায়িতে (আমাকে ছেড়ে কেন যেতে…)।

সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ

কথা। কথা জায়বো (কোথায় যাবে)।

এমন/এমত্ত। এমন অবস্থা ; এমত্ত বজ্রকেতু অসুররাজের পুত্র।

যেমত্ত। যেমত্ত আকাশবাণী আজ্ঞা হৈয়ো।

কৈসে। কৈসে ধৈর্য করিয়া থাকিবে।

তেমত্ত। তেমত্ত কোন হৈবে (তেমন কে হবে)।

এষণ। এষণে যজ্ঞ সাধিতে জাইবো ; এষণ তুমী (এখন তুমি)।

এথা। এথা বোলায়িয়া নৃত্য করাও (এখানে ডেকে এনে নৃত্য করাও)।

যত+এক। অমার যতেক রাজ্যপাত আচ্ছে।

ঈদৃশী। ঈদৃশী অপনার প্রিয় সখী।

এতাদৃশী। এতাদৃশী অপনার প্রিয় সখী।

এতাদৃশ। এতাদৃশ নীতিবিচারক শক্রজিন্নাম রাজা অমী।

জাবৎ (কাল)। জাবৎকাল দেখিতে চাহে (যতক্ষণ দেখতে চাও)।

তৎ (কালহি)। তৎকালহি প্রসন্ন হৈবে (সেই সময়ে প্রসন্ন হবেন)।

তাবৎ। তাবৎ ইচ্ছা পরিপুর্ণ করিয়া দেখো (ততক্ষণ ইচ্ছা পুর্ণ করে দেখো)।

আবে। আবে পরোপকার সাধিতে জাব (এখন পরোপকার সাধতে যাব)।

তাবে। তাবে অবশ্য অমী মাগিবে (তবে আমি অবশ্য চাইব)।

কারক-বিভক্তি

কর্তৃকারক

বিভক্তিহীন

পাপিষ্ঠ দৈত্য শূলে চ্ছাতী মারলাহ; মুনি সবহি কএল।

বিভক্তিযুক্ত

এ। দুষ্টে; অশ্বএ; পিতাএ নিবেদন কএল (পিতা নিবেদন করলেন); রাজকুমারে; পুত্রে অনেক পৌরুষ কএল (পুত্র অনেক বীরত্ব দেখাল); মদালসাএ প্রাণ ত্যজল।

ঞে। শ্রীবংশমণি ওঝাঞে; বিধিতাঞে।

কর্মকারক

বিভক্তিহীন

রাজা নহি চিহ্ন (রাজাকে চেন না); শান্তিরস অবলম্বলাহ; মদালসা উৎপন্ন কএ; সভা সভা বোলিএ (সভাকে সভা বলি); রাজা আরাধনা করু; রাজা জনাউ (রাজাকে জানাও); গালব ঋষি তোরাঞে আনহ; তুঅঞে স্ত্রী সমান করি চাহিএ (তুই স্ত্রীকেই…); হয়বর ইহা রাখি; নগরবাসী লোক অনেক দুঃখ জাতনা দেল; হমরা দেখইতে (আমাকে দেখতে) পাতালকেতু মারি; মদালসাহি উৎপন্ন কএ।

বিভক্তিযুক্ত

এ। সবে অনুরক্ত করু; ভাএ মালরএ।

ক। হমরাক সরূপ কহ; মদালসক; সবহিক।

কে। রাজাকে; জগজ্জ্যোতির্মল্লদেবকে; বিজ্ঞকে।

করণ কারক

বিভক্তিহীন

মোর শর (আমার শরের দ্বারা)।

বিভক্তিযুক্ত

এ। ইষ্টদেবতাপ্রসাদে, মন্ত্রবলে; যত্নে; ঈশ্বর আরাধনে, দৈব নির্বিঘ্নে; পুণ্যে।

এঞ; এঞা। মায়াএঞ, কৃপাএঞ; মায়াএঞা।

সম্প্রদান কারক

বিভক্তিযুক্ত

হুনকা কণ্ঠভূষণ কঙ্কণ দেল।

অপাদান কারক

বিভক্তিহীন

কপডঘর বাহির করহ।

বিভক্তিযুক্ত

এ। দুষ্টক পাপফলে।

হু। প্রাণহু তহ।

সম্বন্ধ

বিভক্তিহীন

রাজা আজ্ঞা; ঈশ্বর আজ্ঞা।

বিভক্তিযুক্ত

ক। মহারাজক; রাজাক; পাতালকেতুক; বিশ্বাবসুক কন্যা; ভক্তপট্টনক, ভগবতীক।

কা। সবকা।

কের। নৃপকের (গীতে ব্যবহৃত)।

র। তোহর রূপ।

অধিকরণ কারক

বিভক্তিহীন

কওন অভিনয় অনুরক্ত (কোন অভিনয়ে···); সভা জাইছহুও (সভাতে···); সভাস্থান চলু; নগর জাউ: সে স্থান অএলাহু (সে স্থানে···); আঙ্গন বিজয়

কএল ; ঘর জাউ ; কৈলাস জাএব ; অগ্নি প্রবেশ করব ; যমুনাতীর এক ঋষ্যাশ্রম ভেঠল।

বিভক্তিযুক্ত

এ। দেবযাত্রা প্রসঙ্গে ; কঞোনে পাপে ; দিনে।

ঞে। তোহর মনেঞে প্রমাণ।

র। রাজ্যর রহ (রাজ্যে থাক)।

হি / হী। দিনহী ; নরমাত্রহি বহুত গঞ্জনা করল ; দর্শনহি।

সম্বোধন

হে প্রিয়ে ; হে ঋষিলোকে ; রে রে (অসুর) ; হে কুণ্ডলে ; মদালসে ; রাক্ষস-লোকে ; হে দানবলোকে।

কারকবাচক অনুসর্গ

অর্থ। শরীরার্থ গাবইচ্ছি (শরীরের জন্য গাইছি)।

উত্তর। তোহে দেখলো উত্তর (তোমাকে দেখার পর) ; তাহি উত্তর (তারপর)।

উপর। ইহা উপর (এর পর)।

কারণ। তে কারণে হমহু নিয়ম কএল (সেই নিমিত্তে / কারণে)।

ঠাম। পিতা পুত্র ঠাম মায়া নহি করএ (পিতা পুত্রের প্রতি / কাছে ছলনা করে না)।

তর। তেরহ দিনহী তর (তের দিনের মধ্যে)।

তহ। সব তহ দৈব বলবন্ত (সব থেকে দৈব শক্তিশালী)।

থাও। রাজা থাও (রাজার নিকট)।

থাব। শক্রজিতক থাব (শক্রজিতের নিকট)।

দএ। মন দএ বিচারু (মন দিয়ে বিচার কর)।

পএ। পরমেশ্বর পাদ-পএ সার (গী° পরমেশ্বরের পায়ের অভিমুখে সার)। (তু° গুরুপাঅ-পএ)।

পুর্বক। নিয়মপুর্বক (নিয়ম করে)।

বিনু। রাজা বিনু (রাজা ব্যতীত)।

বিষে। স্বরাজ্য বিষে (স্বরাজ্য অভিমুখে)।

ভিতর। এেহাক আজ্ঞা ভীতর হমে ছহও (আপনার / এঁর আজ্ঞা অনুসারে আমি আছি)।

মহ। মহীমণ্ডল মহ (মহীমণ্ডলের মধ্যে)।

লগ। তহ্নিকা লগ (তাঁর সঙ্গে)।

সও। এহাহি সও (এর থেকে)।

সঙ্গ। ঋতধ্বজক সঙ্গ (ঋতধ্বজের সঙ্গে)।

সঙ্গে। তুম্বুরুক সঙ্গে (তুম্বুরুর সঙ্গে)।

সঞো। মদালসাক সঞো (মদালসার সঙ্গে)।

সঞো। আকাশ সঞো (আকাশ থেকে); আজ সঞো (আজ থেকে)।

সন। পাতালকেতু সন ভাএএ (পাতালকেতুর মত ভাই)।

সন্নিহিত। হিমালয় সন্নিহিত (হিমালয়ের কাছে)।

সমান। প্রীতি সমান দুঃখ নহী (প্রীতির মত দুঃখ নেই); আজু সমান (আজকের মত)।

সর্বনাম

মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের ভাষায় কর্তা, কর্ম, করণ কারকে বিভক্তিহীন পদ প্রচুর। এতে মনে হয় বিভক্তি চিহ্নগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে লেখকবৃন্দ খুব বেশী সচেতন ছিলেন না। অপর দিকে দুটি নাটকেই সর্বনামের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশী। সর্বনাম পদ ব্যবহার করে বাক্যের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। বহুভাষণ এ-ভাষার বৈশিষ্ট্য। বর্ণ-রত্নাকরের ভাষা-বিচারে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন Consequently, the speech is forced to take recourse to periphrasis with the help of the pronouns *je* 'who, that' and *se* 'he she, it, they.'[১] এ ব্যাপার মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকেও দুর্লক্ষ্য নয়।

সর্বনাম পদে বিশেষ বিশেষ কারক চিহ্ন প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত। নাম পদের সঙ্গে সর্বনাম পদের এখানে পার্থক্য।[২]

১. Suniti Kumar Chatterjee and Babua Mishra, Varna-Ratnākara, 'Introduction' p, lii.

২. George Abraham Grierson, An Introduction to the Maithili Language. Pt I, p 23.

পুরুষবাচক তুটি সর্বনাম ও নির্দেশক সর্বনাম সবগুলিই মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের ভাষায় পাওয়া যায়। সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগও সুলভ। সর্বনামে লিঙ্গভেদ নেই। উত্তম পুরুষ ছাড়া সব সর্বনামেরই সাধারণ ও সম্ভ্রমসূচক দুটি রূপ পাই। একবচন দ্বিবচন বহুবচনের ভেদ সর্বনাম পদে নেই। তবে দ্বিবচন ও বহুবচনের জন্য বিশেষ পদ ব্যবহৃত হত, 'হমরা সবকা', 'হমরা তুহু'।

উত্তম পুরুষ

কর্তা

হম, হমহু, হমে, হমরে, হমরা, হমরাহু, মএ, মঞে, মোঞে, মোই, মোহু, মোহি।

এতাদৃশী পার্বতী হমে।

হমহু আশ্রম জাইচ্ছিঞো।

হমরে রহইতে (আমি থাকতে)।

হমরা রহইতে (আমি থাকতে); হমরা তুহু (আমরা তুজন) হমরা অন্তপুর জাই।

হমরাহু তীর্থ পর্যটন (আমিও তীর্থ পর্যটন...)।

মএ আজ্ঞাকারী (আমি আজ্ঞাকারী); মএ লহে জএবাহ (আমি নিয়ে যাব); মঞে করব (আমি করব)।

মোঞে ই কার্য করব (আমি এই কাজ করব); মোঞে কহইচ্ছঞো (আমি বলছি)।

মোই কিচ্ছু কহইচ্ছঞো (আমি কিছু বলছি)।

মোহি জানে (আমি জানি, গী°); মোহি পুনু কহি নহি হোইচ্ছএ (আমি পুনরায় বলতে পারছি না); মোহু কিচ্ছু অপনে বিচারল (আমিও কিছু নিজে বিচার করলাম)।

কর্ম

হমরাকে, মোরা।

হমরাকে আজ্ঞা করু ; হমরাকে সরূপ কহ (আমাকে স্বরূপ বল)।

মোরা কীএ (আমাকে কেন)।

সম্বন্ধ

হমর, হমরা, হমে, হমরি ; হমরো।

মরা, মোর, মোরা, মোরঞো।

হমর কিচ্ছু বিনতি সুহু (আমার কিছু মিনতি শুনুন)।

হমরা এহেন অবস্থা (আমার এমন অবস্থা); হমরা কী (আমার কি); হমরা সবকা (আমাদের সকলের)।

হমে রাজ[জ]ন্ম সাফল্য ভেল (আমার রাজজন্ম সফল হল)।

হমরি আনলি।

হমরো কিচ্ছু গোচর সুহু।

মরা কুলগুরু (আমার / আমাদের কুলগুরু)।

মোর কিচ্ছু (আমার কিছু)।

মোরা কিচ্ছু গোচর অবধান করু (আমার কিছু আপনি অবধান করুন)।

মোরা প্রণাম (আমার প্রণাম); মোরা কত দুঃখ (আমার কত দুঃখ)।

মোরঞো চিত্ত (আমার চিত্তও)।

মধ্যম পুরুষ

কর্তা

তঞে, তোক, তোহ, তোহে।

তঞে মান ন কর (তুমি মান করো না)।

এ তোক যোগ্য নহী।

তোহে প্রাণহু তহ প্রিয়ে (তুমি প্রাণের থেকেও প্রিয়); তোহে লোকে (তোমরা সকলে); তোহ দেবকন্যা (তুমি দেবকন্যা); তোহ দুহু (তোমরা দুইজন); তোহ মাগব (তুমি চাইবে)।

কর্ম

তোহে, তহু।

তোহে দেখলো উত্তর (তোমাকে দেখার পর)।

তহু কহইচ্ছঞো (তোমাকে বলছি)।

সম্বন্ধ

তোহর, তোহরা।

তোহর রূপ দেখি (তোমার রূপ দেখে)

তোহরা দুঅও্রো প্রীতি কর (তোমাদের দুজনকেই প্রীতি করি ?)।

তোহরা সৎপুরুষ কেও স্বামী হোবত (তোমার স্বামী হবে জনৈক সৎপুরুষ)।

সম্মানসূচক মধ্যমপুরুষ

অপনে, আপন।

অপনে আপন আশ্রম বিজয় করু (আপনারা আপনাদের আশ্রমে যান)।

অন্যান্য কারকে বিভক্তি মধ্যম পুরুষের মতই।

সাধারণ নির্দেশক

সে। সেউ।

তে।

তাহি, তাহু।

তহ্নি, তহ্নিত, তহ্নিহি।

সেহে।

তেহি।

রাজা কও্রোন সে (সে কোন রাজা); সে স্থান; সে রাজা বিনু হোঅ নহি (সে রাজা ছাড়া হয় না)।

হমে সেউ দেখইচ্ছও (আমিও সেই দেখছি)।

তে দুষ্টে (সেই দুষ্টেরা); তে কহল (সে বলল); তে নগর শূন্য ভেল (তাই নগর শূন্য); তে সন্তাপে (সেই সন্তাপে); তে বাট (সে পথ)। তে হমে হুনকা (তাই আমি ওঁর); তাহি খেদল (তাকে তাডালাম)।

হরিহরাদি দেব তাহুকা পুনু কওনও বস্তু অভিলাষ হোঅ (হরিহরাদি দেব, তাঁদেরও পুনরায় কোনো বস্তুর অভিলাষ হয়)।

তহ্নি লোকক চরণ দেখ (তাঁদের চরণ দেখি); তহ্নি চরণ (তাঁর চরণ); তহ্নিকা প্রাণপ্রিয়া (তাঁর প্রাণপ্রিয়া); তহ্নি সঙ (তাঁর সঙ্গে); তহ্নিকাকে দএ (তাঁকে দিয়ে); তহ্নিত আহ্বান (তাঁকে আহ্বান)।

তহ্নিহি কুবলয়াশ্ব-মদালসাক নাটক (তিনিই কুবলয়াশ্ব-মদালসা নাটক / তাঁর কুবলয়াশ্ব-মদালসা নাটক)।

সেহে ধর্ম (সেই ধর্ম); সেহে হমরা সফল (সেই আমার সাফল্য)।

তেহি আনন্দ (তাতেই আনন্দ)।

নিকট নির্দেশক

এঞে, এঞেহাঞে, ইহাঞে, ইত্নি, হিনি।

ইহাক, এহাক, এঞেহাক, ইহাহিক।

এ, এহ, এহি, এহে, এহাহি, এহু, এতা।

ই / ঈ, ইহ, ইহা, ইহে।

এহাঞে, এঞে।

এঞেহন, এহন, এহনা, এহেন, এহনে, এহেনে, এঞে।

ইথি।

এঞে (ইনি)।

এঞেহাঞে চতুর (ইনি / আপনি চতুর)।

ইহাঞে এতএ রহু (ইনি এখানে থাকুন)।

ইত্নি অশ্বএ বিৎপত্তি (ইনি অশ্ব উৎপত্তি [?])।

হিনি পাতালকেতুক (ইনি পাতালকেতুকে)।

ইহাক কওন চিন্তা (এঁর / আপনার কোন্ চিন্তা)।

এহাক দর্শন পাওল (এঁর / আপনার দর্শন পেলাম)।

এঞেহাক পুণ্যে কী নহী হোঅএ (এঁর / আপনার পুণ্যে কি না হয়)।

ইহাহিক (এঁর / আপনার)।

এ তটে (এই তটে); এ তোক (এ তোমার)।

এহ বেদী (এই বেদী), এহ সবে ত্বরাএ চলু (এখন সকলে তাড়াতাড়ি চল ?)।

এহি রাজাকে (এই রাজাকে); এহি থাম (এই স্থান), এহী যজ্ঞ (এই যজ্ঞ), এহি মহিমণ্ডল।

এহে প্লক্ষাবতরণ তীর্থ (এই প্লক্ষাবতরণ তীর্থ)।

এহাহি লোকক অনুগ্রহ (এই-ই লোকেদের অনুগ্রহ)।

এহু অভিলাষ (এই অভিলাষ)।

এতা সাহসক স্থান নহী (এই সাহসের স্থান নয় / এইটি [পদাশ্রিত নির্দেশক] সাহসের স্থান নয়)।

ই সব সামগ্রী (এই সব সামগ্রী); বড কার্য ই (বড কার্য এই) · ই পাত্র

কাচ্ছঞ (এই পাতা [নাচ] নাচ); ঈ ঘোড় খজ্গ (এই ঘোডা খড়্গ); ঈ আসন (এই আসনে)।

ইহও বড় ভাগ্য (এ-ও বড ভাগ্য); ইহা রাখি (এখানে রেখে), ইহা লাই (একে নিয়ে) ইহা কুশল থী (এখানে কুশল, তুলনীয় অত্র কুশল); ইহে মতি (এতে মতি); ইহে থী (এই আছে)।

এহাঞে রহু (এখানে থাক)।

ঞেহাঞে সবে অনুরক্ত করু (এখানে সবাইকে অনুরক্ত করুন)।

এঞে (এখানে)।

ঞেহন নাগর (এই রকম নাগর)। ঞেহনি বৃদ্ধা। লিঙ্গভেদ লক্ষণীয়।

এহন রাজ্য দেখল (এ রকম রাজ্য দেখলাম), এহন মহাবাজ শ্রীশ্রীজগজ্জ্যোতির্মল্ল-দেবক (এই মহাবাজ জগজ্জ্যোতির্মল্লদেবের)।

এহনা মিত্রক সঙ্গ।

পুরুষ এহেন থিক (পুরুষ এই রকমই হয়)।

কুলস্ত্রীকা এহনে (কুলস্ত্রী এ রকমই)। এহেনে (এখনই)।

এঞে (এখানে)।

ইথি সংশয় জনু (এতে সংশয় করো না)।

দূর নির্দেশক

হুনি।

হুনকা।

হুনকরা, হুনকরি।

ও, ওএ।

ওহি, ওহে, ওহু।

ওহন, ওহনা, ওহনে।

হুনি সে সব রাজ্য লেল (উনি সে-সব রাজ্য নিলেন)।

হুনকা কণ্ঠভূষণ কঙ্কণ দেল (ওঁকে কণ্ঠভূষণ কঙ্কণ দিলাম), হুনকা সবে কিচ্ছু (ওঁর সব কিছু)।

হুনকা তাতাধিক কহঈচ্ছী (ওঁকে ততোধিক বলছি)।

হুনকরা রাজ্য সেবেচ্ছলে।

মদালসা স্ত্রী, হুনকরি (মদালসা স্ত্রী, ওঁর)

ও আহলাহবে (ও আসবে) ; ও দুঃখ (ঐ দুঃখ)।

ওএ হমর মরণ শুনি (ও আমার মরণ শুনে)।

ওহি কামনাএ (ঐ কামনায়) ; ওহিটা সময় (ঐ সময়)।

ওহে চিন্তা (ঐ চিন্তা)।

ওহু দুই বস্তু (ঐ দুই বস্তু)।

প্রীতি ওহন থী (প্রীতি ওরকম আছে)।

ওহনা সঞো এহেন প্রীতি (ওর সঙ্গে এই রকম প্রীতি)।

এঞহাক চিত্ত ওহনে থী (এঁর চিত্ত ওখানে পড়ে আছে)।

সম্বন্ধ পদ

ওকর, ওকরা।

জকর, জকরা।

জে।

তকর, তকরা।

ওকর স্নেহ (ওঁর স্নেহ)।

ওকরা দেহ (ওর দেহ)।

জকর ঝড়ি পড় (যার ঝরে পড়ে)।

জকবা স কিচ্ছু (যার সে কিছু)।

জে হরি অনলিহ (যে হরণ করে আনল) ; জে ভেলি সেও স্ফুট ভেলি (যা হল তাও পরিষ্কার বলা হল) , জে ইহাক আজ্ঞা উপযুক্ত হো (যে এঁর আজ্ঞা উপযুক্ত হোক)।

তকর দেহ (তার দেহ) ; তকর বলয়মণ্ডল।

তকরা কহিঅ (তাকে বলি)।

অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাত্মক

কওন, কঞোন, কওনহু কঞোনে।

কি/কী, কীএ, কিএক।

কহা, কহি।

কহনে।

ককরো।

কওন কার্য আজ্ঞা করু (কোন্ কার্য আজ্ঞা করেন); কওন কুল (কোন্ কুল)।

কঞোন উপায় (কোনো উপায়)।

কঞোনে পাপে (কোন্ পাপে)।

কনহুও বস্তু অভিলাষ (কোনো বস্তু অভিলাষ)।

কি নহি হোঅএ (কি হয় না); কি বহুত কহব (কি বেশী বলব)।

কী অর্থ ঈ (কি অর্থ এর)।

কীএ বংচনা মাত্র কএলচ্ছ (কেন বঞ্চনামাত্র বলছ)।

কিএক ভেল (কেন হল)।

কহা জএবে (কোথায় যাবে)।

কহি নহি হোএ (কখনও হয় না)।

কহনে নহি আব (কেন আসছে না)।

ককরো পিতা পুত্রক কার্য এহন নহী করএ (কারও পিতা পুত্রের এ রকম কাজ করে না)।

সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ

জত।

তত।

কত, কতবা।

এত, তাহি, এতবা, এতাবা, এতাদৃশী।

জত তোহর রূপ দেখইচ্ছী (যত তোমার রূপ দেখছি); জত সবে (যত সব); দুঃখ জত বোলিব আবএ (যত দুঃখ বলব এস, গী°)।

ততহি নহি হোইচ্ছএ (তাতেও হচ্ছে না)।

রাজধানী কতো দূর (রাজধানী কত দূর); মোরা কত দুঃখ (আমার কত দুঃখ)।

যজ্ঞ কতবা দূর অচ্ছ (যজ্ঞস্থান কত দূরে আছে); কতবা কতবা কর্ম ভেল (কত কত কাজ হল)।

এত কাল নহি আএলচ্ছ থি (এত কাল আসছে না)।

তাহি দিন সঞো (সেই দিন থেকে)।

এতবা প্রতিদিন করব (এইরূপ প্রতিদিন করব); এতবা কর্ম মঞে করব (এই কর্ম আমি করব)।

এতাবা হমর বিজ্ঞপ্তি (এই আমার ঘোষণা)।

এতাদৃশী পার্বতী হমে (এই রকম পার্বতী আমি)। এতাদৃশ ও ঈদৃশীর ব্যবহারও আছে।

কহেন।

জৈসনি।

জহেন।

তখনে।

এখন, এখনে, এহাহি।

কতএ, এতএ।

তঞে।

ওতএ।

তাও।

তথি/থী।

ইথি / ঈথী।

কহেন বুদ্ধি চেষ্টা সৌন্দর্য (কেমন বুদ্ধি চেষ্টা সৌন্দর্য); কহেন বস্তু (কেমন বস্তু); কহেন সানন্দ হোএতাহ (কেমন আনন্দিত হবে); কহেন মিত্র পাওল (কেমন মিত্র পেল); কহেন মানুষ; ঈ ঘোড় খড়্গ কহেন (এই ঘোড়া খড়্গ কেমন)।

জৈসনি মধুকর ধাব (যেমন মধুকর ধায়, গী°)।

জহেন জলদ চাতক চাহ হে (যখন চাতক মেঘ চায়, গী°)।

তখনে মায়া কএ (তখন মায়া [রচনা] করে)।

এখন রাজ্য জাএব চলু (এখন রাজ্যে যাব, চল)।

এখণে (এখন)।

এহাহি সও (এখান থেকে)।

কতএ আএল (কোথায় এলাম); কতএ পওলএ (কোথায় পেলে)।

এতএ রহু (এখানে থাক)।

তএে জাএব (সেখানে যাব)।

ওতএ পুত্রক নিধন ভেল (ওখানে পুত্রের নিধন হল)।

তাও আশ্রমক অবেক্ষা করু (ততক্ষণ আশ্রমে অপেক্ষা করুন); তাও আবও (তারপর আসি)।

তথী দেবযাত্রা প্রসঙ্গে (সেখানে দেবযাত্রা উপলক্ষে); তথী দক্ষিণা নহী (সেখানে দক্ষিণা ছিল না)।

ঈথী কি বিধেয় (এখন কি বিধান)।[১]

সর্বনামপদে নিশ্চয়াত্মক হ, হু, হি বিভক্তির সঙ্গে যুক্ত হত। বানানে সর্বত্র একই নিয়ম অনুসৃত হয় নি। কিছু কিছু উদাহরণে সর্বনাম পদের লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়াপদে সেই লিঙ্গ অনুসরণ দেখা যায়।

ক্রিয়ার কাল ও ভাব

বর্তমান কালের বিভক্তি [মৌলিক ও কৃদন্ত]

উত্তম পুরুষ

অ -ইঅ। আএচ্ছিঅ; ঋষিক অবেক্ষা করিচ্ছ; বড় সুখে দিন খেপিঅ; বহুএ নহি পারইচ্ছঅ; স্থৈর্য নহি হোইচ্ছ।

ই/ঈ। দর্শন করৈচ্ছী; এহন কহইচ্ছী; শরীরার্থ গাবইচ্ছি; আশ্রম জাইচ্ছী; স্বপইচ্ছী।

উ। ধর্ম চর্চা গমাউ; জাউ; সত্বর চলু; হমে দেখু; হমরা বৈস্থ কৌতুক দেখু; সখী সুনু।

এ। দেখইচ্ছীঅএ; নহি বুঝি হোঅএ; হোইচ্ছএ।

১. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য:
সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত
সুভদ্র ঝা, বিদ্যাপতি গীত-সংগ্রহ
S. A. Grierson, An Introduction to the Maithili Langnage.

ও। কহইচ্ছও ; অপন রাজ্য জাইচ্ছও ; চিন্তইচ্ছও ; পারও নহী ; মগইচ্ছও ; এহিখনে মারইচ্ছও।

ঞো। কহইচ্ছঞো ; করইচ্ছাঞো ; জাইচ্ছঞো ; বন্দঞো।

হ। বিশ্রাম করহ ; হমরা চলহ ; ঋষিরূপ কএ রহহ।

হু। ভিতর হএ খনেক রহু।

মধ্যম পুরুষ

অ। আরও জে চাহিঅ।

ই/ঈ। কহিচ্ছী ; কীএ দেইচ্ছী ; কীএ বজৈচ্ছী।

উ। দর্শন করু ; তোরাঞে চলু ; দেখু ; মারু ; বিচারু।

এ। সখী আবিএ ; ধৈর্য চাহিএ।

সি। তোহে নহি চিহ্নসি মোহি ; জঞো রণ রহসি তোহি [তু° বাংলায় বুঝসি, পুচ্ছসি]

হ। আনহ ; কহ ; ধৈর্য করহ ; দেহ ; হমরা সম্মুখ বজইচ্ছহ ; বোধরিহহ ; রচিহ।

হু। সুন্দরি কহু।

প্রথম পুরুষ

ই। অন্ধকার রহথি।

এ। সাহসীক অচ্ছএ ; করএ চাহিএ ; কিচ্ছু নহি চ্ছএ ; মিলএ।

ও। সবে হো।

বর্ত্তমান কালে অনুজ্ঞা ভাব

মধ্যম পুরুষ

উ/উ। আউ ; করু ; চলু ; অপনে রাজ্য সপত্নীক জাউ ; প্রতিপালু ; সে মাগু ; সুনু।

হ। আনহ ; রাজ্য চিন্তা করহ ; দয়া করহ ; সরূপ কহ ; করিহহ ; নাচহ [তু° বর্ণ-রত্নাকর, লেহ ; দেহ]।

ও। দর্শন দিএও।

প্রথম পুরুষ

ও। মনোরথ পুর্ণ হোঅও ; ঈশ্বর আজ্ঞা হোঅও।

-হ, -উ বর্তমান কালের অনুজ্ঞা ভাবের বিভক্তির সাহায্যে সাধারণ বর্তমান কালের পার্থক্য করা অনেক সময় সম্ভব ছিল না। এমন কি পদটি সাধারণ বর্তমান কালের অথবা অনুজ্ঞা ভাবের তাও নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়। শ্রীসুভদ্র ঝা'র এই উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—It is clear, how already by the time of Vidyapati the forms of the indicative had begun to be employed also in the imperative although the latter had special forms of its own.[১]

অতীত কালের বিভক্তি

উত্তম পুরুষ

বিভক্তিহীন

উত্তম পাওল ; ভেঠল ; মোহু কিছু অপনে বিচারল।

বিভক্তিযুক্ত

অ। তীর্থভ্রমণ কএল ; মোঞে চ্ছুইলচ্ছ ; দক্ষিণার্থ লেলচ্ছ।

তকরা কহিঅ।

আহ। অএলাহ ; নানা বিলাস কএলাহ ; বনবিহার করইচ্ছলাহ ; আখি দেখলাহ ; যজ্ঞ রক্ষা করএ পঠবলাহ ; মারলাহ।

ই/ঈ। আএলনিচ্ছী ; মদালসা বর পাউরি।

ও। সুনলাও।

হু। অএলাহু ; চ্ছলিহ ; ভেলাহু।

মধ্যম পুরুষ

বিভক্তিহীন

উত্তম কএল ; এেহাএে জিনল।

১। শ্রীসুভদ্রা ঝা, বিদ্যাপতি গীত-সংগ্রহ, পৃ ১৬৫-১৬৬

বিভক্তিযুক্ত

এ। এত রস তো কতএ পওলএ।

প্রথম পুরুষ

বিভক্তিহীন

গঞ্জন কএল; যমুনা পৈসি গয়ল; যাতনা দেল; অকাশবাণী ভেল; নগর শূন্য ভেল।

আহ। এতএ অএলাহ; কুবলয়াশ্ব চ্ছলাহ (কুবলয়াশ্ব ছিলেন); মহাদেব সন্তুষ্ট ভেলাহ।

বিভক্তিযুক্ত

ই/ঈ। উগ্যমলি; জগাউলি; ভেলইক; মালহলি, দূর গেলী; এ কন্যা লেলি।

এ। কিচ্ছু ন বিচারসে।

হ। জে হরি অনলিহ।

হ্নি। যজ্ঞ কএলহ্নি; হমরা দেলহ্নি; ভেলহিহ্নি।

ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি

উত্তম পুরুষ

বিভক্তিহীন

বিশ্রাম করব; কৈলাস জাএব; দেখব; মুনিমখ নাশব।

বিভক্তিযুক্ত

অএ। গমাবিঅএ।

আহ। নাগপুরএ জএবাহ; কখনে দেখিবাহ।

উ। ত্বরা এ দেখু।

এ। আন স্ত্রীক ভোগ নহি করবে; সম্মুখ এহি সঞো নহি পারবে; তাত আগমন দেখৈতে রহবে।

ও। যথোক্ত করবো।

মধ্যম পুরুষ

অহ, আহ। ত্বন্নাএ ঘর জএবহ; অচিরহি দেখবাহ।

প্রথম পুরুষ

অহ, আহ। ও এতএ কীএ অহোতাহ; কী মঁগতাহ; মহাদেব সন্তুষ্ট হোয়তাহ।

সাধারণ বর্তমান কাল [মৌলিক কাল]

আব; গাউ; খেপিঅ; করহ; চলু; চাহিএ; সুনহ; পএ; চ্ছথি; থী; দেখু; রহঅ; হোঅ; হোঅএ।

সাধারণ অতীত কাল।

অল। অবলম্বলাহ, উত্থমলি; কএল; পাউরি (পেলাম); ভেল; পঠবলাহ; রাখল; [ত্তু বিদ্যাপতি, সুপুরুষ পাওল; কারণি বৈদে নিরসি তেজলি)।
এ ছাড়া এ দুটি রূপ পাওয়া যায়: স্বরাজ্য বিষে জাথু (স্বরাজ্য অভিমুখে গেল)। তকরা কহিঅ (তিনি বললেন)।

ভবিষ্যৎ

অব। করব; কহব; জাএবাহ; জএবাহ; জিআওব; পাবথু; তোড়ব; নাশব।

ত। সানন্দ হোএতাহ; ধর্ম হোএত; উৎপন্নি হোইতি; এতএ অওতাহ; করতাহ; মারত; মিলত। সব উদাহরণই প্রথম পুরুষের। বিদ্যাপতির গীতে পাই, বলভু অওতাহ; আউতি (সে আসবে)।

ঘটমান বর্তমান। ***অই অন্ত ক্রিয়াপদ** + √অচ্ছ। অই+অচ্ছ=ঐচ্ছ।
-ইত(ইতে)+ √অচ্ছ (বর্তমান কাল)
ঈ বড় ইচ্ছা করৈচ্ছথি (এই বড় ইছা করছেন); মোঞে কহইচ্ছঞো (আমি বলছি); কর্ম করএ জাইচ্ছঅ (কাজ করতে যাচ্ছি); ভীর দেখঈচ্ছী (ভীড় দেখছি); মোরা কীএ দেইচ্ছী (আমাকে কি দিচ্ছ); সহে মঁগইচ্ছও (সেই মাগছে)।

ঘটমান বর্তমান কাল সম্বন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য। Present progressive, two forms, (1) oblique of present participle in *-ita (-ite)*+present tense of substantative root *ach* or *ah* 'to be': thus *hoitē acha, karaitē achathi, caraitē acha,* etc. (very common with √*ach*) ; *karaitē āha* and (ii) a verbal form in *-aï*+present tense of *ach*: eg., *bharai acha, karaï acha.*

In modern Maithili both these forms occur—as *karait achi* and *karaïchi*. The explanation of (ii) is not clear ; it seems to be a verbal noun in the oblique+the substantive root.[১] মুদিত-কুবলয়াশ্বের ঘটমান বর্তমান মূলধাতু+ই+চ্ছ পাচ্ছি। এবং ই / ঈ'র ব্যবহার খুবই বেশী।

পুরাঘটিত বর্তমান

কর্মবাচ্য অথবা কৃদন্ত+অল+অচ্ছ ধাতু যোগে গঠিত।

সএ আরম্ভ কএল অচ্ছ (যজ্ঞ আরম্ভ করেছি); বিজয় কএলচ্ছ (এসেছেন); ইহা লাই আনল অচ্ছ ; গালব ঋষি আএলচ্ছ থি (গালব ঋষি এসেছেন); গন্ধর্ব কিন্নর তহ বড় উত্তম গওলহচ্ছ (গন্ধর্ব কিন্নর থেকেও উত্তম গেয়েছ); এেহাক কৃপাএ হমে পাওলিচ্ছ ; এহেন আকাশবাণী ভেল অচ্ছ ; লাবণ্য নহী দেখলচ্ছএ। [তু°,বীরভূম উপভাষা হলছে, গেলছে]। 'এহন ঠাঞো আএচ্ছিও' এই বাক্যে পুরাঘটিত বর্তমান কালের দ্যোতনা আছে। 'দ্বার চ্ছথি' (দ্বারে আছেন) এই বাক্যও পুরাটিত বর্তমান কালের।

পুরাঘটিত অতীত

একটিমাত্র উদাহরণ পেয়েছি। 'হিনি পাতালকেতু মালহলি নিশ্চয়' (ইনি পাতালকেতুকে মেরেছিলেন নিশ্চয়ই)।

১. Suniti Kumar Chatterjee and Babua Mishra, Varṇa Ratnākara, 'Introduction' p lvii

ঘটমান অতীত

বনবিহার করইচ্ছলাহ ; উত্তম যাগ কয়েচ্ছলাহ ; তথী দক্ষিণা নহী হোইচ্ছল।

অসমাপিকা

ই। দেশ **ঘুরি** লোকক রক্ষা করব ; এেহাক চরিত্র **দেখি** ; তোহে **চ্ছাড়ি** আন প্রিয়া নহি। যমুনা **পৈসি** ; পাতালকেতু **মারি** ; হয়বর ইহা **রাখি**।

এ। দেশচর্চা **করএ** জাএব ; সোঝ নহি **জুঝএ** পারলকে ; ঋষিরূপ **কএ** রহহ ; তালবৃন্ত **লএ** ডাগাউলি।

ইতে। হমরা **অচ্ছেতে** ইহাকে কওন চিন্তা (থাকতে) ; ঋষিক অবেক্ষা **করইতে** (রক্ষা করতে) ; তোহরা চরিত্র **দেখতে** ই হম কএলচ্ছ (দেখে) ; ঈ পোখরি **দেখইতে** আহ্লাদ ভেল (দেখে) ; এহন তোরা **বজেতে** লাজ নহী (বলতে)।

অব। ভোগ কৌতুক কিচ্ছু নহি **করবে** ইচ্ছিঅএ (করতে)।

ণিজন্ত ক্রিয়া

রাজা **জনাউ** (রাজাকে জানাও) ; বৈসাউ (বসাও) ; জগাউলি (জাগালেন) ; করাউ (করাও)।

যৌগিক ক্রিয়া

রাজাক চরণ দেখ্ গএ ; বন্দএো গএ।

কর্মবাচ্য

দুঅএো স্ত্রী সমান করএ চাহিএ (দুই স্ত্রীকেই সমান ভাবে দেখা উচিত) ; ই অদ্ভুত কহি নহি হোএ ; তিলোও ন রহি জাএ (তিলমাত্রও থাকা যায় না) ; সযত্ন করএ চাহিঅ (সযত্ন করা উচিত) ; কিচ্ছু নহি বুঝি হোঅএ (কিচ্ছু বোঝা যায় না)।

ক্রিয়াপদে স্বার্থিক বিভক্তি

মূর্চ্ছা ভেলইক ; অনলক।

নামধাতু

শাস্তিবে (শাস্তি দেবে); অবলম্বলাহ (অবলম্বন কর); মূরুচ্ছরি (মূর্ছা গেল); প্রসাদিয়ো (প্রসাদ দিলেন); অবলম্বিএ (অবলম্বন করে)।

সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতঘেঁষা বাক্য বা বাক্যাংশের ব্যবহার প্রচুর। সূত্রধার এবং নটীর সংলাপে সংস্কৃত ভাষা একটু আধটু ব্যবহৃত। তাছাড়া বিভিন্ন প্রসংগে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে এইগুলি পাই।

হে পুত্রা (ওহে পুত্রগণ); হে মদালসে; আয়স্ব; কিমর্থ আগমন; জয় জয় মহামণ্ডলেশ্বরো ভব; কুশলী ভব; মনোরথ সিদ্ধিরস্তু; সর্বদা পূর্ণকামো ভব; এবমস্তু এবমস্তু; অতঃপরং (কৈলাস জাএব); কুশলমস্তু; চিরঞ্জীব চিরঞ্জীব; এবমেব; সন্তান সন্ততি বৃদ্ধিরস্তু; হে মুনে ঈপ্সিতমেব; তথৈব তোহরা দুহুকা প্রীতি হোঅও; সর্বদা স্বস্তি (এহাবে রহও); আজ্ঞা প্রমাণং; হে ভ্রাতঃ।

বিস্ময়সূচক, আক্ষেপসূচক অব্যয়

শিব শিব; হরি হরি; আহা; সাধু সাধু; সাধু রে; চ্ছী, চ্ছী, চ্ছী; এ বাপা এ বাপা।

নাটক দুটি প্রকাশের সময় পুথির বানান যথাযথ রক্ষা করতে চেয়েছি। কিন্তু সর্বত্র এ নিয়ম অনুসরণ করি নি। তৎসম বানান শুদ্ধ করেছি। অবশ্য ধ্বনি পরিবর্তনের যদি কোনো মূল্য থাকে, তবে সে বানান পরিবর্তন করি নি। পুথিতে হসন্ত চিহ্ন যেখানে বিরাম চিহ্নের স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে কমা দিয়েছি। কবিতার ক্ষেত্রে কমা অথবা হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করি নি। দ্বিতীয় চতুর্থ ছত্রে এক দাঁড়ি ব্যবহৃত। একই পদের বিভিন্ন বানানের ক্ষেত্রে (তুমী, তুমি; এষণ, এষন; কৈলাশ, কৈলাস)—যথা সম্ভব একটি বানান অনুসরণ করেছি। কিন্তু পাপিষ্ঠ এবং পাপষ্ঠ এই দুইয়ের কোনো পরিবর্তন করি নি। ললিত-কুবলয়াশ্বে সংলাপের পূর্বে পাত্র পাত্রীর নাম উল্লিখিত হয় নি। সেখানে তৃতীয় বন্ধনীতে নামগুলি উল্লেখ করেছি। কোথাও উক্তিটি কার এ-বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে বিচারবুদ্ধিমত সঠিক পাত্র অথবা পাত্রীর নাম

বসিয়েছি। আবার কোথাও 'সমবেত' উক্তি বলে যা মনে হয়েছে, তা একজনেরও হতে পারে। সম্বোধন পদে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ আছে। ব্যতিক্রমও আছে। বাংলায় এ রীতি এখন বর্জিত। লিপিকরকে যথা সম্ভব অনুসরণ করেও কয়েকটি ক্ষেত্রে এ রীতি মানার সার্থকতা দেখি নি। লিপিকরও সর্বত্র একই রীতি অনুসরণ করেন নি। কোথাও কোথাও ব্যক্তিনামের আদ্যক্ষর অথবা প্রথম দুটি অক্ষর লিখিত হয়েছে। সেখানে কদাচিৎ তৃতীয় বন্ধনীতে বাকি অক্ষরগুলি দিয়েছি। যেখানে অক্ষর ছাড় গেছে সেখানে তৃতীয় বন্ধনীতে ছাড় অক্ষর দেওয়া হয়েছে।

আরও কিছু লিপিঘটিত বৈশিষ্ট্যের কথা 'ভাষাবিচার' অংশে দিয়েছি।

প্রতিলিপি

ক) ললিত-কুবলযাশ্ব নাটকের প্রথম পাতা।

খ) ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকেব একটি পাতা। ভনিতায রাজা এবং কবিব নাম উল্লিখিত।

গ) ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের শেষের পাতা।

ঘ) মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের প্রথম পাতা। নাট্যপ্রকরণ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য।

ঙ) মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের একটি পাতা। রাজবংশের মূল্যবান দলিল।

চ) মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের একটি পাতা। রাজব শের মূল্যবান দলিল।

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের প্রথম পাতা।

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের একটি পাতা। ভনিতায় রাজা এবং কবির নাম উল্লিখিত।

প্রতিলিপি ২

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের শেষের পাতা।

মুদ্রিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের প্রথম পাতা। নাট্যপ্রকরণ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য।

মুদ্রিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের একটি পাতা। রাজবংশের মূল্যবান দলিল।

মুদ্রিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের একটি পাতা। রাজবংশের মূল্যবান দলিল।

দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচিত

ললিত-কুবলয়াশ্ব-মদালসোপাখ্যান-শিব-পার্বতী-মহিমা-নাটক

মূল পাণ্ডুলিপি :

Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, pp. 6-7. Leipzig, 1881

নাটকের পাত্রপাত্রীগণ

শক্রজিৎ	রাজা
ঋতধ্বজ [কুবলয়াশ্ব]	শক্রজিৎ-পুত্র
শীলবর্ধন	মন্ত্রী
কোটবার	প্রতীহার
পাতালকেতু	অসুররাজ
তালকেতু	পাতালকেতুর ভ্রাতা
তালকেশী, উগ্রকেশী, রক্তকেশী	পাতালকেতুর অনুচর
গালব	ঋষি
বরুবা, থরুবা	গালবের সেবক
বিশ্বনর, বিশ্বধর, সিদ্ধিদাস, সাধুদাস, ঋদ্ধিদাস	আশ্রম ঋষি
তুম্বরু	গন্ধর্বরাজ্যের পুরোহিত
কম্বল	নাগরাজ
অশ্বতর	কম্বলের ভ্রাতা
চারুমুখ, চারুধর	নাগরাজের পুত্র
মহাদেব	
নন্দী	
ভৃঙ্গী	

সুচিত্তমা, সুমধ্যমা	শক্রজিৎ-পত্নী
সুমুখী	তাঁদের সখী
মদালসা	গন্ধর্বরাজ-কন্যা
কুন্তলা, কুণ্ডলা	মদালসার সখী
তনূদরী, নাগিনী	নাগরাজ-পত্নী
পার্বতী	
সরস্বতী	
তরুণী	

দৃশ্যাবলী : স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল

[প্রথম অঙ্ক]

[১.১]

[ওঁ নমো] নৃত্যনাথায়

ব্যালোলচ্চৌড় চন্দ্রচ্যুত বহল সুধাসারসেকাৎসজীবৈ
ভূর্য়ঃ সংস্তূয়মানোবিকটবিহসিতৈভূর্ষণ স্রক্ শিরোভিঃ
সন্থঃ সম্ভ্রান্তচিত্তং সভয় গিরিজয়া গাঢ়মালিংগমানো
দেয়াদাবদ্ধরাগো ভ্রমিনতনবিধৌ নৃত্যনাথোমুদো বঃ ॥
বৃষস্থং শ্বেতবর্ণাঙ্গং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনং।
দেবং নবরসেনাঢ্যং নৃত্যেশ্বরমহং ভজে ॥

।। সুন্ত মে ।। মালব ।। ধরংজতি ।।

হর হর তুব কলা বিপরিতি মালা
নিরকণ্ঠ জটাধারি শিরে তোয়ধারা ॥
ফণিমণি বস সুনি ভালে চন্দ্রকলা
ভাগ মাগে ভিখি ঘরে বিষগতিগলা ॥
ত্রিনয়ন মুণ্ডমাল কামকেল কারা
সমশার ভবন সে লেল তুব ভারা ॥
ভম শ্রীনিবাসনৃপ মচ্ছিন্দ পারা
জগতপ্রকাশ তাকে কনক জে ধারা ॥

প্রবেশ সূত্রঃ ।।

গাচ্ছে শ্লোক ।।

শিবতনু[১]গজবক্ত্রং সূর্পকর্ণং[২] ত্রিনেত্রং
পরশুবিধৃতহস্তৈর্মোদকাবদ্ধচিত্তং।

১। 'সিবতন'   ২। 'সূর্প্য কর্ণং'

মুনিহৃদয়নিবিষ্টং বিঘ্নরাজং প্রমত্তং
ভবদুরিত কৃতান্তং তং নমাম্যেকদন্তং ॥

॥ নাট ॥ এ ॥

প্রথমহি সুতরধার পরবেশে
বিঘ্নিবিনায়ক বিদিত গণেশে ॥
ত্রিনয়ন গজমুখ আসন আষু
ভগত জনক বিনতি তোহে লাষু ॥

হ্মান তালতোড় তেং ।।

॥ শ্লোক ॥

মহেশনন্দনঃ শ্রীমান্ গণেশঃ সিদ্ধিদায়কঃ ।
অস্মিন্নৃত্যোৎসবে ভূয়াৎ সর্ববিঘ্নবিনাশকঃ ॥

॥ নটী আহ্বানং ॥

[সূত্র] অয়ি প্রিয়ে ইতস্তাবৎ ত্বং শীঘ্রমেহি ॥ [১খ]
[নটী] ॥ হে নাথ তুভ্যং নমস্করোমি ॥
[সূত্র] অয়ি প্রিয়ে অত্রাগচ্ছ ॥
[নটী] হে নাথ মমাহ্বানকারণং কিং বর্ততে ॥
[সূত্র] অয়ি প্রিয়ে কারণং শৃণু ॥
[নটী] হে নাথ আজ্ঞাং কুরু ॥
[সূত্র] অয়ি প্রিয়ে ললিতপট্টনাধিপতি শ্রীমহারাজাধিরাজেন শ্রীমচ্ছ্রীলোকনাথ প্রীত্যর্থমপৌর্বিক সুবর্ণপ্রণালীনির্মিতা তৎপ্রতিষ্ঠাযাত্রাপ্রসংগেনৈবামরাপূর্যাং সরসনৃত্যমেকং কারয় তেনৈবাজ্ঞাতমিতি ॥
[নটী] হে নাথ অবধানী ভব অমরাপুরী ময়া জ্ঞায়তে তৎপুরীবর্ণনমহং করোমি ॥

॥ শ্লোকঃ ॥

শ্রীমৎত্রিশক্তিনটনায়কভৈরবেন
কারুণ্যমূর্তি করুণাময়নামকেন।
কুণ্ডোত্তমেন কৃতহেমময়প্রণাল্যা
ধন্যোঽমরাবতিপুরী সুবিরাজিতশ্রীঃ ॥

॥ মে ॥ বিভাস ॥ যূ (?) ॥

অমর নগর অমরাপুরী নামে
তত পাবত অভিমত সব কামে ॥
ত্রিভুবনপতি গতি মচ্ছিন্দর নাথে
ত্রিদেবী ভৈরব নৃত্যেশ্বর রহ সাথে ॥
সুবর্ণপ্রণালি জনি সুরসরি ধারে
জ্ঞানেশ্বরি আগম ভবানি তত সারে ॥

॥ ধন্যেষাঽমরাপুরী পরমমনোরমনগরী বর্ততে ॥

[সূত্র] অয়ি প্রিয়ে সাধু সাধু ॥

[সূত্র] অয়ি প্রিয়ে ইদানীং ত্বয়া সহিতঃ শ্রীমচ্ছ্রীলোকনাথস্য চরণারবিন্দবন্দনমহং করোমি ॥
হে নাথ মম ভাগ্যমেতৎ ॥

॥ শ্লোকঃ ॥

শ্রীলোকনাথ করুণাময় দীনবংধো
শান্তস্বভাবজগদীশ্বর দিব্য মূর্তে।
ত্বৎপাদপদ্মযুগলং প্রণতোঽস্মি সংম্যক্
স্তৌমি স্মরামি শর [২ক]ণং করবানি নিত্যম্ ॥

॥ মে ॥ বাজবিজয় ॥ জ ॥

জোগ জুগুতি ঈশ্বর মচ্ছিন্দর রূপ
বরাভয় আয়ুধ সে ত্রিদশকে ভূপ ॥

জগতচক্ষু ও করি সে সংসার পার
জে ভাব তে জৈসে দেখে সে সরূপ তার ॥
বিরাজতে চন্দ্রকলা দিবাকর শিরে
কামক্রোধলোভমোহ লাখি পাএ তরে ॥
প্রজাপতি জটাধারি অনন্তক গোতি
মুজকাচ্ছ বাঘচ্ছালা পিতাম্বর ধোতি ॥
অমরাপুরি আএল করে বিসরামে
মচ্ছিন্দর শ্রীনিবাস এক প্রাণ থামে ॥

তালা ॥

[সূত্র] হে পরমেশ্বর শ্রীলোকনাথ সাষ্টাঙ্গপ্রণামপূর্বকেন তুভ্যং নমস্করোমি ॥

[নটী] হে নাথ মহারাজাধিরাজ ইতি ভবতা সূচিতঃ। অসৌ কীদৃশো রাজা তস্য নামধেয়ং কিং তৎ সর্ব প্রকাশয় ॥

[সূত্র] অয়ি প্রিয়ে মহারাজাধিরাজ জয়শ্রীশ্রীনিবাসমল্লস্য যশোবর্ণনমহং করোমি শৃণু ॥

[নটী] হে নাথ আজ্ঞাং কুরু ॥

॥ শ্লোকঃ ॥

কো ধন্যঃ শ্রীনিবাসো গুণিগণগণনেকোঽগ্রণী শ্রীনিবাসঃ
কো ধীরঃ শ্রীবাসো রিপুখলশমনে কো যশী শ্রীনিবাসঃ।
কঃ সেব্যঃ শ্রীনিবাসোঽতিথিভরণবিধৌ কঃ কৃতী শ্রীনিবাসঃ
প্রশ্নানামেকমেব প্রতিবচনমহো লোকনাথপ্রভাবঃ ॥

॥ মে ॥ সারংগ ॥ এ ॥

নৃপ শিবসিংহসুত হরিহরসিংহ
হরিহরসিংহসুত সিধি নরসিংহ ॥

তার তনয়বর শিরি শ্রীনিবাস
দ্বসর দিবাকর সবকর আস ॥

ভাসা ॥

[সূত্র] অয়ি প্রিয়ে এতাদৃশঃ পরমবিচক্ষণ প্রতাপী যশী গুণবান্ ধর্মাত্মা রাজা নেপালমণ্ডলে [২খ] কাপি নাস্তি ধন্যোয়ং মহারাজাধিরাজ জয় শ্রীশ্রীনিবাসমল্লো ধন্যঃ ॥

[নটী] হে নাথ সত্যমেব॥ হে নাথ শ্রীমদমরাপূর্যাং কীদৃশ নাটকং কর্তুং ভবতা বিচিন্তিতং তদাজ্ঞাং কুরু॥

[সূত্র] ॥ হে প্রিয়ে শৃণু ॥

[নটী] হে নাথ শীঘ্রং বদ ॥

॥ শ্লোকং ॥

ঋতধ্বজঃ ক্ষত্রিয়বাহুবল্যঃ
মদালসোৎপত্তিকথাসমেতং ।
শম্ভোশ্চরিত্রং পরমং পবিত্রং
তৌর্যত্রিকেন প্রকটীকরোমি ॥

ভাসা ॥

[সূত্র] অলমতিবিস্তরেণ শ্রীমদমরাপূর্যাং মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত-ললিতকুবলয়াশ্বমদালসোপাখ্যানশিবমহিমা নাটকং কর্তুং মনসা ময়াঙ্গকৃতং তৎ প্রকটীকরণার্থমহং ব্রজামি ॥

[নটী] হে নাথ মমাপি বাঞ্ছিতমেতৎ ॥

॥ মে ॥ নাট ॥ পরিমান ॥

মদালসা উতপতি ন্নতে করাইতে
তুরত জাইব অমি মন হরষিতে ॥

তালা ॥

[সূত্র] অলমিতিবিস্তরেণ শ্রীমদমরাপূর্যাং মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত ললিতকুবলয়াশ্বমদালসোপাখ্যান শিবপার্বতীমহিমা নৃত্য প্রকটীকরণার্থমহং ব্রজামি ॥

[নটী] হে নাথ মমাপি বাংচ্ছিতমেতৎ ॥

॥ ধবকোশল ॥

[সূত্র] অয়ি প্রিয়ে বিশ্বাবসুগন্ধর্বরাজকন্যা মদালসা ভূত্বা ত্বমাগচ্ছ অহমপি কুবলয়াশ্ব নাম রাজপুত্রো ভূত্বা সমাগন্তুং গমিষ্যামি ॥

[নটী] হে নাথ দেবাদেশ প্রমাণং বিজয়ী ভবস্তুভ্যং নমস্করোমি ॥ শীঘ্রমহং ব্রজামি ॥

॥ নৃ ॥

[১.২]

অথ প্রবেশ রাজা শত্রুজিৎ পুত্র ঋতধ্বজ রানী সুমধ্যমা সুচিন্তমা মন্ত্রী কোটবার স্কাং ৭ ॥*

ভিত্তি শ্লোকঃ ॥

ওঁ নমো নৃত্যনাথায় ॥ [৩ক]

মুনিহৃদয়বিকাশং শুদ্ধকর্পূরভাসং
স্মিতমধুরিতহাসং শূলিনং কৃত্তিবাসং ।
ত্রিভুবনভয়নাশং নিত্যকৈলাসবাসং
নগবরতনয়েশং মন্মহে তং মহেশং ॥

॥ মে ॥ ক…ল ॥ ধরংজতি ॥

নৃপতি শতুরজিত দের পরবেশ
রানী রাজসুত সখী সহিত সুবেশ ॥

* ৭ জন পাত্রপাত্রীর মধ্যে ৬ জনের উল্লেখ আছে। বাকি একজন বোধ হয় সখী সুমুখী।

সামদানভেদদণ্ডবিগ্রহ সয়ান
ভমতহ নয়নীতি চতুর নআন ॥

ভাসা ॥

[রাজা] অহে সুমধ্যমা সুচিত্তমা পুত্র ঋতধ্বজ মন্ত্রী কটবার অমার বচন সুনো ॥

[সমবেত] অহে মহারাজেশ্বর আজ্ঞা হো ॥

শ্লোক ॥

সর্বলোকসমতাবিধায়কঃ ক্রূরকর্মকৃত দুর্জনান্তকঃ।
সামদানভেদতার্কিকঃ শক্রজিন্ন্ পতিরেষ ধার্মিকঃ ॥
এতাদৃশ নীতিবিচারিক শক্রজিন্নামক রাজা অমী ॥

সকল সেরং অহে মহারাজেশ্বর সত্য ॥

॥ সুমধ্যমায়া ॥ অহে মহারাজেশ্বর অমাব বচন অবধান হো ॥

[রাজা] অহে সুমধ্যমা কহো ॥

শ্লোক ॥

সুকোমলা চারুমুখী সুভাষিণী
পতিব্রতাধর্মমনোভিলাষিণী।
নরেন্দ্রকন্যা গজরাজগামিনী
সুমধ্যমা ত্বন্মহিষী বিচক্ষণী ॥

[সুম] এতাদৃশী অপনার রাজমহিষী সুমধ্যমা অমী আছে ॥

[রাজা] অহে সুমধ্যমা সত্য ॥

॥ সুচিত্তমায়া ॥ অহে মহারাজেশ্বর অমার বচন অবধান হো ॥

[রাজা] অহে সুচিত্তমা কহো ॥

শ্লোক ॥

সুকোমলা চারুমুখী সুভাষিণী
পতিব্রতাধর্মমনোভিলাষিণী।

নরেন্দ্রকন্যা গজরাজগামিনী
সুচিত্তমাহং তরুণী বি [তথ] চক্ষণী ॥

[সুচি] এতাদৃশী অপনার প্রিয়বল্লভা সুচিত্তমা নারী অমী আছে ॥

[রাজা] অহে সুচিত্তমা সত্য ॥

॥ ঋতধ্বজয়া ॥ অহে পিতা মহারাজ অমার বচন অবধান হো ॥

[রাজা] অহে পুত্র ঋতধ্বজ কহো ॥

শ্লো ॥

বিপক্ষসংত্রাসিতবাহুদণ্ডকঃ
সদা প্রজানাং প্রতিপালনোৎসুকঃ।
ঋতধ্বজোঽহং বিদিতঃ কুমারকঃ
ত্বদীয়পাদাম্বুজযুগ্মসেবকঃ ॥

[ঋত] এতাদৃশ অপনার পুত্র ঋতধ্বজ নাম বালক অমী আছে ॥

[রাজা] অহে পুত্র বালক সত্য ॥

॥ সুমুখী সখীয়া ॥ অহে মহারানী অমার বচন অবধান হো ॥

[রাণী] অহে সুমুখী কহো ॥

শ্লো ॥

মৃদ্বঙ্গীমঞ্জুলাপাঙ্গী তরুণীবরবর্ণিনী।
সুধীমতী গুণবতী সুমুখী তৎপ্রিয়া সখী ॥

[সুমুখী] অহে থকুরায়িনী সুমধ্যমা ঈদৃশী অপনার প্রিয়সখী সুমুখী অমী আছে ॥

[সুম] অহে সখী সুমুখী সত্য ॥

॥ মন্ত্রীয়া ॥

শ্লো ॥

ধর্মাধর্মবিচারজ্ঞো নৃপসেবাপরায়ণঃ।
ধীমান্ সর্ববলাধ্যক্ষোঽমাত্যোঽহং শীলবর্দ্ধনঃ ॥

এতাদৃশ শীলবর্দ্ধন নাম মন্ত্রী অমী আছে ॥

[রাজা] অহে মন্ত্রী শীলবর্দ্ধন সত্য ॥

॥ কোটবারয়া ॥

শ্লো ॥

নৃপশাসনসংসক্তঃ প্রশ্নোত্তরবিচক্ষণঃ ॥
সেবকোঽহং প্রতীহারোগতাগতবিচারকঃ ॥

অহা মহারাজেশ্বর হমার সমান বিচক্ষণ বলবন্ত কোটবার কোন আছে ॥

[রাজা] অহে কোটবার সত্য ॥

বাজা পুত্র মন্ত্রী কুটবাব স্মং ৪ সভাস্থল বং ॥

[বাজা] অহে পুত্র রাজ[৭ক]কুমার মন্ত্রী কোটবার অমার দর্শন করিবার নিমিত্ত সমস্ত লোক আসিবে সভাস্থল জায়িবো চরো ॥

পুত্র স্মং ৩ অহে মহারাজেশ্বর বিজৈ হো ॥

॥ মে ॥

রায় চরি গের সভা গুণীজন ভীরে
তুখসুখ কউতুক দেখিএ বিচারে ॥
প্রথমহি মচ্ছিন্দর দরসন জাএ
হমর বিপদ সব তব দূর জাএ ॥

কোনভাসা স্ববয়া থেংফ ॥ খবকোণয়া ভাসা ॥

[রাজা] অহে পুত্র রাজকুমার মন্ত্রী ক্টবার তুমী দেশের চার-
চরিত্র তুখসুখ দেখিয়া সভাস্থল আয়স্ব। অমী শীঘ্র জায়িবো॥

[ঋত] অহে পিতা মহারাজ জে আজ্ঞা বিজৈ হো তুমার চরণে নমস্কার॥

রাজা বং দবল

পুত্রয়া অহে শীলবর্দ্ধন মন্ত্রী দর্পশীল ক্টবার পিতার আজ্ঞাতে
দেশের চারচরিত্র দেখিয়া সভাস্থল জায়িবো চরো॥

সুমধ্যমা পনি স্কং ৩ অন্তপুরি বং

[সুম] অহে সুচিত্তমা সখী সুমুখী অমার স্বামী মহারাজেশ্বর
সভা করিতে বিজৈ হৈলো অমার চিত্ত স্থির না হৈবে
অন্তপুরি মধ্যে থাকিতে জায়িবো চরো॥

[সুচি, সুমুখী] অহে সুমধ্যমা সর্বথা॥

মে॥ ভাঠি॥ জ॥

আনন তোমুবরে ময় সুনর কানে
তখনে মনমদন জানে॥
দরসন আতুর রে কব তুখ দূর রে
মলয় মন সে অনল রে॥
ই জিব কথি ন ভের পুরুষ দূর গের
কবন উপায় সে পুরুষ মের॥
অমিয় বিষ সমান কয়ল মুখ মলান
ঈ তুখ হমর দয়িবো জান॥
মচ্ছিন্দর উতম নাথ ধরম প[৪খ]রম সাথ
শ্রীনিবাসাকে কর পরিপাথ॥

কো ভাসা হ্ববয়াংফ॥ খবণস

[সুচি] অহে সুমধামা শীঘ্র জায়িবো চরো॥

॥ লূ২।

[১.৩]

প্রবেশ পাতালকেতু তালকেতু তালকেশী রক্তকেশী উগ্রকেশী ক্ষং ৫

॥ ভিত্তিশ্লোক ॥

স্মিতদশনবিকাশো গোপিনীপূরিতাশো
মুনিহৃদয়নিবাসো নীলমধ্যাঙ্গভাসঃ।
ধৃতমুখরিতবংশো দর্পবিধ্বস্থকংসো
বিবিধভয়বিনাশঃ পাতু বঃ পীতবাসঃ ॥

॥ মে ॥ রাজবিজয় ॥ ত্রিমান ॥

অসুরেরো অধিপতি দুসহ প্রতাপে
জকর বাহুবলে দহদিশ কাপে ॥
প্রচণ্ড পাতালকেতু পরবেশ আয়ি
তালকেতু সহিত সহোদর ভায়ি ॥

[পাতাল] ॥ অহো ভায়ি তালকেতু তালকেশী রক্তকেশী উগ্রকেশী অমারো বাণী সুন হো ॥

[সমবেত] আহো মহারাজ পাতালকেতু আজ্ঞা হো ॥

॥ শ্লোক ॥

যস্য প্রতাপেন দিগন্তলম্বিতা
প্রকম্পমানা ন ভবন্তি কে নৃপাঃ।
পাতাল [কে] ত্রিভুবনে প্রকীর্তিতঃ
সোঽহং মহাবিক্রমদৈত্যসত্তমঃ ॥

[পাতাল] আহো ভায়ি এমন্ত বজ্রকেতু অসুররাজের পুত্র পাতালকেতু নাম অমী জানি হো ॥

[সমবেত] আহো মহারাজ পাতালকেতু সত্য হো ॥

তালকেতুয়া ॥ আহো ভায়ি মহারাজ পাতালকেতু বাণী স্তুন হো ॥

[পাতাল] আহো ভায়ি তালকেতু কহ হো ॥

॥ শ্লোক ॥

দনুজকমলমিত্রস্তুৎপদাম্ভোজভক্তঃ
কুটিলকলিতচিত্তঃ সংগরেতি প্রমত্তঃ।
অস (?) মুনিগণানাং কর্মবিধ্বস্থহেতু
স্ত্রিভু[৫ক]বনবিদিতোঽহং দৈত্যরাট তালকেতুঃ ॥

[তাল] আহো ভায়ি মহারাজ পাতালকেতু অপনার কৃপাতে এহি ভূমণ্ডল মধ্যে তালকেতু সমান যোধা মহাপবাক্রমী কোন আচ্ছে কেবল তুমার ভায়ি অমী আচ্ছে ॥

[পাতাল] আহো ভায়ি তালকেতু সত্য হো ॥

তালকেশিরক্তকেশিউগ্রকেশিয়া ॥ আহো মহারাজ হমরো বাণী স্তুন হো ॥

[পাতাল] আহো তালকেশি রক্তকেশি উগ্রকেশি কহ হো ॥

॥ শ্লোক ॥

মহাঘোরবক্তো মহারক্তনেত্রো মহাদংষ্ট্রয়া জিহ্বয়া ক্রুদ্ধমূর্তিঃ।
মহাতট্টহাসো মহানূর্দ্ধকেশো মহামাংসরক্তপ্রিয়ো রাক্ষসোঽহং ॥

[তাল-রক্ত-উগ্র] আহো মহারাজ অপনার সেবক মহাঘোর রূপ রাক্ষস আমী আচ্ছে ॥

[পাতাল] অহে তালকেশি রক্তকেশি উগ্রকেশি সত্য হো ॥

॥ পাতালকেতুয়া বচন ॥

আহো ভায়ি তালকেতু অমারো এক বাণী স্তুন হো ॥

[তাল] আহো মহারাজ আজ্ঞা হো ॥

॥ শ্লোক ॥

কষ্টমেতন্ময়া প্রাপ্তং ত্বয়ি বীরে স্থিতেঽনুজে।
যজ্ঞং মুনায়োঽকূর্বন্দেবানাং প্রীতিহেতবে॥

[পাতাল] অহে ভায়ি তালকেতু সমস্ত ঋষিগণ দেবলোক অমারো প্রতাপতে কংপায়মান আচ্ছে তথাপি অমার সেবা না করিবে এহি অমার বদ দুখ আচ্ছে ॥

[তাল] আহো ভায়ি মহারাজ পাতালকেতু অবধান হো॥

[পাতাল] আহো ভায়ি তালকেতু কহহ হো ॥

॥ শ্লোক ॥

কিং কষ্টমেতন্দ্রাজেন্দ্র তালকেতৌ স্থিতে ময়ি।
ত্বমাজ্ঞাং দেহি মে তূর্ণং প্রকবোমি ত্বদীপ্সিতং॥

[তাল] আহো ভায়ি মহারাজ পাতালকেতু ঋষি[৫খ]মাত্রকা যোগকর্মতে তুমার কবন দুখ অমাক আজ্ঞা দিয়া পথাব অমী তুরংত গিয়া যাগকর্ম সংপূর্ণ করিয়া আসিবো ॥

[পাতাল] অহো ভায়ি তালকেতু সত্য বোলিলা ॥

[পাতাল] আহো ভায়ি তালকেতু তালকেশি রক্তকেশি উগ্রকেশি ঋষিলোকক৷ জপ তপ হোমকর্ম উৎপাত করিতে জায়িবো চরো ॥

॥ মে ॥ মালশির ॥ ত্রিমাণ ॥

হোম কএল মুনিগণ অতি গোপে
অসুরেরো রায় পাবল মহি কোপে ॥
বিঘিন করব চর মখতপজাপ
আজু পাবল ঋষিগণ অনুতাপ ॥

॥ লু ৩ ॥

[১'৪]

সুমধ্যমা সুচিত্ত[মা] সুমুখী বব ॥

ভাঠি ॥ জ ॥

আনন তোন্নুবরে ॥

সুমুখী থালছত বং দবল ॥

[সুম] অহে সখী সুমুখী মহারাজেশ্বর এহিখন বিজৈ হৈতে পাল তুমী তাম্বুল কিনিতে জাব ॥ অহে মহারানী জে আজ্ঞা তুমার চরণে নমস্কার অমী জায়বো ॥

কোণ ভাসা ॥

[সুমুখী] অহে বৃন্দীজন মহারানীর আজ্ঞাতে অমী তাম্বুল কিনিতে জায়িবো ॥ অমী শীঘ্র জায়বো ॥

রাজা বব দবল ॥

[রাজা] অহে বৃন্দীজন অমী অন্তপুর জায়িবো ॥ অমী শীঘ্র জায়িবো ॥ অহে সুমধ্য [মা] সুচিত্তমা তুমী কী কি করিয়া থাকিরো ॥

[সুম, সুচি] অহে মহারাজেশ্বর তুমার চরণে নমস্কার এথা আগম করো ॥

[রাজা] অহে সুমধ্যমা সুচিত্তমা সর্বথা ॥

রাজায়া বচন ॥ অহে প্রি [য়ে] সুমধ্যমা সুচিত্তম [া] আমার বচন সুনো ॥

[সুম, সুচি] অহে মহারাজেশ্বর আজ্ঞা হো ॥

। কেদারা ॥ চো ॥

সু [৬ক] ন সুন সুন্দরি বচন সুসারে
পরম ধরম ধনি পর উপকারে ॥
সুন্দরি ॥
মুকুলিত নয়ন করহ পরকাসে
প্রথম আস দয় ন কর নিরাসে ॥

দরসন দেহ কুচ স্তংভু তুমারে
পূজব ময় করপল্লব উপহারে ॥
এতনি বিনতি সুনি ন তেজল মানে
অগিরল কবন ধরম তোহে আনে ॥
নরপতি শিরিনিবাস নৃপ গাবে
মচ্ছিন্দর চরণকমলযুগ ভাবে ॥

[রাজা] ॥ অহে প্রিয়ে সুমধ্যমা সুচিত্তমা তুমার রূপ যৌবন দেখিয়া অমার মন বিকল হৈরো অমার মন পরিবোধ কর ॥

[সুম, সুচি] অহে মহারাজেশ্বর অমাব বচন অব [ধা] ন হো ॥

কেদারা ॥ চো ॥

পুরুষ চঞ্চল মন ভমল স্বভাব
জায়িয় মধুভর থাব ॥
বচন মধুর কএ দএ বিসবাস
জব নহি আপন পাস ॥
কবন বদাই কবন পীরিতি
তিরিজন ভজি হিত রীতি ॥
শিরিশ্রীনিবাস নৃপ গুণক নিধান
রামভদ্র দ্বিজ ভান ॥

[সুম, সুচি] ॥ অহে মহারাজেশ্বর অমী রসলংগ লীলা না জানে তুমার প্রাণের সমান সুন্দরী আন আচ্ছে অমাকে কবন কাজ ॥

[রাজা] ॥ অহে সুমধ্যমা সুচিত্তমা এমত্ত না বোরো ক্রীড়া করিবো আয়স্ব ॥

[সুম, সুচি] অহে মহারাজেশ্বর অমী অবলা স্ত্রী জাতি কী কহিবো ॥

॥ শৃঙ্গার মে ॥ ধনাশ্রী ॥ এ ॥

খেলিব মদনকলা রস ভাবে
সকল মনোরথ আজুহি পাবে ॥
এ ধনি সুবদনী দেহ মধুপানে
তুব তনু তুব হম একরি পরাণে ॥

[রাজা] ॥ অহে প্রিয়ে সুমধ্যমা সুচিত্তমা এথা খনেক বিশ্রাম করিয়া থাকিবো আ [৬খ] য়স্ব ॥

পরিষেপ থন

॥ লূ ৪ ॥

[১˙৫]

গালব ঋষি বকবা থরুবা স্কং ৩ প্রবেশ ॥

ভিত্তিশ্লোক ॥

নযনসুশোভিতনীরজপর্ণ-
শ্চঞ্চলকুণ্ডলসুন্দরকর্ণঃ।
শ্যামলজলধরসমতনুবর্ণঃ
পায়াদ্গরুড়রথো বঃ কৃষ্ণঃ ॥

॥ কৌশিক ॥ এ ॥

জপতপ হোম করম বিধি জান
নিরবধি সাধয় বরহ্ম গেয়ান ॥
গালব মুনি হম জগত বখান
হরি পদপংকজ ভজন মএ জান ॥

॥ আশীর্বাদ শ্লোক ॥

যস্যেচ্ছাবশগংজগত্রয়মিদং সৃষ্টিস্থিতিধ্বংসনে
ব্রহ্মোপেন্দ্রমহেশভাস্করমহস্তেজোময়ো মূর্ত্তিমান্।
সাক্ষাদ্ব্রহ্মপদার্থদেহবিধৃতঃ শ্রীলোকনাথপ্রভুঃ
পায়াৎ সর্বগুণাশ্রয়োঽতিকৃপয়া সঃ শ্রীনিবাসং নৃপম্ ॥

[গালব] এতাদৃশ পরমেশ্বর শ্রীলোকনাথ মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীনিবাসমল্ল প্রভুকা সদাসর্বদা জয় করো কল্যাণ করো ॥

অহে বরুবা থরুবা অমার বচন সুনো ॥

শ্লোক ॥

নমেরুময়করকৃতজপমালঃ
শমিতদশেন্দ্রিয়চিত্তবিকাবঃ ॥
গালবমুনিরহমপগতলোভ-
স্ত্রিপুংড্রস্থতিলকমস্তকশোভঃ ॥

এতাদৃশ হরিপদাম্বুজ সেবক গালব নাম মুনীশ্বর অমী ॥

[বরুবা] অহো থাকুর সত্য ॥

আহা থাকুরে অমার বচন অবধান হো ॥

[গালব] অহে বরুবা কহো ॥

শ্লো ॥

পরস্ত্রীরসিকো ধূর্তো
মিথ্যাবাদেষু পণ্ডিতঃ ।
বরুবাহং তব মুনে
সেবক ভোজনপ্রিয়ঃ ॥

[বরুবা] আহা থাকুর অপনার সেবক বরুবা নাম মর্দ্দ অমী আচ্ছে ॥

[গালব] অহে বরুবা [৭ক] সত্য ॥

[থরুবা] অহা থাকুর অমার এক বচন অবধান করো ॥

[গালব] অহে থরুবা কহো ॥

অবিরতমুত্তপরধনহরণঃ
স্ত্রীকুচচুম্বনমর্দনিপুণঃ ।

বর্জিতহরিপদপঙ্কজভজনো
ধূর্ততরোঽহং পৈশুনবচনঃ ॥

[থরুবা] আহা [থা] কুর অমার স্বভাব এমত্ত আছে ভলা স্বভাব কী মন্দ স্বভাব ॥

[গালব] অহে থরুবা তুমার জে এমন স্বভাব সত্য ॥

॥ অহে বরুবা থরুবা অমী দেবপূজাদি হোম করিবো, সব সাজ আনো ॥

[বরুবা] ॥ অহা থাকুর গালব ঋষীশ্বর অবশ্য ২ ॥

আহা থরুবা, থাকুরকা অঙ্গ মর্দন করো, তেল আনিয়া দেহো ॥

[থরুবা] ॥ আহা ভায়ি বরুবা এহি তেল লেহো আঁগ উপতন তো করো ॥

॥ মে ॥ গুঞ্জলি ॥ এ ॥

তোহে প্রভু ধয়লক দশ অবতারে
কারণ অসুর সংহারে ॥
এ হরি করিহ অনাথ উধারে ॥
অসুরে কয়ল মখ বিঘিন হমারে
বারংবার দুরবারে ॥ এ হরি ॥

॥ ভাসা ॥

[বরুবা] আহা থরুবা, পানী লেহো পানী, থাকুরকা সনান সংধ্যা করাও ॥

[থরুবা] আহা ভায়ি বরুবা ভর ২ অমী থাকুর সনান করো ॥

[বরুবা] ॥ আহা থাকুর দেবপূজা করো, ঈ সাজ সব হৈরো ॥

[থরুবা] আহা বরুবা সর্বথা ॥

[বরুবা] ॥ আহা থরুবা, হম হি সনান পূজা করিবো ॥

[থরুবা] ॥ আহা ভায়ি বরুবা, হম হি সনান সংধ্যা তর্পণ করিয়া থাকিবো ॥

।। থন রাক্ষসে বব ।। মে হ্রবয়া থাতং ।।

গালব মুনিকা ভের দুখভারে

রাকস পরম চণ্ডারে ।। এ হরি ।।

[বরুবা] আহা থরুবা ঈ কী আসিরো [৭খ] তুমী দেখো ।।

[থরুবা] অহা ভায়ি বরুবা ই যে তুমার মিত্র আসিরো ।। আহা বরুবা, ই যে ভলা মানুষ ঋষীশ্বর আসিরো এথা আয়স্ব ।।

গ্যাফহালাবখোয়া ।।

[থরুবা] আহা ভায়ি বরুবা ধৈর্য করো ২ লেহো পানী পিব ২ ।। আহা বৃন্দীজন, অমাব ভায়ি বরুবা রাক্ষস আসিয়া মারিরো হায় ২ হে বরুবা হে বরুবা ।।

[গালব] ॥ অহে বরুবা ত্রাস না করো ২ ধৈর্য করো ২ দেখো ২ পাপিষ্ঠ অসুর আসিয়া অমাকে সদা সর্বদা দুঃখ দিরো হে নারায়ণ ২ ॥ হে পরমেশ্বর নারায়ণ অমার কবন প্রকারতে নিস্তার হৈবে ধিক হমর ঋষিলোককা জন্ম হরি ২ ॥ (?)

॥ গালব ঋষি ন দুঃখয়াহ্বাচোনে (?) আকাশর কুবলয়াশ্ব নাম ঘোরা খণ্ড ধ(?)নে তাবিয়া ।।

[গালব] ॥ ধন্য ২ হমার ভাগ্য পরমেশ্বর অন্তর্যামী অমাকে দয়া হৈরো, ঈ যে খড়্গ, কুবলয়াশ্ব ঘোরা দুইতা অমাকে দিরো, সে দুইতা খড়্গ ঘোরা নিয়া শত্রুজিত রাজার নিকট জায়িবো ॥

[বরুবা-থরুবা] ॥ আহা থাকুর বিজৈ হো ॥

[গালব] অহে বরুবা থরুবা পরমেশ্বর অন্তর্যামী প্রসংন হৈয়া ঈ যে খড়্গ কুবলয়াশ্ব নাম ঘোরা অমাকে দিরো, সেই যে দুয়িতা বস্তু শত্রুজিত রাজাকে ভেটী ধরিয়া অমার দুঃখ নিবেদন করিতে জায়িবো চরো ॥

[বরুবা-থরুবা] আহা থাকুর বিজৈ হো ॥ আহা থাকুর বিলম্ব করিবার যোগ্য না হৈবে, তুরন্ত বিজৈ হো ॥

[গালব] অহে বরুবা থরুবা সর্বথা চরো ॥

॥ মে ॥ গৌরী ॥ প্র ॥

মন চিন্ত না কর চিন্ত না
হরিপদপংকজ বংদ[৮ ক] না ॥
যে মাগব সে সফল কর না
ভবতুখসাগর সংতরনা ॥ ধ্রু ॥

॥ লূ ৫ ॥

[১'৬]

॥ রাজা শক্রজিত সুমধ্যমা সুচিত্তমা পরিক্ষপন পিংহা বব ॥

[রাজা] অহে সুমধ্যমা সুচিত্তমা এথা সভা করিয়া থাকিবো ॥

[সুমধ্যমা-সুচিত্তমা] অহে মহারাজেশ্বর জে আজ্ঞা ॥

॥ ঋতধ্বজ মন্ত্রী কটবার বব ॥

॥ মে আসাবরি ॥ প্র ॥

রায় চরি গের ॥

[ঋতধ্বজ] অহে শীলবর্ধন মন্ত্রী দর্পশীল কটবার সে পিতার আজ্ঞাতে সকল দেশের চারচরিত্র দেখিয়া আসিরো, সভাস্থল গিয়া পিতার দর্শন করিতে জায়িবো চরো ॥

[শীলবর্ধন-দর্পশীল] অহে রাজকুমার বিজৈ হো ॥ অহে রাজকুমার শীঘ্র বিজৈ হো ॥

[ঋতধ্বজ] অহে মন্ত্রী সর্বথা ॥
অহে পিতামাতা তুমার চরণে নমস্কার ॥

[রাজা] অহে পুত্র রাজকুমার এথা আয়স্ব ॥
॥ অহে পুত্র ঋতধ্বজ তুমী গিয়া বার্তা কহো ॥

[ঋতধ্বজ] অহে মহারাজেশ্বর অপনার বাহুপ্রতাপতে সকল লোক সুখী আচ্ছে ॥

[রাজা] অহে পুত্র ঋতধ্বজ সত্য ॥

॥ গালব ঋষি বব ক্কং ৩ ॥

গৌরী ॥ এ ॥

মন চিন্ত না ক[র] ॥

কোণভাসা হ্বথুধেং ॥

[গালব] অহে মহারাজেশ্বর শুভমস্তু পরোপকারী ভব ॥

[রাজা] অহে গাল[ব] ঋষীশ্বর তুমাব চরণে নমস্কার এথা আগমন করো ॥

[গালব] অহে মহারাজেশ্বর জে আজ্ঞা ॥

[রাজা] অহে গাল[ব] আজু দিন অকস্মাৎ এথা বিজৈ হৈরো সে কবন কাজতে আজ্ঞা করো ॥

[গালব] অহে মহারাজেশ্বর এহী খড়্গ ঘোরা অপূর্বা ই নিমিত্ত তুমাকে দিবার অমী আনিলো ঈ জে বদা বস্তু তুমী লেহো ॥

[রাজা] অহে গালব ঋষীশ্বর ঈ যে খড়্গ ঘোড়া দুয়িতা বস্তুকা কওন মহিমা আচ্ছে অমী তুমাকে প্রত্যুপকার কী করিতে চাহে সে আজ্ঞা করো সে আজ্ঞা করো ॥

[গালব] অহে মহারাজ অবধান হো ॥

মে ॥ আসাবরি ॥ জ ॥

পবনবেগ হয় কুবলয় নামে
জয়দায়ক তুরজয় সগরামে ॥
নৃপবর ॥
কেশ হয় পারিয় খদগের ধারে
অইসেন মহিমা দেখহ বিচারে ॥

দৈত্য কএল মখ বিঘিন বিস্তা[চখ]রে
তুব সুত সাধত অসুর সংহারে॥
অসি হয় লয় আয়র তুব থামে
নৃপবর পুরহ মনোরথ কামে॥

[গালব] অহে মহারাজেশ্বর অমার বদ দুঃখ হৈলা, পাপিষ্ঠ পাতারকেতু অসুর মায়াতে নানা রূপ নানা ভেষ ধরি আসিয়া ২ প্রত্যহ অমার কর্ম্ম বিধ্বংস করিবে, সেবি (?) কর্ম আপনার পুত্র বিনু সিদ্ধ না হৈবে এহী অমাকে উচিত করো॥

[রাজা] অহে গালব ঋষীশ্বর অমার বচন অবধান হো॥

[গালব] অহে মহারাজেশ্বর আজ্ঞা হো॥

মে॥ মারবা গণুল॥

মোহি রহইতে তুব ন অনুচিত
এহি ন করিয় সংদেহ
হমর জে রহ তোহর আধিন
ধনজন যে চাহ লেহ॥
চারি বরণ অপনা পথ লাখিএ
নৃপতিক ঈ সবে কাজ
সুত মোর সুমতি সংগ লয় জাইঅ
ভয় জনু মান ঋষিরাজ॥

[রাজা] অহে গালব ঋষীশ্বর অমার জতেক রাজ্যপাত ধন জন সর্বস্ব তুমার অধীন আছ্ছে, জে চাহে সে রহো, পরন্তু অমার প্রাণ সমান পুত্র ঋতধ্বজ সংগ নিয়া যজ্ঞ নির্বিঘ্ন করো, এহী খড়্গাঘোড়া দুইতা ইনকে দেহো॥ অহে পুত্র রাজকুমার ঈ জে ধনুর্বাণ নিয়া গারব ঋষীশ্বরর যজ্ঞ সাঙ্গ করিতে জাব॥

[গালব] অহে রাজেশ্বর এথা আয়স্ব ॥

[ঋতধ্বজ] অহে ঋষীশ্বর জে আজ্ঞা ॥

[গালব] অহে রাজকুমার অমী দ্বাদশ বর্ষ যজ্ঞ কৈরো সে রাজা বিনু সিদ্ধ নহি, দৈত্য বিঘ্ন কৈরো, সে তুমার সমর্থ আচ্ছে॥ এষন তুমী এহী খড়্গাঘোড়া লেহো ॥

[ঋতধ্বজ] অহে ঋষীশ্বর জে আজ্ঞা ॥

[গালব] অহে মহারাজ ঋতধ্বজ, তুমার (৯ক) নাম ফিরিবো ॥

[ঋতধ্বজ] অহে ঋষীশ্বর জে আজ্ঞা ॥

॥ শ্লোক ॥

অশ্বঃ কুবলয়াখ্যোয়মস্য নাম্না ভুবস্তলে ।
খ্যাতঃ কুবলয়াস্ত্বং[চ] ভূয়া অসুরদর্পহা ॥

[গালব] অহে রাজকুমার আজুকা দিনতে তুমার পূর্বনাম ঋতধ্বজএ দিয়া দোসর নাম কুবলয়াশ্ব হৈরো ॥

[ঋতধ্বজ] অহে ঋষীশ্বর জে আজ্ঞা ॥

[গালব] অহে মহারাজ শত্রুজিত অপনার কৃপাতে পুত্র রাজকুমার সংগ নিয়া যজ্ঞ সাধিতে অমী জায়বো ॥

[রাজা] অহে গালব ঋষীশ্বর বিজৈ হো তুমার চরণে নমস্কার ॥

[ঋতধ্বজ] অহে পিতা মহারাজ অমী জাইবো তুমার চরণে নমস্কার ॥

[রাজা] অহে পুত্র জাব ॥

[গালব] ॥ অহে মহারাজ কুবলয়াশ্ব এষনে যজ্ঞ সাধিতে জাইবো চরো॥

[রাজা] অহে গালব ঋষীশ্বর বিজৈ হো ॥

॥ মে ॥ মনমারে ধাত ॥ ॥ প্র ॥

জানিঅ ইন্দুবিধুন্তুদ লেখে
সুজন কুজনকা বহত বিশেষে ॥
বিহি কয়ল সম হয় পরকারে
দুরজন রঞ্জএ সেহো নহি পারে ॥

হ্বথু ভাসা ॥ খব কোণস ॥

[বরুবা-থরুবা] অহা থাকুর তুরন্ত বিজৈ হো ॥

[গালব] অহে বরুবা থরুবা সর্বথা ॥

রাজা মন্ত্রী কটবার বং ॥

[রাজা] অহে সুমধ্যমা সুচিত্তমা অমী রাজ্যের দুখসুখ চর্চা করিয়া পুত্রের বার্তা সুনিয়া আনিতে জাইবো ॥

[সুমধ্যমা-সুচিত্তমা] অহে মহারাজেশ্বর বিজৈ হো তুমার চরণে নমস্কার ॥

[রাজা] অহে মন্ত্রী কটবার পুত্রের বার্তা সুনিতে জায়িবো চরো ॥

[মন্ত্রী] অহে মহারাজেশ্বর বিজৈ হো ॥

॥ মে রাজবিজয় ॥ জ ॥

হে করুণাময় গোচর পুনু
শ্রীনিবাস অনাথ বিস [৯খ] রহ জনু ॥ ধ্রু ॥
তেতিশ কোটি দেব তোহর দাস
বারহ রাসি নবগ্রহ পাস ॥ ধ্রু ॥
সৃষ্টিস্থিতিসংহার তুব অধিকার
ভগতকে দেহো ভবনদী পার ॥
ভন শ্রীনিবাস নৃপ তোহর আস
জনমে জনমে হোঅ অপনক দাস ॥

॥ জব কোণভাসা হ্বথু ॥ খব কোণস ॥

[মন্ত্রী-কোটবার] অহে মহারাজেশ্বর শীভ্র বিজৈ হো ॥

[রাজা] অহে মন্ত্রী কটবার সর্বথা ॥

রাণী নেক্ষাং বং ॥

[সুমধ্যমা] অহে সুচিত্তমা তুমার হমার স্বামী পুত্রের বার্তা সুনিতে বিজৈ হৈরো অমার চিত্ত স্থির না হৈবে অন্তপুর মধ্যে থাকিতে জাইবো চরো ॥

[সুচিত্তমা] অহে সুমধ্যমা সর্বথা ॥

॥ মে ॥ ভথ্যারি ॥ দ্ব ॥

সজনি সফল কর শপন হমার
প্রাণ সংশয় ভের শরণ তুমার ॥
সজনি রো ॥
শমন মিরল হম রতন কুমার
তুবজন কএলক সুরত শৃংগার ॥
তখনে নিদ গের হিরদ ফাতি
কবন কে কি কহব অইসেন সাতি ॥
রামসেবক রামভদ্র দ্বিজ ভান
শিরিশ্রীনিবাস নৃপ গুণক নিধান ॥
সজনি রো ॥

॥ জব কোণস হবথুং ॥ থবস ॥

[সুচিত্তমা] অহে সুমধ্যমা শীঘ্র জায়িবো চরো ॥
[সুমধ্যমা] অহে সুচিত্তমা সর্বথা ॥

॥ লূ ৬ ॥

[১·৭]

প্রবেশ বিশ্বনর বিশ্বধর ঋষি সিদ্ধিদাস ঋদ্ধিদাস সাধুদাস স্কং ৫ ॥

ভিত্তি শ্লো [ক] ॥

সর্বাশ্রয়ং সর্ববরাভয়প্রদং সর্বেশ্বরং সর্ববিভূষণান্বিতং ।
কৃপাম্বুধিং ভক্তজনৈকবৎসলং তং ভানূরূপং করুণাময়ং স্নুমঃ ॥

॥ গুংজলি ॥ এ ॥

হরষিতে পরবেশ দের ঋষিরাজ
স্নান পূজনকা লয় সব সাজ ॥

॥ শ্লো ॥

দেবেন্দ্রদৈত্যেন্দ্রগণাদিসেবকং
দুঃখাব্ধিমগ্নোদ্ধরণাদরাত্মকং ।
কারুণ্যভাবং জগদেকনায়কং
লোকেশ্বরং সৌম্যপবর্গদায়কম্ ॥

বিশ্বনর ঋষিয়া ॥ ॥ অহে সিদ্ধিদাস ঋদ্ধিদাস সমস্ত সাজবাজ আনো, অমী স্নান সংধ্যা তর্পণ দেবপূজা করিবো ॥

[সমবেত] আহা থাকুর জে আজ্ঞা ॥

[ঋদ্ধিদাস] আহা ভায়ি সিদ্ধিদাস থাকুরকা আঁগ উপতন করিএ তেল, আনো ॥

[সিদ্ধিদাস] আহা ভায়ি ঋদ্ধিদাস ভর ২ এহী তেল লগাও ॥ অধ্র পাপিষ্ঠ তুমী কী করিয়া থাকিরো বদা মূর্খ তুমী॥

[বিশ্বধর] ॥ অহে সাধুদাস অমী স্নান ধ্যান দেবপূজা করিবো তুমী সব সাজ আনো ॥

[সাধুদাস] অহা থাকুর বিশ্বধর জে আজ্ঞা ॥ হমী তুমার চাকর আচ্ছে তেল লগাইয়া আঁগ মর্দন তো করো ॥

॥ থন মে ॥

হরষিতে পরবেশ

হ্বপায়াং ॥

সিদ্ধিদাসয়া. আহা থাকুর এহি চন্দন ফুল পক বান ধূপ, দীপ নৈবেদ্য সব সাজ হৈরো পূজা করো ॥

॥ সাধুদাসয়া, আহা থাকুর পূজা সামগ্রী নিয়া দেবপূজা হোম করো । হম হী পূজাদি বেদ পাঠ করিবো ॥

সান্তং শিবেশ্বরং শ্রেষ্ঠং শঙ্করং শশিশেখরং ।
সংহারসারমতীশং নমামি শিরসা শিবম্ ॥

।। থন মে হ্নথু ধাতং ।।

মুনিমন ধ্যান কবন(?) জব ভের
বিঘিন আয়র পিশাচ তহি বের ॥

থন থ্যাক বব ॥

ঋদ্ধিদাসয়া, এ বাপা ২ এথা মহাবিকত ২ রূপ পিশাচ আসিরো, কথা জায়বো ২ অহে সিদ্ধিদাস রে এথা আয়স্ব রে আয়স্ব ॥ অহে থাকুর এথা বিকটরূপ প্রেত পিসাচ আসিরো ২ বদ উৎপাত হৈরো ২ ॥ নারায়ণ ২ ॥

॥ সিদ্ধিদাসয়া, [১০ খ] অহা ভায়ি ঋদ্ধিদাস কী হৈরো ২ ধৈর্য করো ২ হায় ২ ॥ এহা ঋদ্ধিদাস লেহো পানী পিব ২ ॥ দিবে (?)

সাধুদাসয়া ॥ হা হা হা থাকুক খায়া ॥

বিশ্বধরয়া, অহে সাধুদাস তুমি কথা চ্ছীরো ২ কী হৈরো ২ ॥ হায় ২ পাপিষ্ঠ অসুর মায়াতে পিশাচ রূপ ধরি আসিয়া ২ অমাকে কতেক দুঃখ দিরো হে দৈব ২ ॥

॥ বিশ্বনরয়া, হা ২ দেখো ২ পাপিষ্ঠ পাতালকেতু অসুর আসিয়া অমার জপ তপ দেব পূজাদি সমস্ত ভংগ কৈরো, হে গালব ঋষীশ্বর, অমার এমন অবস্থা বিপত্তো হৈরো, কেমনে বিলম্ব করিয়া থাকিয়েন হায় ২ ॥

॥ বিশ্বধরয়া ॥ অহে বিশ্বনর ঋষীশ্বর তুমী দুঃখ না করো, গালব ঋষীশ্বর এহিখন আসিবে ॥

গালব কুবলয়াশ্ব পনিষ্কং ৪ বব ॥ মে ॥ জানিঞ ইন্দু হবথু মে ॥

[গালব] অহে কুবলয়াশ্ব এষনে যজ্ঞ সাধিতে জায়বো চরো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে গালব ঋষীশ্বর বিজৈ হো ॥

[গালব] অহে বিশ্বনর বিশ্বধর ঋষীশ্বর তুমার কী অবসর আচ্ছে ॥

[বিশ্বনর-বিশ্বধর] অহে গালব ঋষীশ্বর, নমস্কার ২ ॥

[গালব] অহে বিশ্বনর বিশ্বধর ঋষীশ্বর নমস্কার ২ ॥

বিশ্বধরয়া, অহে গালব ঋষীশ্বর, পাপিষ্ঠ পাতালকেতু অসুর মায়াতে পিশাচ রূপ ধরি আসিয়া হমলোকক কর্ম উৎপাত করিয়া গেরো এহী দুঃখতে আপনার অপেক্ষা করিয়া এথা থাকিরো, এথা আগমন করো ॥

[গালব] অহে বিশ্বধর ঋষীশ্বর জে আজ্ঞা ॥

॥ বিশ্বনরয়া ॥ অহে গালব ঋষীশ্বর তুমি গিয়া বার্তা কেমন আচ্ছে, পরন্তু এহী সুন্দর কুমার কোন হৈবে ॥

॥ [১১ ক] ॥ স্বদয়ো ॥

[গালব] অহে বিশ্বনর বিশ্বধর ঋষীশ্বর, শত্রুজিত রাজা, তুমার হমার যজ্ঞ লখপাল করিবার নিমিত্ত আপন পুত্র এহী কুবলয়াশ্ব নাম রাজকুমার পথায়িয়া দিরো ॥

॥ বিশ্বধরয়া, অহে গাল [ব] ঋষীশ্বর তুমী ধন্য ২ বদ কার্য সিদ্ধ কৈরো ॥

॥ মুনিনেক্ষয়া ॥ অহে রাজকুমার, অমার আশীর্বাদতে তুমার জয় হো কল্যাণ হো ॥

॥ বিশ্বনরয়া ॥ অহে মহারাজ কুবলয়াশ্ব, অপনার কৃপাতে হমলোক নির্বিঘ্নতে হোম করিবে তুমী এথা যজ্ঞ রখপাল হৈয়া সাবধানতে থাকো। তুমার জয় হো ॥

॥ কুবলয়াশ্বয়া ॥ অহে ঋষীশ্বর অমী থাকিরে কবন ত্রাস, নিশ্চিন্ত হৈয়া হোম করো ॥

॥ গালবয়া ॥ অহে বিশ্বনর বিশ্বধর ঋষীশ্বর, এষণে পরম সুখে যজ্ঞ কর্ম করিবো আয়স্ব॥

[বিশ্বনর-বিশ্বধর] অহে গালব ঋষীশ্বর জে আজ্ঞা ॥

যজ্ঞপাহ্ব মে ॥ কামোর ॥ এ ॥

আজু সফল ভের করম হমার
নৃপতিতনয় রহ মখলখপার ॥

মুনি আহুতি দেল পরিহরি খ্যেদ
দশদিগপালকে পধি ২ বেদ ॥
তবহি আয়র কাল বিঘিন সরূপ
গরজমান ভএ দূর কয় ভূপ ॥
নৃপ দের বাণ খদগ পরহার
মায়ারূপ কোল ফিরি চর পতার ॥

॥ বিশ্বধরয়া ॥ অহে মহারাজে[শ্ব]র সাবধান হো ২ পাপিষ্ঠ পাতালকেতু অসুর মায়াতে বরাহ রূপ ধরিয়া যজ্ঞ বিঘ্ন করিতে আসিরো এহি ববাহ অবশ্য মারিতে চাহে ॥

॥ কুবলয়াশ্বয়া ॥ অহে ঋষীশ্বর জে আজ্ঞা অমী অবশ্য মারিবো ॥ [১১ খ] অহে পাপিষ্ঠ আজু কথা জায়বো ॥

বরাহলিস্তং রাজা বং ।।

॥ বিশ্বনরয়া ॥ অহে গালব বিশ্বধর ঋষীশ্বর, যজ্ঞকর্ম সংপূর্ণ হৈরো পূর্ণাহুতি করো ॥

॥ নেন্দ্রসেনং, অহে বিশ্বনর ঋষীশ্বর সত্য পূর্ণাহুতি অবশ্য করো ॥

॥ শ্লোক ॥

শস্যবৃদ্ধিঃ সুমহতী পর্জন্যঃ কালবর্ষণঃ।
রাজ্যেঽস্মিন্ সন্ত সানন্দাঃ প্রজা বিপ্রাশ্চ ধার্মিকাঃ ॥
সবকো মঙ্গল হো ॥

॥ গালবয়া ॥ অহে ঋষিলোকে তুমার হমার পূর্ণ মনোরথ হৈরো, এষনে যে কুবলায়শ্ব রাজকুমার মহাসাহসিক আচ্ছে, পরম কুশল বরাহ মারিয়া আপন রাজ্য বিজয়ী হও ॥

এবমস্তু তথাস্তু ॥

॥ বিশ্বধরয়া ॥ অহে বিশ্বনর গালব ঋষীশ্বর তুমার হমার কর্ম সাফল্য হৈরো, আব জে আপন ২ আশ্রম বিজৈ হো ॥

সক সেনং ।
সকল্যাং বং ॥

অহে বিশ্বনর ঋষীশ্বর বিজৈ হো ॥

॥ মে ॥ স্যাম ॥ এ ॥

বুধদশা অতি পাপক ভোগ
হে করুণাময় এহন কুজোগ ॥
সকুচিত দেহ চলএ নহি পার
নয়নতেজ বিনু জগত অঁধার ॥ ধ্রু ॥
বিগলিত দশন বধির ভের কান
দিনে ২ বাঁধর মন অবসান ॥ ধ্রু ॥

॥ জবকোনস ॥

শ্লো ॥

শ্রীনিবাসস্য নৃপতের্যশঃ শ্রীঃ কীর্তিভাজিনঃ ।
লোকনাথস্য কৃপয়া ভূয়াৎ কুশলমংগলম্ ॥

॥ কন ভাসা হ্বথুথেং ॥ থবকোণস ॥

[গালব] অহে ঋষীলোকে তুরন্ত বিজৈ হো ॥

[ঋষিগণ] অহে ঋষিরাজ গমন করো ॥

॥ ইতি ললিত কুবলয়াশ্ব মদালসোপাখ্যান শিবমহিমা নৃত্য প্রথমাঙ্কঃ ॥ ৭২১

[১২ক] অথ দ্বিতী[য়া]ঙ্কঃ ॥

[২·১]

স্হ্য মে ॥ শ্রী ॥ গণুল ॥

প্রথমহি বন্দিবো গুরু গণপতি
মচ্ছিন্দর বন্দিবো ত্রিভুব[ন] পতি ॥
ত্রিদেবী বন্দিবো নৃত্যেশ্বর নৃত্যেশ্বরী
বন্দিবো ভৈরবদেবদেবী জ্ঞানেশ্বরী ॥

বন্দিবো সবহি দেব বিধি হরিহরে।
ভন শ্রীনিবাস নৃপতি মচ্ছিন্দরে ॥

॥ ভিত্তি শ্লোক ॥

গংগাধরাঙ্গসংযুক্তা সুন্দরীসুরবন্দিতা।
বরদা শুভদায়ুষ্মান্ পায়াদ্গিরিপতেঃ সুতা ॥

॥সরস্বতী প্রবেশ

পরিমাণ ॥ রাজবিজয় ॥

সকল ভগতজন মংগলকারিণী
বচনবিলাসিনী জগতরংজিনী ॥
পরবেশ দেবদেবী প্রসংনবদনী
হমহি সে সরস্বতী একরিগমনী ॥

[সরস্বতী] অহে তরুণী রমণী অমার বচন সুনো ॥
[তরুণী] অহে সরস্বতী দেবী আজ্ঞা হো ॥
[সরস্বতী] যস্যাঃ কটাক্ষমাত্রেণ মূকো বাক্পটুমায়াৎ।
সাহং সরস্বতী নাম্নী সর্ববিদ্যাম্বিকাশিনী ॥
এতাদৃশী সর্ববিদ্যাবিকা [শি]নী সরস্বতী দেবী অমী আচ্ছে ॥
[তরুণী] অহে সরস্বতী দেবী সত্য ॥
অহে সরস্বতী দেবী অমার বচ[ন] অবধান হো ॥
[সরস্বতী] অহে তরুণী রমণী কহো ॥
[তরুণী]

॥ শ্লো ॥

যৌবনীকোমলাবাণী ত্বদীয় প্রিয়ভাবিনী
বিখ্যাতা তরুণীনাম্নী তব সেবাপরায়ণী ॥
এতাদৃশী অপনার প্রিয় সখী তরুণী অমী আচ্ছে ॥

[সরস্বতী] অহে তরুণী সত্য ॥

[তরুণী] অহে সর, অমার বচন অবধান হো ॥
[সরস্বতী] অহে রমণী কহো ॥
[রমণী] যৌবনীকোমলাবাণী ত্বদীয় প্রিয়ভাবিনী।
বিখ্যাতা রমণীনাম্নী তব সেবাপরায়ণী ॥
ঈদৃশী[১২খ] অপনার সখী অমী আছে ॥
[সরস্বতী] অহে তরুণী রমণী পৃথিবীমণ্ডল মধ্যে সমস্ত ভক্তিজন অমাকে ধ্যান সুমরণ করিয়া থাকিবে, সে ভক্তিজন উদ্ধার করিতে জায়িবো চরো ॥

॥ বরারি ॥ এ ॥

মনে তো ভাবিয়া দেবী সরস্বতী জায়িএ,
শ্যামসুন্দর তনু হমর পরাণ রে ॥

কনভা ভাসা হবথু ॥

॥ লু ১ ॥

[২.২]

প্রবেশ মদালসা স্কং ৩ ॥

গাচ্ছে শ্লোক ॥

নবীনদিব্যরূপিণীং সুবর্ণরত্নভূষিণীং,
সুধাংশুমণ্ডলাননীং বিশাললোচনীং।
হরার্দ্ধদেহসংগিনীং নগাধিরাজনন্দিনীং
সমস্তপাপহারিণীং ভজামি সিংহবাহিনীম্ ॥

॥ রামকরি ॥ ধরং এ ॥

বিশ্বাবসু গধরবনৃপতিনন্দিনী
পুরুব করম দোসে পতালবাসিনী ॥
দেবী মদালসা নাম প্রসন্নবদনী
পরবেশ দেল কন্যা জগতমোহিনী ॥

[মদালসা] অহে কুণ্ডলা কুন্তলা অমার এক বচন সুনো ॥
[কুণ্ডলা] অহে সখি মদালসা দেবী কহো ॥

॥ শ্লো ॥

মুখাভিরামা নয়নাভিরামা
মনোঽভিরামা বচনাভিরামা ।
সর্বাভিরামা ভুবনাভিরামা
মদালসাহং পরমাভিরামা ॥

ঈদৃশী বিশ্বাবসু গন্ধর্বরাজপুত্রী মদালসা নাম অমী আচ্ছে ॥

[কুণ্ডলা] অহে সখি মদালসা দেবী সত্য ॥

॥ অহে প্রিয় সখি মদালসা দেবী অমার বচন অবধান হো ॥

[মদালসা] অহে সখি কুণ্ডলা কহো ॥

॥ শ্লো ॥

শরৎপূর্ণেন্দুবদনা চঞ্চলোৎপললোচনা ।
সুস্বলাহংসগমনা কুণ্ডলা বিদিতাঙ্গনা ॥

এতাদৃশী অপনার প্রিয়সখী কুণ্ডলা নাম পরোপকারিণী অ[১৩ক]মী আচ্ছে ॥

[মদালসা] অহে সখি কুণ্ডলা সত্য ॥

[কুন্তলা] অহে সখি মদালসা দেবী অমার বচন অবধান হো ॥

[মদালসা] অহে সখি কুন্তলা কহো ॥

[কুন্তলা] শরৎপূর্ণেন্দুবদনা চঞ্চলোৎপললোচনা ।
সুস্বলাহংসগমনা কুন্তলা বিদিতাঙ্গনা ॥

এতাদৃশী অপনার বল্লভা কুন্তলা নাম পরোপকারিণী অমী আচ্ছে ॥

[মদালসা] অহে সখি কুন্তলা সত্য ॥

॥ অহে সখি কুণ্ডলা কুন্তলা অমার অভাগিনীর এক দুঃখ বেদনা সুনো ॥

[কুন্তলা-কুণ্ডলা] অহে সখি মদালসা দেবী অজ্ঞা করো ॥

[মদালসা]

॥ মারবা ॥ এ ॥

গন্ধর্ব নগর কত   পাতাল পটন কত
পররি পাপিনি হম লাকস মন্দিরে।
সকল হরষ গের   হৃদয় দগধ ভের
ঐসেন করম দুরসহ দুখভারে ॥
দিন অন রুচি নহি   রয়নি নীদ নহি
তৈও ন জায়িএ সখি পরাণ হমারে ॥
মায়ি বাপুও ত   হমর সংকট ইত
হরি ২ কে করত মোর প্রতিকারে ॥
রাকস দুরসহ   কইসে ধরম রহ
অগিনি প্রবেশ কএ মরিএ সুসারে ॥
রামভদ্র ভন   ধইরজ ধনি খন,
মচ্ছিন্দর করত উধারে ॥

॥ অহে প্রিয়সখি কুণ্ডলা কুন্তলা, এহি দুঃখ সহিয়া থাকিতে না পারে, অগ্নি প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাজ করিবো ॥

[কুণ্ডলা-কুন্তলা] অহে সখি মদালসা দেবী এমত্ত না বোরো ধৈর্য করিতে চাহে ॥

॥ মদালসায়া ॥   হা হা মহাঘোরতরে রসাতলে
মহদ্ভয়েঽহং পতিতানিপাপিনী।
গচ্ছামি কুত্র প্রকরোমি কিং পুন-
র্বিচারতো মে মরণং হি মঙ্গলম্ ॥

আকাশবাণী ॥

॥ শ্লো ॥

পাতালকেতুং পাপিষ্ঠং হত্বা যোঽত্র সমাগ[১৩খ]তঃ।
সত্বামুদ্ধারয়েৎ বৎসে ধৈর্যং দশদিনং কুরু ॥

॥ কুণ্ডলা-কুন্তলায়া ॥ অহে প্রিয়সখি মদা[লসা] দেবী, সচেত হৈয়া আকাশবাণীর আজ্ঞা সুনো, দশ দিন আগে পাতালকেতু মারিয়া তুমাকে জোগ্য পরম সুন্দর রাজকুমার আসিয়া তুমার উধার করিতে আসিবে এমত্ত আকাশবাণী হৈরো, খনেক ধৈর্য করো ॥

॥ মদালসা ॥ অহে সখি কুণ্ডলা কুন্তলা কৈসে ধৈর্য করিয়া থাকিবে, এক ২ দিন বর্ষ ২ জুগ ২ সমান হৈরো, অমী ধৈর্য করিতে না পারে ॥

॥ কুবলয় ॥ হে নারায়ণ শংকর, কবন প্রসংগতে কবন ২ দেশ কবন স্থান কথা অমী আসিরো, পিতার আজ্ঞাতে গালব মুনীশ্বরের যজ্ঞ নির্বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত পাপিষ্ঠ অসুরের মায়ারূপ মহাভয়াবন শূকর মারিয়া আসিরো, এহী স্থানকা অবকাশ অমী জানিতে না পারে, কথা গিয়া কওন থায়ি পুচ্ছিবে ॥

জব খব কোণ সংগৃ ॥ থনরা[জ]ধানীস্বয়া ॥

দেখো ২ অতী মনোহর রাজধানী অমী দেখিরো, এহি ঘর ভীতর কওন ২ আচ্ছে সে দেখিতে জাইবো ॥

অহে সুন্দরি তোহে কোন আচ্ছে, দেবকন্যা কী, নাগকন্যা অথবা গন্ধর্বকন্যা, এহি কবন দেশ, যথার্থতে অমাকে কহো ॥

॥ মদা, অহে সাধুজন তুমার[চর]ণে নমস্কার ॥

থন মূর্চ্ছা ॥

॥ কুবল, অহে সয়ানি অমার দেখ্যতমাত্রতে এহি সুন্দরী কেহু মূর্চ্ছা হৈরো, ঈ জে বড় আশ্চর্য আচ্ছে ॥

॥ কুণ্ডলা ॥ অহে সুন্দর কুমার ই জে পাতালপুরী, পাপি[১৪ক]ষ্ঠ পাতালকেতু অসুরর রাজ্য আচ্ছে, অমী বিংধ্যবান নাম মন্ত্রীর বেটী কুণ্ডলা নাম আচ্ছে।

॥ অহে সুন্দর কুমার, এহী সুন্দরীর সমস্ত দুঃখ বেদনা কহিবো, সাবধান হৈয়া অবধান করো ॥

মে ॥ সুহৈ ॥ গণুল ॥

গন্ধর্বনন্দিনী এহি মদালসা নারী
অসুর পতালকেতু হরিয়া আনরী ॥
অসুর উজোগ ভের বিয়াহ্ উদেশে
এহো বালি অগিরল অগিনি প্রবেশে ॥
তবহি আকাশবাণী দেল বিসবাসে
ন করিএ দশ দিন ঐসেন সাহাসে ॥
অসুর মারিয়া এক আব কুমার
সেহে সায়ি করত তুমার উধার ॥
তে মুরুচ্ছরি তুব মুখ দরসনে
সিচহ সুন্দরী তোহে অমৃত বচনে ॥
ধইরজ শিরিশ্রীনিবাস নৃপ ভান
সহজহি মচ্ছিন্দর ঈ দুখ জান ॥

॥ অহে সুন্দর কুমার, ঈ জে সুন্দরী বিশ্বাবসু গন্ধর্বরাজকন্যা মদালসা নাম অমার প্রিয়সখী আচ্ছে জেমত্ত আকাশবাণী আজ্ঞা হৈরো, তেমত্ত তুমার রূপদর্শন পায়িয়া মূর্চ্ছা হৈরো ॥ অহে সুন্দর কুমার তুমার নাম কী আচ্ছে কী নিমিত্ত এথা আসিরো ॥

॥ কুবল, অহে সয়ানী সুনো ॥ অমী জে মহারাজ শত্রুজিতকা পুত্র ঋতধ্বজ নাম রাজকুমার আচ্ছে, পিতার আজ্ঞাতে গালব ঋষীশ্বরর যজ্ঞ নিদানতে রখপাল হৈয়া থাকিরেন্! তথা অকস্মাৎ পাপিষ্ঠ অসুর পাতালকেতু মায়াতে মহাভয়াবন মূর্তি শূকর হৈয়া যজ্ঞ উৎপাত করি আসিরো, সে

শূকর পলমান, শরপ্রহারতে মারিতে ২ [১৪খ] আসিয়া এথা পর্যন্ত পালিরো ॥

॥ কুণ্ডলা. অহে রাজকুমার সত্য আগমন করো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে কুণ্ডলা কুন্তলা সর্বথা ॥

॥ কুণ্ডলা ॥ অহে মদালসা দেবী সচেত হৈয়া থাকো ॥ অহে তুংবুরু ঋষীশ্বর তুমার স্মরণ অমী কৈরো তুমী অমার কুল পুরোহিত আচ্ছে, অমার বড় সংকট হৈলো এথা আসিয়া অমাকে দর্শন করায়িতে চাহে ॥

॥ থন তুংবুক ঋষী বব

॥ শৌরী ॥ প্র ॥

হমর নাম তুংবুরু ঋষীরাএ
নিরমায়া মন বেগি ত্রিভুবন ধাএ ॥
গংধরবগণ কুলপুরোহিত আএ
সুমরণ জত ভের তত হম জাএ ॥ ধ্রু ॥

কোণস

আশীর্বাদ শ্লোক ॥

দানৈর্দ্দধীচি স্তপনঃপ্রতাপৈঃ
কান্ত্যাচকামস্তপসামুনীন্দ্রঃ ॥
গিরাগুরুঃ সৎকৃপয়া প[রেশ]ঃ
শ্রীশ্রীনিবাসো জয়তি ক্ষিতীশঃ ॥

এহী প্রকারতে মহারাজাধিরাজ জয় শ্রীশ্রীনিবাসমল্ল প্রভুঃ শতং শরদোজীয়াদ্দীর্ঘমায়ুরস্তু ॥

বিষ্ণুদাস, এবমস্তু তথাস্তু ॥

[তুংবুরু] হে বিনো হম থিক জে তুংবুরু নাম ঋষি থিকও, হমরা শিষ্য কুণ্ডলা জে হমরাকে সুমরণ করৈচ্ছথি, হিনকা কী সংকট হেরি, ততহি মএ জায়চ্ছি ॥

এ হরিদাস ভর কহৈচ্ছি চরু ॥

॥ এ কুণ্ডলা কুন্তলা দেবি তোহে কতয় চ্ছরি ॥

[কুণ্ডলা-কুন্তলা] অহে তুংবুরু ঋষীশ্বর তুমার চরণে নমস্কার ॥ এথা আগ[ম]ন করো ॥

[তুংবুরু] শুভানি সন্তু ॥

॥ রাজা-রানীয়া ॥ অহে তুংবুরু ঋর(?) ঋষীশ্বর তুমার চরণে নমস্কার ॥

[কুণ্ডলা-কুন্তলা] এ রাজকুমার ঋতধ্বজ মদালসা দেবি তোহে দুই ব্যক্তিকা মনোরথ সফল হো[১৫ক]উ ॥

[তুংবুরু] এ কুণ্ডলা কুন্তলা দেবি অবশ্য ২ ॥ হে কুণ্ড, কুন্তলা দেবি কী নিমিত্ত হমরাকে স্মর্ণ কইরি সে কহু ॥

[কুণ্ডলা-কুন্তলা] অহে তুম্বুরু ঋষীশ্বর, অমী কী নিবেদন করিবে আপনে ভূত-ভবিষ্য বর্তমানকা কথা সব জানে, হমর তীরিজনকা মন সংশয় চ্ছদায়িয়া উদ্ধার করো ।

[তুম্বুরু] হে কুণ্ডলা কুন্তলা দেবি, ভর ২ ময় যথার্থতে কহৈচ্ছি, তোহে চারি জন সাবধান ভএ স্নুনু ॥

[কুণ্ডলা-কুন্তলা] অহে ঋষীশ্বর আজ্ঞা হো ॥

॥ মে ॥ ধনাশ্রী ॥ এ ॥

[তুম্বরু] গংধর্বনন্দিনী তোহে সব গুণ গেহ
হমর বচন স্নুনি ন কর সংদেহ ॥
তপবলে সব হম জান বিচার
মায়াবি অসুর মারি আএল কুমার ॥
শত্রুজিতসুত এহি ঋতধ্বজ নাম
তোহর ধরম বলে মিরল ই থাম ॥
বিলম্ব ন কর আবে করিএ বিবাহ ।
আজুহি তে তোহরা মংগল উচ্ছাহ ॥

॥ এ কুণ্ডলা কুন্তলা দেবি ঈ যে শত্রুজিত রাজাক পুত্র কুবলয়াশ্ব অতি সুন্দর বিচক্ষণ জানিহ, এ মদালসা দেবি, তোহে সংকা জনি করিহ, জেমত্ত আকাশবাণী ভেরি, সে সব সত্য ভেরি, এ রাজকুমার, ঈটা সুন্দরী তোহে বুঝর কী নহি, বিশ্বাবসু গন্ধর্বরাজ বেটী পরম সুন্দরী অছি স্ত্রীরত্ন জানি কভু বজ্রকেতুকা পুত্র পাপিষ্ঠ মায়াবী পাতালকেতু, বলাৎকালে হরি আনি কভু পাতালপুরি বিষে, আপনে বিয়াহ মন কএ কভু লাখরি ॥ এষনে তোহরা দুই জনকা ভাগ্যতে মিররক, ত্বরাএ বিয়াহ করু ॥ এ কুণ্ডলা কুন্তলা দেবি মএ হোম করব, সব সাজ আনহ ॥

[কুণ্ডলা-কুন্তলা] অহে তুং[১৫ খ]বুরু ঋষীশ্বর সব সাজ হৈরো হোম করো ॥

[তুম্বুরু] এ কু, অবশ্য যজ্ঞারম্ভ করব ॥

॥ মে ॥ মংগল ॥ জ ॥

হোম আহুতি ঋষি দের রে
সমিধ সহিত ঘৃতধার রে ॥
আজু ভের মংগল রে ॥

॥ এ মহারাজ কুবলয়াশ্ব এতয় বিজৈ করু ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে ঋষীশ্বর জে আজ্ঞা ॥

[তুম্বুরু] এ কুণ্ডলা কুন্তলা দেবি, মদালসা দেবি এতয় আনহ ময় তিল কুশ জল লয় কভু কন্যাদান দেব ॥

॥ বিষ্ণুদাশয়া ॥ অদ্য অসংভব মাসে মূর্খপক্ষে ঠিথিকুতি নক্ষত্রে, ছোকুনি যোগে ধূর্তপর, কপতি তীৎথৌ, ধসকুসিন হ্বাকযোগে চোরবার বাসরে থংথিগ্নলাক দিনে কন্যাদান দিয়া আছে ॥

॥ হ্মথু ধাতং ॥

মে ॥

তিলকুশ কন্যাদান দেল রে

চউদিশ গাব মংগল রে ॥

॥ শ্লোক ॥

রমামাধবয়োর্যাদৃক্ শর্বাণীশর্বয়োর্যথা ॥

তাদৃশীযুবয়োঃ প্রীতির্ভূয়ান্মংগলপূর্বকম্ ॥

[তুম্বুরু] ॥ এ কুণ্ডলা কুন্তলা দেবি বিয়াহকর্ম সংপূর্ণ ভেরো, সবকে নিশ্রাবা দক্ষিণা দেউ ॥

[কুণ্ডলা-কুন্তলা] জে আজ্ঞা ॥ অহে ব্রাহ্মণ ঈ দক্ষিণা লেহো ॥

॥ বিষ্ণুদাসয়া আশীষা ॥

বসন্তোও সব হেলে
পুস্মিয়াকে খেলে
স্যুচাংও সতচ্ছিয়ে
ও সসিং ধরংতীয়ে
সজন্ ভাজুদয়কে
পুস্মিখং নহে যেকে ॥

॥ তুংবু ॥ এ মহারাজেশ্বর কুবলয়াশ্ব, দেবী মদালসে, এহা এ লোকক মনোরথ সিদ্ধ ভের, এষনে মএ নিজ আশ্রম জাএচ্ছি, তোহহু সপত্নী অপনক রাজ্য বিজৈ করু ভরে ॥

[কুণ্ডলা-কুন্তলা] অহে তুংবুরু ঋষীশ্ব[১৬ক]র অমী কী বোলিবো অপনা জে ইচ্ছা তুমার চরণে নমস্কার ॥

[তুম্বুরু] তোহে দুয়ি ব্যক্তিকা উত্তরোত্তর কল্যাণ হোউ ॥

॥ কুণ্ডলা-কুন্তলায়া ॥ অহে রাজকুমার অহে প্রিয়সখী মদালসে তোহরা সানন্দ ভেরি, হমে কুরুগুরু তুংবুরু ঋষীশ্বর সংগে তপস্যা করিতে জায়বো ॥

॥ মদালসা ॥ অহে প্রিয়সখী কুণ্ডলা কুন্তলা, অমাকে এদিয়া কেহ্নে জায়িতে চাহিরো ॥

॥ কুবল ॥ অহে কুণ্ড ২ তুমী যে বদ ধর্মণীর আচ্ছে ॥

॥ তুংবুরুক্ষঃ ৫ বং

জয়ন্তশ্রী ॥ জ ॥

মচ্ছিন্দর রূপ দরশন হম জাএ ॥
উদিত সুরুজ সম বদন মনোরম
নয়নকমলসারে
অভয় বরদকর ত্রিভুবনভয়হর
মৌলিলংবিত জতভারে ॥ ধ্রু ॥
মরকত মণি মোতি অনেক রতন জোতি
মুকুত কুণ্ডল আভুষণে
ওহি করুণাময় সহজ সুহিরদয়
করিয় বিনতি অবধানে ॥ ধ্রু ॥

ভাসা ॥

[তুম্বুরু] হে শিষ্য কুণ্ডলা কুন্তলা বিষ্ণুদাস হরিদাস ওহি জে কুবলয়াশ্ব নাম সুন্দর কুমার, অতি সুন্দরী গন্ধর্ব্বরাজকন্যা মদালসা, সে তুইতা উচিতে মিরলাহ, হমরা বদ সানন্দ ভেরো এখনে তপোবনে জায়চ্ছি চরু ॥

জব কোণ সং ধথুং ॥ ॥ খব কোণ স ॥

কুণ্ডলা ২, অহে তুংবুরু ঋষীশ্বর অমী তীর্থযাত্রা করিতে জায়িবো, তুমার চরণে নমস্কার ॥

নেক্ষ' বং দবল ॥

॥ বিষ্ণুদা ২ ॥ অহে থাকুর শীঘ্র করিয়া বিজৈ হো ॥

[তুম্বুরু] অহে বিষ্ণুদাস ২ সর্বথা চরু ॥

কুবলয়াশ্ব বচন ॥

অহে প্রিয়ে মদালসা [১৬খ]অমার বচন সুনো ॥

ব্যাহাগ রা ॥ এ ॥

স্বন বর নাগরি   অতি রূপ আগরি
সপন সফল কর বদ পুণ্য তেরি ॥
কুচমণ্ডল হেরি   হৃদয় বিকল ভেরি
দৃঢ় আলিংগন দেহ সময় বিচারি ॥
তোহে ধনি একরি   বিধিবসে ভেতরি
পরম স্বদিন ফল আজুহি মেরি ॥
গুণবতি নাগরি   সহজে উপকারি
শ্রীনিবাস ধৈরজ দিন চারি ॥

ভাসা ॥

অহে সুন্দরি মদালসে পূর্বজন্মের ফলতে তুমার হমার এথা ভেত হৈরো, অমার মনোরথ সফল করো ॥

॥ মদা ॥ অহে প্রভু রাজকুমার অমার সংকোচ বিনতী অবধান হো ॥

॥ কুব, অহে প্রিয়ে কহো ॥

॥ মদালসায়া

॥ ভাঠিমল্লাল ॥ প্র ॥

ন জান বিলাস প্রভু, হম ॥
তুব কর পরসহি হৃদয় তরাস
হেরইতে দাহ মো তুব মুখভাস ॥ ধ্রু ॥
মুকুলিত মালতি ভমল ঝাপ
বিকসিত ন হোঅএ নবদল কাপ ॥ ধ্রু ॥
তোহে বরনাগর মোঞ ধনি বারি
করিএ কেলি রতি সময় বিচারি ॥ ধ্রু ॥
ন কর ২ হঠ অরে রে তরুণ
এতহু পরাভবে তোহে ন করুণ ॥ ধ্রু ॥

শিরিশ্রীনিবাস কহ প্রথম স্বভাব
করুণাময় পদপংকজ ভাব ॥ ধ্রু ॥

॥ ভাসা ॥

[মদালসা] অহে প্রভু মহারাজ, অমী কূলবধূ বাল কী কেলিকলা ভাব না জানে অমার বদ ত্রাস হৈয়ো চারি পাঁচ দিন ক্ষমা করো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে প্রিয়ে তুমার রূপ দেখিয়া অমার অধৈর্য হৈয়ো, তুমী ত্রাস না করো ক্রীড়া করিবো আয়স্ব এহী রত্নমালা লহো ॥

[মদালসা] অহে প্রভু অমী স্ত্রীজাতি পরবসা কী করিবো তু-[১৭ ক] মার জে ইচ্ছা ॥

॥ গুংজর ॥ মে ॥ ধনাশ্রী ॥ প্র ॥

তুবজন পাব সুরতসুখ ভাব
জনম মনোরথ সাফল পাব ॥
দেখর রসিক তুব নয়ন তরংগ
চউগুণ বধক তরুণ অনংগ ॥

[কুবলয়াশ্ব] ॥ অহে প্রাণেশ্বরি এথা খনেক বিশ্রাম করিয়া থাকিবো ॥

[মদালসা] জে আজ্ঞা ॥ অহে প্রাণনাথ খনেক অমার অংক মধ্যে সুইয়া থাক্ক আয় ॥

কপত অবধূত পরিবব ॥

মে ॥ কেদারা ॥ প্র ॥

বিকৃত ভয়ংকর পতারকেতু ভাএ
চৌদিশ জত তত ধাএ
কপত অবধূত ভেষধারি ভএ
ভমহি সে চরি ২ আএ
তালকেতু ভমহি সে চরি ২ আএ ॥

॥ শ্লোক ॥

আয়ুঃশনৈর্বরীবর্দ্ধতু সদা হেমন্তনক্তং যথা
ভূয়াচ্ছত্রুবলং মলীমসায় সততং হেমন্তপদ্মং যথা।
লোকানাং প্রিয়দর্শনায় চ তনুর্হেমন্তসূর্যো যথা
বৈরিগণায় দুঃসহতরং হেমন্ততোয়ং যথা ॥

যথা হেমন্তকালস্য রাত্রি বর্দ্ধমানা ভবতি তথৈব শ্রীনিবাসমল্লস্য জগৎপ্রকা[শ]মল্লস্যাভয়োরাজ্ঞারায়ুর্বর্দ্ধতু দীর্ঘমায়ুরস্তু ॥

॥ ভাসা ॥

[তালকেতু] অহে ভায়ি হম জে তালকেতু নাম অসুররাজ আচ্ছে, মায়াতে অবধূত ভেষ ধরিয়া আসিরো এষনে মদালসার স্বভাবচরিত্র কী কী আচ্ছে সে দেখিতে জায়িবো চরো ॥

[তালকেতু-অনুচর] অহে অবধূত যোগী চরো ॥

॥ জব কোণসং…থেং ॥

[তালকেতু] জয় মচ্ছিন্দ্রনাথজী কী জয়, জটি অবধূত জোগী দ্বারে থাদ ভএ, ভিক্ষা দেহো পিতাজী ২ ॥ মে বুঝনং, জয় মহাভৈরবজী কী জয় ২ ॥ অহে মাতাজী তুরন্ত ভিক্ষা দি [১৭ খ]য়া পথাও ॥

[মদালসা] ॥ অহে অবধূত জোগী ভিক্ষা লহো ॥

হ্রপাক্ষ অবধূত ন ধায়া ॥

[তালকেতু] অহে মায়ি তুমার হাত সও মএ ভিক্ষা ন লেও, তুমার স্বামীকা হাথ সও ভিক্ষা মএ লেও ॥

চ্ছন্ম অবধূত ন জুক্ত ভিক্ষা কায়া ॥

মদালসা, অহে প্রভু অবধূত জোগি অমার ভিক্ষাতে সংন্তোস না হৈরো, তুমী ভিক্ষা দিয়া পথাও ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে প্রিয়ে সর্বথা ॥ অহে অবধূত জোগি এহী ভিক্ষা লহো ॥

॥ জোগিয়া ॥ আহা ভায়ি দেখো ২ বদ আশ্চর্য হৈরো, অমার ঘর ভিত্তর পাপিষ্ঠ চোর পৈসিয়া থাকিরো, এহি চো[র] মারিবার অমার রাজ্যবিষে জতেক সেনা আচ্ছে ততেক দাকিবার দমামা বজাব নিয়া আয়স্ব রে আয়স্ব ॥ তুরন্ত করিয়া আয়স্ব রে আয়স্ব ॥

॥ অবধুত পনি বং ॥ বজাব নিয়া বব দবল ॥ কোণস ॥

[তালকেতু-অনুচর] আহা ভায়ি, মহারাজ তালকেতু অস্থররাজের আজ্ঞাতে সমস্ত সৈন্য দাকিতে জায়িবো চরো ॥

[দ্বিতীয় অনুচব] অহা ভায়ি চরো ২ ॥

জব কোণস ।।

[তালকেতু-অনুচর] আহো মহারাজ তালকেতু অস্থররাজের রাজ্য-বিষে জতেক যোদ্ধা বলন্ত সেনা আচ্ছে ততেক শস্ত্রাস্ত্র সংযুক্ত হৈয়া সংগ্রাম করিবার আয়স্ব রে আয়স্ব ॥

॥ দমামা ভেরি পুয়াব থব কোণ তো বং ॥

[অনুচরদ্বয়] তালকেতু অস্থররাজের আজ্ঞাতে তুরন্ত করিয়া আয়স্ব রে আয়স্ব, জদি ন আসিবে তার সর্বস্ব নিয়া সাস্তিবে সব লোক আয়স্ব রে আয়স্ব ॥

॥ দমামা থাহ্বা ববং ॥ ॥ রাক্ষস পনিবব দবল ॥

[তালকেতু] আহো রক্তকেশী উগ্রকেশী, অমার ঘ[র] ভি[১৮ক]ত্তর চোর পৈসিয়া থাকিরো সে চোর বাধিয়া কাঁতিয়া সংপূর্ণ করিতে জায়িবো চরো ॥

[রক্তকেশী-উগ্রকেশী] আহো মহারাজ বিজৈ হো ২ ॥

[তালকেতু] অরে রে পাপষ্ঠ চোর আজু কথা জায়বে ॥

॥ মদালসা ॥ অহে প্রাণনাথ এথা অনেক রাক্ষসগণ আসিরো অমার বদ ত্রাস হৈ কী বুদ্ধি কী প্রতিকার করিবে ॥

॥ রাজা, অহে প্রিয়ে তুমী ত্রাস না করো অমার প্রভাবে দোখ যায়ে···

॥ অহে পাপিষ্ঠ রাক্ষস তুমী কী করিতে পারে অমার বচন স্থনো ॥ আহো পাপষ্ঠ চোর কহো ॥

॥ রাজায়া ॥

মে ॥ দেশাষ ॥

....

· ধন রাক্ষস তুমি অধম করমে
আজুহি সফল হের হমর বিক্রমে ॥

॥ মে ভাসা ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে পাপিষ্ঠ রাক্ষস আজু কথা জায়বে মারিয়া যমপুরী পথায়িবো তিষ্ঠ ২ ॥

॥ রাক্ষস ॥ আহো নিগর্গতী মনুষ্য তুমার এমত্ত অহং[কা]র, অমার বচন স্থনো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে পাপষ্ঠ রাক্ষস কহো ॥

[তালকেতু] ....পলায়িতে পারে
রুধির মাংস হাড় ভক্ষিব তুমারে ॥

॥ মে ভাসা ॥

[কুবলয়াশ্ব] আহো পাপষ্ঠ চোর আজু কথা জায়বো তুমার রুধির পান করিয়া মাংস ভক্ষন করিবো তিষ্ঠ ২ ॥

॥ অহে রাক্ষস তুমী নিগর্গতী কী করিতে পারে সাবধান হৈয়া থাকো ॥

॥ যুদ্ধ মে ॥

দেখহ হমর বল খড়গের ধারে
এক শরে কাতি দিবো শরীর তুমারে ॥

॥ রাক্ষস থবকোণ তো বিসে বং ॥

[তালকেতু] আহো রক্তকেশী উগ্রকেশী, এহি কুবলশ্ব রাজকুমার, সোঝা যুদ্ধতে [১৮ খ] মারিয় ন পারিলো এহী অমার পরম বৈরী আচ্ছে, যাবৎকাল তার বিপত্তী না দেখিরো তাবৎকাল অমী তালকেতু নহি, এখন নানা প্রকারতে মায়া রচনা করিতে জায়িবো চরো ॥

[অনুচর] আহো মহারাজ তুরন্ত বিজৈ হো ॥

॥ থন ভূতগণ বব ॥

মে ॥ শ্রী ॥ এ ॥

অনেক পরেতে বেতাল পিশাচে
রুধির পীবি মদ মাতল নাচে ॥
কাঁচ মাস করে ধরি খাএ
ভীম কবংধগণ উথি আএ ॥
সে দেখি মদালসা আচল ঝাপে
সহজ কোমল তনু থরথর কাঁপে ॥

॥ থন পিশাচ বব ॥ বেতাল ধং……বব বংহ্ব ॥

॥ মদালসা ॥ অহে প্রাণনাথ এথা থাকিরে অমার বদ কংপমান ত্রাস হৈরো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে প্রাণেশ্বরি অমী থাকিতে তুমার কবন ত্রাস অমার রাজ্য গিয়া পিতামাতার দর্শন করিতে জায়িবো চরো ॥

[মদালসা] অহে প্রাণনাথ ধন্য ২ অমার ভাগ্য তুরন্ত বিজৈ হো ॥

॥ মে ॥ বড়ারি ॥ এ ॥

অধিক অসংভব তুহ ধনি পাব
তুব হম অইসেন সিনেহক ভাব ॥

কনকলতা ফুল অধর সুরঙ্গ
মদন জোরর ধনু ভৌহ বিভঙ্গ ॥
নয়নক রঞ্জন অংজন দেল
কমল উপল জনি খঞ্জন খেল ॥
সিংদূর সূরসম বদন শশি কাতি
দশনক জোতি মোটিম ফল পাঁতি ॥
মুখ দরশন বিনু দগধ শরীরে
সুমরি সিনেহ গুণ চিত নহি থীরে ॥

॥ কোণ ভাসা ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে প্রাণেশ্বরি অমার পরম আনন্দ হৈবো পিতামাতার মুখদর্শন করিতে জায়বো চবো ॥

[মদালসা] অহে প্রাণনা[১৯ক]থ বিজৈ তো ॥

॥ ন ২ ॥

২৩

॥ সুমধ মা সুচিত্তমা বদ।

হ্বা নে ॥ ভথ্যাবি দ্ব।

সজনি সফল কর ॥

[সুমধ্যমা] ॥ অহে সুচিত্তমা তুমার হমার স্বামী পুত্রের বার্তা সুনিতে বিজৈ হৈবো অমার দিস্ছী (?) হৈবে অন্তপুর মধ্যে থাকিতে জাইবো চবো ॥

[সুচিত্তমা] অহে সুমধ্যমা সর্বথা ॥

॥ অহে সুমধ্যমা শীঘ্র জায়বো চবো ॥

[সুমধ্যমা] অহে সুচিত্তমা সর্বথা ॥

॥ অহে সুচিত্তমা মহারাজেশ্বর কেহ্নে ন আসিয়ো কর[ন] হেতু তুমী কহো ॥

[সুচিত্তমা] অহে সুমধ্যমা অমী না জানে ॥

শক্রজিত রাজা মন্ত্রী বব ॥

স্বথ্ মে ॥ রাজবি ॥ জ ॥

হে করুণাময় গোচর পুনু ॥

[রাজা] ॥ অহে মন্ত্রী পুত্রে[র] বার্তা তুমী অমী ন পায়িরো হন্তপুর জাইবো চরো ॥

[মন্ত্রী] অহে মহারাজ বিজৈ হো ॥ অহে রাজেশ্বর শীঘ্র বিজৈ হো ॥

[রাজা] অহে মন্ত্রী সর্বথা ॥ অহে সুমধামা সুচিত্তমা তৃমী কথা আচ্ছে ॥

[সুমধ্যমা-সুচিত্তমা] অহে মহারাজেশ্বর তুমার চরণে নমস্কার এথা আগমন করো ॥

[বাজা] অহে সু, সুচি সর্বথা ॥

[সুমধ্যমা-সুচিত্তমা] অহে মহারাজেশ্বব পুত্রের বার্তা আজ্ঞা করো ॥

[বাজা] অহে সুম, সুচি পুত্রেব বার্তা অনেক খোজিবো কোযি কহিতে ন পাবে ॥

[কু]বলযাশ্ব মদাস বব

॥ স্বথ মে ন ॥ রাজবি ॥ ॥

॥ অধিক অসংভব ॥

॥ স্বথূ ভাসা ॥

[কুবলয়াশ্ব] ॥ অহে পিতামাতা তুমাব চরণে নমস্কাব ॥

[রাজা] অহে পুত্র রাজকুমার এথা আয়স্ব ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে পিতা মহারাজ আজ্ঞা ॥

[রাজা] অহে পুত্র রাজকুমার এহী পরম সুন্দরী কোন আচ্ছে ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে পিতা অমার বিবাহিনী স্ত্রী আচ্ছে ॥

[মদালসা] অহে পিতামাতা তু[১৯খ]মার চরণে নমস্কার ॥

[সুমধ্যমা-সুচিত্তমা] অহে বধূ সুন্দরী দেবী এথা আয়স্ব ॥

[মদালসা] অহে মাতা জে আজ্ঞা ॥

॥ রাজা অহে পুত্র ঋতধ্বজ তুমী গিয়া বার্তা কহো ॥

[কুবলয়াশ্ব] ॥ অহে অহে মহারাজ অবধান হো ॥

শ্লো ॥

আজ্ঞাং ত্বদীয়াং শিরসা বিধায়
মুনের্ম্মখেঽহং স্থিত রক্ষপালঃ।
পাতালকেতুং বিনিহত্য চৈনাং
মদালসাং প্রাপ্য সমাগতোঽস্মি ॥

অহে পি[তা] মহারাজেশ্বর, আপনার আজ্ঞাতে গালব মুনীশ্বরের যজ্ঞবিষে সাবধান হৈয়া অমী থাকিরো, অকস্মাৎ পাতালকেতু রাক্ষসাধিপতি জে মহাবিকট কালরূপ ধরি আসিয়া যজ্ঞ বিঘ্ন করিতে আসিরো, তাবে সে শূকর শরপ্রহারতে মারিতে মারিয়া পাতালপুরী পর্যন্ত গেরো, তথা এহি পরম দুঃখিনী গন্ধর্বরাজকন্যা মদালসা বিবাহ করিয়া অমী আসিরো ॥

[রাজা] ॥ অহে পুত্র ধন্য ২ বদ কার্য করিয়া আসিরো, পরন্তু গালব ঋষীশ্বরের যজ্ঞ সংপূর্ণ হৈরো কী না হৈরো সে কহো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে পিতা মহারাজ গালব মুনীশ্বরের যজ্ঞ সংপূর্ণ হৈরো কী না হৈরো সে অমী না জানে, তুরন্ত অমী দেখিতে জাইবো তুমার চরণে নমস্কার ॥

[রাজা] অহে পুত্র রাজকুমার অবশ্য জাইতে উচিত আচ্ছে ॥

[কুবলয়াশ্ব] ॥ অহে কটবার পিতার আজ্ঞাতে গালব ঋষীশ্বরের যজ্ঞ সংপূর্ণ হৈরো কী না হৈরো সে দেখিতে জায়িবো চরো ॥

[কটবার] অহে রাজকুমার গমন করো ॥

দবল নং ব° ॥ কন ভাসা হ্বথু থে° ॥

॥ বাজা, অহে স্থমধ্যমা স্থচিত্তমা অ[২০ক]মী পুত্রের বার্তা স্থনিতে জাইবো ॥

[স্থমধ্যমা-স্থচিত্তমা] অহে মহাবাজেশ্বব বিজৈ হো তুমার চবণে নমস্কার ॥

[বাজা] ॥ অহে মন্ত্রী পুত্রেব বার্তা স্থনিতে জাইবো চবো ॥

[মন্ত্রী] অহে মহাবাজেশ্বব বিজৈ হো ॥ অহে মহাবাজেশ্বব শীঘ্র বিজৈ হো ॥

[বাজা] অহে মন্ত্রী সবথা ॥

দবল ॥

স্থমধ্যমা স্থচিত্তমা মদালসা বা॰ প্রেন ব° ॥

[মদালসা] অহে মাতা তুমাব পুত্রেব মুখদর্শন বিনু অমাব প্রাণান্ত আচ্ছে অন্তপ্যবি গিয়া বার্তা স্থনিয়া থাকিতে জাইবো চবো ॥

[স্থমধ্যমা-স্থচিত্তমা] অহে বধু মদালসা দেবী সর্বথা ॥

॥ শ্রী ॥ দ্বমান

বিসবল পহু অনুবাগে
হমহি সে পবম অভাগে ॥
নয়ন গলয় জলধাবে
ঈ দুখ সহি ন পাবে ॥
হৃদয় দগধ অতি ভেব
আশা সব দূব গেব ॥
জিবয়িতে নহি পতিকাব
নিসফল জীবন হমাব ॥
শিরিনিবাস নৃপ গাব
লোকনাথ পভাব ॥

কোপ ভা হ্বর থে ॥

[সুমধ্যমা-সুচিত্তমা] অহে বধূ মদালসা দেবি তুরন্ত জায়বো চরো ॥

[মদালসা] অহে মাতা বিজৈ হো ॥

॥ ল্ ৩ ॥

[২'৪]

তালকেতু স্ক° ৩ বব দবল ॥

[তালকেতু] আহা রক্তকেশী উগ্রকেশী, ওহি জে কুবলয়াশ্ব রাজকুমার সও যুদ্ধ করিয়া মারিতে না পাবে, সে অমার পবম বৈরী আচ্ছে, জাবৎকাল তার বিপত্তী না দেখিরো তাবৎকাব অমী তালকেতু নহি, এষনে তুমী অমী মায়াতে ঋষিরূপ ভেষ ধরিয়া থাকিতে জাইবো চরো ॥

[উগ্রকেশী-রক্তকেশী] আহো মহারাজ বিজৈ হো ॥ অহো মহারাজ তুরংত বিজৈ হো ॥

[তালকেতু] আহো রক্তকেশী উগ্রকেশী সর্বথা চরো ॥ আহো রক্তকেশী উগ্রকেশী এথা তুমী হমী পরম তপস্বী ঋষিরূপ ধরিয়া থাকিবো আয়সো ॥

[রক্তকেশী-উগ্রকেশী] আহো মহারাজ জে আজ্ঞা ॥

॥ থন মায়াঋষি বয়া বচোহ্বা ॥

[রক্তকেশী-উগ্রকেশী] অহে ঋষিরাজ স্নান সংধ্যা হোমারংভ করো ॥

[তালকেতু] অহে ঋষীশ্বর অবশ্য হোম করিবো ॥

॥ [২০ খ] পহারিযা ॥ জ ॥

চ্ছল ঋষি আহুতি দেল ভল ভাঁতি
কারণ ওহি যুবরাজক সাতি ॥

॥ কুবলয়াশ্ব ব স্কং ২ দবল ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে কটবার পিতার আজ্ঞাতে গাল[ব] ঋষীশ্বর যজ্ঞ সংপূর্ণ হৈরো কী না হৈরো সে দেখিতে জাইবো চরো ॥

[ক্কটবার] অহে রাজকুমার গমন করো ॥ অহে রাজকুমার শীঘ্র গমন করো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে ক্কটবার সর্বথা ॥

॥ অহে ঋষীশ্বর তুমার চরণে নমস্কার ॥

[তালকেতু] জয় ২ মহারাজ হমর চতুর্বেদোক্ত শুভাশীর্বাদ ॥ অহে মহারাজেশ্বর ইহাক দর্শনতে হমরা বদ আনন্দ ভের, এতয় বিজৈ হ ২ ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে ঋষিরাজ জে আজ্ঞা ॥

[তালকেতু] এ মহারাজ কুবলয়াশ্ব হমার এক গোচর কিচ্ছু সুনিহক ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে ঋষিরাজ আজ্ঞা করো ॥

॥ মে ॥ রাজবিজয় ॥ এ ॥

জাগকরম সব পুরণ হমারে
এক মোর দক্ষিণা নহি নিসতারে ॥

॥ মে ভাসা

॥ এ মহারাজেশ্বর ইহাক প্রতাপতে হমরা যজ্ঞকর্ম সংপূর্ণ ভেরো, কিচ্ছু এক দক্ষিণা মাত্র হমরা নিস্তার নহি মহারাজ এতবা কৃপা করু ॥

[কুবলয়াশ্ব] ॥ অহে ঋষিরাজ অমার বচন অবধান হো ॥

[তালকেতু] এ মহারাজ আজ্ঞা করু ২ ॥

[কুবলয়াশ্ব]

॥ মে ॥ রাজবিজয় ॥ এ ॥

জত কিচ্ছু চাহত লহ মোর পাস
হমর হইতে তোর কবন তরাস ॥

॥ মে ভাসা

॥ অহে ঋষিরাজ ধন্য ২ অমার ভাগ্য, যজ্ঞ সংপূর্ণ করিবার নিমিত্ত তুমাকে কী কী পদার্থ চাহে, অমার ধন জন

জতেক রাজ্যপাত আছে ততেক তুমার আধীন আছে,
জে জে চাহে সে সে বস্তু লেহো অমী অবশ্য দিবো ॥

[তালকেতু] ধন্য ২ মহারাজ তোহে [২১ ক] বদ ধর্মাত্মা থিকু কহৈছি সুনিহরু ॥

॥ শ্লোক ॥

দানেন পাণির্ন তু কঙ্কণেন
শ্রোত্রং শ্রুতেনৈব চ কুণ্ডলেন ।
আভাতিকায়ঃ করুণাপরাণাং
পরোপকারেণ ন চন্দনেন ॥

এ মহারাজেশ্বর মএ কী মাগো যজ্ঞ দক্ষিণা নিস্তার নিমিত্ত ইহাক ঈ জে কংকণ কণ্ঠভূষণাদি কঙ্কণমুদ্রিকা বস্ত্র সহিত খনেক হমরাকে দেহ, মএ যমুনা নদী পৈসি কহু বরুণ আরাধন করিতে জায়িচ্ছি, জাবৎকাল মএ ফিরি ন আয়লচ্ছথি তাবৎকাল এহি ঋষাশ্রম নিদান করি কভু বৈসু ভরে ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে ঋষিরাজ জে আজ্ঞা, এহী কংকণ কণ্ঠভূষণাদি মুদ্রিকা বস্ত্র সহিত তোহে লেহ ॥

[তালকেতু] এ মহারাজেশ্বর ভর ২ময় অবশ্য লেব, এখনে মএ জায়িচ্ছি আজ্ঞা করু ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে ঋষিরাজ বিজৈ হো তুমার চরণে নমস্কার ॥

॥ ঋষি বং দবল কোন তো ॥

[তালকেতু] এ লোকে হমরা মনোরথ কার্য সিদ্ধ ভেরো, ঈ জে কণ্ঠভূষণ কংকণ মুদ্রিকাদি বস্ত্র সহিত, লয় কভু জমুনাক বাতে আয়লচ্ছথি, আবে রাজাকে পরম সংতাপ দিতে মএ জায়িচ্ছি ॥

॥ মে ॥ সারংগী ॥ এ ॥

ভাইক বৈরি হম আজুহি লেউ
অইসেন দুখ দেব সহ নহি কেউ ॥

[তালকেতু] ॥ ত্বুরন্ত মএ জায়চ্ছি ॥

॥ ত্বসর ক্ষ ঋষি কুবলয়াশ্ব ক্ষং ৩ বং ॥

[তালকেতু অনুচর] এ মহারাজেশ্বর, ঋষিরাজ জে বরুণ আরাধন করো এ নিমিত্তে জমুনা পৈসি কভ্‌ গের, এথা কতেক দিন রহব, তোহে নিজ মন্দিবে বিজৈ কক হমহু নিজস্থান জাইচ্ছও ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে ঋষীশ্বর জে আজ্ঞা বিজৈ হো ॥

॥ মে ॥ প্র ।

ওহি [২১ খ] শ্যাম সুন্দর দেখিএ
চরো বৃন্দাবন জায়িএ ॥
ওহি কদংবক তর বৈসিএ
মোহন মুররি বজায়িএ
বালগোপালও আসিএ ১ ॥ ধ্রু ॥
ওহি চংগা ওহি রসিয়া
নাচত কুদত খেলিয়া
পাত পীতাম্বর ধৌতিয়া ১ ॥ ধ্রু ॥

॥ ঋষীয়া কোন ভাসা হ্বথু থেং ॥

॥ থবকোণস ॥

[তালকেতু-অনুচর] এ মহারাজেশ্বর, তোহে ধীরে ২ বিজৈ করু হম লোক ত্বরাএ জায়িচ্ছি ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে ঋষীশ্বর বিজৈ হো তুমাব চরণে নমস্কার ॥

॥ ঋষি বং দবল ॥

[কুবলয়াশ্ব] ॥ অহে কটবার অমী তুরন্ত প্রাণেশ্বরী মদালসার মুখমণ্ডল দেখিতে জাইবো ॥

[ক্কটবার]   অহে মহারাজ বিজৈ হো ॥

॥ লূ ৪ ॥

[২˙৫]

।। স্নমধামা স্নং ৪ অন্তপুরি বব ।।

মে ॥ হ্বথু ॥ মে ॥ শ্রী ॥ ব্বমান ॥

বিসরর পহু অনুরাগে ॥

।। মদালসায়া হ্বথু ভাসা ।।

[স্নমধ্যমা]   অহে স্নচিত্তমা, মহারাজেশ্বর পুত্রের বার্তা স্নানিতে বিজৈ হৈরো সে বার্তা কেহ্নে ন আসিরো ॥

[স্নচিত্তমা] অহে স্নমধ্যমা মনোত্নঃখ না করো এহিখন আসিবে ॥

।। রাজা বব দবল ।।

[রাজা]   অহে মন্ত্রী অমী পুত্রের বার্তা স্ননিতে আসিরো, সে বার্তা অমী ন পায়িরো অমার মন সংতোষ নাহি তুরন্ত বার্তা স্ননিয়া থাকিতে জায়িবো চবো ॥

[মন্ত্রী] অহে মহারাজেশ্বর বিজৈ হো ॥

[বাজা] অহে ম, তুরংন্ত বিজৈ কবো ॥ অহে মন্ত্রী সর্বথা ॥ অহে স্নমধ্যমা স্নচিত্তমা বধূ মদালসা দেবী তুমি কি করিয়া থাকিরো ॥

[স্নমধ্যমা-স্নচিত্তমা] অহে মহারাজেশ্বর তুমাব চবণে নমস্কার এথা আগমন করো ॥

[রাজা] অহে স্ন, সর্বথা ॥

[মদালসা] অহে পিতা মহারাজ অপনার পুত্রের বার্তা [২১ ক] কেম[ন] আচ্ছে আজ্ঞা করো ॥

[রাজা] অহে বধূ মদালসা দেবী অমী পুত্রের বার্তা অনেক খাজিরো, কোই কহিতে ন পারে ॥

[মদালসা] অহে পিতা মাতা অমার বচন অবধান হো ॥

[রাজা-রানী] অহে বধূ মদাল[সা] দেবী কহো ॥

॥ মে ॥ আসাবরি ॥ গণুল ॥

পিয়া হমার পরদেশা
ন মিলব একর সংদেশা
উপদেশা ॥
অহনিশি বইসরি গেহা
সুমরিহু পুরুব সিনেহা
ক্ষীণ দেহা
সাজনি ॥

॥ মে ভাসা

[মদালসা] ॥ অহে পিতামাতা অপনার পুত্র এতকাল কেহ্নে ন আসিরো অমার মন অতি শংকা হৈরো ॥

[রাজা-রানী] অহে বধূ মদালসা দেবি মনোদুঃখ না করো এহিখন বার্ত্তা আসিরো ॥

॥ থন মায়াঋসি বব হ্বথু

মে ॥ সারংগী ॥ চো ।

ভায়িক বৈরি হম আজুহি লেউ ॥

॥ কোণ ভাসা হ্ববেয়া থেং

[তালকেতু] এ রুটবার হম আয়লচ্ছথি বড় ত্বরাএ, রাজাকে নিবেদন করু ॥

[রুটবার] অহে ঋষীশ্বর জে আজ্ঞা ॥ অহে মহারাজেশ্বর, এক ঋষীশ্বর দ্বারে আসিয়া আছেন ॥

[রাজা] অহে রুটবার এথা বোলাইয়া আনো ॥

[রুটবার] জে আজ্ঞা ॥ অহে ঋষীশ্বর এথা আগমন করো ॥

[তালকেতু] এ মহারাজ স্বস্তি ॥

[রাজা] অহে ঋষীশ্বর আজু তুমী মুখ মলিন করিয়া আসিরো কী নিমিত্ত আজ্ঞা করো ॥

[তালকেতু] এ মহারাজেশ্বর, মএ কী কহব, সবকা বদ বিপত্তী ভেরক ॥

[রাজা] অহে ঋষীশ্বর তুরন্ত আজ্ঞা করো ॥

[তালকেতু] এ মহারাজেশ্বর এহী বার্তা কহিএ যোগ্য নহি তথাপি কহৈচ্ছি সুনু ইহাক পুত্র রাজকুমার ঋতধ্বজ, দৈত্য সঙ এনেক প্রকারতে যুদ্ধ কএলক, মায়াবী পাপষ্ঠ অসুরকা ত্রিশূর প্রহারতে অপনার পুত্রকা চ্ছাতী মারলাহ, এহী দুঃ[২২খ]স প্র[া]ণ বেদনাতে ইহাক পুত্র কুবলয়াশ্ব যুবরাজ মরণ ভের হায় ২ ॥

[রাজা] অহে ঋষীশ্বর তুমী কী আজ্ঞা কৈরো ॥

এ দেবি মদালসে,

স্বখু ভাসা ॥

অহে ঋষীশ্বর এহী বার্তা নিশ্চয় হৈরো ॥

[তালকেতু] এ দেবি মদালসে পতিব্রতে, ত্বহরা স্বামী নিশ্চয় মরণ ভের, মএ অগ্নি সংস্কারাদি করি কভু আএলা, ত্বহরাকে প্রতীত বিশ্বাসার্থ হুনিকা কঙ্কণ কণ্ঠভূষণাদি বস্ত্রসহিত ঈ সব মএ আনল, এহী লেউ, মএ কী করব এহন বিপত্তী ভেরচ্ছ থি ২ ॥

মদালসয়া হরি হরি ॥

[তালকেতু] ॥ অশ্রু পাপিষ্ঠ ২ ত্বহরা এহন স্বামী ঋতধ্বজ যুবরাজ মরণ ভের তথাপি ত্বহরা দুঃখও নহি ভেরি অশ্রু পাপষ্ঠ ২ ॥

॥ মে ॥ মথতি ॥ এ ॥

তোহে প্রভু মোহি পরিহরি কত গের
কোন পাপে বিহি মোকে এহি গতি দের ॥

হরি ২ হম হি সে করম চণ্ডারে
পহু বিনু তিল এ[ক] রহয়ি ন পারে ॥
মদালসা পাপিনী মৃতক সমানে
হা প্রাণনাথ বোলি ত্যজরি পরাণে ॥

[মদালসা] ॥ হে প্রাণনাথ এহী দুঃখ কষ্ট সহিয়া থাকিতে ন পারে, তুমার উদ্দেশতে প্রাণত্যাজ করিবো, হা প্রাণনাথ ৩ ॥

প্রাণত্যাগয়াক ॥

॥ রাজা পনিসেন,

হায় ১ এষনে কী প্রতিকার করিবে ॥

মায়াঋষি বং কোন তো দবল ।।

[তালকেতু] এ লোকে ধন্য ২ হমর প্রতিংগ্যা, মোঞ জে তার সে সফল ভের ॥

খবকোনস ।

এ লোকে ভায়িক বৈরি ময় আজু লেলক, জে তাকর সে সিদ্ধ ভের ত্বরাএ পরম সুখে নিজ মন্দির জাইচ্ছি ॥

রাজায়া ॥ হাএ ১ [২৩ ক] দেখো ১ প্রথমহি পুত্রশোক হৈরো, তাহি উপরান্ত বধ মদালসা দেবী প্রাণত্যাজ কৈরো হা কষ্ট ১ ॥

।। কুবলয়াশ্ব কটবাব বব দবল ।।

[কুবলয়াশ্ব] অহে ক্কটবার এথা বিলম্ভ করিয়া থাকিবে না পারে, অমার প্রাণেশ্বরী মদালসা দেবীর মুখমণ্ডল দেখিয়া থাকিতে জায়বো ॥

[ক্কটবার] অহে রাজকুমার বিজৈ হো ॥

খবকোণস ।।

[কুবলয়াশ্ব] ॥ অহে ক্কটবার, আজু নগরলোকেকা মুখশ্রী মলিন আচ্ছে, কবন হেতু ॥

[কটবার] অহে মহারাজ পরিশ্রমতে এমত্ত দেখিতে পারে, তুরন্ত বিজৈ হো ॥

সর্বথা ॥

[কুবলয়াশ্ব] ॥ অহে পিতামাতা তুমার চরণে নমস্কার ॥

[রাজা-রানী] অহে পুত্র চিরং জীব ১ এথা আয়ুস্ব ২ ॥ অহে পুত্র আজু তুমার কী নিমিত্তে বিলম্ভ হৈরো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে পিতা মহারাজ, ঋযীশ্বরের যজ্ঞ সংপূর্ণ হৈরো, দক্ষিণা নিস্তাব নহি, সে ঋষিরাজ দক্ষিণা নিস্তার করিবার নিমিত্ত অমার কঙ্কণ কণ্ঠভূষণাদি বস্ত্র সহিত মাগিরো, সে অলংকাব সব উতারিয়া ঋযিরাজকে অমী দিরো, এহি অলংকাল নিয়া, যমুনা নদী পৈসিয়া বরুণ আবাধন করিতে বিজৈ হৈরো, তে অমার বিলম্ব হৈরো ॥

[রাজা] অহে পুত্র সত্য ২ ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে পিতামাতা আজু সব লোকক। মুখ মলিন দেখিরো কী নিমিত্ত, অমাব বিবাহিতা স্ত্রী মদালসা দেবী কথা থাকিরো ॥

[রাজা] অহে পুত্র অমী কী কহিবো, এক ঋযীশ্বব আকস্মাৎ আসিয়া অমাকে কহি গেবো, তুমাব পূত্র ঋতধ্বজ, অসুর সঙ বড় যুদ্ধ হৈরো, তাবে অসুবকা ত্রিশূব প্রহারতে চ্ছাতি মাবিয়া তুমার পুত্র ঋতধ্বজ মর হৈ [২৩খ] রো, প্রতীত বিশ্বাসার্থ তুনিকা কঙ্কণ কণ্ঠভূষণাদি বস্ত্রাদি এহী দেখো, তাবে সে বার্তা নিয়া তুমার স্ত্রী মদালসা দেবী, হা প্রাণনাথ ২ বোলিয়া প্রাণত্যাজ কৈবো তুমী ধৈর্য করিতে চাহে ॥

কুবলয়াশ্বয়া হরি ১ ॥

॥ মে ॥ ভৈরবি ॥ গণুল ॥

হা মদালসা দেবি, হা প্রাণেশ্বরি
মোকে এদিয়া দেবি তোহে কত গেরি
ঐসেন করম ঐসেন গতি দেরি ॥ হরি ২ ॥
কত ২ কব তুব বদন হেরিএ
কোন বিধি তুব গুণরূপ বিসরিএ
তোহে বিনু তিল এক প্রাণ ন রহিএ ॥ হবি ২ ॥
হা মদালসা প্রাণেশ্ববি ২ ॥

[রাজা] ॥ অহে পুত্র ধৈর্য করো দুর্জনর স্বভাব চেষ্টা এমন্ত আচ্ছে ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে পিতা অমী ধৈয কবিতে না পারে ॥

[বাজা] ॥ অহে পুত্র স্থনো ॥

বিরহাগ্নিঃ সতী দেব্যাঃ কিং ন সোঢ়ঃ পিনাকিনা।
বঘুনাথেন জানক্যা ভাগ্যং ভবতি নান্যথা ॥

অহে পুত্র তুমাকে যোগ্য দোসব কন্যা বিবাহা কবিয়া দিবো ধৈয করো।

[কুবলয়াশ্ব] অহে মাতাপিতা অমার এক প্রতিংগ্যা হৈবো, এহি জন্ম মদালসা চ্ছাদি আন স্ত্রী সংবংধ না কবিবে, তার মদারসার উদ্দেশতে তীর্থযাত্রা কবিতে অমী জায়িবো তুমার চরণে নমস্কার ॥

॥ মে ॥ লাঠি ॥ মল্লাল ॥ পরিমাণ ॥

হরি ২
অইসেন করম ভেরি
মদালসা দেয়ি মরি গেরি

দরশন কব তেরি

দৈবে কোন গতি দেরি

পুরুব জনম ফল মেরি ॥ প্রাণেশ্বরি ॥

॥ কোণস ॥

হা হা প্রফুল্লকমলায়ত পত্রনেত্রে

প্রাণাধিকপ্রিয়তরে ক্ব গতাসি মুগ্ধে।

এহ্যেহি দেহি পরিলংভনমাদরাত্মে

প্রাণান্তমদ্য মদনো দহতীব দেহং ॥

[২৪ক] প্রাণেশ্বরি মদালসা ২ ॥

॥ খবকোণস।

অহে মদালসা দেবি অমার কবন গতি হৈরো হা প্রাণেশ্বরী ২ ॥

॥ রাজায়া ॥ হা কষ্ট ২ এহী দুঃ[খ] সহিয়া থাকিতে না পারে বিষ ভক্ষণ করিয়া মরিএ তো অমার নিস্তার হৈবে ॥

[রুটবার] অহে মহারাজ এমত্ত না বোরো ধৈর্য করিয়া থাকিতে চাহে ॥

থন রাজ...° পবিক্ষেপ ॥

॥ ন ৎ ।

২ ৬।

॥ কংববাশ্বতর স্নাং ৭ ॥

রাজবিজয় ॥ ধর'জতি ॥

নাম কংবর নাগরাজ পরবেশে

জকর হৃদয় নহি পাপক লেশে ॥

পরম হরষে মন পর উপকারে

অশ্বতর সহোদর অনুজ সুসারে ॥

[কম্বল] ॥ অহে ভায়ি অশ্বতর, তনূদরী নাগিনী পুত্র চারুমুখ, চারুধর, রুটবার অমার বচন সুনো ॥

[অশ্বতর] অহে মহারাজ আজ্ঞা হো ॥

[কম্বল]

॥ শ্লোক ॥

মহেশপাদাম্বুজবন্দনীয়কঃ
স্বভাবশান্তো ভুজগাধিরাজকঃ।
পরোপকারার্পিতচিত্তবৃত্তিকঃ
সমাগতঃ কংবল এষ ধার্মিকঃ ॥

এতাদৃশ কংবর নাম নাগরাজা অমী ॥

[অশ্বতর] অহে নাগরাজ সত্য ॥

॥ অয়ে ভায়ি নাগবাজ অমার বচন অবধান হো ॥

[কম্বল] অহে ভায়ি অশ্বতর কহো ॥

[অশ্বতর]

॥ শ্লোক ॥

জ্ঞাতা সর্বস্য শাস্ত্রস্য দাতা সর্বধনস্য চ।
গোপ্তা সর্বোরগস্যাহং ভ্রাতা অশ্বতরস্তব ॥

এতাদৃশ অশ্বতর নাম অপনার ভায়ি অমী আছে ॥

[কম্বল] অহে ভায়ি অশ্বতর সত্য ॥

[তনূদরী] ॥ অহে নাগরাজেশ্বর অমার বচন অবধান হো ॥

[কম্বল] অহে প্রিয়ে তনূদরি কহো ॥

[তনূদরী]

॥ শ্লো ॥

তব প্রিয়তরা পত্নী রূপযৌবনশালিনী।
সাহং তনূদরীনাম্নী পতিসেবাপরায়ণী ॥

ঈদৃশী অপনার প্রিয়তমা নারী আছে ॥

[কম্বল] অহে তনূদরি সত্য ॥

[নাগিনী] ॥ অহে নাগেশ্বর অমার বচন অবধান হো ॥

[কম্বল] অহে নাগিনি কহো ॥

[নাগিনী]

॥ শ্লো ॥

নাগরাজস্য দুহিতা ভর্তৃপাদার্চনে[২৪খ]রতা।
নাগিনী নাম বিখ্যাতা ত্বদীয়া বল্লভাগতা ॥

ঈদৃশী নাগিনী নাম অপনার প্রিয়া নারী অমী আছে ॥

[কম্বল] অহে নাগিনি সত্য ॥

[চারুমুখ] ॥ অহে পিতা নাগরাজ অমার বচন অবধান হো ॥

[কম্বল] ॥ অহে পুত্র চারুমুখ কহো ॥

[চারুমুখ]

॥ শ্লো ॥

জনকপদাম্বুজবন্দনশিরঃ
শস্ত্রবিদারিতশত্রুশরীরঃ।
হৃদয়বিরাজিততরলিতহারঃ
চারুমুখোঽহং নাগকুমারঃ ॥

এতাদৃশ চারুমুখ নাম অপনার পুত্র অমী আছে ॥

[কম্বল] অহে পুত্র চারুমুখ সত্য ॥

[চারুধর] ॥ অহে নাগেশ্বর অমার বচন অবধান হো ॥

[কম্বল] ॥ অহে পুত্র চারুধর কহো ॥

[চারুধর]

॥ শ্লো ॥

মণিময়সুন্দরকুণ্ডলহারঃ
সংযুতলক্ষণতনুসুকুমারঃ।
নিত্যবিচিন্তিতনীতিবিচার-
শ্চারুধরোঽহং বিদিতকুমারঃ ॥

এতাদৃশ চারুধ[র] নাম নাগকুমার অমী আছে ॥

[কম্বল] অহে চারুধর সত্য ॥

[রুটবার] ॥ অহে নাগরাজেশ্বর অমার বচন অবধান হো ॥

অহে রুটবার কহো ॥

[রুটবার]

॥ শ্লো ॥

ব্রণালংকিতসর্বাঙ্গঃ সর্বযুদ্ধবিশারদঃ।
প্রতীহারো মহারাজ দর্পশীর ইহাগতঃ ॥

অহে মহারাজেশ্বর অপনার সেবক দর্পশীর রুটবার অমার সমান দ্বসর কোন আছে ॥

[কম্বল] অহে রুটবার সত্য ॥

॥ অহে ভাই অশ্বতর পুত্র চাকমুখ চারুধর রুটবার ॥

সকল সেনং ॥ অহে নাগরা[জ] জে আজ্ঞা ॥

[কম্বল] অহে তনূদরি নাগিনি অমী দেশের চর্চা করিতে জাইবো ॥

[তনূদরী] অহে নাগরাজ বিজৈ হো তুমার চরণে নমস্কার ॥

[কম্বল] ॥ অহে অশ্বতর ভাযি, ৭। দেশের চর্চা করিতে জায়িবো চরো ॥

[অশ্বতর ইত্যাদি] অহে নাগরাজ বিজৈ হো ॥

॥ মে ॥ আসাবরি ॥ ঝাপ ॥

জে দুখ আপন জানে
একি আরে ২
সে দুখ পরক সমানে ॥
জে ভের অমিয় সমানে
একি আরে ২
সে ভের বিষ রসপানে ॥

এক দিন কবন পীরিতি
একি আরে ২
এহো নহি সজ্জন রী[২৫ক]তি
শিরিনিবাস নৃপ গাবে
মচ্ছিন্দর পদযুগ পাবে ॥

।। জবকোণস হ্বথু, থং ।। থবকোণস,

[চারুমুখ] অহে পিতা নাগরাজ অমী তুইতা ভায়ি মর্ত্যমণ্ডল গিয়া, শক্রুজিত রাজার পুত্র ঋতধ্বজ অমার অতি স্নেহ মিত্র আচ্ছে, তার সংগে নানা কৌতুক রসরংগতে খেলিতে জাইবো, তুমার চরণে নমস্কার ॥

[কম্বল] অহে পুত্র জাব ॥

দবল ।।

[অশ্বতর] ॥ অহে ভায়ি কংবল নাগরাজ শীঘ্র বিজৈ হো ॥

[কম্বল] অহে অশ্বতর ভায়ি সর্বথা ॥

[তনূদবী] ॥ অহে নাগিনি তুমার হমার স্বামী নাগরাজ দেশের চর্চা করিতে বিজৈ হৈরো তার বার্তা সুনিতে জায়িবো চরো ॥

[নাগিনী] অহে তনূদরি সর্বথা ॥

॥ মে ॥ ধনাশিরি ॥ এ ॥

নব ২ জলধর সকল গগন ভর
তৈও ন ফিরয় পিয়া ঘরে ॥
একি সাজনি ॥
হরি ২ নাম লয় অহনিশি দুখ কয়
বৈসরি ঘরক দুবারে ॥
চপল কোমল মন সহজহি তিরিজন
ঈ দুখ সহয়ি ন পারে ॥
শ্রীনিবাস ভন ধৈরজ দুয়ি দিন
মচ্ছিন্দর করিএ উধারে ॥

॥ অহে তনূদরি শীঘ্র জাইবো চরো ॥

[তনূদরী] অহে নাগিনি সর্বথা ॥

॥ ল ৬ ॥

[২৭]

॥ কুবলয়াশ্ব বব হ্বথু

॥ মে । ভাঠি মল্লাল ॥ পরিমাণ ॥

হবি ২ অইসেন কবম ॥

॥ কোণ ভাসা হ্বথু থেং ॥

॥ শ্লোক ।

হা হা প্রফুল্ল কম ॥

হা প্রাণেশ্বরী মদালসা ২ ॥

॥ খব কোণস ॥

অহে মদালসা প্রাণেশ্বরি অমার কবন গতি হৈরো হা প্রাণেশ্বরী ২ ॥

[কুবলয়াশ্ব] ॥ অহে কটবার অমার মন স্থির না হৈবে, এথা অমার পরম মিত্র নাগকুমার অপেক্ষা করিয়া থাকিবো ॥

[কটবার] অহে মহারাজ জে আজ্ঞা ॥

॥ নাগকুমার বব হ্বথু

মে । আশাবরি ॥ ঝাপ ॥

জে দুখ আপন জানে ॥

॥ কোণ ভাসা

[চারুমুখ] ॥ অহে ভায়ি চারুধর অমার অতি প্রেম মিত্র কুবলয়াশ্ব নাগকুমার সংগে কৌতুক খেলন করিতে জায়িবো চরো ॥

[চারুধর] অহে ভায়ি চারু[২৫খ]মুখ গমন করো ॥

[চারুমুখ] অহে চারুধর সর্বথা ॥

॥ খব কোণস

[চারুধর] ॥ অহে ভাযি চারুমুখ শীঘ্র গমন করো ॥

॥ অহে মিত্র ২ বহু বহুত দিন হৈরো তুমার হমার ভেত নহি আজু অমার বদ আনন্দ হৈরো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে মিত্র নাগকুমার তুমার দর্শন বিনু রাত্রিদিবস দুঃখ নিঃশ্বাস চ্ছাদিয়া তুমার ভেত বাংচ্ছা করিয়া থাকিরো। এথা আগমন করো ॥

[চারুমুখ] অহে মিত্র সর্বথা ॥ অহে মিত্র কুবলয়াশ্ব এথা তুমী হমী পরস্পর দুখ সুখ সংভাষণ করিয়া থাকিবো আয়স্ব ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে মিত্র চারুমুখ সর্বথা ॥

॥ পন পরিক্ষেপ ॥

॥ ইতি ললিতকুবলযাশ্ব মদালসোপাখ্যান শিবমহিমা নৃত্য দ্বিতীয়াঙ্কঃ ॥

॥ ল ৭ ॥

অথ তৃতীয়াঙ্কঃ

[৩.১]

শৃন্থ মে ॥ গৌরী ॥ জ ॥

জয় জয় গিরিজে জননি ভবানি
ভগবতি ভবভয়ভংজননি
শুংভনিশুংভ মহিষাস্থরহারিণি
উপকারিণি শুভফলদায়িনি ॥
শংকরসংগিনি কনকস্থরঙ্গিনি
জোগিনি কিলিবিষসংহরিণি
ত্রিশূরবিধারিণি ত্রিতয়বিলোচিনি
মৃগপতিবাহিনি স্থখকারিণি ॥ ধ্রু ॥
গিরিবরনন্দিনি ত্রিপুরনিক[ন]ন্দিনি
অস্থরভয়ংকরি অরিদমনি
রামভদ্র ভন হে জগবন্দিনি
দেহ অভয় বল সেবক মানি ॥ ধ্রু ॥

।। প্রবেশ মহাদেব পার্বতী গংগা নন্দী ভৃংগী ক্ষাং ৫ ।।

ভিত্তি শ্লোক ॥

করবিধৃতকপালোমূর্ত্তিদংষ্ট্রাকরালো
ভুজগবলয়হারো মুণ্ডমালাবিশালঃ ।
কপিলনয়নভারঃ পার্বতীকেলিলোল—
স্ত্রিভুবনভয়হারঃ পাতু যুষ্মানঘোরঃ ॥

॥ মে ॥ গোড়গিরি ॥ অস্তারা ॥

অতি অনুপম রূপ অতভূত কলা
কনক মকুটলেখে শিরে জতাধরা ॥
মুটি মণিময়লেখ উরে রুণ্ডমালা
মেটক বসনলেখ উধে বাঘচ্ছালা ॥
পরবেশ দের শিব জগত উধারা
রামভদ্র ভন শরণ তুহারা ॥

[শিব] ॥ অহে পার্বতি[২৬ক] গংগা নন্দী ভৃংগী অমার বচন সুনো ॥
[পার্বতী] অহে মৃত্যুঞ্জয় শ্রীমহাদেব আজ্ঞা হো ॥
[শিব]

॥ শ্লোক ॥

উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং হেতুভূতো মহেশ্বরঃ।
সোঽহং মৃত্যুঞ্জয়ঃ সাক্ষাৎসর্বকামফলপ্রদঃ ॥

এতাদৃশ মৃত্যুংজয় শ্রীমহাদেব ত্রৈলোক্যনাথ অমী ॥
[পার্বতী] অহে ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীমহাদেব সত্য ॥
॥ অহে ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীমহাদেব অমার বচন অবধান হো ॥
[শিব] অহে পার্বতি কহো ॥
[পার্বতী]

॥ শ্লো ॥

তব প্রিয়তরা পত্নী সুন্দরী সুরবন্দিনী।
খ্যাতাহং পার্বতী নাম্নী দেবী ত্রৈলোক্যতারিণী ॥

ঈদৃশী ত্রৈলোক্যতারিণী পার্বতী অমী আচ্ছে ॥
[গংগা] ॥ অহে পরমেশ্বর মহাদেব অমার বচন অবধান হো ॥
[শিব] অহে গংগা কহো ॥

[গংগা]

॥ শ্লো ॥

সর্বপাপপ্রশমনী হরমৌলিনিবাসিনী।
সাহং ভাগীরথী নাম্নী প্রসিদ্ধা ভীষ্মনন্দিনী ॥

ঈদৃশী গংগা নাম অপনার প্রাণসমান সুন্দরী অমী আচ্ছে ॥

[শিব] অহে গংগা সত্য ॥

[নন্দী] ॥ অহে ত্রৈলোক্যনাথ অমার বচন অবধান হো ॥

[শিব] অহে নন্দী কহো ॥

[নন্দী]

॥ শ্লোক।

বিভোঃ শ্রীদেবদেবস্য দ্বারং দক্ষিণমাস্থিতঃ।
নাম্নাহং প্রথিতো নন্দী শিবধ্যানপরায়ণঃ ॥

এতাদৃশ অপনাব সেবক নন্দী নাম দক্ষিণ দ্বাবপাল অমী আচ্ছে ॥

[শিব] অহে নন্দী সত্য ॥

[ভৃংগী] ॥ অহে পরমেশ্বর শ্রীমহাদেব অমার বচন অবধান হো ॥

[শিব] অহে ভৃংগী কহো ॥

[ভৃংগী]

॥ শ্লো ॥

শম্ভোরনুজ্ঞয়া নিত্যং দ্বারং বামং সমাস্থিতঃ।
সোঽহং ভৃঙ্গী সমায়াতঃ শিবনিন্দকশাসকঃ ॥

এতাদৃশ ভৃঙ্গী নাম বামদ্বারপাল হৈয়া সদাসর্বদা অপনার সেবক হৈয়া থাকিরেন ॥ অমার সমান দ্বার কোন আচ্ছে ॥

[শিব] অহে ভৃংগী সত্য ॥

॥ অহে নন্দী ভৃংগী প্রমথগণ যোগিনী বোলয়িয়া আনিতে জাব ॥

[নন্দী-ভৃংগী] অহে শ্রীমহাদেব জে আজ্ঞা অমী জাই[২৬খ]বো
তুমার চরণে নমস্কার ॥

[নন্দী] ॥ অহে ভৃংগী পরমেশ্বর শ্রীমহাদেবের আজ্ঞাতে প্রমথগণ যোগিনী বোলায়িয়া আনিতে জায়বো চরো ॥

[ভৃংগী] অহে নন্দী গমন করো ॥

।। নন্দী ভৃংঙ্গী বং ।।

॥ মে ॥ মারশিরি ॥ জ ॥

দুবজন নংদী ভৃংগী শিবের বচনে
চলি গের বোলাইতে প্রমথের গণে ॥

॥ কোণ ভাসা হ্বথু থেং ।।

মহাদেব সভাস্থল বং ॥

[শিব] অহে পার্বতি গংগা অমার দর্শন নিমিত্ত সকল লোক আসিবে সভাস্থল জায়িবো চরো ॥

[পার্বতী] অহে পরমেশ্বর শ্রীমহাদেব বিজৈ হো ॥

॥ মে ॥ কোবাব ॥ দ্বমান ॥

এ ধনি তোহ সনি দ্বসর ন আনে
ভউহ তরংগ জনি অনংগক মানে ॥
মরম রাগর শর দুসহ বেদনে
মন পরিবোধ নহি কওন জতনে ॥ ধ্রু ॥
মধুভর কমলহি মধুকর জৈসে
তুব মুখ কমলহি মোর মন তৈসে ॥ ধ্রু ॥
অবসর সুন্দরী ন কর নিরাসে
অসময় সকল ন সফল বিলাসে ॥ ধ্রু ॥
শঙ্করতনয় রামভদ্র দ্বিজ গাবে
হরিহরচরণ কমলযুগ ভাবে ॥

।। কোণ ভাসা হ্বথু থেং ।।

॥ ল্ ১ ॥

[৩·২]

॥ কুবলয়াশ্ব চারুমুখ মিত্র পরিক্ষেপন পিংহা বব ॥

চারুমুখয়া ॥ অহে মিত্র ঋতধ্বজ আজু তুমার মুখ মলিন আছে, নিশ্বাস চ্ছাদিয়া ২ থাকিরো তুমার কী দুঃখ হৈরো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে মিত্র নাগকুমার, অমাব দুঃখের কথা কী কহিবো হা কষ্ট ২ ॥

[চারুধর] অহে মিত্র ঋতধ্বজ তুমী গোপ্য করিয়া না থাকো অবশ্য কহিতে চাহে ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে মিত্র চারুধর অমার বচন অবধান হো ॥

[চারুধর] অহে মিত্র ঋতধ্ব[জ] অবশ্য আজ্ঞা করো ॥

[কুবলয়াশ্ব]

॥ মে ॥ ভাঠি ॥ এ ॥

কহয়িতে মন অবসানে
হরি ২ বিধি নিবমানে ॥
হে প্রাণেশ্বরি ॥
হমর পরাণ সমানে
মদালসা ত্যজলি পরাণে ॥
হে মিত কব উপকারে
হমর কবন প্রতিকারে ॥
শিরি [২৭ ক] নিবাস নৃপ ভানে
ঈ দুখ মচ্ছিন্দর জানে ॥
হে প্রাণেশ্বরি ॥

॥ মে ভাসা ॥

অহে মিত্র চারুমুখ, অমার বদ দুঃখ হৈরো, পাপিষ্ঠ তালকেতু অসুর মায়াতে ঋষিরূপ ধরিয়া অমার কঙ্কণ কণ্ঠভূষণ বস্ত্রাদি মাগি নিয়া, অমার স্ত্রী মদালসাকে

দেখায়িয়া তুমার স্বামী ঋতধ্বজ সংগ্রাম বিষে মরণ হৈরো, এমত্ত বোলিয়া ফুসলাইরো, এহী বচনতে প্রতীত হৈয়া, হা প্রাণনাথ ২ বোলিয়া, মদালসা প্রাণত্যাজ কৈরো, ওহি দিনতে অমার এমত্ত বিপত্তি অবস্থা হৈরো হা কষ্ট ২ ॥

[চারুমুখ] হায় ২ অহে মিত্র, স্ত্রীবিজোগ বদ কষ্ট আচ্ছে ধৈর্য করো, অমী উপায় করিয়া দিবো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে মিত্র চারুমুখ, অমাকে উপায় না চাহে, এহী জন্ম মদালসা চ্ছাদি আন স্ত্রীক দর্শন পর্শন না করিবে, এহি আমার প্রতিংগ্যা হৈরো ॥

[চারুমুখ] হরি ১ দেখো ১ অহে মিত্র কুবলয়াশ্ব, অমার পিতা কংবল নাগরাজ মহা ধর্মাত্মা আচ্ছে, অনেক দিন হৈরো তুমার ভেত দর্শন বাংচ্ছা করিয়া থাকিরেন্ একবার তুমী অমার পিতা দর্শন ভেত করিতে যোগ্য আচ্ছে, অমী তুরন্ত জাইবো, তুমী অমার ভায়ি সংগে ধীরে ২ আগমন করো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে মিত্র তুমার জে ইচ্ছা ॥

।। চারুমুখ বহ্ব দবল ।। ক্ন ভাসা ।।

[চারুমুখ] অহে বৃন্দীজন মিত্রের দুঃখ কষ্ট সুনিয়া অমার পরম ব্যথা হৈরো, সে বার্তা পিতার নিকট কহিতে জাইবো ॥

খব কোণ স ।।

অমী তুরন্ত জাইবো ॥

।। ঋতধ্বজ চারুধর পনি বং ।।

[চারুধর] অহে ভায়ি ঋতধ্বজ এথা বিলম্ভ করিয়া থাকিরে কাজ না হৈবে, অমার রাজধানী গমন করো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে ভায়ি চারুধর গমন করো ॥

॥ মে ॥ ধনাশ্রী ॥ চউমান ॥

জয় করুণাময় জগত অধারে
ভুগুতি মুকুতি ফল দেহ নিহারে

তুহে প্রভু দীনদয়ারে ॥
করিহ অনাথ উধারে ॥
অসুর কিংনর মু[২৭খ]নি গংধর দেবে
সে সব তুব চরণাম্বুজ সেবে
জে জন তুব পদ ভাবে
সকল মনোরথ পাবে ॥

॥ ক্বন ভাসা হ্ববয়াং ॥

[চারুধর] অহে ভায়ি ঋতধ্বজ জে ধীরে গমন করো ॥

খবকোণস ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে ভায়ি চারুধর জে আজ্ঞা ॥

॥ ল্ং ২ ॥

[৩'৩।

॥ তনূদবী নাগিনী বব ॥ হ্বথু

মে ॥ ধনাশ্রী ॥ এ ॥

নব নব জলধর ॥

। কোণ ভাসা ॥

[তনূদবী] অহে নাগিনি তুমার হমার স্বামী নাগবাজ দেশের চর্চা করিতে বিজৈ হৈরো, অমাব মন স্থির না হৈবে তার বার্ত্তা স্নুনিয়া থাকিতে জা'ইবো চরো ॥

[নাগিনী] অহে তনূদরি সর্বথা ॥

খবকোণস ॥

অহে অনূদরি শীঘ্র জাইবো চরো ॥

[তনূদরী] অহে নাগিনি সর্বথা ॥
॥ অহে নাগিনি তুমার হমার স্বামী কী বিলম্বতে ন আসিরো ॥

[নাগিনী] ॥ অহে তনূদরি অমী জানিতে ন পারে ॥

।। কংবলাশ্বতর বব দবর ।।

[কম্বল] অহে ভায়ি অশ্বতর তুমী অমী দেশের চারচরিত্র দেখিয়া আসিয়া অংতপুর জায়বো চরো ॥

[অশ্বতর] অহে ভায়ি কংবর বিজৈ হো ॥

জব স ।।

অহে ভায়ি কংবল শীঘ্র বিজৈ হো ॥

[কম্বল] অহে ভায়ি সর্বথা ॥

[কম্বল] ॥ অহে তনূদরি নাগিনি তুমি কথা চ্ছিরো ॥

[তনূদরী-নাগিনী] অহে নাগরাজেশ্বর তুমার চরণে নমস্কার, এথা আগমন করো ॥

[কম্বল] অহে প্রিয়ে সর্বথা ॥

[অশ্বতর] ॥ অহে ভায়ি কম্বল মহারাজ, তুমার অমার পুত্র আজু কী বিলম্বতে ন আসিরো ॥

[কম্বল] অহে ভায়ি অশ্বতর, বালকস্বভাব সময় অবসর না [জা]নে অবশ্য আসিবে ॥

চারুমুখ বব দবল ।।

॥ কোণ ভাসা স্লবয়াং ॥

[চারুমুখ] অহে পিতামাতা তুমার চরণে নমস্কার ॥

[কম্বল] অহে পুত্র চারুমুখ এথা আয়স্ব ॥

[চারুমুখ] অহে পিতামাতা জে আজ্ঞা ॥

[কম্বল] ॥ অহে পুত্র, তুমার ভায়ি কেহ্নে তুমার সংগে ন আসিরো ॥

[চারুমুখ] অহে পিতা অশ্ব[২৮ক]তর, মিত্র সংগে থাকিয়া ন আসিরো ॥

[অশ্বতর] ॥ অহে পুত্র, তুমার ভায়ি চারুধর কী নিমিত্ত মিত্র সংগে থাকিরো ॥

[চারুমুখ] অহো পিতা নাগরাজ অমার বচন অবধান হো ॥

[অশ্বতর] অহে পুত্র চারুমুখ কহো ॥

॥ মে ॥ বরারি ॥ ধরংজতি ॥

জন[ক] হে মোর মিত করিহ তরান্
ওহি হম তুবজন একহি পরান্ ॥
চ্ছল ঋষি বচনে পরতিত মান্
মদালসা সুন্দরী ত্যজরী পরান্ ॥
তিরিবিয়োগ ওহি সহই[তে] ন পার
মিত ঋতধ্বজকা কর উপকার ॥
করজোরি পাঁয়া পরি বিনতি হমার
মদালসা জিয়াইয়া দেহ একবার ॥

॥ মে ভাসা ॥

[চারুমুখ] অহে তাত শত্রুজিত রাজার পুত্র ঋতধ্বজ অতী ধর্মাত্মা আচ্ছে, সে অমার প্রাণ সও অধিক প্রীতি মিত্র আচ্ছে, তার মদালসা স্ত্রীবিয়োগতে, পরম দুঃসহ ব্যথা হৈরো, কবনো উপায়তে মদালসা জিয়াইয়া উদ্ধার করিতে চাহে ॥

[অশ্বতর] অহে পুত্র ধন্য ২ তুমী মিত্র সও এমত্ত স্নেহ প্রীতি ভাব আচ্ছে, তথাপি মদালসা জিয়াইয়া দিতে ন পারে, ই জে বদ কথিন কর্ম আচ্ছে, আন বস্তু দিয়া সন্তোষ করো ॥

[চারুমুখ] অহে তাত তুমী পরোপকারী আচ্ছ অবশ্য উপায় করো, তুমার চরণে নমস্কার ॥

[অশ্বতর] অহে পুত্র সাধু ২ অমী অবশ্য উপায় করিবো, তুমী মিত্র বোধ করিয়া বোলায়িয়া আনিতে জাব ॥

[চারুমুখ] অহে তাত জে আজ্ঞা অমী জায়িবো, তুমার চরণে নমস্কার ॥

চারুমুখ বং দবল ॥

॥ কোণ ভাসা ॥

অহে বৃন্দী পিতার আজ্ঞাতে মিত্র বোধ করিয়া বোলাইয়া আনিতে জায়িবো ॥

কংবলাশ্বতর বং ।।

অহে তনূদরি নাগিনি অমী সরস্বতী আরাধন করিতে জাইবো ॥ অমী শীঘ্র জাইবো ॥

[তনূদরী-নাগিনী] অহে নাগরাজে[২৮খ]শ্বর অমী কী নিবেদন করে, তুমার চরণে নমস্কার ॥

[কম্বল] ॥ অহে ভায়ি অশ্বতর, পরোপকার করিবার নিমিত্ত সরস্বতী আরাধন করিয়া তপস্যা করিতে জাইবো চরো ॥

[অশ্বতর] অহে ভায়ি কংবল মহারাজ বিজৈ হো ॥

॥ মে ॥ মারবা ॥ প্র ॥

চরি গের নাগরাজ আনংদিত মনে
একচিতে সরস্বতী করে আরাধনে ॥
পর উপকার করব তহি খনে
সরস্বতী পরসন হোএত জখনে ॥

।। কোণ ভা হ্বৰণেং ।।

॥ তনূদরী নাগিনী পরিক্ষেপ ॥

[তনূদরী] ।। অহে নাগিনী তুমার হমার স্বামী নাগরাজ সরস্বতী আরাধন কবিবার তপস্যা করিতে বিজৈ হৈরো তার বার্তা স্রুনিয়া থাকিবো আয়স্ব ।।

[নাগিনী] অহে নাগিনি সর্বথা ।।

।। ল্ ৩ ।।

[৩'৪]

।। কম্বলাশ্বতর নেক্ষংবব ।। হ্বথু মে হ্বথু ভাসাং ।।

মারবা ॥ প্র ॥

চরি গের নাগরাজ ।।

[অশ্বতর] ।। অহে ভায়ি কংবল মহারাজ ধন্য ২ তুমার হমার ভাগ্য ই জে হিমালয় পর্বত, প্লক্ষাবন তীর্থ, এহি পবিত্র ভূমি

তপস্যাক যোগ্য স্থান আছে, এথা তুমী হমী একচিত্ত করিয়া সরস্বতী ধ্যান করিয়া তপস্যা করিবো আয়সো ॥

[কম্বল] অহে ভায়ি অশ্বতর সর্বথা ॥

॥ স্তোত্র ॥

যস্যাঃ কটাক্ষমাত্রেণ মূকো বাগীশমাপ্নুয়াৎ।
বন্দে সরস্বতীং দেবীং সর্বকামফলপ্রদাম্॥

॥ থন সরস্বতী প্রত্যক্ষ ভুব ॥

॥ মে ॥ বিভাস ॥ এ ॥

দেবী সরস্বতী আয়িরো রে
কারণ ভগত উধারে ॥

[সরস্বতী] ॥ অহে ভক্তজন সাধু ২ তুমী বহুত দিন হৈরো অমাকে ধ্যান সুমর্ন্না করিয়া তপস্যা কৈরেন্, তুমার তপস্যাতে অমী পরম সংতোষ হৈরো জে বল চাহে সে বল মাগো ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে পরমেশ্বরি সরস্বতি দেবি তুমার চরণে নমস্কার, ধন্য ২ অমা[২৯ ক]র অমার ভাগ্য, এমন্ত অমাক যদি কৃপা হৈরো, তাবে অমী এক বল মাগিবে, পরমেশ্বর মৃত্যুংজয় জে শ্রীমহাদেব, কবন ধর্মকর্মতে তৎকারহি প্রসন্ন হৈবে, সে কর্ম উপদেশ দিয়া অমাকে কৃপা করো এহী বল অমী মাগিরো ॥

[সরস্বতী] ॥ অহে নাগরাজ, ভোরানাথ শ্রীমহাদেব মৃত্যুংজয় মূর্তি জে, নৃত্যগীতবাদ্যতে তৎকারহি প্রসংন হৈবে, নৃত্যগীতবিদ্যাসিদ্ধি তুমাকে দিরো লেহো এহী বীণা ধরিয়া নৃত্য করিতে জাবো, হমহি নিজ স্থান জায়িবো ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে পরমেশ্বরি সরস্বতি জে আজ্ঞা তুমার চরণে নমস্কার ॥

।। সরস্বতী দেবী বং ।। হ্রবয়া মে নং ।।

বিভাস ॥ এ ॥

দেবী সরস্বতী আয়রো রে ॥

।। কম্বলাশ্বতর বং ।।

[কম্বল] ॥ অহে ভায়ি অশ্বতর, পরমেশ্বরী সরস্বতী দেবী প্রসংন্ন হৈ তুমার হমাকে বল প্রসাদিরো, এষনে পরমেশ্বর শ্রীমৃত্যুংজয় শ্রীমহাদেবের সভা গিয়া নৃত্য করিতে জাইবো চরো ॥

[অশ্বতর] অহে কংবল মহারাজ বিজৈ হে। ॥

॥ মে ॥ মাক ধনাশ্রী ॥ প্র ॥

আহো ভাএ পশুপতি দরসন চরিএ
আবে চরিএ
জাহা শংকর রহ তাহা চরিএ
হমর সংকত ওহি তবিএ ॥
ওহি শিব পর উপকার করিএ
সুখ করিএ
সেবক সমুঝাএ করিএ
প্রীতম সমুঝাএ করিএ
হমর বিপদ ওহি তরিএ ॥

॥ কোপ ভাসা হ্রব খেং ॥

॥ ল্ ৪ ॥

[৩'৪]

॥ থন মহাদেব পার্বতী গংগা বব ॥ হ্রপায়া মে নং

॥ কোরাব ॥ এ ॥

এ ধনি তোহে সনি দ্বসর ন আন ॥

॥ কোণ ভাসা হুবয়া খেং

[মহাদেব] ॥ অহে পার্বতি গংগা এথা সভা করিয়া থাকিবো ॥

[পার্বতী-গংগা] অহে পরমেশ্বর শ্রীমহাদেব জে আজ্ঞা ॥

॥ নন্দীভৃঙ্গী বব

॥ মে ॥ মালসিরি ॥ জ ॥

তুবজন নংদি ভৃ[ং]গি শিবের বচনে
বোলাইয়া ফিরি আএল হরগণে ॥

[নন্দী] ॥ অহে [২৯খ] ভৃংগী পরমেশ্বর শ্রীমহাদেবের আজ্ঞাতে প্রমথ যোগিনীগণ বোলায়িয়া আসিরো সে বৃত্তান্ত কহিতে জায়িবো চরো ॥

[ভৃঙ্গী] অহে নন্দী সর্বথা ॥

কোণ ভাসা ॥

[নন্দী-ভৃঙ্গী] ॥ অহে পরমেশ্বর শ্রীমহাদেব তুমার চরণে নমস্কার, আপনার আজ্ঞাতে প্রমথ যোগিনীগণ দাকিয়া আসিরো ॥

[শিব] অহে নন্দীভৃংগী সত্য এথা আয়স্ব ॥

[নন্দী-ভৃঙ্গী] অহে প্রভো দেবদেব জে আজ্ঞা ॥

॥ যোগিনীগণ বব

॥ মেঁ ॥ মংগল ॥ এ ॥

আদি ভবানি পরম বিলাসিনি
দেবি জৌবনি সিংহবাহিনি
খপরবিধারিণি ডমরুবজাবনি
চররি চৌসঠিগণ জোগিনি ॥

[যোগিনীগণ] ॥ অহে যোগিনীগণ পরমেশ্বর শ্রীমহাদেব পার্বতী গংগা দেবী দর্শন করিতে জায়িবো চরো ॥

[যোগিনীগণ] অহে যোগিনীগণ সর্বথা ॥

[যোগিনীগণ] ॥ অহে যোগিনীগণ শীঘ্র জায়বো চরো ॥

[যোগিনীগণ] সর্বথা ॥

॥ স্তোত্র ॥

ভস্মলেপনভুজগকংকণহারচন্দ্রকলাধরং
মৌলিগংগতরংগসুন্দরম্ ।
গরদধুস্তুরভাঁগভোজনমত্ত ভাবদিগম্বরং
নৌমি শূলকপালকরধর দেবদেব মহেশ্বরম্ ॥

[যোগিনীগণ] ॥ অহে দেবদেব শ্রীমহাদেব গংগা পার্বতি দেবি তুমার চরণে নমস্কার ॥

[মহাদেব] অহে যোগিনীগণ এথা আয়স্ব ॥

[যোগিনীগণ] অহে প্রভো শ্রীমহাদেব জে আজ্ঞা ॥

॥ শিবযোগী বব

॥ মে ॥

শংকর বিনু ন দোসর দেবা
জাকর চাকর অসুর দেবা
তাকর করব সেবা ॥
সহজে দীনদয়াল ও ভেলা
ওকর চরণ শরণ মেলা
জনু ভব মন হেলা ॥
রামভদ্র দ্বিজনন্দন ভান
শ্রীনিবাস নৃপ বিনু ন আন
ঈশ্বর ভজন জান ॥

॥ কোণ ভাসা ॥

[শিবযোগী] পণ্ডব বংশহি জন্ম করিজ্জে
সংপয় অজ্জয় ধম্ম করিজ্জে ।

সোই জুধিঠ্‌ঠির সংকট পাএ
বিহিক লেখয় মেত্তে[৩০ক] ন পাএ ॥

॥ আহা বাবু, ময় আএহে অবধূত জোগীনীর মায়া ভেষধারী কবনো বস্তুকা মায়া নহি বিরক্ত মন, এক বাংচ্ছা হএ পরমেশ্বর শ্রীমহাদেবকা চরণকমল দেখনেকো, আহা বাবু ময় জাও পরমেশ্বরকা দরশন করনেকো ॥ আহা বাবু ময় তুরন্ত জাও ॥

॥ শ্লোক ॥

শঙ্করচন্দ্রকলাধরভস্মবিচর্চিতশুভ্রকলেবর হে
শূলধরেশ্বরদেব বৃষধ্বজমারবিনাশিতলোচন হে।
সর্প্যময়েন বিরাজিত কঙ্কণকুণ্ডলভূষণ ভূতপতে
ত্বং প্রসমুদ্ধর হে প্রমথাধিপমামশরণ্যমুমাধিপতে ॥

হর ২ শিব ২ প্রসীদ ২ শংকর জয় ২ ॥

[শিব] অহে বিরক্ত যোগী এথা আয়স্ব ॥

[শিবযোগী] আহা দেবদেব অবশ্য ২ ॥

॥ কংবলাশ্বতর নটুবায়া হবা বব ॥ হ্বথু মে নং

॥ মারু ধনাশ্রী ॥ প্র ॥

আহা ভাএ পশুপতি দরসন ॥

॥ কোণ ভাসা হ্বপায়াং ॥

[কম্বল-অশ্বতর]॥ অহে নন্দী প্রভুজী, অমী নৃত্যকারী আসিয়া আচ্ছে, পরমেশ্বর শ্রীমহাদেবেকে জনাও ॥

[নন্দী] অহে নৃত্যকারী অমী পরমেশ্বর শ্রীমহাদেবকে জনায়িবো ॥

[নন্দী] ॥ অহে পরমেশ্বর শ্রীমহাদেব দ্বারে নৃত্যকারী আসিয়া আচ্ছে ॥

[শিব] অহে নন্দী এথা বোলায়িয়া নৃত্য করাও ॥

[নন্দী] অহে পরমেশ্বর জে আজ্ঞা ॥ অহে নৃত্যকারী পরমেশ্বর শ্রীমহাদেবের আজ্ঞা হৈরো, এথা আসিয়া নৃত্য করো ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে মহারাজ নন্দী জে আজ্ঞা।

॥ কামোর ॥ গদ্য ॥

নাদ গান অওর তানথান হুত্থমান রে
গদ্য পদ্য অর্থ ভাব তালবদ্ধ জান রে ॥
শংখ শুষির কংস বংশ মুরজতন্ত্রী ভেদিএ
হস্তচরণ অঙ্গ চারি ফেরি ফেরি নাচিএ ॥
অর্থ ধর্ম ভুক্তি মুক্তি এহি সকল সাধিএ
পাপ জীতি পরম নীতি শংভু শরণ পাইএ ॥

॥ মে ॥ কামোরা ॥ প্র ॥

আপনা কোউ ভএ নহি রে
শপনা এহি সং[৩০খ]সারে
হমরা কোউ আস নহি রে
তুব চরণাম্বুজ ভাব চ্ছাদি কিছু আউ রে ॥
হে শিব হে প্রভু শংকরে ॥
দুখহো সুখহো শরণ তুহারে
বিনতি কএল করজোরে
হে শিব হরিহ[র] অনাথ উধারে
তুরত পুরাবহ জনম মনোরথ মোরে ॥ ধ্রু ॥

॥ বানী ॥

মম ভাগ্যবশাৎ তব দৃষ্টিরভূ-
দথগোচরয়ামি কিমপ্যধুনা।

ভবদেকবিনির্মিত নাদগিরা
শিব তত্রমনাগবধেহি বিভো ॥

॥ মহাদেবয়া

মম প্রাণাধিকং গানং তালরাগসমন্বিতং
দশলক্ষণ সংবদ্ধমানন্দাম্ভোধিবর্দ্ধনম্ ॥

॥ অহে কম্বলাশ্ব[ত]র তুমার নৃত্য দেখিয়া অমার পরম আনন্দ হৈরো অমার বচন সুনো ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে প্রভো আজ্ঞা হো ॥

[শিব]

॥ মে ॥ ধনাশ্রী ॥ এ ॥

মাগো ২ নাগরাজ মাগো বরদানে
ধনজনলক্ষ্মী জেমন থানে ॥

॥ মে ভাসা

॥ অহে নাগরাজ তুমী জে বল চাহে সে বর মাগো ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে ত্রৈলোক্যনাথ অমার বিনতী অবধান হো ॥

[শিব] অহে নাগরাজ কহো ॥

[কম্বল-অশ্বতর]

॥ মে ॥

মাগব হম বর পর উপকারে
মদালসা জিয়া দেহ এক বারে ॥

॥ মে ভাসা

॥ অহে পরমেশ্বর, এমত্ত যদি অমাকে কৃপা হৈরো তাবে অবশ্য অমী মাগিবে, পরোপকার নিমিত্ত একবার গংধর্বকন্যা মদালসা জিয়ায়িয়া দেহো ॥

[শিব] অহে নাগরাজ তুমী বদ অসংভব বর মাগিরো ই জে বদ অসাধ্য ॥

॥ নাগরাজয়া ॥ অহে পার্বতি, পরমেশ্বরি গংগা দেবি অমার মনোরথ সফল করো, তুমার চরণে নমস্কার ॥

[পার্বতী-গংগা] অহে নাগরাজ, তুমী ত্রাস না করো ॥ অহে মৃত্যুংজয় পরমেশ্বর, এহী ত্রৈলোক্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে অপনার আধীন আচ্ছে, একাকী স্ত্রী মাত্রকা কওন অসাধ্য হৈবে ॥

[শিব] অহে পার্বতি গং[৩১ ক]গা তুমার ইচ্ছা ॥ অহে গন্ধর্ব-কন্যা মদালসা পরম সুন্দরী সজীব হৈয়া এথা আয়স্ব ॥

॥ মদালসা উৎপত্তি ৪৩০

॥ মে ॥ রাজবিজয় ॥ জ ॥

মৃত্যুংজয় সৃজরি সুন্দরী
সজীব সচেত হৈয়া চররি আএরি ॥
মদালসা গন্ধর্বনন্দিনী
পুনরজনম লেলি পরম সুন্দরী ॥

॥ স্তোত্রং ॥

বিবিধগুণবিভেদৈর্নিত্যমাস্পষ্টরূপং
জগতি চ বহিরন্তর্ভাসমানং মহিম্না।
মনসি চ বিহরন্তং বাঙ্মনোবৃত্তিরূপং
পরমশিবমনন্তং দেবদেবং প্রপদ্যে ॥ ৪৪০

[কম্বল-অশ্বতর] অহে পরমেশ্বর শ্রীমহাদেব পার্বতি গংগা দেবি তুমার চরণে নমস্কার ॥ অহে মদালসা এথা আয়স্ব ॥

[শিব] ॥ অহে নাগরাজ কংবলাশ্বতর, তুমার ভক্তিভাবতে অমী সংন্তুষ্ট হৈয়া এহি মদালসা জিয়াইয়া তুমাকে বর প্রসাদ দিরো, তুমী লেহো, আবে পরোপকার সাধিতে জাব ॥

[কম্বল-অশ্বতর] ধন্য ২ অমার ভাগ্য অবশ্য পরোপকার করিতে জাইবো তুমার চরণে নমস্কার ॥

[মদালসা] অহে পিতা নাগরাজ তুমার চরণে নমস্কার ॥

[কম্বল-অশ্বতর]   অহে মদালসা দেবী আয়ুষ্ম ॥

কোণ ভো দবল ।

। কোণ ভাসা

[কম্বল]   ॥ অহে ভায়ি অশ্বতর, পরমেশ্বর শ্রীমহাদেবের কৃপাতে তুমার অমার মনোরথ সফল হৈরো আবে পরোপকার সাধিতে জাধিতে জায়িবো চরো ॥

[অশ্বতর]   অহে ভায়ি নাগরাজ বিজৈ হো ॥

॥ মে ॥ ধনাশ্রী ॥ এ ॥

আজু সফল ভের জতন হমার রে
ভায়ি হে করবয় পর উপকার রে ॥
হমহি সে শিব সও করিঅ সংভাষ রে
ভায়ি হে পুরর মন অভিলাষ রে ॥
মিত আখর দুই বিহি নিরমান রে
ভায়ি হে উপমা তকর ন আন রে ॥
শিরিনিবাস নৃপ জগতক হিত রে
ভায়ি হে সাধু সাধু কং[বল] মিত রে ॥

। খব কোণ স ।

[অশ্বতর]   অহে ভায়ি কংবল মহারাজ শীঘ্র বিজৈ হো ॥

[কম্বল]   সর্বথা ॥

॥ অবধুত যোগীযো[৩১ খ]গী, যোগিনীগণ সকলং বং দবল ।

[যোগী ইত্যাদি]   অহে পরমেশ্বর, হমলোক নিজ স্থান জায়িবো, তুমার চরণে নমস্কার ॥

[শিব]   অহে যোগীযোগিনীগণ জাব ॥

॥ কোণ ভাসা

ভাব বিনু মিলয়ি ন সজ্জন
বাহু বিনু কতহু ন তুজ্জন
গুরু বিনু মিলই ন জ্ঞান
গুণ বিনু ন মিলয় মান ॥

[যোগীযোগিনী ইত্যাদি] ধন্য পরমেশ্বর শ্রীমহাদেবের মহিমা, মরণপ্রাপ্ত গন্ধর্বকন্যা পুনর্জন্ম করিয়া জিয়াইয়া বর প্রসাদ দিরো, তার মৃত্যুংজয় নাম জে যথার্থ আছে, এখনে পরম সুখে নিজ স্থান জায়িবো ॥

॥ থব কোণ স

অহে যোগিনীগণ সর্বথা চো ॥

॥ মহাদেব বং

॥ অহে পার্বতি গংগা, নন্দী ভৃংগী পরম সুখে কৈলাস জাইবো চরো ॥

[পার্বতী-গংগা নন্দী-ভৃংগী] অহে পরমেশ্বর শ্রীম[হাদেব] বিজৈ হো ॥

॥ মে ॥ রাজবিজয় ॥ চো ॥

ঘর নহি সংবর পহিরি বঘংবর
ত্রিভুবনপতি তোহে দেবা
মোরি সেবা ॥
ভসম আঁগ দয় মশান বাস কয়
পরকে দেয় সুখ থামে ॥
অভিরামে ॥
রামভদ্র ভন শংকর শরণ
তোহে প্রভু ত্রিভুবন গতি
পশুপতি ॥

॥ কোণ ভাসা হব থুং ॥

॥ থবকোণ স

[পার্বতী-গংগা-নন্দী-ভৃঙ্গী] ॥ অহে পরমেশ্বর শ্রীমহাদেব শীঘ্র বিজৈ হো॥

[শিব] সর্বথা ॥

॥ ন্ ৫ ॥

[৩৬]

॥ তনূদরী নাগিনী পরিক্ষেপণ পিংহা বব

[তনূদরী] ॥ অহে নাগিনি তুমাব হমার স্বামী এতকাল কেহ্নে ন আসিরো ॥

[নাগিনী] অহে তনূদরি অমী কি কহিবে ঈশ্বর জানে ॥

॥ কম্বলাশ্ব[তর] পনি বং ॥ হবথু

মে ॥ ধনাশ্রী ॥ এ ॥

আজু সফল ভের ॥

॥ কোণ ভাসা হবপায়াং ॥

[কম্বল-অশ্বতর] ॥ অহে তনূদরি নাগিনি তুমী কথা চ্ছিরো ॥

[তনূদরী-নাগিনী] অহে নাগরাজেশ্বর তুমার চরণে নমস্কার, এথা আগমন করো ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে তনু, সর্বথা ॥

॥ অহে তনূদরি নাগিনি, সরস্বতীর কৃপাতে ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীমহাদেব প্রসন্ন হৈয়া [৩২ক] এহী সুন্দরী মদালসা জিয়ায়িয়া পুনর্জন্ম করিয়া অমাকে বল প্রসাদিয়া পথায়িরো, এহী সুন্দরী গোপ্যতে নিদান করিয়া রাখো ॥

[তনূদরী-নাগিনী] অহে মহারাজ জে আজ্ঞা ॥

॥ চারুমুখ বব দবল, কোণ স চো হবা

[চারুমুখ]॥ অহে বৃন্দী এথা অমী মিত্র অপেক্ষা করিয়া থাকিবো ॥

।। ঋতধ্বজ চারুধর বব ।। হ্বথু

মে ॥ ধনাশ্রী ॥ চউমান ॥

জয় করুণাময় জগত ।।

।। কোণ স নাপ ম্রাক ॥

[চারুধর] অহে মিত্র কুবলয়াশ্ব তুমী কেহ্নে বিলম্ভ করিয়া থাকিরেন্ অমার পিতার নিকট তুরন্ত গমন করো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে মিত্র গমন করো ॥

[চারুধর] অহে মিত্র ঋতধ্বজ বিলম্ভ না করো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে মিত্র জে আজ্ঞা গমন করো ॥

[চারুধর] ॥ অহে পিতা তুমার চরণে নমস্কার ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে পুত্র এথা আয়স্ব ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে তাত তুমার চরণে নমস্কার ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে পুত্র ঋতধ্বজ রাজকুমার এথা আয়স্ব ॥

[কুবলয়াশ্ব] জে আজ্ঞা [।]
॥ অহে তাত ধন্য ২ অমার ভাগ্য, অপনার দর্শনতে অমার নয়ন সাফল্য হৈরো ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে পুত্র ঋতধ্বজ, কবন বস্তু কবন অপূর্বায়ি বিষে তুমার বাংচ্ছা হৈবে সে আজ্ঞা করো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে তাত অমী বিরক্ত মন হৈরো ক[বন] বস্তু বিষে অমার বাংচ্ছা নহি ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে পুত্র তুমী কেহ্নে বিরক্ত মন হৈরো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে পিতা মহারাজ অমার বচন অবধান হো ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে পুত্র ঋতধ্বজ কহো ॥

॥ মে ॥ মালবা ॥ গণুল ॥

হরি হরি নিরবধি বিধি নিরমানে
ভবন গহন সম নহি বিসরামে ॥
কৈসে বিসরিয় হম মদালসা নামে
হমহু তেজব জিব জাব সেহে থামে ॥
হে দৈব কেউ নহি হমার সহায়ে
কোয়ি ন করিএ কিছু হমর উপায়ে ॥
ধৈরজ ভন নৃপ শিরিশ্রীনিবাস
তুরত শরণ কর মচ্ছিন্দর পাস ॥

॥ মে ভাসা

[কুবলয়াশ্ব] অহে তাত অমার প্রাণ সমান স্ত্রী মদালসার মুখ দর্শন বি[৩২খ]নু প্রাণ লাখিতে না পারে তীর্থান্তর গিয়া প্রাণত্যাজ করিবো ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে পুত্র তুমী আপন স্ত্রী মদালসার মুখ দেখিতে যদি চাহিরো তাবে অমী মায়াতে রচনা করিয়া দেখাইবো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে তাত তুরন্ত দেখাও ২ ॥

[কম্বল-অশ্বতর] ॥ অহে মদালসা দেবী এথা আয়স্ব ॥ অহে পুত্র তুমার স্ত্রী মদালসা এহী দেখো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে প্রাণেশ্বরি মদালসা অমাকে এড়িয়া কথা গেরো ঐথা আয়স্ব ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে কুবলয়াশ্ব পুত্র, জাবৎকাল দেখিতে চাহে তাবৎ ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া দেখো, এহি মায়া আচ্ছে তুমী সংভাষণ স্পর্শন করিএ যোগ্য না হৈবে ॥

॥ শ্লোক ॥

পূর্ণচন্দ্রমুখীং শ্যামাং মধ্যক্ষামাং কৃশোদরীং।
পীনোত্তুংগস্তনীং রামাং কথং তাং বিস্মরাম্যহম্॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে প্রাণেশ্বরি ২ আজু দিন পর্যন্ত অমাকে এমন অবস্থা দুঃখ না করো ॥

[কম্বল-অশ্বতর] ॥ অহে পুত্র কু, তুমী দুঃখ না করো, অমী তুমার মনের ব্যবস্থা দেখিরো, ধন্য ২ তুমী, তুমার কারণতে অনেক জত্ন হৈরো, বারহ বর্ষ সরস্বতী আরাধন করিয়া, তদনন্তর শ্রীমহাদেব প্রসংন করিয়া, মদালসা সব জীব করিয়া, অমাকে বল প্রসাদ দিরো, এহী মায়া না আচ্ছে তুমার পত্নী মদালসা সত্য আচ্ছে এহী লেহো ॥

[কুবলয়াশ্ব] জে আজ্ঞা ॥

[মদালসা] ॥ অহে প্রাণনাথ তুমার চরণে নমস্কার ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে পুত্র চারুধর চারুমুখ, মিত্রের পিতা শত্রুজিত রাজা দুঃখ করিয়া থাকে, তার নিকট গিয়া মিত্রের মংগল বার্তা কহিতে জাব ॥

[চারুধর-চারুমুখ] অহে পিতা জে আজ্ঞা তুমার চরণে নমস্কার ॥

॥ দবল কোণ ভাসা

[চারুমুখ] ॥ অহে ভায়ি চারুধর তুমী হমী শত্রুজিত রাজার নিকট গিয়া মিত্রের মংগল বার্তা কহিতে জায়িবো চরো ॥

॥ খব [৩৩ক] কোণ স।

[চারুধর] অহে ভায়ি চারুমুখ শীঘ্র বিজৈ হো ॥

[চারুমুখ] সর্বথা ॥

[কম্বল-অশ্বতর] ॥ অহে পুত্র কু, মদা, পরমানন্দ করিয়া পিতামাতার দর্শন করিতে নিজ মন্দিরে বিজৈ হো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে তা[ত], একবার অমার রাজ্য আপনে বিজৈ করিতে চাহে ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে পুত্র অবশ্য তুমী তুরন্ত গমন করো, অমী পশ্চাৎ করিয়া আসিবে ॥

[কুবলয়াশ্ব] জে আজ্ঞা, তুমার চরণে নম ॥

॥ ঋতধ্বজ মদালসা বং

॥ মে ॥ কোরাব ॥ এ ॥

আজ সফল দিন ভের হমার
হুনি ফণিরাজ কএল পরকার ॥
জলধিমগন জে মানিক ভের
সে বিহি উধরি হাথ কএ দের ॥
আজ চছদল মোর মনকা দন্দ
সুতমিত পরিজন সব সানন্দ ॥
করুণাময় পদপংকজ ভাব
শিরিনিবাস নৃপ ঈ রস গাব ॥

॥ কোণ ভাসা

[কুবলয়াশ্ব] ॥ অহে প্রিয়ে তুমার হমার বিজোগ বহুকাল হৈরো ॥

[মদালসা] অহে প্রাণনাথ, অমার সমান দুঃখী পৃথ্বী বিষে দোসর না হৈবে, পহিরহি বাপমায়িকা ঘর সও রাক্ষস হরিয়া লাখিরো, পুনু বিবাহোত্তর তালকেতু পীড়া দিরো, সে অপনার প্রতাপে উদ্ধার হৈরো, তথাপি সে পাপিষ্ঠ তালকেতু মায়া রচনা করিয়া, তুমার হমার বিয়োগ এতকা কৈরো, এহী উপরান্ত অমার কবন ২ দুখ হৈব ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে প্রিয়ে দুঃখ না করো সব সও দৈব বলবন্ত ॥

॥ খব কোণ স।

[মদালসা] অহে প্রাণনাথ, তুমার মাতাপিতা অমার থাই বহুত কৃপা আচ্ছে তার চরণারবিন্দ দেখিতে বিজৈ হো ॥

[কুবলয়াশ্ব] সর্বথা ॥

॥ কংবলা পনি বং

[কম্বল-অশ্বতর] ॥ অহে তনূদরি নাগিনি মিত্র পুত্রের পিতা শত্রুজিত রাজা ভেত করিতে জায়িবো চরো ॥

[তনূদরী-নাগিনী] গমন করো ॥

॥ মে ॥ কেদারা ॥ জ ॥

তোহে বিনু অলপ পরান
এ প্রভু, নিমিষহি কলপ সমান ॥
তোহর চরণ পএ ভাব
এ প্রভু, আন নহি কিচ্ছু ন স্বভাব ॥
তোহে মোর হৃদয়ক [৩৩খ] ভাব
এ প্রভু, মুটিহার কেবল ভার ॥
শ্রীনিবাস নৃপ গাব
এ প্রভু, লোকনাথপদ ভাব ॥

॥ কোণ ভাসা হ্বপারাং খেং ॥

॥ লু ৬ ॥

[৩.৭]

॥ শত্রুজিত রাজা পনি পরিক্ষেপন পিহা বব ॥

[শত্রুজিত] ॥ অহে সুমধ্যমা সুচিত্তমা, তুমার হমার পুত্র কুবলয়াশ্ব, সে আপন স্ত্রী মদালসার উদ্দেশতে বিরক্ত হৈয়া তীর্থযাত্রা গেরো, অমী কতেক দিন এহী দুঃখ সহিয়া থাকিব হরি ২ ॥

[সুমধ্যমা-সুচিত্তমা] অহে মহারাজেশ্বর ধৈর্য করো তুমার হমার পূর্বজন্মের ফল কী করিবে ॥

॥ চারুমুখ চারুধর বব দবল ॥ কোণ ভাসা হুপায়াং ॥

[চারুমুখ-চারুধর] ॥ অহে মহারাজেশ্বর তুমার চরণে নমস্কার ॥

[রাজা] অহে যুবরাজ এথা আগমন করো ॥

[চারুমুখ-চারুধর] জে আজ্ঞা ॥

[রাজা] অহে যুবরাজ আজু অকস্মাৎ এথা আগম হৈরো কবন হেতু আজ্ঞা হো ॥

[চারুমুখ-চারুধর] অহে মহারাজেশ্বর, অমার পিতা নাগরাজ কম্বলাশ্বতর অমী পথায়িরো, অপনার পুত্র কুবলয়াশ্ব মদালসা সহিত অমার পিতা নাগরাজ প্রভৃতি সমস্ত লোক মংগল যাত্রা করিয়া এহীখন আসিবে, তুরন্ত সিন্দূর যাত্রা করিতে গমন করো ॥

[রাজা] অহে নাগকুমার ধন্য ২ অমার ভাগ্য অবশ্য সিন্দূর যাত্রা করিবো ॥

॥ কুবলয়াশ্ব মদালসা বব ॥ হুথু মে

॥ কোলাব ॥ এ ॥

আজু সফল ॥

॥ কোণ ভাসা ।

[কুবলয়াশ্ব] অহে মদালসা দেবি, এথা ষনেক মিত্রের পিতা নাগরাজ অপেক্ষা করিয়া থাকিবো ॥

[মদালসা] জে আজ্ঞা ॥

॥ কংবলাশ্বতর পনি বব ॥ দবল ॥

॥ কুবলয়াশ্বয়া । অহে তাত নাগরাজ তুমার চরণে নমস্কার । কেহ্নে বিলম্ভ হৈয়া থাকিরেন্ তুরন্ত গমন করো ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে রাজকুমার সর্বথা ॥

॥ হুথু মে ॥ কেদারা ॥ জ ॥

তোহে বিনু অলপ পরান ॥

॥ জব কোণ থেরে ॥

শত্রুজিতয়া ॥ অহে নাগকুমার সিন্দূর যাত্রা করিতে জায়িবো চ[৩৪ ক]রো ॥

[চারুমুখ-চারুধর] অহে মহারাজ বিজৈ হো ॥

দবল ॥

॥ নাগলাক ॥

[শত্রুজিত] অহে নাগরাজ কংবলাশ্বতর, পুত্র ঋতধ্বজ ধন্য ২ এথা আগমন করো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে পিতামাতা তুমার চরণে নমস্কার ॥

॥ আনংদ মে ॥ আসাবরি ॥ জ ॥

ধন্য ধরমবল মংগল স্বভাব
করুণাময়পদ ভজন প্রভাব ॥

[শত্রুজিত] ॥ অহে নাগরাজ এথা বিজৈ হো ॥

[কম্বল-অশ্বতর] অহে মহারাজ শত্রুজিত জে আজ্ঞা ॥

[রাজা] ॥ অহে পুত্র ঋতধ্বজ, ঈ জে অদ্ভুত বৃত্তান্ত তুমী কহো ॥

[কুবলয়াশ্ব] অহে পিতা মহারাজ, এহী নাগরাজপুত্র মিত্র সংবন্ধতে অমী পাতালপুরী গেরো, তাহি মিত্রপিতা এহী কংবলাশ্বতর, মহাধর্মিষ্ঠ গম্ভীর, সে বারহ বর্ষ প্লক্ষাবন তীর্থ গিয়া সরস্বতী আরাধন করিয়া তপস্যা কৈরো, সরস্বতীর বর প্রসাদ পায়িয়া কৈলাসপুরী গিয়া মহাদেবের সভা গিয়া নৃত্যগান বিদ্যাতে শ্রীমহাদেব প্রসন্ন করিয়া, এহী মদালসা আনিয়া অমাকে দিরো ॥

[রাজা] সাধু রে কম্বলাশ্বতর সাধু, মহাপুরুষকা লক্ষ[ণ] এমত্ত আচ্ছে ॥

[কম্বল-অশ্বতর] ॥ অহে মহারাজেশ্বর শত্রুজিত, তুমার হমার বদ আনন্দ হৈয়ো পরমেশ্বর শ্রীলোকনাথ চরণ পূজা করিবো আয়স্ব ॥

[রাজা] অহে মহারাজ জে আজ্ঞা ॥

॥ মে ॥ শ্রীগৌরী ॥ প্র ॥

জয় করুণাময় জয় জগদীশ
পালহ হম অনাথ নিরদীশ ।
কী লাবব আরতি তোর পাসে
জকর সুরুজ শত মুখ পরকাশে ॥ ধ্রু ॥
গাবব তুব চরণাম্বুজ ভাবে
নাচত তাল মৃদংগ বজাবে ॥ ধ্রু ॥
রামভদ্র ভন শরণ তুমারে
তুরত কৃপা কর হমর উধারে ॥ ধ্রু ॥

॥ অহে কম্বলাশ্বতর নাগরাজ, মদালসোপাখ্যান নৃত্য সংপূর্ণ হৈয়ো এহী নৃত্যের পুণ্য প্রভাবতে শ্রীমচ্ছিন্দ্রনাথ সংতুষ্ট হৈয়া, মহারাজাধিরাজ জয় শ্রীশ্রীনিবাসমল্ল জগৎপ্রকাশমল্ল প্রভুকা সদাসর্বদা জয় করো সবকা মংগল করো ॥

[৩৪খ] ॥ মে ॥ পংচম ॥ জ ॥

মদালসাহরণ নাটক মনোহরে
শঙ্করচরিত কথা পরম মংগরে ॥
শিরিশ্রীনিবাস নৃপ জগতপ্রকাশ
তুবহুক হোব যশ জয় পরকাস ॥
হরমুখ বসু মুনি নেপাল হায়নে
ভাদ্রপদ পুরণমী সুরগুরু দিনে ॥

মোহনি সাধন তীনি আঁক নৃত্য করে
শংকরতনয় রামভদ্র দ্বিজবরে ॥

॥ ইতি ললিত কুবলয়াশ্ব মদালসোপাখ্যান শিবমহিমা নৃত্য তৃতীয়াঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

॥ লূ ৭ ॥

॥···সং ৭৮৫ ভাদ্রপদ পূর্ণমী বৃহস্পতি বাসরে···ধকু···ভুংগ দেশ স সধপ্যাখনয়া মূল সিদ্ধিকায়া জুরো ॥

॥ ভথ্যারি ॥ এ ॥ ভাঠি ॥ এ ॥

জয় ২ মাতা মংগল দাতা
তোহে দেবি ভৈরব কান্তা
তোহহি সে করতা ভরতা হরতা
তুব রূপ ভেদ অনন্তা ॥ ধ্রু ॥
রুধিরাসবময় পান পিবন্তি
হাড় গরল রক্ত ভক্ষন্তি
মাতরি পুনু ২ অট্ট হসন্তি
ঘুর্ণিতলোচন খেলন্তি ॥ ধ্রু ॥
পরমানন্দি নৃত্য করন্তি
সকল অসুরগণ কংপংতি ॥
রামভদ্র ভন তুহে বিনু নহি গতি
হমর কবন পরিপাতি ॥ ধ্রু ॥

॥ গৌরী ত্বং বদ বেৎসি হস্তকরসং কো বেত্তি না যদ্যহং
চেদেবং কিমু তর্হি কিং বদ ননু তারৌ চ পদ্মৌ স্তনৌ।
ভূয়ো[ঽপি] বদ কর্ত্তরীমুখালেখেন কিং স্যাদ্ ইতি
স্মেরানম্রমুখীং হসন্ তু গিরিজাং চুম্বন মৃড়ঃ পাতু বঃ ॥

বংশমণি ওঝা বিরচিত

মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটক

পাণ্ডুলিপি :

Katalog der Bibliothek der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

নাটকের পাত্রপাত্রীগণ

শত্রুজিৎ	রাজা
রানী	শত্রুজিৎ-পত্নী
সখী	
কুবলয়াশ্ব	শত্রুজিৎ-পুত্র
ব্রাহ্মণ	রাজসভাসদ্
মন্ত্রী	
কোটবার	প্রতীহার
গালব	ঋষি
ঐ শিষ্যগণ	
পাতালকেতু	বজ্রকেতু-পুত্র, রাক্ষস
তালকেতু	পাতালকেতু-ভ্রাতা
দাসগণ	পাতালকেতু-অনুচরবৃন্দ
মদালসা	গন্ধর্বনন্দিনী
কুণ্ডলা	মদালসা-সখী
তুম্বুরু	ঋষি, কুলপুরোহিত
কম্বল	নাগরাজ
অশ্বতর	কম্বল-ভ্রাতা
নাগপুত্রদ্বয়	
নাগী	নাগরাজ-পত্নী
তিলোত্তমা	প্রহাসিকা

মহাদেব, পার্বতী, নন্দী-ভৃংগী প্রমথগণ সরস্বতী ইত্যাদি

স্থান

স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল

[১১]

ওঁ

শ্রীসাবরণার্দ্ধনারীশ্বর নৃত্যানন্দস্বরূপেভ্যো নমঃ ॥

প্রথমতঃ পদ্ধতিক্রমেণ নৃত্যারম্ভে রঙ্গভূমিপূজাদি সর্বং কর্তব্যম্ ॥ তদনন্তরং তালধরগায়নতত-বিততাদিবাদ্যযুক্তবাদকৈর্বামস্বরানুসারেণ বামপাদং প্রথমতো দত্ত্বা মূলমূর্চ্ছার্ব রঙ্গং প্রবিশ্য সাধিতাঞ্জনেন তিলকং কর্তব্যম্ ॥ ততস্তালত্রয়ং দত্ত্বা বাদ্যং বাদয়িত্বা দেবতাবন্দনং কর্তব্যম্ ॥ ততো নান্দীগীতং গাতব্যম্ ॥ তদ্যথা ॥

॥ রাজবিজয় ॥ একতারে ॥

বজত কনক রংগ ঈশগোরি সংগ
একহি কলেবর বাসে
পুর আসে ॥
শির সুরসরিধার কুসুমমাল বর
ইন্দু সিংন্তুর বিন্দু সোহে
মন মোহে ॥
কানকুণ্ডল ড়োল ফণিমণি নিরমল
হাড়মাল কিঙ্কিনি বাজে
ভল চ্ছাজে ॥
বাঘচ্ছাল রুড়মাল নেত মোতিম হার
পহিরণ ঈ সব রীতি
জগজ্জীতি ॥
চণ্ডীচরণচিত শিবক ভগতি জুত
নৃপ জগজোতি এহো ভানে
অবধানে ॥ ১ ॥

॥ ততো যমনিকাং সংস্থাপ্য দক্ষিণহস্তেন জ্ঞানমুদ্রয়া জমনিকাপট্টং স্পৃশন্ সূত্রধারো নান্দীশ্লোকং পঠতি ॥ তদ্যথা ॥

জয়তি জগদেকজননী বিবুধগণানন্দকারিণী জয়তি ॥
অমৃতাংশুমৌলিমানসবিলাসহংসী চিরং জয়তি ॥

অপি চ ॥

ব্যালোলচ্চোড়চন্দ্রচ্যুতবহল সুধাসারসেকাৎ সজীবৈ-
ভূর্য়ঃ সংস্তূয়মানো বিকটবিহসিতৈভূর্ষণস্রক্‌শিরোভিঃ।
সত্ত্বঃ সংভ্রান্তচিত্তং সভয়গিরিজয়া গাঢ়মালিঙ্গ্যমানো
দেয়াদাবদ্ধ রাগো ভ্রমিণতনবিধৌ বামদেবো মুদং বঃ ॥

।। নান্দ্যন্তে সূত্রধা[২ক]রঃ প্রবেশঃ ।।

কোরাব ॥ জতি ॥

গণপতি মনে গুণি ভজিলো চরণে
সুর মুনি যত জন তুমার শরণে ॥
কপোল জুগল মধে ভসম সুসোহে
গজানন প্রভু তুমি ত্রিভুবন মোহে ॥
মোদক অংকুশপাশ জপমাল করে
বিঘিনিহরণ তুমি দেহ মোকে বরে ॥
নৃপ জগজোতি কহ এহি অনুমানে
রাগ কোরাব গাইলো এহি জতি মানে ॥ ২ ॥

॥ ততঃ শ্লোকঃ ॥

প্রসন্নপদ্মব[দ]নাদ্ব্যষ্ট পঞ্চদশেক্ষণা।
অস্মিন্ মহোৎসবে দেব্যাঃ সা বঃ পাতু সুরত্রয়ী ॥

ইতি শ্লোকং পঠিত্বা পুষ্পমালাং ক্ষিপ্ত্বা চরণচারণেন যথোক্তং নৃত্যতি ॥

নচারী ।। কোরাব ।। প্র ।।

মহেশনন্দন তোহে গণেশ
দূর কর মোর ভব কলেশ ॥

তোহর চরণকে নহি সেব
সেবিঅ কে নহি দেবক দেব ॥
তোহর স্বরূপ কহি ন জাএ
জকর নিগম অন্ত ন পাএ ॥
নৃপ জগজোতি এহন গাব
আদি অরাধিঅ তোহর পাব ॥ ৩ ॥

অলমতিবিস্তরেণ ॥ নেপথ্যাভিমুখাবলোক্য প্রিয়ে ইতস্তাবৎ॥ রাগবাদ্যশব্দেন প্রবিশ্য নটী

নটী। হে নাথ কওন কার্য আজ্ঞা করু ॥

সূত্রঃ। হে প্রিয়ে, মহারাজক আজ্ঞা ভেল অছ্, জে আজ হমরা ভগবতীক মহোৎসব থী, তথী দেবযাত্রা প্রসঙ্গে নানা দিগন্ত সঞো অনেক সজ্জন আএল অছ্, সরস নৃত্য এহাএও সবে অনুরক্ত করু ॥

নটী। কওন রাজাক আজ্ঞা ॥

সূত্রঃ। ভক্তপট্টনক রাজা ॥

নটী। হে নাথ ভক্তপট্টন মোএ জানলচ্ছ, তকর বর্ণনা কিচ্ছু স্নুনু ॥

সূত্রঃ। ভল ১ ॥

নটী গায়তি

॥ ধনাশ্রী ॥ এ ॥

সোরহ দুবারহি পুরল পগারে
চাঁদ চুঁবএ চাহ চৌদিশ অটারে ॥
পহু দেখল ময় কৌতুক আজে
সুরুপুর বিহি নিরমাওল অকাজে ॥ ধ্রু ॥
দেউর ধরমঘর কত ঠামে
দহ দিশ পথিক লেঅ [২৩খ] বিসরামে ॥
বারহও মাস কুসুম সবে ফুলে
জকয়ে সৌরভে কে নহি ভুলে ॥

নিতে জাহি রহথি অনাদি ভবানী
কনক কলস ঘর ন হোঅ বখানী ॥
সুধাসম কূপ পতারী তোএ
নয়ন দেখিঅ জত কহি নহি ভাএ ॥
সুকবি বংশমণি পুরগুণ গাউ
নৃপ জগজোতিমল হোথু চিরাউ ॥ ৪ ॥

গীতার্থং শ্রাবয়তি ।

এহন রাজ্য দেখল, রাজা কএোন সে কহু ॥

সুত্রঃ সসম্ভ্রং

রাজা নহি চিহ্নইচ্ছহ সুন্নহ ॥

নটী ॥ কহু কহু ॥

সূত্রো গাযতি ॥

॥ আসাবরী রাগে ॥ খর্জবী তাল ॥
রঘুকুল বিমল কমল পবগাস
কবহু ন পরিহর বুধকবি পাস ॥
মহীতল উদিত দিবাকর ভেল
জহ্নিকে জস তিহুঅন ভরি গেল ॥
রিপুদল মবদিলেল জহ্নি রাজ
গজগণ বিজয় হরিহি পএ চ্ছাজ ॥
নযময় বিনয় বিবেক গভীর
দান দয়া শত সঙ্গর বীর ॥
ভনই বংশমণি ফণিপতি জান
নৃপ জগজোতিক সবিধি বখান ॥ ৫ ॥

গীতার্থং শ্রাবয়তি ॥

এহন মহারাজ শ্রীশ্রীজগজ্জোতির্ম্মল্লদেবক বংশাবলী হম কহইচ্ছএো সে সুনহ ॥

নটী। এহে মোরা অভিলাষ কহু ॥

সূত্র:। পরমেশ্বরাবতার, মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীশ্রীরামচন্দ্র স্বর্গারোহণ উত্তর, রাজাক পূর্বপুরুষ, অযোধ্যা রাজ্য কএল, তদনন্তর কার্ণাট রাজ্য কএল, তাহি উপর অপনে পৌরুষ, মিথিলা মণ্ড[তক]ল সিমলওন গঢ় রাজ্য কএল ॥ সিত মুনি তিথি বায়ু ভার্গিযোগে নভসি নবেন্দু খচন্দ্রযুক্ত শাকো অকুরুত সিমরওন বাস্তু সিংহাদয়ম···প্য মহীপ নান্য-দেবঃ ॥ প্রথমতো বংশচূড়ামণি শ্রীনান্যদেবঃ ॥ তৎপুত্র কুলপ্রদীপ শ্রীগাঙ্গদেবঃ ॥ তৎপুত্র মহোদার শ্রীনরসিংহ-দেব ॥ তৎপুত্র প্রভাকর শ্রীরামসিংহদেব ॥ তৎপুত্র জননয়নরঞ্জন শ্রীভাবসিংহদেব ॥ তৎপুত্র দারিদ্র্যভঞ্জন শ্রীকর্মসিংহদেব ॥ তৎপুত্র বংশশিরোমণি শ্রীহরসিংহদেব ॥ এতবা সাত পুরুষ গঢ় রাজ্য কএল ॥ তদনন্তরং ॥ শাকবর্ষে ১০১৮ দুষ্ট দুর্যবনজাং কলিকালদোষাৎ ধর্মক্ষতিং বিমল ধীরথ মধ্যদেশে। ত্যক্তাভিরামমপি পত্তনমাত্মনীনং নেপাল রাজ্যমকরোদ্রসিংহদেবঃ ॥ বাণাব্ধিমাসান্বিত ১২৬৪ শাকবর্ষে, পৌষে নবম্যাং রবিসূনু বারে। পক্ষে বলক্ষে গিরিদুর্গদেশং ভেজে নৃপ শ্রীহরসিংহদেবঃ ॥ এহি সম্মত শ্রীহরসিংহদেব নেপাল রাজ্য সংপ্রাপ্ত ভেলাহ, তদনন্তর, তহ্নিকর পুত্র কুলপাবন শ্রীবল্লারসিংহদেবঃ। তৎপুত্র বৈরিমানগঞ্জন শ্রীদেবমল্লদেবঃ ॥ তৎপুত্র প্রতাপোজ্জ্বর শ্রীনাগমল্লদেবঃ। তৎপুত্র রাজরাজেশ্বর শ্রীঅশোকমল্লদেবঃ ॥ তৎপুত্র প্রতাপাদিত্য শ্রীজয়স্থিতিমল্লদেবঃ ॥ তৎপুত্র জগদ্বিখ্যাত শ্রীযক্ষমল্লদেবঃ ॥ তৎপুত্র সার্বভৌম শ্রীরায়মল্ল-দেবঃ ॥ তৎপুত্র ভূপকেশরী শ্রীভুবনমল্লদেবঃ ॥ তৎপুত্র কল্পদ্রুম শ্রীপ্রাণমল্ল[ত্থ]দেব। তৎপুত্র কন্দর্পদর্পহরণ

শ্রীবিশ্বমল্লদেব। তৎপুত্র মর্যাদাসাগর শ্রীত্রৈলোক্যমল্ল-দেব॥ তৎপুত্র রাজমুকুটমণি, নীতিনিপুণ, তাতাধিক শ্রীজগজ্জ্যোতির্মল্লদেব মহারাজাধিরাজ॥

নটী। হে আর্য, এহি রাজাকে জে তাতাধিক কল, সে কীএ॥

সূত্রঃ। সে মোঞে কহইচ্ছঞো, সুনহ, শ্রীত্রৈলোক্যমল্লদেবে দুই মন্ত্রী অপন অত্যুচ্চ কএ রাখল, তে দুই দুষ্টেও রাজা স্বচ্ছ হৃদয় হুনকরা রাজ্য সেবেচ্ছলে দূর কএল, তদনন্তর, অওরো দুই চারি দুষ্ট হাথ কএ, তে দুষ্টে শ্রীজগজ্জ্যোতির্মল্ল দেবকে অনেক পীড়া দেল, তদুত্তর, ইষ্ট দেবতা প্রসাদে অপনে মন্ত্রবলে, হুনি, সে সবে রাজ্য লেল, তাহু দুষ্টকা পাপফলে সমূল নাশ ভেল, তদন্তর অনেক রাজ্য ভোগ কএ। সংসার অনিত্য জানি, শান্তিরস অবলম্বলাহ, তে হুনকা তাতাধিক কহঈচ্ছি॥

নটী। গেল জে পাওব সে বড় আচর্য॥

সূত্রঃ। হে প্রিয়ে, ঈ কওন আশ্চর্য, ইষ্ট দেবতা প্রসাদে কী নহি হোঅএ, সুনহ, গালব ঋষি দেবতাক আরাধনাএ, কুবলয় ঘোড় খড়্গ পাওল, সে লএ, রাজা শত্রুজিতক থাব গএ ওহু দুই বস্তু রাজপুত্র ঋতধ্বজ, তহ্নিকাকে দএ, তহ্নি, লএ কয় কহু যজ্ঞ কএলহ্নি, পাতালকেতু যজ্ঞ বিঘ্ন করএ অএলাহ, তাহি পচ্ছা লাগি, যুবরাজ পাতালপুল গেলাহ, ততএ, মদালসাক বিবাহ কএল, পুনু তালকেতু দৈত্য যুদ্ধ জীনি রাজ্য অএলাহ, তদুত্তর, মদা[৪ক]লসাক সঞো বিলাস ভেল, তদুত্তর, তালকেতুক, মায়াঞো বিযোগ ভেল, তাহি অনন্তর, নাগপুত্র, রাজপুত্র, প্রীতিসংবর্দ্ধনা কএল, মহাদেব সংতুষ্ট কএ, বর পাএ, মদালসা উৎপন্ন কএ, কুবলয়াশ্ব যুবরাজকে দেলি, তদনন্তর, অপন

রাজ্য গএ, অনেক সন্ততি রাজ্যভোগ কএ শান্তিরস অবলম্বলাহ ॥

নটী। আবে হমে স্তুমুঝল, পরন্তু ঈ মহারাজাধিরাজ কাব্যগান্ধর্ব-কলাশাস্ত্রনীতিশাস্ত্রনিপুণ, অতি বিদগ্ধ কওন অভিনয় অনুরক্ত, হোএতাহ ॥

সূত্রঃ। ক্ষণং বিচিন্ত্য,

প্রিয়ে স্মরণ ভেল, মৈথিল ভারদ্বাজ গোত্র কবিপণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্রশর্মপুত্র শ্রীবংশমণি উঝাএ কএল, জে মোঞে কহিঅএলাহু তহ্নিহি কুবলয়াশ্ব মদালসাক চবিত্র নাম নাটক সে নাচহ ॥

নটী। ঈ উত্তম, অবিলম্বে ই পাত্র কাচ্ছএ, চলু ॥

সূত্রো নটী নিস্সবতঃ

॥ বরালি ॥ পরিমাণ ॥

নৃপ জগজোতিমলে কএল নিদেশে
নাচব স্নপহু আজ কবিঅ স্নবেশে ॥ ৬ ॥

কোণ ভাষা ॥

নটী। হে নাথ তোরাঞ কাচ্ছ,

সূত্রঃ। হে প্রিয়ে, মোরহু এহেন ঈপ্সিত ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

সূত্রঃ। হে প্রিয়ে, বড় কার্য ঈ ॥

নটী। বাজা আজ্ঞা যত্নে করএ চাহিঅ ॥

প্রথম সম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥

| ১২ |

মহাদেব প্রবেশ ॥

রাজবিজয় ॥ চো ॥

বাঘচ্ছালা ॥

মহা। হে পার্বতি নন্দীভৃংগী প্রমথগণ হমব এক বচন স্নুনহ ॥

সর্বে। পরমেশ্বর সর্বথা ॥

॥ শ্লোক ॥

স্থষ্টিস্থিতিবিনাশানাং কর্তাহং জগদীশ্বরঃ।
গজাননষড়াস্যাভ্যাং শোভিতঃ প্রমথৈর্গণৈঃ॥

[৪ খ] পার্বতী। হে পরমেশ্বর হমর এক বচন অবধান করু॥

মহা। পার্বতী কহু॥

[পার্বতী]

শ্লোক॥

ত্রিলোকাধিপতেঃ পত্নী পার্বতীপতিবল্লভা।
দেবাসুরমনুষ্যৈশ্চবংদিতা বরদায়িকা॥

হে পরমেশ্বর এতাদৃশী পার্বতী হমে॥

মহা। পার্বতী সত্য॥

মহা পৈসার

॥ কোরাব ॥

চরহ চলহ॥

নৃ ২॥

॥ অথ রাজারানী কুবলয়াশ্ব, ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কোটবার, সখী প্রবেশ॥

গোর্ডগিরি॥ একতাল॥

নৃপতি শতুরজিতে দেল পরবেশ
জিনল দহও দিশ কিচ্ছু ন কলেশ॥
অহিতদলন কএ তুরিত বিদারি
রাখব ধরম পথ বরণও চারি॥
সামদানভেদ কএ ধরি নৃপ নীতি
করব সকল জন মনহি পিরীতি॥
নৃপ জগজ্জোতিমল কহথি বিচারি
সব রসে ভজব মোঞে এহে ত্রিপুরারি॥ ৭॥

নচারী ॥ কৌশিক ॥ এ ॥

জাহি জনাকা ধরমহি চীতি
সে মোর সহজ সহোদর মীতি ॥
সম্পতি দানভোগ নাসহি জাএ
অবসর এক পএ ধরম সহাএ ॥
নীলকণ্ঠ তোহি কুমতি ন দেহ
তোহর চরণ পএ করব সিনেহ ॥
নৃপ জগজোতিমল জুগুতি বুঝাব
ভবক ভগতি বিনু আন ন সোহাব ॥ ৮ ॥

হে প্রিয়ে এহন রাজা মোঞে শক্রজিৎ ॥

॥ শ্লোক ॥

স মে মিত্রং স মে পুত্র
স্তানি ভৃত্যানি সা প্রিয়া ।
যা ধর্মকাগ্রচিত্তস্য
ধর্ম সা ভায়কং চরেৎ ॥

মহাদেবী। হে নাথ মোরো গোচর সুনু ॥

॥ শ্লোক ॥

ত্বং হরিস্ত্বং হরোদেবস্ত্বমেব কমলাসনঃ।
ত্বয়ি প্রীতে মমপ্রীতাঃ সর্বা এবাত্র দেবতাঃ ॥

কুবলয়াশ্ব। হে তাত, মোরা কিচ্ছু গোচর অ[েক]বধান করু ॥

॥ শ্লোক ॥

ন তীর্থং ন তপোজ্ঞানং নাশ্রমা নিয়মায়মাঃ।
ন তাদৃক্পাবনং যাদৃক্ ত্বৎপদাম্ভোজসেবনম্ ॥

রাজা। হে প্রিয়ে, হে পুত্র সাধু সাধু ॥

ব্রাহ্মণঃ। হে দেব, হমর কিচ্ছু বিনতি সুনু ॥

পাপাত্মানো দণ্ডনীয়াস্ত্বয়া যে
স্থাপ্যন্তেঽমীবর্ণধর্মাস্ত্বয়ৈব।
নীত্যাধানাৎ পোষকশ্চ ত্বমেকো
ধর্মঃ সাক্ষাৎ ত্বং হি নো ভাসি রাজন্॥

মন্ত্রী, কোটবার। হে দেব, হমর প্রাণো ইহাহিক, সেহে হমরা সফল, যে ইহাক আজ্ঞা উপযুক্ত হো॥

রাজা। প্রিয়ে, ইহাঞে এতএ রহু, হমে সভা জাইচ্ছও॥

রাজা সপরিবারো গীতেন নিস্‌সরতি॥

॥ কোরাব ॥ প্র ॥

সভা সহরষে জাএব তহা
সুজন সংগম হোএত জহা॥ ৯॥

কোণ ভাষা

রাজা। হে পুত্র, রাজাকা সভা চরিত্র অবশ্য বিচারএ চাহিঅ।

পুত্রঃ। হে তাত, রাজ্যচর্চা অবশ্য কর্তব্য॥

দ্বিতীয় কোণে॥

পুত্র। হে তাত, সভাক বেরি হয়ল।

রাজা। অবশ্য চলু॥

রাজ্ঞী। হে সখি, হমরা অন্তঃপুর চলু॥

সখী। দেবি, সর্বথা॥

ধনাশ্রী॥ প্র॥

নিঃসরতি সসখী রাজ্ঞী॥

রাজ্ঞী। হে সখি, তোরাঞে চলু॥

সখী। অবশ্য॥

দ্বিতীয় কোণে॥

সখী। হে দেবি, ইহাক আজ্ঞা প্রমাণ॥

রাজ্ঞী। সখি আবিএ॥

দ্বিতীয় সম্বন্ধঃ॥ ২॥

।। সগণো রাজা ।।

॥ ধনাশ্রী ।। প্র ॥

কোণ ভাষা ।।

রাজা । হে মন্ত্রি, সভাস্থান চলু ॥

মন্ত্রী । দেবাদেশ ॥

দ্বিতীয় কোণে ।।

মন্ত্রী । হে দেব, আজ সভালোক ভীর দেখইচ্ছী ॥

রাজা । সভাক এহেন লক্ষণ ॥

ব্রা হে মহারাজ হম[৫খ]র এক ব[চ]ন অবধান কুরু ॥

সভাগীতং ॥ ধনাশ্রী রাগ ।। প্র ॥

নৃপতি সিহাসন চ্ছাজ
জোতিষ বৈদ তুজরাজ, দাহিন ॥
ভৃত্যবেদি রাজকুমার,
গণিকা কএ অলংকার, বামদিস ॥
পিঠিদিস চামর ঢারি,
ভাবচতুর বরনারী, সেহে সবে ॥
সমুখ রহএ চ্ছড়িপানি,
নৃপ মন ইঙ্গিতে জানি, সেহে সোহ ॥
নৃপ জগজোতি শিব আস,
তে ফলে হো পরগাস, হে শিব ॥ ১০ ॥

ব্রাহ্মণঃ । হে দেব ।

গীতার্থং শ্রাবয়তি ॥

এহেনা সভা সভা বোলিএ ॥

রাজা । হে দ্বিজবর, উত্তম কহিচ্ছী ॥

যমনীপট্টং দত্ত্বা সগণো রাজা নিস্‌সরতি ॥

॥ তৃতীয় সম্বন্ধঃ ॥ ৩ ॥

[১'৪]

ততঃপ্রবিশতি দাসেনানুগম্যমানঃ সশিষ্যা গালবঃ ॥

পহাড়িয়া ।। ঠক তাল ।।

কৌস্তুভভূষণ প্রভু ভূষণ কি আন্
গরুড়বাহন হরি আন নহি জান্ ॥
লখিমীরমন তুমী ধনে কিবা কাজে
বাণীর নাগর কাহ্নু কহইতে লাজে ॥
জলদসুন্দর তনু মণিময় হারে
নির্গুণ সগুণ হৈয়া সকল সংতারে ॥
নৃপ জগজোতি মতি তুমি বনমালী
রাগ পহড়িয়া এহো গাবে ঠকতালী ॥১১॥

গালবঃ। হে শিষ্য সুনু।

শিষ্যঃ। হে মুনে ঈপ্সিতমেব ॥

গালব।

শ্লোক ॥

অস্তি সত্রং ময়ালব্ধমত্রবিঘ্নাভি দানবাঃ।
গালবোঽহং ততো হোতাশ্চিন্তয়ামি জনার্দনম্ ॥

শিষ্য। হে মুনীশ্বর ঈশ্বর আরাধনে কি নহি হোএ ॥

গালবঃ।

কিঞ্চিৎ ধ্যানং কৃত্বা স্তুতিগীতং গায়তি ॥

আসাবরী ॥ খর্জ ॥

জলময় কমঠ কলেবরে তোহে দেব ধএল ফণিরাএ
ফণিপর ভএ বর শূকর ধরণি ধৈলি নারদ[৬ক]লাএ
হরিরূপ হিরণ বিদারল বামনে বলিচ্ছল খেদি
সহসবাহু দশআনন পলম্বরাম রূপে চ্ছেদি ॥

মথ পরশুমার বিনিন্দিএ বুধরূপে ধএল সমাধি
রিপুরুধিরোদকে ধোইলি ধরণি যবনকুলে বাধি ॥
সেহে তোহে দেব দমোদর কে নহি তোহে জগ জান
মোর মথ অসুর বিঘিনি কর দেহ অভয় বর দান ॥
ভগবতী ভগতি ভাবরসে নৃপ জগজোতিমল ভান
হরিহর জঞো হোঅ পরসন কী নহি হো সমধান ॥১২॥

গালব। হে শিষ্য, পরমেশ্বরক প্রসাদে, ঈ ঘোড়, খড়্গ, আকাশ সঞো পরল অছ, কু, পৃথ্বী, তকর বলয়মণ্ডল, স্বেচ্ছাঞে গমন হো, তে কুবল নামে অশ্ব, ঈ খড়্গ, সবে শত্রু জিনিএ, এহেন আকাশবাণী ভেল অছ, ঈ লএ রাজা থাও চলু ॥

শিষ্য। বড় আনন্দ ॥

সশিষ্যা গালবো গীতেন নিস্সরতি ॥

আসাবরী ॥ লাঞ্ছ ॥

অসি কুবলয় হয় লয় কভু চলিঅ রাজ সমাজ
মহীপতি অনুমতি লএ কভু করব অপন কাজ ॥ ১৩ ॥

কোণ ভাষা ॥

গাল। হে শিষ্য, হমরা ঈ যজ্ঞ বড় বাঞ্ছা।

শিষ্য। ঈ উপর কী ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

শিষ্য। হে আচার্য, অবিলম্ব রাজা থাঞো বিজয় করু ॥

গারব। এহেনে ॥

চতুর্থ সম্বন্ধঃ ॥ ৪ ॥

[১'৫]

সপরিবারো রাজা জমনিকাং দত্বা, সভাং প্রবিশতি ॥

রাজা। হে পুত্র, মন্ত্রি কোটবার, সাবধান হএ রাজ্য চিন্তা করহ ॥

কুবলয়াশ্ব। দেবক আজ্ঞা প্রমাণ॥

গালবো গীতেন প্রবিশতি॥

বসন্ত॥ প্র॥

নৃপতি সভাগৃহ সুজন সাথ
বৈসল জ[৬খ]নি দেখিঅ বিবুধনাথ॥ ১৪॥

কোণ ভাষা॥

গালব। হে চ্ছাত্র, ঈ বস্তু লএ রাজা আরাধনা করু।

শিষ্য। তথী সংদেহ কওন॥

দ্বিতীয় কোণে॥

শিষ্য। হে আচার্য, সভা দেরি ভেল।

গালব। রাজাক থাঞো শুভাশীর্বাদ করব॥

গারব। হে দ্বারী, গালব ঋষি আএলচ্ছথি, রাজা জনাউ।

দ্বারী। সর্বথা॥

দ্বারী। হে দেব, গালব ঋষি দ্বার চ্ছথি।

রাজা। গালব ঋষি তোরাঞে আনহ।

দ্বারী। মহারাজ অবশ্য॥

দ্বারী। ঋষিরাজ মহারাজ সঞো দর্শন করু।

গালব। অবশ্য।

গালব। আশিস, জয় জয় মহামণ্ডলেশ্বরো ভব॥

রাজা। হে ঋষিরাজ মোর প্রণাম॥

গালব। উত্তরোত্ত সন্ততি সন্তান বৃদ্ধিরস্তু॥

রাজা। হে ঋষীশ্বর, ঈ আসন বৈসু॥

গালব। অবশ্য॥

রাজা। হে ঋষিরাজ, মোরা পরম ভাগ্য, আজ অপনে কি নিমিত্তে এতএ বিজয় কএল॥

গালব। হে মহারাজ, ঈ ঘোড় খড়্গ, ইহা লাই আনল অছ্, হমে দ্বাদশ বার্ষিক সত্র আরম্ভ কএল অছ্, সে রাজা বিঘ্নু হোএ নহি, দৈত্য বিঘ্ন করত, সে ইচ্ছাএঞ সম্পন্ন করু॥

রাজা। হে ঋষিরাজ, ঈ ঘোড়, খড়্গ কহেন॥

গালব। মহারাজ স্নুনু॥

॥ গালবোক্ত গীতং ॥

॥ সোরথী ॥ চো ॥

জহেন দিবাকর কিরণ উদয় ভেল তিমির মলিন ভাব জাঈ
প্রবল প্রতাপ তাপে তুঅ তহেনে পিশুন পরাভব পাঈ॥
মহারাজ মোহি মখ করবা সাধে
মোহ মহামদমত্ত দানবগণ এহি অসি কর তুই আধে॥ ধ্রু॥
জাএব জতহি ততহি লয় জাএত হয়বর কুবলয় নামে
ঈ অবধারি মুরারি অরাধিএ অএলহু তোহর থামে॥
ধরম করম সবে বিষম পয়োনিধি বিধি তোহে কএল কড়হারে
কর অবলংব দেহ অবিলম্বিত জে ওহি ওহি হোঅ সতারে॥
ঈশ চরণগতি ভগতি জুগুতি ধরি নৃপ জগজোতিমল গাবে
ধরম জাহি মতি হরি পরসাদহি অভিমত পাবে॥ ১৫॥

॥ শ্লোক ॥

ধরণিবলয়মেতদ্ভ্রাম্যতিদ্রাগখিন্নো
নয়তিকিল যথেচ্ছং বাহকস্বাহ এষঃ।
কুবলয় ইতিনাম্না বিশ্রুতস্তেন লোকে.
ত্বমপি কুবলয়াশ্বঃ প্রাপ্য তং বৎস ভূয়ঃ॥

গালব। হে মহারাজ, এতবা হমর বিজ্ঞপ্তি॥

রাজা। ঋষিরাজ, মোর কিচ্ছু গোচর স্নুনু॥

গাল। মহারাজ আ[জ্ঞা] করু॥

মালব ॥ চো ॥

মোহি রহইতে তুঅ নহি অনুচিত হোঅ
এহি নহি করব সন্দেহ
সবে কিচ্ছু হমর এেহাক সোআধিন
ধ[ন]জন জে চাহ লেহ ॥
দ্বিজবর দৈবতে বন্দিত হমরা ॥ ধ্রু ॥
ধরম করম জত জীবহু সাহিঅ
ইহে পএ মোরা মন আস
পুহবি রাজপদবী অবলম্বিএ
কিচ্ছু নহি গুণব অয়াস ॥
চারি বরণ অপনা পথ রাখিঅ
নৃপতিক ঈ সবে কাজ
সুত মোর সুমতি সঙ্গে লএ জাইঅ
ভয় জনু মান ঋষিরাজ ॥
চণ্ডীচরণ বলে কোনহি সন্তর চিন্তা
জলধি অপারে
হরক অরাধনে কী নহি পাইঅ
নৃপ জগজোতি অবধারে ॥ ১৬ ॥

গীতার্থং শ্রাবয়তি ॥

রাজা। হে মুনীশ্বর, হমরা অচ্ছেতে, ইহাক কওন চিন্তা, মোরা প্রাণ[৭খ]হু তহ অধিক পুত্র ঋতধ্বজ সঙ্গ লয় যজ্ঞ করু ॥

গালব। হে মহারাজ, এহি উপর হমরা কী, পরন্তু, কুবলয়চ্ছ ইন্থি অশ্বএ বিৎপত্তি আজ সএো ঋতধ্বজক, কুবলয়াশ্ব নাম, ই যুবরাজ, মএ লএ জাএবাহ ॥

রাজা। ঋষীশ্বর, সর্বথা ॥

গালব। মহারাজ, সর্বদা পূর্ণকামো ভব ॥

রাজা। হে কুবলায়শ্ব, ঈ খড়্গ ঘোড়, লএ ঋষিক যজ্ঞ সাঙ্গ করু ॥

কুবলয়াশ্ব। তাত সর্বথা ॥

গালব, কুবলয়াশ্বৌ গান্ধাররাগ পরতালে নমিস্‌সরতঃ ॥ কোণ ভাষা ॥

গারব। হে কুবলয়াশ্ব, আজ কর্ম সাফল্য ভেল।

কুবলয়াশ্ব। ই কওন চিত্র ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

কুবল। হে মুনীন্দ্র, মএ আজ্ঞাকারী।

গালব। সাধু সাধু যুবরাজ ॥

[রাজা] ॥ মোরা পুত্র অতি সুলক্ষণ ঋষিক কার্য অবশ্য করতাহ ॥
এখনে ধওলহর উপর গএ রহব ॥

দ্বিতীয় রাণী দবলন দুংভায় ॥ কোণ ॥

রাণী। এখনে রাজাক কওন অবসর দেখু গএ॥ হমে ত্বরাঞে জাব ॥

[রাণী] ॥ হে মহারাজ হমর প্রণাম ॥

রাজা। হে প্রিয়ে এতয় আউ বৈসু ॥

রাজা। হে প্রিয়ে তোহে সংসারক সারথিক হমর এক বচন সুনহ ॥

রাণী। নাথ কহু ॥

কেদারা ॥ প্র ॥

জগ জুবতী পর ॥

রাজা। হে প্রিয়ে মান ন করহ ॥

রাণী। হে মহারাজ হমর বিনতি কিচ্ছু সুনু ॥

রাজা। প্রিয়ে কহ ॥

[রাণী]

ধতে ॥ এ ॥

দিনমণি নলিন ॥

হে মহারাজ এঞহাঞে চতুর নাগ হমে অধিক কী কহব ॥

রাজা। হে প্রিয়ে খনেক বিশ্রাম করব ॥
রাণী। মহারাজেশ্বর জে আজ্ঞা ॥

[৮ক] রাজ্ঞীসখী গীতেন প্রবিশতি

॥ গান্ধার ॥ প্র ॥

শশি বিনু রঅনি পুরুষ বিনু নারী
তিমিরে মলিন ভএ জাঈ।
রঅনি চাঁদ সংগে নারী পুরুষ সংগে
খনহি উজর মন পাঈ ॥ ১৭ ॥

কোণ ভাষা ॥

রাজ্ঞী। হে সখি, রাজাক চরণ দেখু গএ ॥
সখী। মহাদেবী সর্বথা ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

সখী। হে দেবি, নিকট অএলহু।
রাজ্ঞী। সখি এহেন ॥
রাজ্ঞী। হে নাথ মোর প্রণাম ॥
রাজা। হে প্রিয়ে, এতয় আউ ॥
রাণী। মহারাজ সর্বথা ॥
[রাজা] হে প্রিয়ে পুত্র ঋতধ্বজ গালবক যজ্ঞরক্ষা করএ পঠবলাহ॥
রাণী। প্রাণেশ্বর বড় কার্য কএল ॥
রাজা। হে প্রিয়ে খনেক এহি থাম বিশ্রাম করহ ॥

রাণী। মহারাজ জে আজ্ঞা ॥
রাণী। নাথ এঞহাক চরিত্র দেখি মোঞ স্নেহ জানল।
রাজা। কী অর্থ ঈ।
রাজ্ঞী। অর্থ মোঞে কহঈচ্ছঞো ॥

গীতং ॥ কেদারা ॥ খর্জ ॥

বচনরস পরপঞ্চ দাখিএ কৈএ তোহ সঞো নহ
হৃদয়বেদনে কএল দিনে দিনে ঝাখি ঝামর দেহ ॥
কপটপাস পসার পরিহরি, করহ সোঝ পআন
ধূমধরভর তাবে সুন্দর, জাবে জান ন আন ॥
নয়নকৌশলে কাঁই বঞ্চহ, আন ভএ অনুরাগি
দিবসখন এক পাএ দরশন, রঅনি খেপও জাগি ॥
ভমর ভএ মন থির ন করিঅএ, চ্ছাড়ি দেহ মধু পাস
জতহি রস মন পুরি পাইঅ, ততহি করি অবিলাস ॥
প্রথম দুই লহু অওর এক গুরু কৈএ সম কএ তাল
নাম দ্রুত জতি গাব জগজোতিমল্ল ধরণীপাল ॥ ১৮ ॥

রাজ্ঞী। হে ॥ মহা[৮খ]রাজ কী এ বংচনা মাত্র কএলচ্ছ ॥

গীতার্থং প্রাবরতি

রাজা। হে প্রিয়ে ঈ নহি উচিত কিচ্ছু সুনু ॥

গীতং ॥ বরালী লাংজ ॥

ফুলল কমলবন দহদিশ দেখি
মধুপ ধাব মধুপান অপেখি ॥
কে তাহিক হিঅ নিবার পার
এহি সময় সব মনহি বিকার ॥
অবসর জানি করিঅ ধনি মান্
জে নহি পুনু পরিহাসএ আন্ ॥
দুই লহু দুই গুরু শিথিলে বজাব
মন্থর জতি নৃপ জগজোতি গাব ॥ ১৯ ॥

রাজা। হে প্রিয়ে তোহ চ্ছাড়ি আন প্রিয়া নহি ॥

রাজ্ঞী। সখি মোরা কত হৃদয় দুখ ॥ কিচ্ছু সুনু ॥

সখী। দেবি আজ্ঞা করু ॥

. গীতং ॥ ভূপালী ॥ প্র ॥

সুনু সুনু সখি এ বেবহার
বুঝি কহহ মোহি কী পরকার ॥
রঅনি কবহু নিদ ন আব
কৌতুক কিচ্ছু ন মোহি সোহাব ॥
চলইতে মোরা নিতম্ব ভার
সবহু তে এহি গরুঅ ভার ॥
নয়ন দেখিতে আলস ভেল
তহ্নি বিনু হিঅ হরষ গেল ॥
ভনে মহীপতি শ্রীজগজ্জোতি
পশুপতি সঞো করু পিরীতি ॥ ২০ ॥

রাজ্ঞী। হে সখি, পুরুষ নিঠুর ॥

সখী। পুরুষ এহেন থিক ॥ হে মহারাজ তুঅঞো স্ত্রী সমান করএ চাহিএ ॥

রাজা। সখি অবশ্য ॥ হে প্রিয়ে তোহরা তুঅঞো প্রীতি কর ॥

রাজা। হে প্রিয়ে, স্ত্রীজাতি অপ্রবোধ্য কিচ্ছু সুনহ ॥

রাজ্ঞী। প্রভু কহু ॥

মালব ॥ থর্জ ॥

কতেক কৌশলে হমে বোধলি হে আজ
কিতঅ নহি মানল তুঅ নহি লাজ ॥
সুন সুন সুন্দরি বোল কিচ্ছু মোর
দিনে দিনে ঘটত হে জোবন তোর ॥
পিশুন বচন যদি ধএলহ কান
জত কিচ্ছু [৯ক] বহি গেল তোহর গেয়ান ॥
নৃপ জগজ্জোতিমল ঈ রস ভান
সময় বিচারি করিঅ ধনি মান ॥ [২১] ॥

রাজা। হে প্রিয়ে, প্রাণপ্রিয়া তঞে মান ন করু।

রাজ্ঞী। প্রাণেশ্বর জে আজ্ঞা ॥

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর হমরা কিচ্ছু বিনতি অবধান করু ॥

ভূপাল ॥ এ ॥

তোহর উচিত ॥

হে মহারাজ ঞেহাএ ঞেহন নাগর হম তহ কী বাজি হোঅএ ॥

রাজা। হে প্রিয়ে, খন এক এতএ বিশ্রাম করব।

রাজ্ঞী। সর্বথা ॥

সপরিবারো রাজা জমনিকাং দত্ত্বা নিসৃসরতি

পংচম সংবন্ধ ॥ ৫ ॥

[১`৬]

অত্র মুরজ্ঞাদি বাদ্যেন তদ্ব্যতিরিক্তেন দাসগণয়া পাতালকেতু প্রবেশঃ ॥

বরালী ॥ প্র ॥

অসুর পতালকেতু সবে মোহি জানে
মোর সম ত্রিভুবন দোসর ন আনে ॥
ভুজবলে বশ কৈল আঠ দিগপালে
দলে মোরে কেন কাঁপে দেব সর্বকালে ॥
অজুগুত ভেল আজ ঋষি কর জাগে
সুনিবহু তহি খনে বড় কোপ লাগে ॥
নৃপ জগজোতি ভন বরাড়ী বিরাজে
লহু গুরু লহু গুরু পরতাল বাজে ॥ ২২ ॥

পুনর্ম্মচারী ॥ বরালী ॥ এ ॥

তোর মন কিচ্ছু ন সোহাব
এক পএ সঙ্গর ভাব ॥
হে জন, সর ॥
দহদিসে করও পআন
ভুজ দেব ধন হরি আন ॥
সব তহ সাহস জোর
মারেলেখে তিভুবন থোর ॥
হয়গয় বল সবে সাজ
অহনিশ জয়ধুনি বাজ ॥
নৃপ জগজোতিমল গাব
শিবপদ ভগতি হি পাব ॥ ২৩ ॥

পাতালকেতু। হে ভ্রাতঃ সুনু ॥

শ্লোক ॥

নাম পাতালকেতুর্মে তালকেতু সহোদরঃ
কষ্টমেতন্ময়াপ্রাপ্তং যদ্দেবা যাগভাগিনঃ ॥

দেবগন্ধর্ব অনেক মঞে জিন[৯ খ]ল অচ্ছ, ঋষি মনুষ্যমাত্র দেবসেবা করৈচ্ছ, ঈ বড় হমরাক কষ্ট।

তালকেতুঃ। হে ভ্রাতঃ ঈ কওন কষ্ট ॥

শ্লোক ॥

কিং কষ্টং ঋষিযাগে তে তালকেতৌস্থিহনুজো
প্রতাপৈস্তাপিতা দেবাঃ কা কথা ঋষিনিগ্রহে ॥

হমরাকে আজ্ঞা করু, ঈ যজ্ঞ মোঞ বিঘ্ন করব ॥

পাতালকেতু। হে ভ্রাত সাধু সাধু ॥ অহে অনুজ, এতবা কর্ম মঞে করব, আওর কি কহব, মোঞে মায়ারূপ কএ ঈ কর্ম করএ জাইচ্ছও।

তালকেতু। হে ভ্রাতঃ ঈ অবশ্য কর্তব্য ॥

পাতালকেতু তালকেতু গীতেন নিসৃসরতঃ ।।

সিংদুরা ।। এ ।।

কপট কোল ভএ মুনিমখ নাশব
তে আবে অবসও সুখ হমে পাওব ॥
হে তালকেতু রচহ মারব কঞোন হেতু ॥ ধ্রু ॥ ২৪ ॥

কোণ ভাষা ॥

তালকেতু। হে ভ্রাতঃ অবিলম্বে চলু

পাতালকেতু। হে অনুজ সর্বথা ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

পাতালকেতু। হে অনুজ, তোহে প্রাণহু তহ প্রিয়ে, তোহে রাজ্যর রহ, ঈ কর্ম মোঞ করব ॥

তালকেতু। হে ভ্রাতঃ জে আজ্ঞা ॥

ষষ্ঠ সংবন্ধ ।। ৬ ।।

[১০৭]

গালবকুবলয়াশ্বৌ কোরাবরাগ থর্জতিতালেন প্রবিশতঃ ।।

কোণ ভাষা ।।

গারব। হে রাজন্, যজ্ঞ অবে রক্ষা করু।

কুবল। হে ঋষীশ্বর, সে হমর ভাব ॥

দ্বিতীয় কোণে ।।

কুবল। হে মুনীশ্বর, যজ্ঞস্থান কতবা দূর অচ্ছ।

গারব। হে রাজন্, সে স্থান অএলাহু ॥

কুবল। হে ঋষীশ্বর, ঈ আশ্রম বড় মনোহর।

গারব। হে মহারাজ, ইহাক প্রতাপ ॥

গালব। হে ঋষিলোকে, মহারাজ হমর আশ্রম বিজয় কএল অ[১০ক]চ্ছ, পাদ্যাদি অর্হণাঞে সংকার করু, রাজ সিংহাসন বৈসাউ ॥

ঋষয়ঃ। এহেন যোগ্য ॥

ঋষি। হে মহারাজ ঈ সিংহাসন বিজয় করু ॥

কুবল। ঋষীশ্বর জে আজ্ঞা ॥

গালব। মহারাজ, হমরা জন্ম সাফল্য ভেল, ইহাঞে ঈ আশ্রম অলংকৃত কএল ॥

গালব। হে ঋষিলোকে, যজ্ঞমণ্ডপ কুণ্ড, মহাবেদী, গ্রহবেদী, চক্র-নির্মাণ, স্রুবস্রুক্‌খড়্গা পলাশ, অশ্বত্থ শমী, উরুম্বর ইত্যাদি অষ্টাদশ সমিধ, কুশবিষ্টর, বর্হি, আজ্যস্থালী, প্রণীতা পাত্র, প্রোক্ষণী পাত্র, গব্য, ঘৃত দধি দুগ্ধ, মধু, তিল তণ্ডুল, যব ধান্য লাগুড়ৌদন, শ্রীফল দধ্যোদন বদরীফল, প্রয়ংগু, সুমুখ, শত পুষ্প, শ্বেত তিল, কৃষ্ণ তিল, রক্ত তিল, ত্রিকটু ত্রিফলা নূপকেশর, পদ্মকেশর, চন্দনগুলি, গুগ্‌গুলি, সর্মৌষধি কণ্ঠ মূল ফল পক্কান্ন ইক্ষু দুর্বা অক্ষত ঈ সব সামগ্রী সংপূর্ণ ভেল।

ঋষয়ঃ। সব সংপূর্ণ ভেল ॥

গালব। গন্ধপুষ্পাদি সর্বোপচার, শীঘ্র আনু, আচার্যবরণ ঋত্বিকবরণ, চতুর্বেদী, সাবধান ভএ, কুশণ্ডিকা করু ॥

ঋষয়ঃ। অবশ্য ॥

ততো যজ্ঞগীতং ॥

॥ কোরাব ॥ খর্জ ॥

পুরল মনোরথ সবে ভেল আজ
অপনে আএল নৃপতি সমাজ ॥

তিল তণ্ডুল যব অও[র] ঘৃতধার
ফলফুল তম্বুল জত উপচার ॥
দশদিকপাল আওর যত দেব
সবিধি হোম হবি সবকে দেব ॥
চারহু বেদ পঢ়এ সবে মুনি
হৃদয় জুড়াএল সেহে ধুনি সুনি ॥
গাবএ সরস নৃপ[১০খ]তি জগজোতি
কী নহি মিলএ জঞো হরক পিরিতি ॥ ২৫ ॥

গালব। হে ঋষিলোকে, সানন্দিত হএ যজ্ঞ করু ॥
ঋষয়ঃ। ঋষিরাজ সর্বথা ॥

প, চো ॥

প্রথমহি আহুতি দেঅঞো গণেশ
হমরা মখ সবে হরথু কলেশ ॥
হরি বিরঞ্চি বাসব দিগদেব
আহু[তি] সবহি হরষ মঞো লেব ॥
করঞো বেদধুনি মুনিজন মেলি
শংকর সিদ্ধি দেথু এহি বেরি ॥
সুকৃত সমাজ সুকৃত মন ভাব
দানব দুকৃত পরাভব পাব ॥
নৃপতি জগজোতি কহ ধরম সহাএ
শমনক শাসন তেহি পএ জায় ॥

গালব। হে ঋষিলোকে, সানন্দিত ভএ মনস্থির কএ যজ্ঞ করু ॥
ঋষি। অবশ্য ॥

আজি প্রথমাঙ্ক ভেল, কিচ্ছু শরীরার্থ গাবইচ্ছি ॥

নাট ॥ এ ॥

সকুচিত দেহ চলএ নহি পার
নয়নতেজ বিনু জগত অধার ॥
এ হরি এ হরি এহেন কুযোগ
বূঢ় দশা থিক পাপক ভোগ ॥ ধ্রু ॥
বিগলিত দশন বধির ভের কান
আন কহ চলিঅ আবএ আন ॥
অপনুক জন জত কর পরিহাস
দিনে ২ বাঁধর হৃদয় উদাস ॥
নৃপ জগজোতি কহ কি হোএত ঝাঁখি
অবহু চেতহ হরিপদ দেহ আঁখি ॥ ২৬ ॥

ইতি প্রথম দিবসে ॥

॥ অথ দ্বিতীয় দিবসে ॥

গালব। হে ঋষিলোকে, সানন্দিত ভয় যজ্ঞ করু ॥
ঋষিলো। অবশ্য কর্তব্য ॥

গালবযজ্ঞে অকস্মাদেব শূকরঃ প্রবিশতি ॥
তগ্গীতং

॥ সারঙ্গী ॥ প্র ॥

কোলরূপ ধরি ঘুর যজ্ঞশালা
দূর কর ঘৃত ঘট গরজ করালা ॥ ২৭ ॥

অনেন গীতেন [১১ ক] যজ্ঞবিঘ্নং করোতি ॥

গালব। হে মহারাজ সাবধান ॥

গীতং চ

॥ গৌরী ॥ এ ॥

ইন্দু বিধুন্তুদ লেখে
সুজন কুজনকা বহুত বিশেষে ॥
পেখ অমিঅও দেই
দোসর সময় হেরি গরসএ লেই ॥
বিহি কএল পরকারে
তুরজন রঞ্জএ সেহো নহি পারে ॥
হরি কএল রাহুও আধে
ওকর ন হোঅ তহিহু তহে বাধে ॥
নৃপ জগজোতি বিচারী
সাধ করিঅ জএওাও ত্রিপুরারি ॥ ২৮ ॥

শ্লোক ॥

ঘোণাঘাতৈঃ স্ফাটয়ন্নম্বুকুম্ভান্
গর্জত্যুচ্চৈস্তর্জয়ন্ সর্বলোকান্।

মায়াকোলঃ কোঽপ্যয়ং যজ্ঞবেত্থাং
মূর্তোবিঘ্নঃ সংভ্রমী বম্ভ্রাম্যতি ॥

গালব। হে মহারাজ ঈ শূকর নহি, মায়াধারী অসুর তৎকাল মারু ॥

কুবল। হে ঋষীশ্বর, হমরে রহইতে কওন শংকা ॥

গালব। হে রাজন্, সূর্য উগলে কী অন্ধকার রহথি ॥

শূকর কুবলয়াশ্ব উত্তর প্রত্যুত্তর গীতং

॥ ধনাশ্রী ॥ এ ॥

রাজ সমূহ শূকর করলোল
সে সুনি সবে মুনি মন ড়রে ড়োল ॥
নৃপতি বাণ ধনু কএল সঁধান
চৌদিস হোঅ জয় জয় ধুনি গান ॥
শূকর মহাবল ন লেঅ তরাস
পুনু পুনু ধাবএ নৃপতিক পাশ ॥
তখনে খড়গ লয়ে কর পরহার
অসুর মুহ ফেরি চলল পতাল ॥
কুবলয় হয় লএ কএল পআন
নৃপ জগজোতি বীর রস ভান ॥ ২৯ ॥

অঙ্গন পদেনৈব, শূকরকুবলয়াশ্বৌ নিঃসরতঃ ॥

কোণ ভাবা।

কুব। রে রে অসুর কহা জএবে ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

কুব। মোরা হাথ পরলা ॥

গালব। হে ঋষিলো[১১খ]কে, কুবলয়াশ্ব মহারাজা, মহাপ্রতাপী, এও, দুষ্ট পাতালকেতু নির্ণয় মারলাহ, আবে নিশ্চিন্ত ভেল, সানন্দে যজ্ঞ পূর্ণো করু ॥

ঋষিলোক। ঋষিরাজ সর্বথা ॥

শ্লোকঃ।

নীতিবৃদ্ধিঃ যশোবৃদ্ধিঃ প্রতাপৈরন্বিতঃ সদা।
নির্ভয়ো নৃপতিঃ পাতু রাজ্যমেতদকণ্টকম্ ॥ ১ ॥
শস্যবৃদ্ধিঃ সুমহতী পর্জন্যঃকামবর্ষণঃ।
রাজ্যেঽস্মিন্ সন্তু সানন্দাঃ প্রজাঃ বিপ্রাশ্চ ধার্মিকাঃ ॥ ২ ॥
অত্র দেবী ভগবতী ব্রহ্মাবিষ্ণুর্মহেশ্বরঃ।
অষ্টৌ চ হরিতাং পালা রক্ষাং কুর্বন্তু সর্বদা ॥ ৩ ॥
তীর্থানি মুনয়ো গাবো গন্ধর্বাঃ পন্নগাঃ নগাঃ।
যোজয়ন্তু সদাকামৈঃ রাজানং সপ্রজাগণম্ ॥ ৪ ॥
সন্তঃ সন্তু নিরন্তরং সুকৃতিনো বিধ্বস্তপাপোদয়াঃ
রাজানঃ প্রতিপালয়ন্তু বসুধা ধর্মস্থিতাঃ সর্বদা ॥
কালে সন্তুতিবর্ষিণোজলমুচঃ সন্তু প্রজাঃ পুণ্যদাঃ
মোদন্তাং ধনবৃদ্ধিবান্ধবসুহৃৎগোষ্ঠীপ্রমোদাঃ সদা ॥ ৫ ॥

ইতি যজ্ঞ পুর্ণোসংপূর্ণকয়া আশীর্বাদাদিকং দত্বা ॥

।। গালব ঋষিরাজ কথিতঃ ।।

হে ঋষিলো[১২ক]কে, হমরা এহী যজ্ঞ সম্পূর্ণ ভেল, এখনে ঋতধ্বব[জ]কা পুত্র, কুবলয়াশ্ব নাম জুবরাজ মহাসাহসীক অচ্ছএ, সে রাজকুমার সকল মনোরথ সফল কয় কহু, পরম কুশলে স্বরাজ্য বিষে জাথু ॥

ঋষিলোক প্রত্যুত্তরং।

এবমস্তু তথাস্তু ॥

॥ গালব। হমরা সবকা পুর্ণ মনোরথ ভেল, অপনে অপন আশ্রম চরু ॥
ঋষিলোক। এবমেব ॥

।। সঋষিগণো গালবো গীতেন নিস্‌সরন্তি স্ম ॥

সারঙ্গরাগে ॥ পরতারে ॥

মুনি হে পুনু পুনু মখসুখ পাউ ॥ ধ্রুবং ॥
নৃপে নিজভুজবলে বিঘিনি বিনাশল
সবহি অপন ঘর জাউ ॥ ৩০ ॥

কোণ ভাষা ॥

গালব। হে ঋষিলোকে, হমে সানন্দ ভেলাহু, কুবলয়াশ্ব যুবরাজক, মনোরথ পূর্ণ হোঅও।

ঋষিলোক। ধর্মবলে সে সবে হো ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

ঋষিলোক। হে মুনি বড় কর্ম কএলচ্ছ।

গালব। এহাহি লোকক অনুগ্রহ ॥

সপ্তম সংবন্ধঃ ॥ ৭ ॥

[২৮]

॥ মহাদেব পরিক্ষেপন দ্রুংহায় ॥

॥ মহাদেব। হে প্রিয়ে পার্বতি, ঈ বদ মনোহর স্থান, খনেক বিশ্রাম করহ ॥

॥ পার্বতী। ঈশ্বর জে আজ্ঞা ॥

মহাদেব। হে পার্বতি দেবি, তোহর রূপ দেখি হমর মন চংচল ভেল, কিচ্ছু বচন সুনু ॥

[১২ খ] পার্বতী। ঈশ্বর আজ্ঞা হোঅও ॥

মহা। শৃংগার ॥ বেলাবরী ॥ পরি ॥
দরশনে শশধর ॥
হে প্রিয়ে সুমন কএ আলিংগন দেহ ॥

পা। বিনতি সুনু ॥

আসাবরী ॥ চো ॥

তুঅ কর পরশ ॥

হে ঈশ্বর, এঞেহাক বড় বিদগ্ধ ॥

[মহাদেব] হে পার্বতি দেবি, এহি মহীমণ্ডল মহ নানা বিলাস কএলাহ, অতঃপরং কৈলাস জাএব চলু ॥

পা। ঈশ্বর জে ইচ্ছা ॥

দযলন পিহাব

॥ অষ্টম সংবন্ধঃ ॥ ৮ ॥

[২.৯]

ততো মদালসা প্রবেশ ॥

মালব ॥ অষ্টারা ॥

গন্ধর্বতনয়া হমে মদালসা নামে
চ্চলিহু সখিহি মিলি খেলৈতে অরামে ॥
অসুর হরিএ লাএল করম চণ্ডারে
পুরুব করমদোষে অএলা পতালে ॥
রচহ সজনি মোর কিচ্ছু পরকারে
জে হোঅ বিষম এহি সংকট উধারে ॥
নৃপ জগজ্জোতি ভন শিবহিক আসে
চির ন কুদিন রহ তেজহ তরাসে ॥ ৩১ ॥

অবহত্থা ॥

অম্বা জনস্স অম্হি আহরণং সহীত্র
তাদস্স লোঅণ চওরয় চন্দরেহা ॥
ধারেমি রখসকরগ্গহিদা ন সচ্চং
চণ্ডাল হত্থপড়িদা সুবহিব্ব জীঅং ॥

অম্বামাতা মাতৃজনস্য হৃদয়াভরণং
সহীএ সখীনাং তাতস্য লোচনচকোরচন্দ্ররেখা
ধারয়ামি রাক্ষসকর গৃহীতা নু সত্যং
চণ্ডাব হস্তপতিতা সুরভিরিব জীবম্ ॥

[মদালসা] হে কুণ্ডলে, হমরা এহন অবস্থা ভেরি ॥

কু। মদালসে বিশ্বাবসু গন্ধর্বরাজকন্যা ভএ, ঈ সঙ্কট উচিত নহি দৈব নির্বিঙ্কে কী ॥

[মদালসা] হে কু[ন্ত]লে, মোঞ অগ্নি প্রবেশ করব, চিতা রচিহ ॥

আকাশবাণী

॥ শ্লো ॥

পাতালকেতুং হত্বৈনং বোদ্ধর্ত্তাকোঽপি সৎ পুমান্
ত্রয়োদশ দিনাদর্বাং স মা কুরু সাহসম্ ॥

কু। সখি মদালসে তেরহি দিন ভীতর তোহরা সৎ[১৩ ক]-পুরুষ কেও স্বামী হোএত, জে হরি অনলিহে, সে পাতালকেতু মারত, এহেন আকাশবাণী ভেল চিন্তা জনু করু ॥

মদা। হে সখি, কিচ্ছু হৃদয়বেদন সুনু ॥

গীতং ॥ কেদারা ॥ এ ॥

কিচ্ছ ন সোহাএ থীর নহি রহ মন
জনি জ[ল] নলিনীপাত
হৃদয়বিষাদ হুতাশন অনুখন
হবি জকে জারএ গাত ॥
সুনু সজনী কি করব এহি পরকার ॥ ধ্রুবং ॥
বংশ বিশুদ্ধ কতএ ভেল উতপতি
কতএ অসুরঘর বাস
হরি হরি দৈব নিকারুণে রাখলি
হরি মুখ হরিণি গরাস ॥
রঅনিহু নীদ নয়ন নহি আবএ
কথিহু ন দেখিএ তরান

মোহি পাপিনি আবহু নহি পরিহর
পাথর কঠিন পরান ॥
দীহ নিসাস তরাস বেআপিত
কাপএ জীব অহনিশ
কাহি কহও নিঅ বেদন সাজনি
সুন দেখিঅ দহদীশ ॥
হিমগিরিনন্দিনি পদযুগ বন্দন
নৃপ জগজোতি বুঝাব
এক পএ শিবক অরাধনে
পাইঅ চারি পদারথ ভাব ॥

গীতার্থং শ্রাবয়তি ॥ ৩২ ॥

[মদালসা] ॥ হে কুণ্ডলে, এহনা দুঃখ, এহি ঠাঞো রহএ নহি পারইচ্ছিঅ আগন ভএ রহু ॥

কুণ্ডলা। হে মদালসে, দিন দশ বারহ অবধি আকাশবাণী কএল অচ্ছ, ধৈর্য করহ ॥

মদা। হে কুণ্ডলে, একহোক দিন হমরা যুগ সমান ॥

॥ কুবলয়াশ্বো বি[১৩খ]ভাস রাগে পবত্তালেন পাতালং প্রবিশতি ॥
কোণ ভাষা ॥

কুব। শিব ২ কওন প্রসংগে অএলাহু ॥

দ্বিতীয় কোণে।

মোরে শরে মায়া শূকর, মুইল কি নহি মুইল কি নহি মুইল ॥ কতএ আএল, ঈ কওন নগর কিচ্ছু নহি বুঝি হোঅএ ॥

অত্র নগরবর্ণনা অদ্ভুতরস গীতং

॥ বিভাস ॥ প্র ॥

নগর দেখিতে মোরা কৌতুক ভেল
জত চ্ছল পরিসম সবে দূর গেল ॥

হাটবাট সবে কত কত ভাংতি
সব ঘর দেখিঅ ধরহ পাংতি ॥
অনুপম দেখিঅ কূপ তড়াগ
কতহু ন মানুস বিসমএ লাগ ॥
এহি ধরহর দেখিঅ কে নারি
বিহি সজতন ভএ আনলি সমারি ॥
অদভুদ রস নৃপ জগজোতি গান
হরক ভগতি রসে নগর বখান।

গীতার্থং ॥ ৫৩ ॥

এহি হয়বর ইহা রাখি, সৌধ উপর মোঞ জাএব ॥ হে কামিনি, তোহে দেবকন্যা কী নাগকন্যা, কী গন্ধর্বকন্যা, কে তোহ কওন নগর কী নাম, হমরাক স্বরূপ কহ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা মদালসা মূর্ছতি

কুণ্ডলা। হে দেব, ই পাতালপুর নগর, মহামনোহর পাপিষ্ঠ পাতারকেতু নহি, নগরবাসী লোক অনেক তুঃখ জাতনা দেল তে নগর শূন্য ভেল ॥

কুবল। হে সুন্দরি হমরা দেখইতে মূর্চ্ছা কিএক ভেল ॥

কুবলয়াশ্ব সংগীতং

॥ পহডিয়া ॥ এ ॥

অপুরুব রমণী ন হোঅ বখানি
অচেত পড়লি কিএ কহহ সআনি ॥
তে কারণে অপনো [১৪ ক] জিব দেব
একর উধার অবস কএ লেব ॥
শশধর বদন ঢরিএ পড় নোর
বিহি সঁঘটাওল চাঁদ চকোর ॥

হমর তোহর কুদিবস গেল দূর
তুহুক মনোরথ হোএত পরিপুর ॥
চণ্ডীভগবতী নৃপ জগজ্যোতি গান
অবসর উচিত বিধাতা জান ॥ ৩৪ ॥

হে সুন্দরি নিমিত্তমাত্র কহ, তোহর দুঃখ, অকলেশতে দূর করবো ॥

কুণ্ডলা। হে মহারাজ রাজেশ্বর সাবধান সুনু ॥

[কুবলয়াশ্ব] সুন্দরি কহু ॥

কুণ্ডলোক্তি গীতং

। মালব ॥ খর্জ ॥

মদালসা নামে এহে রামা
বজরকেতু সুত লাএ ঈ ঠামা ॥
অগিনি পৈসএ লেলা
আকাশবাণী কিচ্ছু বিসবাস দেলা ॥
তোহে সামি পাওব সেহে
পাতালকেতু মারত বীর জেহে ॥
তে মুরচ্ছা ভেল তাহী
তোহ তহ সাধি হোঅ কী নাহী ॥
নৃপ জগজ্যোতিমল গাবে
হরক চরণ ভজি অভিমত পাবে ॥

গীতার্থং ॥ ৩৫ ॥

কুণ্ডলা। হে রাজ, গংধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুক তনয়া, মদালসা নাম, অতি বিচক্ষণা, মন্ত্রি রাজ বিংধ্যবানক বেটী, কুণ্ডলা নাম মোঞে, পুষ্করমালীক পত্নী, শুম্ভাসুরে, সে মারলাহ, তাহি দিন সঞো তীর্থভ্রমণ কএল, মদালসা হমরা অত্যন্ত প্রেম, একদা হমরা তুহু ব্যক্তি, বনবিহার করইচ্ছলাহু, বজকেতুক পুত্র,

পাতালকেতু মহাতুষ্ট, তমোময় মায়া কএ কভু হরি লএ অনলক ও পাপিষ্ঠ ঈ বিয়াহএ উত্তমলি, তে বিষাদে দোসরা দিনএ মরএ উত্তমল, ওহিটা [১৪ খ] সময় আকাশবাণী ভেলি পাতালকেতু মারি, তেরহ দিন ভিতর তোহরা উচিত স্বামী মিলত, জে পাতালকেতু মারত, সে হোএত স্বামী, ইচ্ছ[া] তোহরা ঠাম ভেল, তে শংকা মূর্চ্ছা ভেলইক ॥

কুবল। স্ত্রীবুদ্ধি এহনে থিক, সামবংশী সার্বভৌম মহারাজ শত্রুজিতপুত্র, কুবলয়াশ্ব নামে হমে, গালব ঋষিক যজ্ঞ করাবএ অয়রাহু, পাতালকেতু, শূকর রূপ যজ্ঞ বিঘ্ন করএ গেল, এক শর মারি, তাহি খেদল, এক কন্দরা পড়লাহু, তে বাট, ই ঠাম অএলাহু, সে পাতালকেতু, মারল মোঞে নিস্‌সন্দেহ ভেটল নহী ॥

তদনন্তরং কুণ্ডলা মদালসা চেষ্টা কারয়তি। শীতল জল তালবৃন্ত লএ জগাউলি ॥

মদালসা। হে প্রিয়সখি, প্রীতি সমান দুঃখ নহী ॥

মদালসোক্তি গীতং

॥ কোরাব ॥

পেমক কেহু নহি বুঝিঅ ওর
করমক দোসে সেহও ভেল ভোর ॥
কত জোজন ঘন বরিসএ তোএ
তঞো পএ ধরণি অধিক ফল হোএ ॥
বারিস বিনু মহি সহি নহি জাএ
দিনে দিনে ঝুরি ভএ ফাটি সুখাএ ॥
এহন বিওগ হরি কাহু জন দেহ
পুনু পুনু বিনমও রাখহ নেহ ॥
নৃপ জগজোতিমল এহু রস ভান
পেম সমান সুখদ নহি আন ॥ ৩৬ ॥

[মদালসা] হে কুণ্ডলে, ইথি কী বিধেয় ॥

কুণ্ডলা। ঈ মহারাজকুমার, হিনি পাতালকেতু [১৫ ক] মালহাল নিশ্চয় তথী, তোহর মনঞো প্রমাণ, তথাপি তুম্বুরু তোহরা কুলগুরু, তহ্নিত আহ্বান করইচ্ছঞো ॥ হে ঋষীশ্বর তুম্বুরু, হমরা ঈ কষ্ট ভেলঅচ্ছ, দর্শন দিএও ॥

বিভাস রাগে একতালেন তুম্বুরুঃ প্রবিশতি

কোণ ভাষা ॥

[তুম্বুরু] হমরা অত্যন্ত স্নেহ কুণ্ডলা আবাহন কৈরৈচ্ছত, তঞে জাএব ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

ত্বরাঞে জাএব ॥

মদালসা কুণ্ডলে ঋষি পশ্যতঃ ॥

মদা, কুণ্ড। মহাঋষীশ্বর হমর প্রণাম ॥

তুম্বুরু। মনোরথ সিদ্ধিরস্তু ॥

কুণ্ডলা। হে তুম্বুরু মহাঋষীশ্বর কিচ্ছু গোচর হমর সুনু ॥

তুং। কুণ্ডলা কহু ॥

গণহীন গীতং ॥ বিভাস ॥ এ ॥

ঋষিরাজ পরল মহাপাপে
তোহে দূর কর মোর তাপে ॥
ক্রমে চলি অএলহু কুলগুরু
তুঅ চরণ তুহু সুরতরু ॥
পএ পড়ি বিনব মোঞে তোহি
শরণ দেহ এহি তুহু মোহি ॥
নৃপ জগজ্যোতিমল ভানে
এহি ভেদ গুণিজন জানে ॥ ৩৭ ॥

[কুণ্ডলা] হে ঋষীশ্বর হমরা তুহু উদ্ধার করু।

তুং। কুণ্ডলা অবশ্য।

মদা। হে ঋষীশ্বর হমরা এক বিনতি সুনু॥

তুং। মদালসা কহু॥

মদালসোক্তি গীতং

॥ সারঙ্গী ॥ খ, এ, প্র, প ॥

জুবতী জনম সপনহু নহি সোহএ
দিনে দিনে বিরহ বঢ়াবএ রে।
অপন দুখ জত বোলি ন আবএ
কহেন হৃদয় ন ফাটএ রে॥
গরুঅ পাপগিরিভার মোহি পরে
পড়ল ন তেহু জিব চ্ছাড়ল রে॥
কাঠ কঠোর পসাণহি কী [১৫ খ] দহু
দারুণ বিহি নিরমাওল রে॥
শিব শিব হরি সঞো পুনু পুনু মাগব
করজোড়ি ইহে এক বিনতী রে।
দুপদ চারিপদ জনম হোঅব রে
কবহু ন সিরজবি জুবতী রে॥
হে ঋষিরাজ লাজ তেজি বাজব
আজু অকামিক ভেটল রে।
ই যুবরাজ সমাজ হিতে দহু
অসুররাজ কী কাটল রে॥
নৃপ জগজোতি অপন মোতি বোলএ
হরক চরণ মন লাঈ রে।
তেজহ বিষাদ করহ মঙ্গল ধুনি
বিধি নিধি দেল মিলাঈ রে॥

গীতার্থং ॥ ৩৮ ॥

কুণ্ডলা। হে তুম্বুরু, মহর্ষীশ্বর, এতবা বৃত্তান্ত তথি হমরো সংশয় হোইচ্ছ ॥

তুম্বুরু। হে কুণ্ডলে, সে মোঞে কহইচ্ছী ॥

তুম্বুরু প্রত্যুত্তর গীতং

॥ ধনাশ্রী ॥

তপবলে জানল কর সন্দেহ
শক্রজিতনন্দন সব গুণ গেহ ॥
তোহরে ভাগে আএল ই ঠাম
কুমুদিনী করমে উগএ হিমধাম ॥
পাতালকেতু চ্ছলে ঋষিমখ গেল
হুনি এক বাণে জীব তসু লেল ॥
হুনি সঞো অবিলম্বে করহ বিআহ
অনুদিন তোহরা হোএত উচ্ছাহ ॥
মহিপতি জগজোতি মংগল গাব
চণ্ডীচরণ সেবি কী নহি পাব ॥

গীতার্থং ॥ ৩৯ ॥

তুম্বুরু। হে কুণ্ডলে, ঋষিকা তপস্যাবলে সবে কিচ্ছু জানিঅ, ঈ মহারাজ শক্রজিতপুত্র কুবলয়াশ্ব নাম রি···ত, গালব ঋষিকা যজ্ঞ, পাতালকেতু এক শরে মারি, এতএ অএলাহ, পাতালকেতুক মৃত্যু অবশ্য, তোহর ভাগ্যে ঈ সংঘটন ভেল, ত্বরাঞে বি[১৬ ক]বাহ করহ, আকাশবাণী জে ভেলি সেও স্ফুট ভেলি ॥

কুণ্ডলা। এঞহাঞে হমরা কুলগুরু এঞহাহিক কএ লেহো ॥

তুম্বুরু। হে কুণ্ডলে অবশ্য ॥

শর্বাণীশর্বয়োঃ প্রীতির্লক্ষ্মীর্মাধবয়োর্যথা।
সাবিত্রী ব্রহ্মণোস্তেহস্তু ইন্দ্রাণী শক্রয়োস্তথা ॥

হে কু, মদালসে তথৈব তোহরা দুহুকা প্রীতি হোঅও।

অত্র মদালসা কুবলয়াশ্বয়া বিবাহগীতং তুম্বুরুক্তি

॥ বিভাস ॥ চো ॥

উচিত বিবাহ কএল সব সাজ
হরি মধুপুরি জে কে তুঅও বিরাজ ॥
বিধিবসে কুদিবসে গেল ॥ ধ্রুবং ॥
প্রথমহি গোহিক চরণ অরাধি
বর হাথ ঋষি কঙ্কণ দেল বাঁধি ॥
সোরহ সিঙ্গারে মদালস আনি
কুশজল দেলি ঋষি নৃপতিক পানি ॥
দহদিস কিন্নর মঙ্গল গাব
সুরগণিকাগণ হরখ নটাব ॥
হরমতি নৃপ জগজোতি বিচার
দুহু মন দিন দিন বাঢ়ত সিঙ্গার ॥ ৪০ ॥

তুম্বুরু। হে মহারাজ কুবলয়াশ্ব মদালসে, কুণ্ডলে, এহা লোকক মনোরথ পূর্ণ ভেল, অপনে নিজ রাজ্য সপত্নীক জাউ, হমহু আশ্রম জাইচ্ছিএো ॥

কুবল। হে ঋষীশ্বর, এহন ত্বরা কিএ করইচ্ছিঅ ॥

তুম্বুরু। ঈ কার্য সবে সম্পন্ন ভেল, উত্তরোত্তর তোহ দুহু ব্যক্তিকা, কল্যাণ হোঅও ॥

কুবল, মদাল। হে ঋষীশ্বর হমর প্রণাম, অনুগ্রহ করইতে রহ ॥

কুণ্ডলা। হে মহারাজ, হে প্রিয়সখি মদালসে, তোহরা মনোরথ পূর্ণ ভেল, হম কুলগুরু তুম্বুরুক সঙ্গে তপস্যা করএ জাইচ্ছএো ॥

কুব, মদা। হে কুণ্ডলে এহাঞে বড়ি ধর্মশীল ॥

॥ তুম্বুরু কুণ্ডলে গীতেন নিস্সরতঃ ॥

ভৈরব ॥ প্র ॥

সমুচিত না[১৬ খ]রী নাগর তুহু মেরি
হমে জাএব আবে তপোবন সেরি ॥ ৪১ ॥

কোণ ভাষা ॥

তুম্বুরু। হে কুণ্ডলে উচিত তুহু মিলল বড় সানন্দ ভেলাহু, হমরা আবে তপোবন জাউ।

কুণ্ডলা। হে ঋষীশ্বর উত্তম কহল, হমরাহু তীর্থ পর্যটন করব ॥

দ্বিতীয় কোণে।

কুণ্ডলা। হে ঋষিরাজ, অবিলম্ব চলু।

তুম্বু। কুণ্ডলে সর্বথা ॥

॥ তত্র কুবলয়াশ্বমদালসয়োঃ শৃংগারঃ ॥

কুব। হে প্রাণপ্রিয়ে মদালসে, তোহে দেখলা উত্তর, পূর্ব মোরো, ঈ অবস্থা ভেল, সে সুনু ॥

গণুল গীতং ॥ আসাবরী ॥ জতি ॥

দেখলি নয়ন ভরি মন হরি গেলী
সবহি সখিহি মিলি করইতে কেলী ॥
অজর কণঅ সম অনুপম দেহা
জনি মহি অবতরু নব শশিরেহা ॥
খনে খনে হোঅএ অধিক তনু তাবে
মদন অধিন মন তহি পএ ধাবে ॥
নৃপ জগজোতি কহ ন করহ দন্দা
চির নহি রহএ দিবস ভল মন্দা ॥
গীতার্থং ॥ ৪২ ॥

কুব।   হে মদালসে এখনে তোহরা পাএ, জন্ম সাফল্য ভেল ॥
মদা।   হে নাথ হমে, এ তোক যোগ্য নহী ॥

মদালসোক্তি গীতং

॥ ভূপালী ॥ এ ॥

তোহর উচিত কে হোইতি নারী
ঈ হমে জানল মনে অবধারি ॥
জকরে রূপে মদন হোঅ থোর
বদনক তুলনা কে দেব জোর ॥
তরুঅর লতা বেঢ়ি রহ পাস
তে পরি হমরা তোহর আস ॥
তোহ বিনু তিলও রহএ নহি জাএ
মলিন মগনি ভএ ঝরি সুখাএ ॥
নৃপ জগজোতিমল [১৭ ক] কৌতুক গাব
শিবপদ অনুগতি কী নহি পাব ॥

গীতার্থং ॥ ৪৩ ॥

মদা।   এেহাএে এেহন নব নাগর হম তহ, কী বাজি হোঅ।
কুব।   হে প্রিয়ে, ঈ কী কহইচ্ছী, জত তোহর রূপ দেখইচ্ছী তত কহি নহি হোইচ্ছএ, কিচ্ছু কহইচ্ছী সে সুনু।

কুবলয়াশ্বোক্তি গীতং

॥ ভূপালী ॥ প্র ॥

কনকলতা ফুল অধর সুরঙ্গ
মদনজালে রে ধনু ভৌহ বিভঙ্গ ॥
নয়নক রঞ্জন অঞ্জন দেল
কমল উপর জনি খঞ্জন খেল ॥

সিন্দুর স্মুর বদন শশি কাঁতি
দশনক জোতি মোতিম ফল পাঁতি ॥
বিহি নিরমান দেখল ঈ আজ
অধিক অসংভব কহইতে লাজ ॥
নৃপ জগজোতিমল এহো রস ভান
পুনমত জে হোঅ এহি গুণ জান ॥

গীতার্থং ॥ ৪৪ ॥

কুব। হে প্রিয়ে মদালসে, ঈ অদ্ভুত কহি নহি হোএ ॥

তদন্ত কুবলয়াশ্বোহস্তাকর্ষণং করোতি ॥

মদা। হে নাথ, এতা সাহসক স্থান নহী ॥

মদালসোক্তি গীতং

॥ আসাবরী ॥ চো ॥

তুঅ কর পরসে জিব মোর কমপঈ
গজ দমসনে কমলিনি নহি সহঈ ॥
তোহে বর নাগর মোঞে ধনি বারী
করহ কেলি রতি সময় বিচারী ॥
মালতি মুকুল ভমরক ঝাঁপে
বিকশিত হোঅএ নবদল কাঁপে ॥
ন কর ন কর হঠ অবর তরুণা
এতহু পরাভবে তোহ নহি করুণা ॥
নৃপ জগজোতি কহ প্রথম সোভাবে
চণ্ডীভগতি বিনু ঈ নহি পাবে ॥

গীতার্থং ॥ ৪৫ ॥

মদা। হে নাথ, মোঞে কী কহব, অপনেহু বিচারু ॥

কুব। হে মদালসে, যোগ্য কুলবধূ তোহে, অতস্পর হ[১৭ খ]মর রাজ্য চল, এক উদ্যম করু॥

মদা। নাথ জে এঁহাক আজ্ঞা॥

সোহৈ রাগেক তালেন তালকেতুপ্রবিশতি॥ কোণভাবা॥

তালকেতু। তালকেতু, জিবৈতে মনুষ্য এক হমরি আনলি, কন্যা লেলে জাইছ্ছ, করক পৌরুষ হে বীরলোকে।

রাক্ষসগণ। হে তালকেতু হমর সঞো ঈ অপরখ হোইছ্ছ॥

দ্বিতীয় কোণে।

[তালকেতু] পাতালকেতু সন ভাএএ, মোরে মারল ত্বরাঞে বৈর লেব।

রাক্ষসগণ। নরমাত্রহি বহুত গঞ্জনা করল চলু॥

ততস্তালকেতু কুবলয়াশ্বয়োর্দ্ধারম্ভঃ॥

তাল। অরে রে ক্ষত্রিয়াধম, হমর জে ভুজবল প্রতাপ পাবক তথী, তোহে পতঙ্গ ভেলচ্ছহ আএ।

মদা। হে নাথ, ঈ আঘাত সুনি মোরা বড়ে ভয় উৎপন্ন ভেল॥

কুব। হমরা রহৈতে তোহর কওন ভয়ানক॥

॥ অথ মদালসোক্তি ভয়ানক রস গীতং

॥ সোহৈ॥ এ॥

চৌদিস কল কলরোলে
সেহে সুনি মন মোরে
ডোলে অতি ঘোরে॥
দানবদল পলগাসে
কঞোনে পরিহো এতনি কাসে
এহি ফাসে॥

একরা ঐসন রীতি
পর জীব বধ অতি নীতি
নহি ভীতি॥
নহি লাজ হর পর দারা
ঈ সবে করম চণ্ডারা
ছুরবারা॥
নৃপ জগজ্জোতিমল গানে
রসহি ভয়ানক ভানে
শিব জানে॥
গীতার্থং॥ ৪৬॥

মদা। হে নাথ, হমরা ভয়ানক উপস্থিত ভেল কী।

[১৮ ক] কুব। তোহে অবরা ঈ কঞোন ত্রাস, এহি খনে মারইচ্ছও হমে দেখু॥

যুদ্ধ পরস্পরোক্তি রৌদ্ররস গীতং

ধনাশ্রী॥ ঠক॥

কি একু মানুস গরবে বাজসি
দেলা হে দৈবে অহার
বাঘক বদন হরিণ পড়ল
কে কর তোর উধার॥
অরে রে দৈত্যাধম সুনহ॥
বীর মহারস পাওল ভাগহি
কিচ্ছু জন্নু মুহে বাজ
একহি বাণে মোঞে দেব সজাই
জে তোহি লাগএ লাজ॥
অরে মানুস দেবগণ সবে মোঞে জিনলে
এহিখনে জমপুরি পঠএব

দেবগণ সবে দানব জিনল
তোঞ নহি চিহ্নসি মোহি
অচিরে শমনভবন ভেজও
জঞো রণ রহসি তোহি ॥

কু বচন, রাক্ষ বচন,

হাথপাও সিরগণ সবকেব
একে শরে বিহড়াএ
ঈ সবে দেখি তাল মহাকেতু
বিমুখ গেল পরাএ ॥
রৌদ্র মহারস হরে সিরজল
নৃপ জগজোতি গাব
রণহি জানি অস্বুরও কাঅর
নৃপতি এহে সোহাব ॥
গীতার্থং ॥ ৪৭ ॥

কুব। হে প্রিয়ে হমরে রহইতে, তোহরা কঞোন ভয়ানক, ঈ রৌদ্ররস তোহে দেখল. ঈ বিচিত্র চরিত্র দেখু ॥

মদা। জে আজ্ঞা ॥

বীভৎস রস গীত ॥ মারব ॥ এ ॥

মুদিত পরে পিশাচহি গাব
হরখে বেতালগলগণ ডম্ফ বজাবে ॥
রুধির পিবিএ মদমাতল নাংচে
করে জঅাংতমা সুগিত এ কাংচে ॥
বিকৃত ভয়ংকর উথএ কবংধে
[১৮ খ] রুহির তরঙ্গিনি কর অনুবংধে ॥
মুহ ফেরি মদালসা আঞ্চর ঝাঁপে
সহজ কোমল তনু থর ২ কাঁপে ॥

নৃপ জগজোতি বিভচ্ছরস ভানে
শিব ২ দায়ক দোসর ন আনে ॥

গীতার্থং ॥ ৪৮ ॥

কুব। হে মদালসে, কিএ মুহ ফেরইচ্ছী। নওরস ভীতর এক বীভৎস রস এহেন থী ॥

মদা। হে নাথ, বীভৎস রস মহা নির্ঘৃণ থী ॥

কুব। এহেন আবে ত্বরাঞে চলু নগর জাউ ॥

মদা। জে আজ্ঞা ॥

কুবলয়াশ্ব মদালসা গীতেন নিস্‌সরতঃ ॥

গীতং ॥ কল্যোল ॥ চো ॥

কএল পুরুব পুনে অসুররাজ খএ
পুরল মনোরথ আজ মোর জত
চরহ জাএব নিজবাজ মুদিত ভএ ॥ ৪৯ ॥

কোণ ভাষা ॥

কুব। হে প্রিয়ে মদালসে, হমর রাজ্য দেখব গএ।

মদা। হমরাহু তেহি আনন্দ ॥

দ্বিতীয় কোণে।

মদা। হে প্রাণনাথ, ঞেহাক আনন্দে হমরা আনন্দ।

কুব। কুলস্ত্রীকা এহনে ॥

সগণস্তালকেতুক্কাফীরাগ পরতালেন নিস্‌সবতি ॥

কোণ ভাষা ॥

তাল। হে রাক্ষসলোকে, এ রাজকুমারে, এক সরে হমরা সবহিক গঞ্জন কএল।

রাক্ষস। ঈ বড় বীর ॥

দ্বিতীয় কোণে।

তাল। হে দৈত্যগণ সম্মুখ এহি সঞো নহি পারবে, মায়াঞো ঈ পরাভূত করব।

রাক্ষস। হমরা সবকো সেহে বল॥

অষ্টম সংবংধঃ ॥ ৮ ॥

[২˙৯]

সপরিবারো রাজা জমনিকাং দত্ত্বা [১৯ ক] প্রবিশতি॥

রাজা। হে দেবি হমরা দক্ষিণ বাহু স্পন্দএন হোইচ্ছ জে বংধুদর্শন হো।

রাজ্ঞী। হে দেব হমরাহু বাম নেত্র স্পন্দ হোইচ্ছ॥

গীতেন কুবলয়াশ্ব, মদালস প্রবিশতঃ॥

॥ কাফী ॥ প্র ॥

কমল প্রকাশ সুবাসহি রে
জৈসনি মধুকর ধাব
অরতলতে লেখ লাগএ রে
মোর মন তাতক পাব॥
হমে তুহু জাই সেহে ঠাম॥ ধ্রু ॥ ৫০ ॥

কোণ ভাষা॥

কুব। হে প্রিয়ে, হমরা, মা বাপক জে সেবা, সেহে ধর্ম ত্বরাঞে তহ্নি লোকক চরণ দেখু॥

মদা। হমারাহু বড় এহ্লে অভিলাষ॥

দ্বিতীয় কোণে।

মদা। হে নাথ, রাজধানী কতা দূর।

কুব। হে প্রিয়ে ধবলগৃহ ঈ দেখিতহিচ্ছী॥

কুবলয়াশ্ব মদালস শত্রুজিচ্চরণে পততঃ॥

কুব। হে তাত, হে মাতঃ হমর সাষ্টাংগ প্রণাম॥

রাজা। বৎস ইহা কুশল থী, কতবা কতবা কর্ম ভেল, ঈ কহু ॥

কুব। হে তাত সুনু ॥

কুবলয়াশ্বোক্তি গীতং

॥ গুণ্ড ॥ প্র ॥

ঋষি জাগ কএল রে দৈতে বঢ়াওল দন্দ
পতালকেতু করে তকর কএল নিকন্দ ॥
তোহর কৃপাতে হে সব সাহস সীধি ॥ ধ্রুবং ॥
গেলাহু পতাল হে তালকেতু সহারি
এহেন মদালসা হে মোহি বিহি দেলি নারী ॥
কুশল অএলাহু তুঅ চরণ সমাজ
পুরুব সুকৃত হে মোর পবিণত আজ ॥
নৃপ জগজোতি হে অলম্ব ভবানি
ধএল তুঅ পদ হে অপনে মনে জানি ॥

গীতার্থং ॥ ৫১ ॥

গীতার্থং শ্রাবয়তি ॥

[১৯ খ] কুব। হে তাত এেহাক পুণ্যে কী নহী হোঅএ ॥

রাজা। সাধু ২ পুত্র ॥

রাজা কথিত গীতং

॥ আসাবরী ॥ চো ॥

তনয়ক গুণ হো তীনী
সবে নাহি সমহো কে নহি জানী ॥
তাতহু তহ হোঅ ধীরে।
উতম রাম দশরথ তহ ধীরে ॥
মধ্যমকে কহএ নীতি
তাতক সরিকএ ধর সবে রীতি ॥
সেহে অধম পদ জাঈ

বাপক গুণ যশ হেলএ ঘটাঈ ॥
নৃপ জগজ্জোতি গাবে।
শিবহি অরাধি উতম স্থত পাবে ॥ ৫২ ॥

গীতার্থং শ্রাবয়তি ॥

হমব পূর্ব পুণ্যতে উত্তম পুত্র পাওল ॥

ইত্যালিংগ্য শিরসি চুম্বতি ॥

হে পুত্র বড় সাহস কএল হমরা কুল ঞেহাক সন নহি ভেলচ্ছএ, এহি ধবরগৃহ এহাঞে রহু, হমে দোসর ধওলহর জাইচ্ছও, ঞেহাঞে আজ সঞো দুই পহর ধরি, দেব ব্রাহ্মণ তীর্থ তপস্যা জত এহো, সর্বত্র সবক চিন্তা করব, দুই পহর উপর স্রক্ চন্দনাদি রাজ ভোগ করব, এতবা প্রতিদিন করব ॥

কুব। তাত ঞেহাক আজ্ঞাকারী মোঞে ॥

সপরিবারো রাজা কুবলয়াশ্ব মদালসৈ তত্রৈব স্থাপয়িত্বা জমনিকাং দত্বা নিস্সরতি ॥

॥ কুবলয়াশ্ব মদালসে বিহারং কুরুতঃ ॥

কুব। হে মদালসে, এহি ধওলহর এহি সরোবর, জলজ, নানা পুষ্প ভেল কিচ্ছু জলক্রীড়া করু ॥

মদা। হমরা ঈ পোখরি দেখইতে আহ্লাদ ভেল ॥

কুব। হে রমণি বিধাতাঞে কী রচনা ক[২০ ক]এল ॥

কুবলয়াশ্বোক্তি গীতং ॥

॥ রাজবিজয় ॥ চো ॥

রমণী করএ সনানে
উধসল চিকুর পড়এ মুখ ঠানে ॥
তে উপজল মোহি শংকা
রাহু গরস জনি শশিনি কলংকা ॥

হার সুরসরি তির জানী
সমুচিত সময় অধিক ফল মানী ॥
কুচ কঞ্চন ঘত জোরে
করত মহাদান মনসিজ বীরে ॥
নৃপ জগজোতি এহো গাবে
সুদিন পলট জাহি সে ওহি পাবে ॥ ৫৩ ॥

হে প্রিয়ে ধন্য মোব ভাগ্য ॥

মদা। হে নাথ, হমরো কিচ্ছু গোচর সুনু।

[কুবলয়াশ্ব] প্রিয়ে কহু ॥

মদালসোক্তি চৌমান গীতং

ধনাশ্রী ॥ রু, প, খ, প্র ॥

সুরজ কিরণ সহি ন হোঅএ
জহেন তহেন তোরে
হে নাথ, কর পরসৈতে সদজল চল
সবির পুলকে পুরে ॥
জহে, নহ সহ তহে ন করিঅ
মোঞে কহব নারী
হে নাথ, জগ সবে কিচ্ছু সময় সোহএ
অপনে বুঝু বিচারি ॥
নাগর কৌতুকে ডোলএ হৃদয়
নলিনী নীরক ভাতি
হে নাথ, তোহে বিদগধ সুন্দর সাহসি
হম অবলা জাতি ॥
নৃপ জগজোতি হরক ভগতি
মদন এই হে গাব

হে নাথ, রনরন করে কুরংগ
লাঅণি সময় সবে মো ভাব ॥
গীতার্থং ॥ ৫৪ ॥

মদা। হে নাথ, কি নিবেদন করব ॥

কুব। হে প্রিয়ে মোহি পুনু কহি নহি হোইচ্ছএ, তথাপি কিচ্ছু কহইচ্ছী সুনু ॥

কুবলয়াশ্বোক্তি গীতং ॥

॥ মালব ॥ চো ॥

আনন নয়ন দেবকে উপমা
চাঁদ কমল দুহু ভিন
শশধর দিবস হোঅ নহি সুন্দর
সরসিজ রঅণি মলীন ॥
দশন অধর তুঅ [২০ খ] তুলনা ন মিলএ
দালিম বীজ পবার
ওহি পড় কীট ওহি কুন্দি কুন্দ রে
জতনহি করিঅ সমার ॥
নাসা বানি কীরও পিকু সর
কে ওহি করত সমান
কীর কঠোর কঠোরও কিল
এক ঋতু পএ কর গান ॥
এহি অসার সসারহি সাহলি
বিহি তোহে একসরি সারে
মদন বেআধি ২ উপজল
তোহে তাহি করহ সম্ভারে ॥
ত্রিভুবন মন্দির সে বড় সুন্দর
জে পর আরতি আবে

চণ্ডীচরণ কমল মধুকর বর
নৃপ জগজ্জোতিমল গাবে ॥

॥ গীতার্থং ॥ ৫৫ ॥

কুব। হে প্রিয়ে কি কহব তোহরা উপমা ॥

মদা। হে নাথ, এহন কী কহইচ্ছী পুনু কিচ্ছু গোচর করব ॥

মদালসোক্তি গীতং

॥ কোরাব ॥ খর্জ ॥

দিবহি রঅনি সবে দেখিঅ
তিরিআ পুরুষ পএ সোহ
কমলিনি অলি অনুরঞ্জিঅ
মোরা মন তোহর লোহ ॥
কান কুণ্ডলে পএ সোহএ
কাংজরে নয়ন বিরাজ
হার হৃদয় হো সুন্দর
হমরা তোহর সমাজ ॥
চাংদনে তনু অনুলেপিঅ
মৃগমদে জাএো অংগরাগ
মোহিত এাও সবে সুন্দর
জএো তুঅ মন অনুরাগ ॥
জএো ডিঠি আতর হোঅহ
তে মোর জগত অংধার
বিহুসিএ নয়ন নিহারহ
তে হোঅ হৃদয় সংহার ॥
নৃপ জগজ্জোতিমল গাবএ
তুঅও উচিত সম জোর

মন দএ চ[রণ] অরাধিঅ
তে হোঅ সিনেহক ওর ॥
গীতার্থং ॥ ৫৬ ॥

মদা। হে নাথ, এঞহাক চরণে হমরা সর্বত্র উদ্যোগ ॥

আজি দ্বিতীয় দিবসক ভে[২১ ক]ল কিচ্ছু শরীরার্থ গাবইচ্ছী ॥

॥ গৌরী ॥ কহরা ॥

পাংচ ভূত মিলি কর এক রোল
পরমারথ নহি সুমঝহে ভোর ॥
এহ শরণ দেএ লহ মোহি ॥ ধ্রুবং ॥
আজু দেখিঅ বিনু কালি ন ভেটিঅ
মনময় কায় বিষয় রসে লেটিঅ ॥
দিন রঅনি ঋতু পুনু পুনু আবএ
গেল জিব পলটি নহি পাবএ ॥
জএঞা লগি পবন পিণ্ড মিঝইহ
জএঞা লগি চরণ শরণ কএ রাখহ ॥
শিবক চরণ গতি নৃপ জগজোতি ভন
অবহু সংভার হরে অপনা মন ॥
গীতার্থং ॥ ৫৭ ॥

॥ ইতি দ্বিতীয় দিবসে ॥

॥ অথ তৃতীয় দিবসে ॥

কুব। হে প্রিয় হমরা ভাগ্যে মিললিহে তোহে, সগয় খন কৌতুকে নহি গমাবিঅএ, প্রত্যহ তাতক চরণ বন্দন কএ তুই পহর পর্যন্ত দেশ চর্চা করএ জাএব ॥

মদা। হে নাথ রাজনীতি এহনে॥

॥ কুবলয়াশ্ব গীতেন নিস্‌সরতি

॥ কামোদ ॥ এ ॥

নিতে নিতে তাত চরণ মোঞে বন্দব
সাহব সবক উদেসে
কুবলয় হয় লএ সবহি হি হারএ
ফিরব মোঞে চৌদিস দেসে ॥ ৫৮ ॥

কোণ ভাষা ॥

কুব। মোঞে ত্বরাঞে পিতাক চরণ বন্দঞো গএ।

কোট। জুবরাজ জে আজ্ঞা ॥

দ্বিতীয় কোণে।

কুব। হে কোটবার, দেশ ঘুরি লোকক রক্ষা করব।

কোট। সর্বথা ॥

॥ মদা। হরি হরি স্বামী বিনু তিলোও ন রহি জাএ ॥

মদালসোক্তি বিরহগীতং

॥ মালব ॥ এ ॥

এতদিন ওর রহল নিদারুণ
[২১ খ] পরদেশ পহু মোর
পর পেঅসি রসে ভএ ভোর ॥
কতহু ন ওর তৈসন দেখিঅ
কেও সাজনি নিঅ হিত
জে কিচ্ছু কর এহি সমুচিত ॥
নিরসল ওরে পুরুষ জাতি
জগ সব তহ বড় বাড়
জিব লেঅ ফাড়ি হিঅ কবাড় ॥

কি করব ওরে কুমতি বিধাতাএ
নহি দেল মোহি পাঁখি
জে তহ্নি দেখিতহু ভরি আঁখি ॥
গুণময় ওর নৃপ জগজোতিমল
গাবএ স্থন ধনি
মিলত বালভূ তোহি পেম গুণি ॥ ৫৯ ॥

মদা। হে সখি কখনে দেখিবাহ ॥

সখী। ই কিএ কহইচ্ছী অচিরহি দেখবাহ ॥

মদা। সখি স্থনু।

মদালসোক্তি লগণী গীতং

॥ কেদারা ॥ প্র, এ ॥

পহু মোহি পরিহরি পরদেশ
বচন স্থনহ সখি মোর
জখনে দেখব হমে মন ভরি
হরিপদপঙ্কজ জোর ॥
সেহে দিন স্থদিন, সর ॥
তখনে সখী হে সি বোধলি
অচির মিলত তোহ দ্রোহরি ॥ ধ্রুবং ॥
সাস্থ ননদ গুরুজন মিলি
আগু ভএ আন বলে আএ
নয়ন যুগল হমে নেঞোচ্ছব
তে হিঅ হরষ সমাএ ॥
কৌশলে বসন সসারব
কিচ্ছু অওর বেকতাএ
সবে দুখ জাএত সেহে দুহু
মঙ্গল কলস দেখাএ ॥

করজোড়ি বিনতি বুঝাওব
সমুচিত সময় বিচারি
সহব সহস বরু বেদন
পহু জনু বিসরিঅ নারী ॥
নৃপ জগজোতিমল গাবএ
গোবিন্দ গুণ মন লাএ
লগনী সহজ সোহাউনি
জগজন সুনি জুড়াএ ॥ ৬০ ॥

সখী। হে রাজ্ঞি হমরা তুহু মিলি কোবর গাউ ॥
মদা। সখী সর্বথা ॥

কোবর গীতং ॥ ধনাশ্রী ॥ প্র ॥

কোটি অনঙ্গ সম সুন্দর
সুন্দর শ্যা[২২ ক]ম মনোহর
ডিঠি ভরি দেখব, সর ॥
কনক কলস লএ জাএব
জাএব তসু গুণ গাএব ॥
নয়ন কাঁজর লএ সাজব
সাজব হরি সঞো বাজব ॥
হৃদয় হার জকে লাওব
লাওব অতি সুখ পাওব ॥
নৃপ জগজোতিমল ভাবএ
ভাবএ প্রভুপদ পাবএ ॥ ৬১ ॥

মদা। হে সখি ধওলহর উপর সঞো মহাদেবীক সঙ্গে বৈসু ॥
সখী। উচিত ঈ ॥

জমনিকা পট্টং দত্ত্বা মদালসা সখ্যৌ নিস্সরতঃ ।।

নবম সম্বন্ধঃ ॥ ৯ ॥

[৩'১০]

কোণ ভাষা ॥

মহা। হে পার্বতি কৈলাস জাএব চলু ॥

পা। ঈশ্বর অবশ্য ॥ হে পরমেশ্বর সত্বর বিজয় করু ॥

মহাদেব। পার্বতী সর্বথা ॥

মহা। হে পার্বতি এহি কৈলাস স্থান বড় পুণ্যস্থল খনেক বিশ্রাম করু ॥

পা। ঈশ্বর জে আজ্ঞা ॥

।। মহাদেব দবলন দুংহায় কৈলাস ।।

মহা। হে পার্বতি, হমর এক বচন সুনু ॥

পার্ব। পরমেশ্বর আজ্ঞা করু ॥

মহা মে

॥ গৌড়া মালব ॥ প্র ॥

ভবহি ভবানি ॥

হে পার্বতি, তোহরা চরিত্র দেখতে ঈ হমে কএলচ্ছ ॥

॥ পার্ব। হে পরমেশ্বর, হমরাহু এক বচন বিনতি সুনু ॥

মহা। পার্বতি কহু ॥

পার্বতীয়া মে

॥ মালব ॥ এ ॥

ঘর নহি সংবর ॥

হে ঈশ্বর এহাক রূপ কে জানি হোঅএ ॥

[মহাদেব] হে পার্বতি খনেক এহি থাব বিশ্রাম করহ ॥

পা। ত্রৈলোক্যনাথ জে আজ্ঞা ॥

মহা। হে পার্বতি, ভিতর ভএ খনেক রহু॥

পার্ব। পরমেশ্বর অবশ্য॥

পরিক্ষেপন বিহায়॥

॥ মালব রাগ খর্জতি তালেন যমুনাতটে তালকেতুপ্রবিশতি॥ কো[২২ খ]ণ ভাষা॥

তাল। হে রাক্ষসলোক ঈ কুবলয়াশ্ব রাজকুমারক মায়াঞে পরাভব করব।

রাক্ষস। তালকেতু অবশ্যমেব॥

দ্বি কো

রা। হে তালকেতু, মায়া করব ত্বরাঞে চলু।

তাল। রাক্ষস লো[ক] সর্বথা॥

তাল। এহি যমুনাতটে স্থান উত্তম পাওল, এতএ মোঞে মায়া রচনা করব॥

মায়া বচনা গীতং

॥ মারব ॥ খর্জ ॥

এহি যমুনাতট করও অরাম
মধুকর কোকিল রবে অভিরাম॥
কমল কুমুদময় উতম তড়াগ
দেখিতহি পথিক হোঅ অনুরাগ॥
মুনি মন্দির সুন্দর নিরমান
কুণ্ড যজ্ঞগৃহ বেদি বিধান॥
ঋষিরূপ মায়া কএ কত কত ভাঁতি
ওহি যুবরাজক দেব জিব সাতি॥
চণ্ডীচরণ মতি জগজোতি গাব
পাপিক মন মায়া পএ ভাব॥ ৬২॥

তাল। হে রাক্ষসলোকে, হমর ভাএ মালরএ এ কন্যা লেলি অনেক হমল গঞ্জন কএল এহি সঞো সোঝা যুদ্ধ নহি মায়াএ ঋষিরূপ কএ রহহ ॥

কশ্চিদুত্থায় রাক্ষসাধমঃ কথয়তি ॥

সাহু কদি দন্তএ শমলাই কলই
মানুশে শথলহিস্তুলগেহি উগ্‌গলে।
অনুহাবল শেহি নিজুলে মায়াহি অশুলেবি লখনে ॥
সমরং করোতি মানুষঃ শস্ত্রৈস্তরগৈরুগ্রঃ।
অনুভাবরসৈন্নির্জরঃ মায়াভিরসুরোঽপি রাক্ষসঃ ॥

॥ কুবলয়াশ্বো দবলন গীতেনপ্রবিশতি ॥

ললিত ॥ ৫ ॥

অতি নিক দেখিঅ ঋষিক অবাস
দেখিতহি উপজএ হৃদয় উলাস ॥ ৬৩ ॥

কোণ ভাষা ॥

কুব। [২৩ ক] হে কোটবাল, চারুদিসা মন দএ বিচারু।

কোট। দেবাদেশ প্রমাণ ॥

দ্বিতীয় কোণে

কো। হে মহারাজ সত্বর বিজয় করু ॥

কু। কোটবার সর্বথা ॥

কোট। হে মহারাজ উত্তম স্থান দেখইচ্ছী।

কুব। প্রায়ঃ ঈ ঋষিক বনহল্ল আশ্রম থী ॥

কুবলয়াশ্বো যমুনাতট মায়াশ্রম ঋষিং পশ্যতি ॥

ঋষি। জয় জয় মহারাজ হমর চতুর্বেদোক্ত শুভাশীর্বাদ।

কুব। ঋষিরাজ হমর প্রণাম ॥

ঋষি। হে মহারাজ এঞহাক দর্শন হম সানন্দ বড় ভেলাহু, অতএপর আশ্রম গএ কহু পবিত্র করু ॥

কুব।　জে ঋষিক আজ্ঞা।

ঋষি।　হে মহারাজ, ঈ আসন অপনে অলঙ্ক করু।

কুব।　জে আজ্ঞা ॥

ঋষি।　হে মহারাজ হমর কিচ্ছু গোচর সুনু ॥

কুব।　ঋষিরাজ আজ্ঞা করু ॥

মায়া ঋষ্যুক্তি গীতং ॥

॥ কোরাব ॥ খর্জ ॥

এক বড় সংশয় ভেল　　হমর মন মখ উপজল
অতি দোষে
দক্ষিণা দান হিরণে　　হমে হোতা কওনে
করব পরিতোষে ॥
নৃপ হে মোব পরিণত ভেল ভাগে
তোহব কৃপাতে সকল সংজৃত ভেল
আবে পুরণ হোএত জাগে ॥ ধ্রুবং ॥
সুকৃত করম জত ধবি পএ হরিলেত
মোহি লাগল মহাপাপে।
সাহস নিফল হোএত তে শঙ্কাএ
সুমরি সুমরি অনুতাপে ॥
যাচক জন গতি তোহে বড় নরপতিএ
কর কর সমাধানে।
হমে নিরগতি অতি খিন ভএ আএল
কলপতরুক সনিধানে ॥
নৃপ জগজোতি কহ শিবক ভগতি
রহতে পুরত সব আসে।
কতও জত্ত জতন কর পুণহি হোঅ জয়
কি[২৩ খ]চ্ছু জনু করহ তরাসে ॥ ৬৪ ॥

ঋষি। হে মহারাজ, যজ্ঞ হমরা আওর সবে সম্পূর্ণ ভেল, এক পত্র দক্ষিণা নহি ভেলচ্ছঞ তে নিরঙ্গ অচ্ছ জঞো ঋণ রহত তঞো ও ফল, ওহলে, তাহ, ঈ হমরা বড় সংকট ভেল ॥

শ্লোকঃ ॥

মনস্করুণয়াশুদ্ধং জিহ্বাবাণ্যাবিশুদ্ধ্যতি।
সৎকথাশ্রবণৈঙ্কর্ণে পাণির্দ্দানেন শুদ্ধ্যতি ॥

দ্বিতীয় উথায় শ্লোকঃ ।।

দিন কতিপয় পুরুষায়ুসারং
কলয়া সারমমূং সংসারংম্।
যত্রাত্যেতি ন পুরুষং কায়ঃ
কোণাকৃত বহুদোষণমায়ঃ ॥

তৃতীয় উথায় শ্লোকঃ ।।

শাকাহারঃ সদা সায়ং
নয়েকালময়াচিতঃ।
পরার্থে তৃণবৎ প্রেষ্ঠা-
নয়ি প্রাণান্ত্যজাম্যহম্ ॥

কুব। হে ঋষীশ্বর, হমরা রাজ্য দ্রব্যক দুষখ কী, কিচ্ছু মোঞেও গোচর করৈচ্ছী ॥

ঋ। মহারাজ কহু।

কুবলয়াশ্বোক্তি গীতং

॥ মেঘমল্লার ॥ প্র ॥

ন্যায় পুরাণ বেদ সবে জানহ
দৈন্য মুহ জনু বাজ
হমর দরশ তোহে কী দুখ পাওব
সুনি তহু মোহি লাজ ॥
হে ঋষিসর ॥

যে কিচ্ছু মাগহ হয় গঅ সম্পঅ
সে সবে তোহর অধিন
রাজপাট হমে তৃণ কএ মানও
কহ তোহ কতএক রীণ ॥
জঞো তোহ কেও পরাভব লাবএ
কহ মোহি তকরে নাও
পাতালকেতু গালব মখ মারল
তাহু পঠাও সেহি ঠাও ॥
মণিময় কঙ্কণ অও গিম ভূষণ
কোটি কোটি জস্থু মূল
এ তুহু লএ নিঅ অভিমত সাহহ
জে তুঅ মনোরথ পুর ॥
নৃপ জগজোতিমল মনহি বিচারল
হর তিনি [২৪ ক] ভুবনক নাহ
চাতর চকমক দিন তুই সোহএ
পরিশেষ নহি নিরবাহ ॥ ৬৫ ॥

কুব। হে ঋষীশ্বর, কোটি কোটি মূল্য কঙ্কণ কণ্ঠভূষণ ঈ তুহু লিঅও অরও জে চাহিঅ সে আজ্ঞা করু ॥

ঋষি। হে মহারাজ, ধন্য ধন্য তোহে পশুরাম বলি হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতিক জে দান সেও এঞহাঞে জিনল, হমে তপস্বী, হমরা দ্রব্যক প্রয়োজন নহী, ইহো দক্ষিণার্থ লেলচ্ছ হমে পূর্ণ মনোরথ ভেলাহু, হমে যমুনা পৈসি বরুণ অরাধিত কএ তাও আবও তাও আশ্রমক অবেক্ষা করু ॥

কুব। ঋষীশ্বর এঞহাক আজ্ঞা ভীতর হমে চ্ছও ॥

॥ তালকেতুষ্কঙ্কণ কণ্ঠভূষণে গৃহীত্বা জলং প্রবিশতি ॥ মায়াঋষি দবলন পিংহায়।
কোটভাষা ॥

[তালকেতু] হমর মনক ইপ্সিত কার্য সিদ্ধ ভেল শীঘ্র জাএ।

দ্বিতীয়ে। ত্বরাঞে জাএব ॥ ৩ ॥

কু। ঋষিলোকে, ঋষিরাজ, বরুণ আরাধনা কএ নিমিত্ত যমুনা পৈসি গয়ল, এখনে খনেক আশ্রম বিশ্রাম করব ॥

ঋষি। মহারাজ সর্বথা ॥

জমনীপট্টং দত্ত্বা মাযাশালা কুবলয়াশ্বৌ নিস্সবতঃ।

দশম সম্বন্ধঃ ॥ ১০॥

[৩·১১]

॥ সপবিবাবো বাজ জমনিকাং দত্ত্বা প্রবিশতি ॥

রাজা। হে বাজ্তি বৎস কুবলয়াশ্ব এত কাল নহি আএলচ্ছথি।

রাজ্ঞী। মোরঞো চিত্ত ব্যাকুল হোইচ্ছ ॥

ততো ম'যাঋষি গীতেন প্রবিশতি ॥

কামোদ ॥ চো ॥

ভাএ বৈব মোঞে আজে জিনি লেব
পরম সন্তাপ তাহিকে দেব ॥ ৬৬ ॥

কোণ ভাষা ॥

ঋষি। জে উদ্যম কএল সে সিদ্ধ ভেল, ঈ কণ্ঠভূষণ কঙ্কণ লএ যমুনাক বাটে অএলাহু, মাবে বাজাকে পরম সন্তাপ দেব ॥

দ্বিতীয় কোণে।

অবিলম্বে মো[২৪ খ]ঞে ই কার্য করব ॥

ঋষি। হে দ্বারি, বড় ত্বরাঞে হম আএলচ্ছও, রাজাকে নিবেদন করহ।

দ্বারী। সর্বথা ॥

দ্বারী। হে মহারাজ, এক ঋষি ত্বরিত বড় দ্বার চ্ছথি।

রাজা। লআএ আনহ ॥

দ্বারী। হে ঋষীন্দ্র বিজয় করু।

ঋষি। অবশ্য ॥

ঋষি। মহারাজ সর্বদা স্বস্তি এহাকে রহও।

রাজা। হে ঋষীন্দ্র কিমর্থ আগমন ॥

ঋষি। সবকা পরম বিপত্তি ভেল, যে কহি নহি হোইচ্ছএ ॥

রাজা কহু ॥

ঋষি। আজ ঋষিক অবেক্ষা করইতে, কুবলয়াশ্ব চ্ছলাহ, ততএ পাপিষ্ঠ দৈত্য সঞো যুদ্ধ ভেলহিহ্নি, এহাক পুত্রে অনেক পৌরুষ কএল, তাহি উত্তর সোঝ নহি জুঝএ পারলকে, তখনে মায়া কএ, ঈ পাপিষ্ঠ দৈত্য শূল চ্ছাতী মারলাহ, তখনে মবইতে হুনি ঈ কণ্ঠভূষণ কঙ্কন দেল, হুনক অগ্নি সংস্কার শূদ্র মুনি সবহি কএল, ঘোর দৈত্য লএ গেল এতবা বৃত্তান্ত কহএ অএলাহু, ঈ কণ্ঠভূষণ বিশ্বাসার্থ আনল, হমলা তপস্বীকা একব, প্রয়োজন নহী ॥

বাজা। হরি হরি শিব শিব কষ্ট কষ্ট ॥

মদা। এহেন বিয়োগ হমবা ভেল ॥

মদালসা বৈরাগ্য গীতং

॥ সাবঙ্গী ॥ বাধা জতি ॥

বিরহি বেদন দুখ সহি নহি হোএ
হরি হরি মনোরথ সবে দূর গেল
কতএ কহব জত পরল সন্দেহ
কৌন পাপে বিহি মোকে এহি ফল দেল ॥
জৈসে বিনু শশধরে রঅনি ন রহে
তৈসে বিনু বলভো নারী ন রহএ
জৈসে দিনকর সঙ্গে দিবসো চলিঅ জা[এ]
জলধর সঙ্গে বিজুরি রেহ রহএ ॥

কী আবে এহি জীবন কিছু নহি কাজ
তাহি বিনু তিলোঅ রহহি নহি জাএ
দিনে দিনে তনু খিন ধরি [২৫ ক] নহি হোঅ
মন ন দেখিঅ কোনও এহি উপাএ ॥
নৃপ জগজোতি ভন হরক চরণ
চিত পুনু পুনু দেহর হোএত দুখ
ধরম বিফল নহি সবকেও জান
অবস পাইঅ জেহি অনুদিন সুখ ॥ ৬৭ ॥

মদা। হরি হরি কষ্ট কষ্ট, হে সখি প্রাণ মোর কিএ নহি

পুনর্মদালসায়াঃ করুণ গীতং

মরথী ॥ এ ॥

আলিঙ্গন করইতে হারো নহি দেল
এহন অচ্ছল মোর কৈসে দূর গেল ॥
চকবা সহি নহি নিসিক বিওগ
কএোনে পরি সহব মোএে পিঅতম সোগ ॥
নয়ন নিমেষ ভেল কলপ সমান
অবস তেজব সখি অপন পরান ॥
নয়ন পুতরি দুহু ঘুমি ঢরি গেল ॥
দশম দশাহি দরশন নহি ভেল ॥ ৬৮ ॥

তত্রাগেণ পরতালেন করুণরস নচারী গীতং ॥

কুবলয় নৃপকের সুনল নিধনে
পবন রুন্ধিএ জাব শমন শরণে ॥
নিরধন কর সএো মাণিক খসলা
হরি হরি কোন পরি ভেটত তকরা ॥

করুণ বিওগ রস জগজোতি গাব
ভবক ভগতি পএ নহি দুখ্খ পাব ॥ ৬৯ ॥

মদা। হে নাথ হে নাথ ইত্যুক্ত্বা ভূমৌ পতিত্বা প্রাণং ত্যজতি ॥

রাজা। হে দেবি, ওতএ পুত্রক নিধন ভেল, এতএ মদালসাএ প্রাণ ত্যজল কওোনে পাপে ঈ ভেল ॥

রাজ্ঞী। হে নাথ মোরব অভাগ্য ভেলাহু, কহি নহি হোইচ্ছএ ॥

রাজোক্ত শ্লোকঃ ॥

হে দেবি ধৈর্যং বিপদি সম্পত্তৌ ক্ষমা সংযতি বিক্রমঃ।
এতান্নুৎপত্তি সিদ্ধানি লক্ষণানি মহাত্মনাম্ ॥

রাজ্ঞী ক[২৫ খ]থনে অবহথা

রাজ্ঞী। ণিহণং পত্তোপুত্ত ইসিকজ্জে সত্তূহত্থহি।
তাকা হুবিস্সঈ গঈ অম্মাণং হাহদম্হি দেব্বেণ ॥
নিধনং প্রাপ্তঃ পুত্র ঋষিকার্যে শত্রুহস্তাভ্যাং।
তস্মাৎ ভবিষ্যতি গতিরস্মাকং হা হতোস্মি দৈবেন ॥

রাজা। হে দেবি, পঞ্চভূতাত্মক শরীর অনিত্য, মদালসাক সংস্কারাদি কর্ম করাউ ॥

জমনীপট্টং দত্ত্বা মদালসা নিস্সরতি ॥

॥ ঋষি কোরাব রাগ পরতালেন নিস্সরতি ॥

কোণ ভাষা ॥

ঋষি। ধন্য ধন্য মোঞে জে তা কএল সে লেল ॥

দ্বিতীয় কোণে

ভাএক বৈর আজ লেল ॥

রাজা। হে রাজ্ঞি মোঞে কিচ্ছু কহইচ্ছী, সুনহ ॥

রাজ্ঞী। মহারাজ আজ্ঞা করু ॥

রাজোক্তি গীতং

কোবাব ॥ প্র ॥

রোদনে কি হোঅ অথির কলেবর
সুতমিত ধনজন দাব ॥
হমবে বচনে হুনি সাহল তুজ দেব
কএল উধাব ॥
রণমুহ সামু হে বংশ উধারল
মো কুল কল নিকলঙ্ক ॥
দেবধবম ঋণ সবে হুনি নিগবল
ধোএল পাতক পঙ্ক ॥
মলময় দেহ নাশ সবহিক হোঅ
শোচনে সে নহি পাঅ
তেজএ্রো অবজল বিমল যশোধন
কী ফল পুন পংচতাঅ ॥
ঈ পুন্ন পুনমতি সহজে সবির তেজি
কুলমতি মদালসা নাবী
পহুক বিওগ তুখ জে নহি দেখলে
তিন্হু কুল লেল ধাবি ॥
নৃপ জগজোতি ভন চণ্ডীচবণ মন
শিব পএ এক শিব দাএ।
পাপ কবম জত ওব নিববহ
ফিবি পুন সেহে তুখ পাএ ॥ ৭০ ॥

বাজা। হে দেবি [২৬ ক] ওএ্রে বড় কার্য কএল বিষাদে আবে কী হোএত।

বাজ্ঞী হে দেব মোহু কিচ্ছু অপনে বিচারল সে কহব ॥

রাজ্ঞী কথিত গীতং

মালব ॥ খর্জ ॥

নৃপ হে ব্যাধি ন দূর গেল সুরে
অরজল ওহি বিমল যশ পুরে ॥
নৃপ হে তাত বচন পরমাণে
গাঅ বান্তন কাজ তেজল পরানে ॥
নৃপ হে কুলক উধারতে ভেল
যাচক মিত্র জে বিমুখ ন কএল ॥
নৃপ হে সুনি কহু সমর উদেসে
সফল ভেল মোল গরভ কলেসে ॥
নৃপ হে বিপতি ধৈরজ সমধানে
শিবক শরণ নৃপ জ[গ]জোতি ভনে ॥ ৭১ ॥

রাজ্ঞী। হে মহারাজ ভাবিক মেটিরহি হোঅএ।
রাজা। দেবি এহন ॥
রাজা। হে দেবি খন এক ধর্মচর্চা গমাউ।
রানী। আজ্ঞা প্রমাণং ॥

জমনীপট্টং দত্বা সপরিবারো রাজা নিস্‌সরতি ॥

একাদশ সম্বন্ধঃ ॥ ১১ ॥

[৩'১২]

॥ তজ্জমনীন্দত্বাকুবলয়াশ্বো মায়াশ্রমং প্রবিশতি ॥

কুব। হে ঋষীশ্বর, ঋষিরাজ নহি অএলাহ, বড়ি বেরি ভেল ॥
ঋষি। হে মহারাজ অএলাহ ॥

॥ তুরীরাগ চৌকতালেনামাশ্রমং প্রবিশতি মায়াঋষিঃ ॥
কোণ ভাষা ॥

জে উদ্যম কএল সে সিদ্ধ ভেল ত্বরাঞো আশ্রম জাইচ্ছী।

দ্বিতীয় কোণে।

আবে ত্বরাঞে আশ্রম জাএব ॥

ঋষি। হে মহারাজ বরুণকা বহুত সন্তোষ ভেল, এঞেহাক করইতে হমরা পূর্ণ মনোরথ ভেল ॥

কুব। হে ঋষি, হমে অপন রাজ্য জাইচ্ছও ॥

ঋষি হে মহারাজ কুশলমস্তু ॥

।। কুবলয়াশ্বো গী[২৬ খ]তেন নিস্‌সরতি ।।

॥ তুরী ॥ চো ॥

আজুক দিবস মোরা ভেলি বড়ি বেরি

কথনে তাত পদ হোএত হম হেরি ॥

এ ঋষি সমাজ সফল ভেল আজ ॥ ধ্রুবং ॥ ৭২ ॥

কোণ ভাষা ॥

[কুব] হে কোটবার, আজ বড়ি বেরি ভেলি ॥ ত্বরাঞে চলু।

কোট। মহারাজ সর্বথা ॥

দ্বিতীয় কোণে।

কোট। হে মহারাজ আজ এঞেহাক পূজা বেরি ভেলি।

রাজা। হে কোটবার আবে অএলাহু ॥

[তালকেতু]॥ হে দানবলোকে সকল কার্য সিদ্ধ ভেল এখন রাজ্য জাএব চলু ॥

রা। দৈত্যরাজ সর্বথা ॥

॥ সগণস্তালকেতুগ্‌গীতেন নিস্‌সরতি ॥

নাট ॥ পরি ॥

চল চল সবে অসুরলোক হে

ভেল মোর জত কাজ

বৈরিক হৃদয় সাল দএ কহু

সুখ ভুঞ্জ নিজ রাজ ॥ ৭৩ ॥

কোণ ভাষা ॥

তাল। হে দানবলোকে, এক কৌতুক মোঞে কহিচ্ছী সুনু, জঞো ঈ সঙ্গ্রাম মরত, তঞো স্বর্গ জাএত, তে প্রাণপ্রিয়া হিনকরি পত্নী, মোঞে মারি অএলাহু, তেও যাবজ্জীব সাল দএ কুনকারুএ লাহু।

রাক্ষস। হে তালকেতু ভ্রাতৃবৈর এঁহাঞে লেল ॥

দ্বিতীয় কোণে।

রাক্ষস। হে তালকেতু মহাবীর, বড় কর্ম কর্ম কএচ্ছ, এহ সবে ত্বরাএ চলু।

তাল। ঘর গএ উচ্ছাহ করু ॥

দ্বাদশ সম্বন্ধঃ ॥ ১২ ॥

[৩.১৩]

॥ রাজা সপরিবারো জমনিকাং দত্বা প্রবিশতি ॥

রাজা। হে দেবি, ইহা আরাম পীপর গাচ্ছ ভএ, বমাদীস কোকিল কুহ কৈচ্ছি ॥

রাজ্ঞী। হমহু ঈ [২৭ ক] চিন্তইচ্ছও ॥

॥ কুবলয়াশ্বো বরাডীরাগেণ রূপকতালেন প্রবিশতি ॥

কোণ ভাষা ॥

কোট। হে মহারাজ আজ ত্বরাঞে চলু।

কুব। কিএ ত্বরিত হোইচ্ছী ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

কুব। হে কোটবার, আজ নগর লোকক মুখশ্রী মলিন দেখইচ্ছী।

কোট। আজ হমরা পরিশ্রম ভেল তে তহেনে দেখঈচ্ছী ॥

কুব। হে তাত, হে মা, হমর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ॥

সবিস্ময়ং রাজারাজ্ঞী আলিঙ্গন কএ মথা চুম্বলাহ।

[রাজা-রাণী] হে বৎস চিরঞ্জীব চিরঞ্জীব, হে পুত্র আজ কিএঅ বেরি ভেল ॥

কুব। হে তাত, হে মা, আজ যমুনাতীর এক ঋষ্যাশ্রম ভেঠল তথী উত্তম যাগ কয়েচ্ছলাহ তথী দক্ষিণা নহী হোইচ্ছল, তে হম হুনকা কণ্ঠভূষণ কঙ্কণ দেল, সে লএ কহু, যমুনা পৈসি, বরুণ আরাধনা করএ গেল, তে বিলম্ব হমলা বিলম্ব ভেল ॥

রাজা, রাজ্ঞী মুখ হেরি স্থগিত ভেল ।।

কুব। হে তাত, হে মা, আজ, এেহাক মুখ আন ভাতি কী হেতু সে কহু ॥

রাজা। হে বৎস এক ঋষি বিস্মিত ভএ আএল তে কহল তোহরা অসুরকা যুদ্ধ ভেল, তথী অসুরে কপট চ্ছাতী শূল এেহা মারলাহ, তে কণ্ঠভূষণ কঙ্কণ আনি দিল, তে সন্তাপে হমরা সবহি শোকাকুল, ঈ বার্তা সুনি মদালসা সিদ্ধবৎ প্রাণত্যাগ কএল, তে সবে দুস্থিত ॥

কুব। হরি হরি ॥

কুবলয়াশ্ববিলাপ গীতং

॥ বলালী ॥ রূপ ॥

বিহি মোর সিরজলি হৃদয় পিআরী
ওকর হমর জীব এক কএ সমারী ॥
এক মন এক খন এক বেবহারে
কথুহু বুঝল নহি বিভিন বিচারে ॥
অসি তুরজনে তুহু কএল তুই ফার
মদালসা বিনু হমে রহএ ন পার ॥
কহ ঋষি কহ ঋষি করহ বিচার
বিরাগ ধৈরজ কৈসে নহি পরকার ॥
ঋষিবর বেষ ধরি কএল পীরিতি
কপট পসার কএ মতি মোর জীতি ॥

মধুর বচন কত কহলক নীতি
পরিশেষ বুঝল [২৭ খ] হে অসুরক রীতি ॥
হমহু তেজব জীব জাব সেহ ঠাম
রহলি জহাহি মোরি সেহে গুণধাম ॥
নৃপ জগজোতি কহের পুর কামে
পুনহি পত্র জনম ন হোঅ অভিরামে ॥ ৭৪ ॥

গীতার্থং শ্রাবয়তি ॥

হে ঋষীশ্বর ধিগ্ জীবন মোব ॥

কুবলযাশ্ব ককণ গীতং

মরথী ॥ জ ॥

ভবন গহন ভেল নহি বিসরামে
তুহিন কিরণ বম অনলক ধামে ॥
দখিন পবন বর গরল উপামে
সগর নগর বন বিহি ভেল বামে ॥
বিধুমুখি তাহি বিনু হিঅ ভেল ভোরে
নয়ন চকোর মোর তুহু ঝর নোরে ॥
শিব শিব কেও নহি দেখিঅ সহায়ে
জেহ কিচ্ছু কব এহি সংকট উপায়ে ॥ ৭৫ ॥

তত্রাগেণ একতালী

হমহু গলর খাএ তেজব পরানে
আনে ভাতি হোঅ নহি দুখক তরানে ॥
কি কহব কাহি হমে হৃদয় বিষাদে
খনও জীবন আবে বড় পরমাদে ॥
নৃপ জগজোতি কহ পুরুষ করুণা
পুরত মনোরথ শিবক চরণা ॥

ইতি ভূমৌ পততি ॥

রাজা। হে পুত্র ধৈর্য করহ॥ হে দ্বিজবর মোহি তহ দেখি নহি হোএ, তোহে কুবলয়াশ্ব বোধরিহহ॥

ঋষি। হে মহারাজ ধৈর্য করহ, ঈ উচিত নহি তোহরা, পৃথ্বীক ভার তোহরা হাথ, দেব ব্রাহ্মণ ধর্ম তোহরে রখল। দুর্জনক এহেনে স্বভাব॥

কৌশি॥ এ॥

অন্নকনা দএ চটক বঝাব
তে পবি দুরজন সুজন সতাব॥
বিনু অপরাধে পরক কবঘাত
অবসর তাকি করে জা কাট॥
ধবম করম তহ্নিকা নহি জাজ
অতথ চ্ছাড়ি তথ কবহু ন বাজ॥
অহি ওহি মহি বিহি কএল অসার
জতনেহু ন হোঅ দোস পরকার॥
মোহ মহোমদে মুনি হো অচেত
নৃপ জগজোতি শিব করও সচেত॥ ৭৬॥

কুব। হে ঋষীশ্বর, ঈ মোঞে জনইচ্ছী, তথাপি একৈক ওকর স্নেহ সুমঝিরহি নহি হোইচ্ছএ, আওর কিচ্ছু কহইচ্ছী, হে মহারাজ দুর্জনকা এহেনে চেষ্টা॥ সুনু॥

ব্রা। মহারাজ কহু॥

কুবলয়াশ্বোক্তি গীতং॥

মারব॥ এ॥

তাত চরণ সেবা হমর সকল দেবা
কি করব অওর ধরমে

তাহি পরিহরি তন তেজি ন হোঅ পুরু
মোর বড় বিষম করমে ॥
হে ঋষিরাজ কহ কহ কএাোন উ[২৮ ক]পাঈ
গরুঅ বেদন গিরি উপর পরল মোহি
তেঅও জীব নহি জাঈ ॥

করএাো যোগি বেস ফিরও সকল দেশ
জএাো রাজ অপনে
তেহি তএাো কুল গরি মরও জে চ্ছাতি ফারি
তএাো নিজ বধ ভয় মনে ॥

সব তহ মহাপাপ নারী বিরহ তাপ
রাম পএ জানথি সকলে
কহিঅ জাহি লোক কেও ন তহেত লোক
দেখিঅ দোসর বিকলে ॥

চণ্ডীচরণ গতি নৃপ জগজোতি মতি
নিঅ মনে কএ অবধারে
কাহি ন বিপতি পড় সুদিন কাহি ন ছাড়
ধৈরজ সব তহু সাবে ॥ ৭৭ ॥

হে ঋষিরাজঃ

শ্লোকঃ ॥

হারো হৃদি যয়াশ্লেষশঙ্কয়া
ন ধৃতো দিবি মা ভূমৌ
স এবাহমপতপঃ ॥

ওএ হমর মরণ সুনি কিচ্ছু ন বিচারলে সিদ্ধবৎ প্রাণত্যাগ কএল, তকরে উচিত হমরাহু থী জে প্রাণত্যজও ॥

ঋষি। হে মহারাজ প্রীতি ওহনে থী, পরন্তু রাজধর্ম্ম রাখএ চাহিঅ অনেক দেব ব্রাহ্মণক অবেক্ষা করএ চাহিঅ, ঞেহাএ পিতৃভক্ত থিকহ। ঈ করব তঞো পিতাক কঞোন গতি হোএত॥

শ্লোকঃ॥

বিরহাগ্নিঃ সতীদেব্যাশ্ছিন্নঃ সোঢ়ষ্পিনাকিনা।
রঘুনাথেন জানক্যা ভাব্যং ভবতি নান্যথা॥

কুব। হে ঋষিরাজ ঞেহাঞে তীনুহু লোকক বেত্তা ভল কহলচ্ছ, পরন্তু ঈ হমরি প্রতিজ্ঞা এহি জন্ম মদাল[২৮ খ]সা চ্ছাড়ি আন স্ত্রীক ভোগ নহি করবে॥

ঋষি। ই হও বড় কঠিন কর্ম॥

জমনীপটং দত্ত্বা সর্বে নিসসৃবস্তি॥

ত্রয়োদশ সম্বন্ধঃ॥ ১৩॥

[৩·১৪]

॥ ততঃ সপুত্র পরিবারৌ কম্বলাশ্বতরৌ প্রবিশতঃ॥

মল্লার॥ রূপ॥

ভবভয়ভঞ্জনি অসুরবিনাশিনি
জগজনপাবিনি ত্রিভুবনকারিণি॥
মনসুখদায়িনি রিপুগণমারিণি
জয় জয়দায়িনি জয় বলকারিণি॥
সুরগণনন্দিনি দুরিতনিকন্দিনি
মৃগপতিচারিণি সমরবিহাবিণি॥
নৃপ জগজোতি মতি চণ্ডীচরণ নতি
রাগ মল্লার জতি তাল রূপক গতি॥ ৭৮॥

অশ্বতর শ্লোকঃ

সভ্রাতৃপুত্রদারানামস্মাকং ধর্মসাধনে।
যা প্রবর্তয়তে চেতস্তান্দেবীম্প্রণমাম্যহম্॥

কম্ব। হে অশ্বতর নাগরাজ ইহে মতি হমরা সবকা হোঅও॥

নাগপুত্রৌ॥ হে তাত তোহেরে কৃপাএ হমরা পরমানন্দ, মর্ত্যালোক গএ নানা কৌতুক দেখ এক ইচ্ছা হোইচ্ছ॥

কম্বলাশ্বতরৌ। জে তোহরা সন্তোষ হমহু রাজ্য চিন্তা করএ জাব, তোহহু ক্রীড়া করএ জাহ॥

নিস্‌সরগীতং

মালব॥ এ॥

চলব হমহু রাজকাজ বিচারে
তোহহু মহীতল করহ বিহারে॥ ৭৯॥

কোণ ভাষা॥

কম্ব। হে ভ্রাতঃ হমরা সভাশালা ভএ বৈসু।

অশ্ব। ভ্রাতঃ ওহনে উচিত॥

[২৯ ক] দ্বিতীয় কোণে।

নাগপুত্র। হমরাহু মর্ত্যালোক দেখিও তহি এেহাক চরণ দেখব।

কম্বর। পুত্র সাধু সাধু॥

চতুর্দশ সম্বন্ধঃ॥ ১৪॥

[৩·১৫]

॥ জমনিকান্দত্বা কুবলয়াশ্বপ্রবিশতি॥

কুব। হে দ্বিজবর মোরা মন স্থৈর্য নহি হোইচ্ছ, এহি পথ গতাগত মানুস দেখব॥

ব্রা। মহারাজ জে আজ্ঞা॥

কোরাব রাগ পরতালেন নাগপুত্রৌ প্রবিশতঃ॥

কোণ ভাষা॥

নাগপুত্র। হে ভাই হমরা কুবলয়াশ্ব বিনু মনা ওরহি হৌইচ্ছএ।

দ্বিতীয়। ভাঙ্গি মোরাহু এহনে॥

দ্বিতীয় কোণে।

এক। এ ভাই তোরাএ চলু।

দ্বিতী। অবশ্য॥

কুবলয়াশ্ব নাগপুত্রয়োঃ সানন্দমালিঙ্গনম্॥

কুব। হে সখে হমরা স্রক্ চন্দনাদি ভোগ কৌতুক কিচ্ছু নহি করবে ইচ্ছিঅএ তোহ বিনু॥

নাগপুত্র। হে সখে হমরাহু পাতালপুরু গএ রাত্রি অনেক দুষ্‌খ নিশ্বাস চ্ছাড়ি খপইচ্ছী, প্রাত ভেল, এঞহাক দর্শন করৈচ্ছী॥

কুব। হে সখে নাগপুত্র, হমরা এক বড় দুষ্‌খ ভেল, হমরা দুই পহর ধরি ঋষিক অবেক্ষা করিচ্ছ, একদিন পাতালকেতুক বৈরে, তালকেতু মায়াঋষিরূপে মাগল মোঞে কণ্ঠভূষণ কঙ্কণ দেল, সে লএ হমরা ঘর দুর্বার্তা কহিও দুহু দেল, সে দেখি মদালসাএ নিশ্বাস ধরি প্রাণত্যাগ কএল, ওকরি মায়া হম নহ জানি নহি ভেল তে কারণে হমহু নিয়ম কএল, মদালসা চ্ছাড়ি এহি জন্ম আন স্ত্রী নহি কিচ্ছু দুঃখ ক[২৯ খ]থা সুনু॥

নাগ। সখে কহু॥

কুবলয়াশ্বোক্ত গীতং চ

কোরাব॥ প্র॥

নিমিষ জা বিনু রহি ন হোঅএ
সংমারি হরলি পাপে
রাক করত ন হাথস খসল
পড়লঅ থাহ আপে॥

হরি হরি হে কা লাগি মোর
ইহে জীবন বেদন কেও ন জানে ॥ ধ্রুবং ॥
নিসি বিঘটএ চকি চকেবা
দিন তুহু মিল জোল
জনম অবধি বিওগ সহব
কহেন করম মোর ॥
কাহিকে কহব কে দুখ জানত
কে কর এহি উধারে
শিব শিব সহ কঠিন হৃদয়
কুলিশ সম প্রহারে ॥
সগর তগর ভেল ভয়াওন
ভবন বন সমান
সেবি শম্ভুপদ সবে দুখ জাএত
নৃপ জগজোতি ভান ॥ ৮০ ॥

গীতার্থং শ্রাবয়তি ।।

হে সখে বিওগ কঠিন ॥

নাগ। হে সখে, জত উৎপন্ন হো সবক নাশ, ধৈর্য চাহিঅ এঞহাহি কী নহি জনিঅএ কিচ্ছু সুন্নু ॥

কু। সখে কহু ॥

নাগপুত্রোক্ত গীতং

॥ সিন্দুরা ॥ প্র ॥ এ ॥

কামিনি কনক জন জৌবন অসার
মায়াজাল সম এহে দেখিঅ সংসার ॥
থির নহি জল থল অওর অকাশ
অথির সরির থির রহ নহি সাস ॥
বিধি সিরজথি হরি কর প্রতিপালে

হরলথি হরিএ সবহি অন্তকারে ॥
সত্ত্ব রজ তম তিনি গুণক অধীনে
ইথী লাই ন করিঅ হৃদয় মলিনে ॥
মহী জল তেজ বায়ু নভ এহি পাঁচে
গঢিঅ সরির সেষ সেও নহি সাচে ॥
নাগ নর কিন্নর অসুর [৩০ ক] জত দেবে
খন একে কাল গরসি সবে লবে ॥
অপন ধরম পথ নিতে দীঅ চিতে
সবহি সময় সেহে এক পএ হিতে ॥
নৃপ জগজোতিমল জোগরস ভাবে
হবক চরণ সেবি সব সুখ পাবে ॥ ৮১ ॥

নাগ। হে সখে মহারাজ ধৈর্য জলে তোহর তাপ মিঝাএত ॥

কুব। সখে সাধু সাধু, সরির এহন থিক তথাপি মায়া বড়ি ॥

নাগ। হে মহারাজ হমে অপন স্থান জাঈচ্ছিঅ ॥

কুব। সখে উত্তম ॥

নাগপুত্রৌ গীতেন নিস্‌সরতঃ

॥ গুঞ্জরী ॥ খর্জ ॥

চল চল আবে ঘর জাউ
অচিরেহি নৃপতি করে
পুনু দরশন পাউ ॥ ৮২ ॥

কোণ ভাষা ।।

একঃ। হে ভাই রাজাক বার্তাএ, হমরা বড় মনোদুষ্‌খ।

দ্বিতীয়ঃ। তে দুষ্‌খ হমরাহু বড় দুষ্‌খ ॥

দ্বিতীয় কোণে।

দ্বিতীয়ঃ। আবে ঘর জাউ।

এক। অবশ্য ॥

॥ কু। হে দ্বিজবর হমরা মন স্থির নহি হোঅএ ॥

দ্বি। মহারাজ ধৈর্য চাহিএ ॥

[কুবলয়াশ্ব] হে দ্বিজবর, খন এক অন্তঃপুর রহব ॥

ব্রা। আজ্ঞা ॥

॥ কং। হে প্রিয়ে তোহরা রূপ দেখি হমর মন বিকল ভেলঅচ্ছ কিচ্ছু বচন সুনু ॥

নাগি। প্রভু আজ্ঞা করু ॥

কংব মে

॥ ধনাশ্রী ॥ চো ॥

কেলি কুটুহল ॥

হে প্রিয়ে সুমন কএ আলিংগন দেব ॥

নাগি। হে প্রভু হমর এক বচন অবধান করু ॥

কং। প্রিয়ে কহু ॥

নাগি মে

॥ আসাবরী ॥ প্র ॥

পহু সন দোসরি ॥

হে প্রভু হমর রূপ জোবন তোহর অধীন ॥

॥ কংবলাশ্বতরৌ জমনিকাং দত্ত্বা প্রবিশতিঃ ॥ দবলন দুংহায ॥অশ্বতব পিংচ্ছোয় ॥

কোণ ভাষা ॥

কং। অহে অশ্বতর শীঘ্র জাএব চলু ॥

অ[৩০ খ]শ্ব। ভ্রাতঃ সর্বথা ॥

দ্বি। অহে ভ্রাতঃ সত্বর চলু ॥

কং। অশ্বতর সর্বথা ॥

॥ অশ্ব। হে ভ্রাতঃ হমরাস এহি থাব খনেক রহু ॥

অং। ভ্রাতঃ জে ইচ্ছা ॥

অশ্ব। হে ভ্রাতঃ হমরা তুহু খন এক, তুওর ধবলহর রহব।

কংব। ভ্রাতঃ সর্বথা ॥

॥ কুবলয়াশ্বো জমনিকাং দত্ত্বা নিঃসরতি ॥

পংচদশ সংবংধঃ ॥ ১৫ ॥

[৩'১৬]

॥ কম্বলাশ্বতরৌ জমনিকাং দত্ত্বা প্রবিশতঃ ॥ নাগপুত্রৌ কেদারা রাগ চোকতালাভ্যাং প্রবিশতঃ ॥

কোণ ভাষা ॥

একঃ। পিতাক চরণ ত্বরাএ দেখু ॥

দ্বিতী। অবশ্য ॥

দ্বিতীয় কোণে।

দ্বিতী। এ দুঃখ সুনি হমরা বাজি নহি হোঅ।

এক। তে হমহু বড় মলিন ॥

নাগপুত্রৌ। হে তাত হমর প্রণাম ॥

কম্বলাশ্বতর। হে বৎস কুশলী ভব ॥

কম্বলাশ্বতর। তোহ দিবস সগরো, ককরা লগ রহহ ॥

নাগপুত্রৌ। মর্ত্যলোক মহারাজ শত্রুজিতক পুত্র, কুবলয়াশ্ব তহ্নি সঞো হমরা প্রণহু তহ অধিক প্রীতি তহ্নিকা লগ, বড়ে সুখে দিন খেপিঅ ॥

কম্বলাশ্ব। ধন্য ধন্য পুত্র ওহনা সঞো এহন প্রীতি হমরা বড় আনন্দ, পরন্তু হুনি রাজাকা বড় অভিলষিত কঞোন বস্তু মোঞে দেও ॥

নাগ। হে তাত, হুনকা সবে কিচ্ছু পূর্ণ সুনু ॥

নাগপুত্রোক্ত গীতং

॥ কেদার মালব ॥ চো ॥

রাজ মন্ত্রি পুরোহিত লচ্ছিমি বহুতে
দেশ কোটবল সব সম জুতে ॥

জঞো রহ নঞো নি[৩১ ক]ধি তঞো অভিলাষে
তস্থ মন কহ কিচ্ছু এহি কোন ধাষে ॥
তহ্নি এক দুখ বড় শপথহি লেলা
নারী বিরহ জনমাবধি ভেলা ॥
মোহি বড় সংশয় কঞোন পরকারে ॥
যমগৃহ গেল আনএ কে পারে ॥
নৃপ জগজোতি কহ হোএত উপাঈ
শিবক অরাধনে কী নহি পাঈ ॥ ৮৩ ॥

গীতার্থমন্তোন্তং কথয়তি ॥

হে তাত ওকর স্ত্রীবিয়োগে মহোদুখ ভেলঅচ্ছ ॥

কম্বলাশ্ব। হে পুত্র, ঈ কঠিন কর্ম ওকরা দেহ রহ, কদাচিত অস্থি রহ ভস্ম বা মন্ত্রপ্রয়োগাদি কদাচিত, জিআএ হো, জকরাস কিচ্ছু নহী, সে জিআওব কঠিন, বড় অসাধ্য ॥

নাগ। হে তাত, হমে পহিরহি কহল অসাধ্য ॥

অশ্ব। হে পুত্র ঈ কর্ম কঠিন বড়, তথাপি কঠিন জানি উদ্যম নহি করিএ, ঈ কাপুরুষ লক্ষণ, তে উদ্যম অবশ্য কর্তব্য, ফল ঈশ্বরাধীন, তে অবশ্য হমে প্লক্ষাবতরণ তীর্থ হিমালয় পর্বত গএ তপস্যা করব ॥

নাগপুত্র। তাত সর্বথা ॥

॥ গীতেন কম্বলাশ্বতরৌ নিস্‌সরতঃ

॥ কোরাব ॥ এ ॥

জাএব অরাধএ সরসতি দেবী
কিচ্ছু ন অমিল হোঅ জস্থ পদ সেবি ॥ ৮৪ ॥

কোণ ভাষা ॥

অশ্ব। হে কম্বল ভ্রাতঃ হমরা দুহু ব্যক্তি একচিত্ত ভএ সরস্বতীক আরাধনা করএ চলু।

কম্ব। এহনে উচিত ॥

দ্বিতী[৩১ খ]য় কোণে ॥

কম্ব। হে ভ্রাতঃ উদ্যম করু।

অশ্ব। ইচ্ছা ঈশ্বরীক ॥

নাগপুত্র। হে ভাই খনেক অংতপুর ভএ রহু ॥

[দ্বিতীয় নাগপুত্র] ভাই সর্বথা।

জমনীপট্টং দত্ত্বা নাগপুত্রৌ নিসৃসরতঃ ॥

ষোড়শ সম্বন্ধঃ ॥ ১৬ ॥

[৩·১৭]

কম্বলাশ্বতরৌ গুণ্ডরাগেণ পরতাবেণ প্রবিশতঃ ॥

কোণ ভাষা ॥

অশ্ব। হে কম্বর, হিমালয় সন্নিহিত ভেল।

কম্ব। হমে সেউ দেখইচ্ছও ॥

দ্বিতীয় কোণে।

কম্ব। এহে প্লক্ষাবতরণ তীর্থ।

অশ্ব। এহে থী ॥

অশ্ব। হে ভ্রাতঃ হমর সঞো বড় ভাগ্য, ঈ হিমালয় পর্বত, ঈ প্লক্ষাবতরণ তীর্থ,*তপস্যাক যোগ্য স্থান ॥

কম্ব। ত্রিকাল স্নান নিয়তাহার কএ নিয়মপূর্বক এক চিত্ত ভএ ঈশ্বরীক স্মৃতিকে করু ॥
আজি তৃতীয়াঙ্ক ভেল, কিচ্ছু পরমেশ্বরীক স্মরণ করু ॥

কামরা ॥ প্র, এ ॥

মাতু ভবানি সরণ তেহারী
জাঞো বলিহারী ॥ ধ্রুবং ॥

মন ক্রমে বচন অওর নহি ভাবত
এহি সংসার কাহে অটকাবত
অওর·কি অওর সঞো মনা মেরে তুহ সঞো
মোরব প্রীতি জৈসে শশি কুমুদিনি সঞো ॥
নৃপ জগজোতি কহ আস ন কাহুক
জনম জনম তোহর গুণ গায়ক ॥
চরণকমল তুঅ শলণ ভএ মোহি
অপনে রোপি কী মারহ পালহ ॥ ৮৫ ॥

ইতি তৃতীয় দিবসে ॥

॥ অথ চতুর্থ দিবসে ॥

কম্ব । হে ভা[৩২]ই এক চিত্ত ভএ ঈশ্বরীক স্মৃতি করু ।

অশ্ব । হে ভাই এহে কর্তব্য ॥

কম্বলাশ্বতবোক্তি গীতং

॥ গুণ্ড ॥ প্র ॥

দালিম দশন পাতী অধর বিদ্রুম কাঁতী
সুখক সদন প্রসন্ন বদন পুনিম চাদক ভাঁতী ॥
দেবি হে তোহহি জগতমাতা
সকল সম্মত মুনি অভিমত
চারি পদারথ দাতা ॥ ধ্রুবং ॥
নয়ন ভৌহবিলাসে মদনবাণ প্রগাসে
বিকচ কমলজুগল উপর ভমর পাঁতি বিলাসে ॥

দানবদলনশীলে বিহিত সমর শীরে
ভগতত্তারিণি দুরিতদারিণি
বিবুধপালন ধীরে ॥
নৃপ জগজ্যোতি গাবে তুঅ পদ মন লাবে
জহেন জলদ চাতক চাহএ
আন কিচ্ছু নহি ভাবে ॥
হে পরমেশ্বরি এঁহাক শরণ ॥ ৮৬ ॥

ততঃপ্রবিশতি বিমানেন সরস্বতী ॥
কম্বলাশ্বতরৌ ভক্ত্যা সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণমতঃ ॥
সরস্বতী ঝাপা

॥ শ্রী ॥ চো ॥

ভগত সগবকা ॥
হে পরমেশ্বরি হমর বিনতি এক বচন সুনু ॥
সর। ভক্তজন কহু ॥

পুনঃ কম্বলাশ্বতরোক্তি স্তুতি গীতং

॥ ধনাশ্রী ॥ চো ॥

তেনয়ক দোষ কতএ নহি হোএ
জননি কৃপাবসে দুকর [৩২ খ] ধোএ ॥
করজোড়ি পএ পড়ি বিনমঞো তোহি
এহি দুখভার সংতারহ মোহি ॥
কতএ কতএ নহি কএলহ উধার
পালি ন মারিঅ করহ বিচার ॥
ভয়ভঞ্জনি তোহে মাএ ভবানি
আবে কিএ বিসরলি অপনুকি বানি
নৃপ জগজোতি কহ ন কর উদাস
জতহি ততহি জগ তোহরে আস ॥ ৮৭ ॥

কহ হে পরমেশ্বরি অধিক কী কহব অন্তর্যামী তোহে।

সরস্বতী। হে ভক্তজন অসাধ্য ভক্তি মোরে কএলহচ্ছ, তোহে লোকে অতৎপর মোঞে প্রসন্নি ভেলিচ্ছও, বর মাগহ॥

কম্বলাশ্বতরৌ। হমরা এঞেহাক চরণকমল দেখল তেহি পূর্ণ মনোরথ ভেলাহু॥

সর। হে কম্বলাশ্বতর, হমর কিচ্ছু সুনু॥

কং। পরমেশ্বরি আজ্ঞা করু॥

সরস্বতী বরদান গীতং

॥ কাফী ॥ লঘু শেখল তাবে ॥

তোহর শীল তপ কএল অবধারি
সুরপুর তেজি হম ভূমি অবতারি॥
মাগহ ভগতজন নীএ অভিলাখ॥ ধ্রুবং॥
নাম মোরা সরসতী জগজন জানে
জেহি ভাব অএলাহে করব তসু দানে॥
হরষে অএলাহু হম করএ তুঅ কাজে
এহি অবসর মৌন তোহ ন বিরা[৩৩ ক]জে।
নৃপ জগজোতি ভন দেবি বরদান রে
শিব মনমোহন পাব গুণগান রে॥ ৮৮॥

সর। হে ভক্তজন মাঁগহ বর॥

কম্বলাশ্বতর স্তুতি শ্লোকঃ

কং। হে পরমেশ্বরি সরস্বতীহবপামেনং লিহায়।

শ্রী॥ চো॥ ভগতি॥

জড়োঽপি যৎ প্রসাদেন বাগীশস্তাং গিরীশ্বরাং।
বন্দে সন্দেহতিমিরেচ্ছেদকোটিশশিপ্রভাম্॥

হে দেবি আওর মোরা তোহরে প্রসাদে সবে পূর্ণ, পরন্তু এহন গান বিদ্যা দিঅও জে মহাদেব ত্বরাএ সন্তুষ্ট হোঅথি॥

দেবী। সাধু সাধু এতবা কী, জঞো ইন্দ্রপদ মাংগহ তঞো সেও মোঞে দেঅও॥ তোহ রাগ ন বিদ্যা, সাত স্বর, তীনি গাম, সাত মূর্চ্ছনা, উনচাস তান ইত্যাদক সম্পূর্ণ হোএত মহাদেব সন্তুষ্ট হোয়তাহ, পূর্ণকাম ত্বরাএ ঘর জএবহ।

[কম্বলাশ্বতর] সরস্বতী জে আজ্ঞা॥ হমর প্রণাম॥

ইত্যুক্ত্বা দেবী তেনৈব বিমানেনান্তর্ধানং করোতি॥

কং। হে অশ্বতর সরস্বতী গানে বিদ্যা বর দেল, কৈলাস জাএব, চলু॥

অং। ত্বরাঞো চলু॥

গীতেন কম্বলাশ্বতরৌ নিস্সরতঃ

॥ বসন্ত ॥ গুর্জ ॥

সরসতি বরে হম জাএব কবিলাসে
সেওব ম[৩৩ খ]হাদেব গাওব তসু পাসে॥ ৮৯॥

কোণ ভাষা॥

অশ্ব। হমরা জে কামে অএলাহু সংপূর্ণ ভেল, আবে কৈলাস চলু।

কম্ব। ধন্য মোর ভাগ্য মহাদেব সেবা করবে॥

দ্বিতীয় কোণে॥

কম্ব। আবে ত্বরাএ চলু।

অশ্ব। আবে কঞোন বিলম্ব॥

সপ্তদশ সম্বন্ধঃ ॥ ১৭ ॥

[৪'১৮]

॥ মহাদেব প্রবেশ গীতং

॥ নাট ॥ পরি ॥

বাঘচ্ছাল পহিরণ বিভূতিভূষণে
শির সুরসরিধার অমিঅ কিরণে॥

ত্রিশূল ডমরুকর ফণিময় হারে
সংগে হিমগিরিসুতা ত্রিভুবন সারে ॥
ভগত কারণে হমে দেল পরবেশে
দেব সএ অভয় বর হরব কলশে ॥
নৃপ জগজোতিমল হরপদ সারে
নাট রাগ লঘু গুরু গাব পরতালে ॥ ৯০ ॥

তত্রাগেণ একতালেন নচারী ॥

বিহুসি হসহ গোরি মোর মুখ হেরি
বসনে বদন ঝাপি কিএ কত বেরি ॥
হাড়মাল তুঅ সাজচ্ছ চ্ছিঅধারি
পবক দেহ নিধি হমও বিচারি ॥
অধারি হাড়মাল ন বুঝ সআনি
সিধিনিধি সবে তাহি রাখল ভবানি ॥
ঈশ বচন সুনি সংশয় গেল
হরষে আলিঙ্গন তহি খনে দেল ॥
[৩৪ ক] নৃপ জগজোতি কহ অপনক মতি
গীতে কৌতুকে শিবচরণ পএ গতি ॥ ৯১ ॥

মহাদেব পরিক্ষেপন দ্রুংহায় ॥

হে পার্বতি নন্দি বীরভদ্র প্রমথগণ এহি কৈলাস দেখি মন সানন্দ ভেল, এহি থাম নৃত্য করব ॥

সর্ব। ঈশ্বর জে আজ্ঞা ॥

কাফি ॥ এ ॥

ডমরুকে শবদে ॥

মহাদেব, পার্বতি। এহি ঠাম হমরা বৈসু কৌতুক দেখু, হে।

পার্বতি। হে ঈশ সর্বথা ॥

কম্বলাশ্বতরৌ গৌড়ামালব রাগ পরতালেন প্রবিশতঃ ॥

কোণ ভাষা ॥

অশ্ব। হে কম্বল ধন্য ধন্য কবিলাস দেখইতে মোরা আহ্লাদ হোইচ্ছ।

কম্ব। নামহি কৈলাস ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

কম্ব। হে অশ্বতর ধন্য হমরা তুহু জনক জন্ম জে এহন ঠাঞো আএচ্ছিঅ।

অশ্ব। সরসতীক অনুগ্রহ ॥

॥ উভৌ ভবানীশিবয়োশ্চরণে পততঃ ॥

হে শিব, হে পার্বতি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম হরে॥ ধন্য ধন্য জন্ম কুশল কর্ম এহাক চরণ দর্শন ভেল ॥

শিব প্রহস্য

সাধু সাধু কম্বলাশ্বতরে ॥

কম্বলাশ্বতরোক্ত শ্লোকঃ

মম ভাগ্যবশাৎ তবদৃষ্টিরভূদথ
গোচরয়ামি কিমপ্যধুনা।
ভবদেক বিনির্মিতা নাদগিরা শিব
[৩৪ খ] তত্র মনাগবধেহি বিভো ॥

কং। হে পরমেশ্বর হমর কিচ্ছু বিনতি সুনু।

মহা। হে কংবলাশ্ব[ত]র কহু ॥*

মহা। হে কংবলাশ্বতর হমে বড় সংতুষ্ট ভেলঅচ্ছ ॥

কং। ত্রৈলোক্য হমর ভাগ্য ॥

* এখানে তোলাপাঠের নির্দেশ আছে। কিন্তু তোলাপাঠ নেই। হয় লিপিকর পরে লিখবেন ঠিক করে লেখেন নি অথবা ফটো তোলবার সময় তোলাপাঠের অংশটুকু বাদ পড়ে গেছে।

মহা। হে কম্বলাশ্বতর, নাদপ্রিয় মোএ সে কে নহি জান।

॥ শ্লোকঃ ॥

মম প্রাণাধিকং গানং তালরাগসমন্বিতং।
দশলক্ষণসম্বন্ধমানন্দাম্ভোধি বর্দ্ধনম্ ॥

কানরা ॥ ল ॥

নাদ গান অওর তান ঠাম হৃত্মান
গত্য পত্য অর্থভাব তাল বর্ধক ইএ জান ॥
শংখশুষির কংস বংশ মুরজ তন্ত্রি বিবিধ ভেদ
ব্রহ্মা বিষ্ণু শম্ভু আদি দেব সেব নাদ বেদ ॥
সপ্ত রাগ তীনি গাম মূর্ছনাভিরাম ধাম
মন্দ মধ্য তাল থান বাস ভেদ ধরিএ নাম ॥
অর্থ ধর্ম ভুক্তি মুক্তি এহি সকল সাধিঅএ
পাপ জীতি পরম নীতি শংভু শরণ পাইঅএ ॥
হস্ত চরণ অঙ্গ চারি ফেরি ফেরি নাচিঅএ
ভূপ জগজোতিমল্ল সূঢ় উঘট গাইঅএ ॥

গীতার্থং ॥

কম্বলাশ্বতর। হে পরমেশ্বর হমরা তুহু হোএ শরণ অএলাহু ॥
ঈশ্বর সর্বথা ॥

কম্বলাশ্বতরোক্ত গীতং

॥ গৌড়ামালব ॥ প্র ॥

ভবহি ভবানিহি ভেল বড় দন্দ
কৌ[৩৫ ক]শল কৌতুক কএল কত চ্ছন্দ ॥
লহু লহু অম্বর হর হরি লেল
তখনে ভবানী দহদিশ হের ॥

হাস কহ দোখ কতহু নহি কেও
বোরি ন ফাব তোহ দেবক দেও ॥
গাঁগ চাঁদ ফণি সাখী মোর
বুঝল তোহ হিয়এ অম্বর চোর ॥
তখনে বোলথি হর ঈ জনু বাজ
বামা বাল দো জিহে কী কাজ ॥
জঞো তোহে প্রভু নহি সাখী মান
তঞো থিক সমুচিত শপথ বিধান ॥
এত সুনি হর কিচ্ছু বোলহি ন জাএ
লাজ বিহুসি দেল বসন দেখাএ ॥
ঈশ গোরিকা ভেল বিলাস
নৃপ জগজোতি কহ পুরাবথু আস ॥ ৯২ ॥

পুনর্গীতং

॥ মালব ॥ চো ॥

ঘর নহি সম্বর পহিরি বঘংবর
ত্রিভুবনপতি তোহে দেবা
মোরি সেবা লো ॥
কওন পুণে অপুরুব রূপ তপসী
বড় রসী ॥ ধ্রুবং ॥
ভসম আঁগ দএ মসান বাস কএ
পরকে দিএ সুখ ঠাম
অভিরামে লো ॥
শিব ধরিএ গাঁগ নারী আধ আঁগ
করিএ ধ্যান সমাধি
জোগনিধি লো ॥

নৃপ জগজ্জোতি মতি শিবক চরণ গতি
অবসর বিসরহ জন্থু
মোহি পুন্থু লো ॥

ইতি চতুর্থ দিবসে ॥ ৯৩ ॥ ১৮৯

[অথ পঞ্চম দিবসে]

মহাদেব। হে কম্বলাশ্বতর গন্ধর্বকিন্নরহু তহ, বড় উত্তম গওলহচ্ছ, মোঞে বড় সন্তুষ্ট ভেলচ্ছও, জে বর তোহ মাঁগব সে অব[৩৫খ]শ্য হমে দেব ॥

কম্বলাশ্বতর। হে দেবেন্দ্র হমে গানে এহাহি সন্তুষ্ট করএ পাবও নহী, কিন্তু এহাঞে ভক্তানুকম্পী থিকহ ॥

মহাদেব বরদান গীতং ॥

হে কম্বলাশ্বতর কিচ্ছু কহৈচ্ছঞো সুন্থু ॥

কং। মহেশ্বর আজ্ঞা করু ॥

॥ কানবা ॥ প্র ॥

ধন্য গান তোহর থিক সব তহ
জে বশ মোঞে আজ কএলাহু
ধরএ ধ্যান সবে দেব কিন্নর নর
মুনিগণে মোঞে নহি পওলাহু ॥
দেব হে বর মোঞে তোহি
গানে তালে মন মোহি ॥ ধ্রুবং ॥
ভগতি ভাব রসে অহনিশ পূজনে
কএলহ মোর অবলম্বে
ধনজন রাজচ্ছত্র জে মাঁগহ
সে দেবে হমে অবিলম্বে ॥

নৃপ জগজ্জোতি ভগতি ভন
হরপদকমল যুগল মন লাঈ
সবে সিধি নিধি হোঅ ধনি
তাসু জসু পবস গিরিজা মাঈ।। ৯৪ ॥

মহা। হে কম্বলাশ্বতর, অবিলম্ব বর মাগহ ॥

কম্ব। হে দেবাধিদেব হমবা পুত্রকা কুবলয়াশ্ব সঞো মৈত্র, তহ্নিকা প্রাণপ্রিয়া মদালসা পত্নী তারকেতুক ষটে দূর গেলী, তে হুনি নিয়ম কএল মদালসা চ্ছাড়ি এহি জন্ম আন স্ত্রী পবিত্যাগ তে তুম্খ এহাক চরণ শবণ অএলাহু ॥

মহা। হে কম্বলাশ্বতর, তকব দেহ অস্থি ভস্ম কিচ্ছু থি ॥

কম্ব। হে ঈশ্বব, সে কি[৩৬ ক]চ্ছু নহি চ্ছএ ॥

মহা। ঈ কঠিন কার্য ॥

কম্ব। এহাক কঠিন কএোন সহস্র ব্রহ্মাণ্ড এহাক কএলহো ই স্ত্রী এক ॥

মহা। তোহবা গান হমে সন্তুষ্ট ভেলাহু, তোহে অপন ঘর গএ ওহি কামনাএ পার্বন করিহহ, ওহি কামনাএ মধ্যম পিণ্ডক ভোজন করিহহ, তদুত্তর তোহরা মধ্যম ফণা সঞো নিশ্বাসে মদালসা উৎপন্নি হোইতি, ওহনে পূর্বকথা স্মরণ লাবণ্য শীল বয়োগুণসম্পন্নি তীনি বর্ষ হোইতি, ই বর তোহরা দেল ॥

পার্বতী। এবমস্তু ॥

কম্ব। মোঞে কৃতার্থ ভেলাহু।

বাবংবাব প্রণমতি।

হে দেব হমরা ঘর জাইচ্ছি প্রণাম ॥

মহা। ঘর জাহ পূর্ণকাম ॥

টোড়ীবাগেণ একতালেন কম্বলাশ্বতরৌ নিস্‌সরতঃ ॥

কোণ ভাষা ॥

কম্ব। সরসতী প্রসাদে মহাদেব সংতুষ্ট ভেলাহ, হমরা মনোরথ পূর্ণ ভেল, চলু জাউ।

অশ্ব। চলু ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

অশ্ব। এ কার্য ধর্ম হোএত, কুবলয়াশ্ব মহারাজাকা হমরা পুত্রকা আনন্দ হোএত ॥

কম্ব। অত[৩৬ খ]ম্পর বিলম্ব কী ॥

মগাদেবোগীতেন নিস্সরতি ॥

হে পার্বতি অন্তপ্পুর চলু।

পার্বতী। প্রভু চলু।

॥ টোডী ॥ এ ॥

নাগরাজ বর দানে কএল হরথীত
চলহ অন্তর ঘর সবহি নিচীত ॥
হিমগিরিনন্দিনি হে
চল জাউ নিজ গেহে ॥ ধ্রুবং ॥ ৯৫ ॥

কোণ ভাষা ॥

মহা। হে পার্বতি আজ নাগরাজে ভল গীত গাওল।

পার্বতী। হে ঈশ্বর, উত্তম গাওল ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

মহা। হমরা অন্তপ্পুরু ভএ বৈসু।

পার্বতী। জে আজ্ঞা ॥

অষ্টাদশ সম্বন্ধঃ ॥ ১৮ ॥

[৫ ১৯]

জমনিকাং দত্ত্বা নাগপুত্রৌ প্রবিশতঃ ॥

একঃ। হে ভাঈ, নাগরাজ অনক দিন ভেল কিএ নহি আএলচ্ছিথি।

দ্বিতীয়। হমরাহু ওহে চিন্তা।

॥ পহড়িয়া ॥ চো ॥

কখন মনোরথ হোএত নিরবাহ
চিন্তা মহোদধি মন অবগাহ ॥
বারিস ঋতু নহি বরিসএ বারি
তাহি চ্ছাড়ি কাহি করব গোহারি ॥
তহেন পিয়াসাঁ বিনতিএ সার
জঞো তুটর পুরু গাঁঠিএ হার ॥
চির নহি রহএ সুপহুকা রোস
আব কী ঝাঁখব কুদিবস [৩৭ক] দোস ॥
দূর করথি দুখ শিবক সোহাব
নৃপ জগজোতিমল কৌতুক গাব ॥

হে ভাই তাত আগমন দেখৈতে রহবে।

দ্বিতী। ভাই এহেন ॥

বামকবীবাগেণ পবতালেন কম্বলাশ্বতরৌ প্রবিশতঃ ॥
কোণ ভাষা ॥

অশ্ব। হে কম্বলা, আজ হমবা পুত্রক। আনন্দ হোএত।

কম্ব। এহনে কার্য আনন্দ হো ॥

দ্বিতীয় কোণে।

কম্ব। হে ভাঈ, নাগপুর অএলাহু।

অশ্ব। উত্তম কহল ॥

নাগপুত্রপ্রণমতি ॥

কং। হে পুত্রা।

পু। হে তাত হমর প্রণাম ॥

নাগরাজ আলিঙ্গতি ॥

কম্বল। হে পুত্র, কুবলয়াশ্ব রাজা কহিআও এতএ
অএলাহ ॥

নাগপুত্র। হে পিতা ও এতএ কীএ অহোতাহ॥

কম্ব। জএঞো মৈত্রী কএঞোন, পুত্র সুনু।

পু। তাত কহু।

॥ রামকরী। প্র॥

তোহে দেহ হুনকা হুনি পাহি তোহে লেহ
ভুজহ ভজাবহ তুহু মিলি সেনেহ॥
এহে সবে বন্ধুক রীতি॥ ধ্রুবং॥
গুপুত কহি নিকহ তুহুহি পরসপব
চ্ছবহু বন্ধুভাব জানিঅ সবতর॥
তসু দুখ অপনে মানহ পরম দুখ
তন্নিকে হলেখে তোহে করহ পরম সুখ॥
জাহ বজাএ আনহ হুনি নিজ গেহ
তুহু জিব এক কর বিভিংন দেখ[৩৭ খ]হ দেহ॥
হবক চরণ গতি নৃপ জগজোতি কহ
তসু পরসাদে সুথির ভএ নহ রহ॥ ৯৬॥

শ্লোকঃ॥

গুহ্যাখ্যানপরিপ্রশ্নৌ মিথো দানপ্রতিগ্রহৌ।
ভোক্ষ্যভোজকভাবশ্চ ষড়েতে বন্ধুলক্ষণম্॥

হে পুত্র, জাহ ত্বরাএ রাজপুত্র লআএ আনহ॥

নাগপুত্র। জে আজ্ঞা॥

॥ নাগপুত্র নিস্সাব গীতং

॥ কেদারা॥ প্র॥

তাতক বচনে জাএব মিলি তুহু জনে
আন বলে আএ করব কত জতনে॥
পুহবী যাল তনয় হিত অপনে॥ ধ্রুবং॥ ৯৭॥

কোণ ভাষাঃ ॥

একঃ। হে ভাঈ, বড় অভিলাষে জাইচ্ছিঅ।

দ্বিতীয়ঃ। এহনে ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

দ্বিতীয়ঃ। ঈ কার্য সযত্ন করএ চাহিঅ।

একঃ। যথোক্ত করবো ॥

॥ তদনন্তরং

কম্বলঃ। হে অশ্বতর, পিণ্ডদান করু, জে বিধি ঈশ্বরাজ্ঞা তে ভাঁতি খাউ।

অশ্বতর। অবশ্য ॥

অশ্ব। হে কম্বল, ভোজনোত্তর মোরা নিশ্বাস সঞো অপূর্ব এ কন্যা উৎপন্নি ভেলিচ্ছ ॥

কম্ব। ভল ভল ঈশ্বরাজ্ঞা কহেন মিথ্যা হোইতি, যত্নপূর্বক গুপ্তস্থান রাখি প্রতিপালু ॥

অশ্ব। ভল কহল, হমরা তীন লোক ঘুরিঅ পএ এহন লাবণ্য নহী দেখলচ্ছএ কতহু ॥

[৩৮ ক] জমনীং দত্বা উভৌ নিস্সবতঃ ॥

উনবিংশ সম্বন্ধঃ ॥ ১৯ ।

[৫.২০]

জমনীপট্টন্দত্বা কুবলয়াশ্বঃ প্রবিশতি।

কু। হে দ্বিজবর সর্বদা নাগপুত্র ত্বরাএ আজ কহনে নহি আব এত বেরি ॥

দ্বিজ। আএলাহ্ পএ ॥

॥ নাগপুত্রো দেশাখ রাগেনৈক তালেন প্রবিশতি ॥

কোণ ভাষা ॥

একঃ। ত্বরাঞে চলু।

দ্বিতী। চলু ॥

দ্বিতী। আজ হমরা কিচ্ছু বেরি ভেলি।

এক। অপনা যত্তি।

কুবলায়াশ্বং মিলিত্বা অন্যোনামালিঙ্গতঃ।

কুব। হে সখে, আজ কীএ বিলম্ব ভেল॥ .

নাগ। হে রাজন, আজ হমরা পিতাএ নিবেদন কএল॥

কুব। কী সে কহু॥

নাগ। হে মহারাজ সখে, অপনে অন্তষ্করণক কথা তকরা কহিঅ, তকর অন্তষ্করণ কথা অপনে সুনিঅ, তকরা অঙ্গ না অপনে খাইঅ, ও অপনা অঙ্গ না খোআইঅ, একরে দেল অপনে লিঅ অপনে ওকরা দিঅ, ঈচ্ছও প্রকার থী বন্ধুক লক্ষণ, তে অপনে শরীর মাত্র ভিন্ন হৃদয় এক কএ মানিঅ, সুখ দুঃখ সরিকএ মানিঅ, তে এেহা দেখএলা, ঈ বড় ইচ্ছা করৈচ্ছথি॥

কুব। হে মিত্র ই কএোন আশ্চর্য তোহর পিতা হমব পিতা॥

নাগ। হে মহারাজ কিচ্ছু নিবেদন করব॥

কুব। সখে কহু॥

দেশাগ॥ এ॥

আজ সুফল দিন হোয়ত হমার
কিচ্ছু কাল নাগপুর করিঅ বিহার॥
হমরাহু তাতক বড় অভিলাষ
দিন এক তোহ সএো করিঅ সংভাষ॥
জনম ভরিএ আবও তুঅ সনিধান
খন এক তোহে জা[৩৮খ]হ দুঅও সমান॥
মিত আখর দুই বিহি নিরমান

তকরা উপমা কে দেব আন ॥
হরক সেবক নৃপ জগজ্যোতি গাব
বড় পুণ্যে পাইঅ বড় সদভাব ॥ ৯৮ ॥

হে মহারাজ, বিজ্ঞকে কি বহুত কহব ॥

কুব। মিত্র লক্ষণ এতবা কিচ্ছু হম তহু কহঈচ্ছও ॥

কুবলয়াশ্ব উক্তি গীতং

॥ মালব ॥ প্র ॥

সাধু সাধু কহ মীত, এ শিব
জানল তোহে মোর হিত, এ শিব ॥
ও মোর ধরমক তাত, এ শিব
পরম চরিত অবদাত, এ শিব ॥
পেমক এহেন পরিপাটি, এ শিব
সুখ দুখ দুহুক অবাটি, এ শিব ॥
মোরাহু এহে বড় কাম, এ শিব
ততহু করিঅ বিসরাম, এ শিব ॥
নৃপ জগজোতিমল গাব, এ শিব
বহু রখলে রহ ভাব, এ শিব ॥ ৯৯ ॥

কুব। হে মিত্র চলু ত্বরাএ জাএব ॥

নাগ। অবশ্যমেব ॥

।। গৌরীরাগেণ চৌকতালেন কুবলয়াশ্বনাগপুত্রৌ নিস্‌সরতঃ ।। কোণ ভাষা ।।

কুব। হে মিত্র, মিত্রতাতক চরণ দেখ গএ ॥

নাগ। বড় ভাগ্য মোর ॥

দ্বিতীয় কোণে।

নাগ। হে মহারাজ সখে, ইহে থী গোমতী নদী, এ তটে নাগপুরএ জএবাহ ॥

কুব। মিত্রক জে ইচ্ছা ॥

বিংশতিতমঃ সম্বন্ধঃ ॥ ২০ ॥

[৫. ২১]

জননীপট্টং দত্ত্বা সপরিবার কম্বলাশ্বতরৌ প্রবিশতঃ ॥

কম্ব। হে অশ্বতর, বড় চিত্র এক থোড়হি দিনে মদালসাক কহেন বৃদ্ধি চেষ্টা সৌন্দর্য।

অশ্ব। মহাদেবক ঘটনা ঈ থী কওন চিত্র, আজ রাজকুমার কুবলয়াশ্ব এতএ অওতাহ, হাটবাটনীক করু বন্দনে বার দিঅও, ষড়শ অন্নপানাদি সম্পন্ন ক[৩৯ ক]এ রাখু ॥

কম্ব। ঈ সবে রাজোপচার জত সবে সম্পন্ন কএ রাখরচ্ছ ॥

অশ্ব। হে কম্বল, এহি কপড়ঘর মদালসা গুপ্ত কএ রাখু ॥

কম্ব। অবশ্য ॥

॥ কুবলয়াশ্ব নাগপুত্রৌ প্রবিশতঃ উক্তিপ্রত্যুক্তি গীতেন

গৌরী ॥ চো ॥

ধনে ই নাগপুর ধনে মোর মন্দির
জহা আএল রাজকুমারে।
আরে বন্ধু হমহু ধন্য মিত দেখব
জেহি আজ তাতচরণ জগসারে ॥ ১০০ ॥

কোণ ভাষা ॥

নাগ। হে মহারাজ মিত্র, হমরা পিতা এহাক দর্শন, ত্বরাএ পাবথু,

কুব। হমহু বড় ত্বরিত ॥

দ্বিতীয় কোণে।

কুব। হে মিত্র, এহাহি সও নাগপুরীক ঝলক দেখঈচ্ছী।

নাগ। ঈ কি আজ্ঞা হোইচ্ছ ॥

নাগরাজচরণে কুবলয়াশ্ব নাগপুত্রৌ নমস্কারং কুরুতঃ ॥ কম্ব আলিংগ্যামুর্দ্ধিচুম্বতঃ ॥

হে বাজকুমাব, ধন্য মোব ভাগ্য, আজ মোবা নয়ন সাফল্য ভেল, জে এঞহাক দর্শন পাওল, স্নানাদি ভোজন করু, তে হমে সানন্দ হোঅও ॥

কুব। মিত্র তাত সর্বথা ॥

কম্ব। হে পুত্র কুবলযাশ্ব দেখি হমে বড় সানন্দ ভেলাহু ॥ অতম্পব বজাএ দেহ কিচ্ছু সম্ভাষণ করু ॥

নাগ। হে মহাবাজ সখে, এঞহাক স্নানাদি ভেল, হমবা পিতাকা আনন্দ বড ভেব, কিচ্ছু সংভাষণ করু ॥

কুব। হে মিত্র, তাত এত ভোগোপচাব কিএ কএল. হমবা অপনে ঘবে এ ঘবে বিশেষ নহি ॥

কম্ব। ইহাক উচিত হমে কী কএলচ্ছ এতা হমব সন্তোষ বাখু ॥

কুব। আজ্ঞা করু ॥

কম্ব। এহাক প্রথম দর্শন থিক, জে হমবা ঘব এহাক, ইষ্ট বস্তু অপূব হো[৩৯ খ]অ সে মাগু ॥

কুব। সে এঞহাক কৃপা হমবা ঘব সবে সংপূর্ণ অচ্ছ ॥

কম্ব। ঈ কী কহৈচ্ছী. হবিহবাদি দেব তাহুকা, পুনু কওনও বস্তু অভিলাষ হোঅ ॥

কুব। এহাক দর্শনহি হমে সন্তুষ্ট ভেলাহু ॥

ইত্যুক্‌ত্বা নাগপুত্রমুখং বিলোকযতি ॥

নাগ। হে তাত, যুববাজ মিত্রকা সবে সম্পন্ন, কী মঁগতাহ, একতা হুনকা বড় অভিলাষ মদালসা স্ত্রী হুনকরি. দৈত্যচ্ছলে দূব গেবি, তকবে স্নেহে আন স্ত্রীক পবিত্যাগ কএলহ্নি ॥

কম্ব। ঈ বড় অসাধ্য, মৃতক রহ, অস্থি রহ, কদাচিৎ ভস্মও রহ, তঞো কদাচিৎ জিআএ হো, তে বিনু কঞোন উপায় নহী.

দেখইচ্ছিঅএ, কিচ্ছু অবধারি, হে পুত্র কদাচিৎ মায়াএ দেখাএ হোঅ ॥

কুব। হে মিত্র, তাত মায়াহু হমে ওহি দেখও, সেহে মগইচ্ছও ॥

কম্ব। সে হোএত, হে অশ্বতব, কপড়ঘর বাহরি করহ ॥

অশ্ব। অবশ্য ॥

কুব। হে মদারসে হে মদালসে, ধন্য মোব ভাগ্য ॥

ইত্যুক্ত্বা হস্তে গ্রহীতুমিচ্ছতি ॥

কম্ব। হে রাজকুমার মায়া চ্ছুইঅ জনু ॥

কুবলযাশ্ব মূর্চ্ছতি ॥

কম্ব। হে মহারাজ, হে মহারাজ, ঈ উচিত নহি চেষ্টা করু ॥

কুব। হে মিত্রতাত, কিচ্ছু হমব বচন অবধান করু ॥

কম্ব। রাজা কহু ॥

কুবলযাশ্বো উক্ত গীতং

॥ আশাবরী ॥ এ।

ভল ভেল কুদিবস গেলা
ঘনধুনি সুনি মোর প্রমুদিত ভেলা ॥
পরক উচিত কর কোঈ
তাহি তে সহসগুণ ফল ওহি হোঈ ॥
উতিম কএ হে সোভাবে
কনক সঙ্গে কাচও তেজ পাবে ॥
সঙ্গগুণ কুসল নিশে [৪০ ক]ষী
কুহু পুনিম শশি কত হো বিশেষী ॥
নৃপ জগজোতি এহো গাবে
শিবক সেবা বলে অমিলও পাবে ॥ ১০১ ॥

কুব। হে মিত্রতাত, এহনা মিত্রক সঙ্গ পাএ হমে কৃতার্থ ভেলাহু ॥

কম্ব। এহাক পুণ্য বড় থী, কিচ্ছু সুন্নু॥

[কুব] মিত্রতাত আজ্ঞা করু॥

কম্বলাশ্বতরোক্ত গীতং

॥ কোচগিরি ॥ প, এ, প ॥

তোহর বেদন সুনি মোহি দুখ উপজল
তে হমে সাহস সাহল হে
হিমগিরি গএ হমে দেবি অরাধলি
সরসতিতে বর পাওল হে॥
সে বল লএ পুনু পশুপতি সেওল
মদালসা তহ্নি বর দেরী॥
ঈ নহি মায়া সরূপ তোহরি নারী
করহ যথারুচি কেলী॥
পাচ্ছিলি পুচ্ছহ কহিনি সবে হি নি পুনু
মন জনু করহ বিশঙ্কা
কর বিসবাস আস তুঅ পুরল
আবে ভেল বিহি নহি বঙ্কা॥
বেদ পুরাণ তরাণ কহল জত
সে দেবি হরিহর কাজে
নৃপ জগজোতি অপন মতি বোলথি
সে সেবি কী নহি চ্ছাজে॥ ১০২॥

হে রাজকুমার, বারহ বরষ, সরস্বতীক তপস্যা কএল, হমরা দুহু ভাই মিলি তেহি সন্তুষ্ট ভএ বর দেল, তাহি উত্তর কৈলাস গএ মহাদেবকে আরাধনা কএ মদালসা বর পাউরি, ঈথী সংশয় জনু করিঅ, মায়া নহি, ঈ সরূপ, মদালসা অপনে পূর্বিল রহস্য কথা পুচ্ছ॥

কুব। ধন্য মোর ভাগ্য দেবহু তহ ঈ নহি হোএঅ, সে ঞেহাক কৃপাএ হমে পাউলিচ্ছ, পিতাপুত্র ঠাম মায়া নহি করএ, এহাক বচন মোরা প্রমাণ ॥

কম্ব। এহাএ [৪১ ক] মহারাজ অনেক রাজ্যচর্চা করএ চাহিঅ, ঈ মদালসা লিউ, অপনে রাজ্য বিজয় করু ॥

কুব। হে তাত জে আজ্ঞা ॥

কম্ব। অওর কনঞো জঞো কার্য হো, তঞো আজ্ঞা করু ॥

কু। এহাএ সমান দ্বিতীয়কে আন ইতি ॥

নাগপুত্র। হে সখে মহারাজ, তোহরা কৃপাঞে হমরা কৃতার্থ ভেলাহু, বিজয় করু ॥

কু। সর্বথা ॥

কুবলয়াশ্ব মদালসে নিস্‌সরতঃ

॥ মালব ॥ প্র ॥

নাথ তোহর চরণ জুগল লোহে
রবিহি কমলবন সোহে ॥
অব জনু তেজহ মোহি ॥ ধ্রু ॥

কুব। হে প্রিয়ে, হমরা তোহরা বহুত দিন বিশ্লেষ ভেল।

মদা। হে নাথ হম সন দুঃখী পৃথ্বী দোসর কেউ নহি, পহিরহি বাপক গৃহ সঞো রাক্ষস হরি লএআএল, পুনু বিবাহোত্তর, তালকেতু পীড়া দেল, সে, ঞেহাহিক প্রতাপে সন্তরল, তাহি উত্তরও পাপিষ্ঠক মায়া এত পর্যন্ত ভের, আওর কী কহব ॥

দ্বি কোণে ॥

কু। হে প্রিয়ে, সব তহ দৈব বলবন্ত।

মদা। মহারাজ মহাদেবী, হমরা ঠাম বহুত কৃপা করি তথি ত্বরাএ তহ্নিক চরণ দেখু গএ ॥

কম্ব। হে বৎসে, রাজাক বিদা কত্রল শীলবন্ত ভলা সঞো তোহে প্রীতি কএলহ।

পুত্রঃ। হে তাত ককরো পিতা পুত্রক কার্য এহন নহী কয়এ, সে হমে এহাএ কৃতার্থ কএলাহু॥

কম্ব। পুত্রক কার্য পিতাএ করথি চল্, হমবা অন্তঃপুর জাও॥

পুত্রঃ। জে আজ্ঞা॥

নাগবাজঃ সপরিবারো নিস্‌সবতি

॥ সাবংগী ॥ কহ ॥

সকল অসার সার॥

হে পুত্র সবে অমাব থিক পরমেশ্বব পদ পএ সাব॥

পুত্র। তাত এহনে॥

দ্বি কো॥

পুত্রঃ। হে তাত, আজু সমান সানন্দ হমে কহি আনহি ভেলচ্ছহি।

কম্ব। হে পুত্র উত্তবোত্তব তোহে সানন্দ হোঅহ॥

একবিংশতিতমঃ সম্বন্ধঃ ॥ ২১ ॥

[৫.২২]

॥ জমনীপটং দত্বা রাজা সপবিবাবঃ প্র[বি]শতি ॥

বাজা। হে দেবি আজ কুবলয়াশ্ব কীএ নহি আএলচ্ছথি॥

বাজ্ঞী। মোবা এহন চিত্তোৎসাহ হোইচ্ছ জে ও অএলাহ[৪১ খ]বে॥

॥ কুবলয়াশ্বমদালসে মালব রাগ একতালেন প্রবিশতঃ ॥ কোণ ভাষা ॥

কুবল। হে প্রিয়ে মদালসে, আজ হমরা পিতা কহেন সানন্দ হোএতাহ দহু।

মদা। এেহাক বড় প্রতাপ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

মদারসা। হে নাথ আজ হমরা সনাথ ভেলাহু।

কুব। পতিব্রতা মহাব্রত ॥

কুবল[য়া]শ্ব মদালসা মাতাপিতরৌ প্রণমতঃ ॥ পিতা, পুত্র মদালসা বাক্তী, পরস্পরং অঙ্গ-মালিকাং কুর্বতি ॥

কুব[ল]য়াশ্ব মদালসে। হে তাত হে মাতঃ হমব প্রণাম ॥

রাজা। হে পুত্র ঈ বৃত্তান্ত কহু ॥

কুব। হে পিতা হমরা নাগপুত্রকা মৈত্রী তে সম্বন্ধে মোএ নাগপুর গেলাহু, ততএ মিত্রপিতা কম্বলাশ্বতর মহাধর্মিষ্ঠ গম্ভীর জে কহিআও সুনলাও নহী সে আখি দেখলাহ, তহ্নি বারহ বরষ প্লক্ষাবতরণ তীর্থ, সরস্বতীক আরাধনা কএ বর পাএ, কৈলাস মহাদেব গান বিগ্যাএ, সন্তুষ্ট কএ মদালসাহি উৎপন্নি কএ হমরা দেলহ্নি ॥

রাজা। সাধু রে কম্বলাশ্বতর সাধু, মহাপুরুষকা এহন লক্ষণ ॥

বাজোৎসাহ গীতং

॥ মালব ॥ এ ॥

আজে সফল দিন ভেল হমার
হুনি ফণিরাজে কএল পরকার ॥
জলধি মগন জে মানিক ভেল
সে বিহি উধরি হাথ কএ দেল ॥
আজে ছাড়ল মোর মনকা দন্দ
সুতমিত্র পরিজন সবে সানন্দ ॥
সাহেল সুকৃত করম হমে জেহে
লখিমি আইলি মোরি তে ফলে গেহে ॥

শিবক চরণ পঞ রাখহ ভাব
নৃপজগজ্জোতিমল ঈ রস গাব ॥ ১০৪ ॥*

হে পুত্র, অসহ বেদন হমরা দূর গেল, অতঃপর এহি অবাস, ঞেহাএ[৪২ক] রহু দোসর ধওলহর হঁমে জাএব ॥

কুব। তাতক জে আজ্ঞা ॥

॥ রাজা রাজ্ঞী গীতেন নিস্‌সরতঃ ॥

॥ নাট ॥ খর্জ ॥

আজ মোঞে জানল পেমক আঙ্কুর
দিনহু দিনহু সেহে বাঢ়ে।
ডার পাত ফল হোএত সকল
তসু পুরল মনোরথ গাঢ়ে ॥
হে শিব তোহর কৃপাএ সবে ভেল ॥ ধ্রুব ॥ ১০৫ ॥

কোণ ভাষা।

রাজা। হে প্রিয়ে, হমরা বংশক অঙ্কুর বাঢ়ল।

রাজ্ঞী। বড় সানন্দ ভেলিচ্ছী ॥

দ্বিতীয় কোণে ॥

রাজ্ঞী। হে দেব হমরা পুত্রে কহেন মিত্র পাওল।

রাজা। কহব কী ॥

॥ কুব। হে প্রিয়ে মদালসে, হমরা দেবপূজাদি নিত্য কর্তব্য, তোহহু অপন কর্তব্য করহ ॥

মদা। হে নাথ জে আজ্ঞা ॥ হে সখি হমরাহু অন্তঃপুর গএ অলঙ্করণাদি করু গএ ॥

সখী। অবশ্য ॥

মদা। হে সখি রাজাক কওোন অবসর দেখু গএ ॥

* ১০৩ নং গীতটি নেই। লিপিকর—প্রমাদও হতে পারে।

সখী। মোঞে জাএব ॥
সখী। হে কুবলয়াশ্ব, মহারাজ, মোরা কিচ্ছু গোচর সুনু ॥
কুব। কীএ নহী ॥

সখ্যুক্ত গীতং

॥ কোরাব ॥ এ ॥

নিরমল তনুক এ বসন বিরাজি
শির সিংদুর দএ লোচন আংজি ॥
সোন সুগধ তুহু মীলল আজ
জাহি বিহিন তাহি পএ চ্ছাজ ॥ ধ্রুবং ॥
চিকুর সমারি সুরভি ফুল মাল
বেসরি পহিরি লম্বিত উরহার ॥
নূপুর কিঙ্কিনি কর কত লোল
মণি গিম ভূষণ কুণ্ডল ডোল ॥
কর কঙ্কণ মুখ রঞ্জন পান
চন্দন লেপি তোহে ভাব সুজান ॥
নৃপ জগজোতি কহ দূ[৪২ খ]তি উকুতি
সোরহ সিঙ্গার বুঝাব জুগুতি ॥

সখী। হে মহারাজ বিজ্ঞ সঞো বহুত কী কহব ॥ ১০৬ ॥
কুব। মোঞে অএলাহু।
সখী। মহারাজ ভল ভল।
সখী। হে সখি মোঞে বড় কৌতুক এক দেখল ॥
মদা। কহু ॥
সখী। কহইচ্ছও ॥

॥ মালব ॥ এ

ক্ষান্ত সমারিএ কৈএ সনান
অলিক তিলক দএ বর পরিধান ॥
বিহি দাহিন অচ্ছ তাহি জনা
পুহবী অবতরু দোসর মদনা ॥ ধ্রুবং ॥
কানকুণ্ডল তনু চন্দন লাএ
কর অংগুঠী শিরপাট বনাএ ॥
কটিক টার অচ্ছ হাথ করবাল
পহিরি পটম্বর শাল বিশাল ॥
মুহ তম্বুল বিষ্ঠা অভিবাম
পএর উপানহ সব গুণধাম ॥
নৃপ জগজোতিমল্ল ঈ রস ভান
বিহি সংঘটাওল দুঅও সমান ॥

হে মদালসে, মহা কৌতুক বেশ দেখল ॥ ১০৭ ॥

মদা। সখী সত্য ॥

কুব। হে প্রিয়ে মদালসে, এ অপূর্ব চিত্রসারি ॥

মালব ॥ চো ॥

নীল হরিত পীত সিত কত রঙ্গে
নিজ করে লিখু জনি জতনে অনঙ্গে ॥
সুরগণ কিন্নর খগমৃগপাঁতি
হএ গএ লিখল কহব কত ভাংতি ॥
চিত্র সদন দেখি সবে হোঅ ভোর
রঙ্গক মহিমাএ বরহিণ থোর ॥

মদন মহারসে অনুখন মাতি
কামিনি কৌতুক বিলসঞ রাতি ॥
সংপরি হোঅ জঞো অবিলাস
পুরুব সুকৃতে ওহি হোঅ নিরাস ॥
দিন দস জিবন ন কর মলীন
নৃপ জগজোতি এক শিবক অধীন ॥

এহি চিত্রশালী মোই কিচ্ছু কহইচ্ছও সুনহ ॥

মদা। ধন্য মোর ভাগ্য ॥

কুবলয়াশ্বোক্ত গীতং ৭৫০

॥ বেলাবরী ॥ পরি

দরশনে শশধর সংশয় উপজল
পরসৈতে সরসিজকা
রসময় অ[৪৩ ক]বসর সুনহ বিলাসিনি
ন কর ন কর মুখ বংকা ॥
কী রামা তুঅ রূপ অতি অভিরামা ॥ ধ্রুবং ॥
জঞো ভূমি রাখও কুচভরে ভাগহ
করে গহি হৃদয় মিলাবও
জঞো শির রাখও দোখ ন পাবও
অধরহি অধরল গাবও ॥
চঞ্চল লোচন খঞ্জন জুগল
পেমহি পাসে বঝাবও
মদন মনোরথ রভস বিলাসহি
রসময় রঅণি গমাও ॥

সুকৃত করম জত   জুগে জুগে সাহল
সফল তুঅ সঙ্গে পাঈ
বিরহ দহনে তনু   দাহ ভেল যত
সে সবে আজে মিঝাঈ ॥
রস সিংগার নৃপ   জগজোতি গাবএ
বিধিহু কও হে বিধাতা
গিরিজা গিরিশ   চরণ সেবা বিনু
কে আন অভিমত দাতা ॥ ১০৮ ॥

গীতার্থং শ্রাবয়তি ॥

মদা । হে নাথ এ তোক যোগ্য হমে নহী ॥
কুব । প্রিয়ে কহু ॥

মদালসোক্ত শৃঙ্গাররস গীতং ॥

॥ জয়তশ্রী ॥ চো ॥

মোঞে অবলা প্রভু কিচ্ছুও ন জানি
তোহর উচিত জগ কে অচ্ছি সয়ানি ॥
বিনঞো মোঞে তোহি
তিল ভরি তুঅ বিনু রহি নহি মোহি ॥ ধ্রুবং ॥
মএ লহু জৌবতি হৃদয়া লাঈ
তোহর কৃপা দেঅ এত অধিকাঈ ॥
তোহ বিনু হমহু শোভা কী পাঈ
শশি বিনু রঅনি মলিন ভএ জাঈ ॥
মনব চকর মএ হে মোর আসে
তোহরা চরণরেণু ভএ বাসে ॥
নৃপ জগজোতিমল গাব সিংগার
শিবহি কএল তুহু উচিত সমার ॥ ১০৯ ॥

হে নাথ এত অধিকাঈ মোরা কীএ দেইচ্ছী, হম এে[৪৩খ]হাক দাসী ॥

কুব। হে প্রিয়ে হমর আখি কান মন সবে তোহরা ঠাম মোএে কহঈচ্ছও সুনহ।

মদা। মহারাজ আজ্ঞা করু ॥

কুবলয়াশ্বোক্ত গীতং

॥ আসাবরী ॥ চো ॥

কনক শৈলবর জোরে
উর নিরমাওল তোরে ॥
হে শিব হে শিব, সর ॥
অরথক কে নহি দাসে
মন মোরে তাহি করু বাসে ॥
তুঅ মুখ হেরি হরি তুলে
নয়ন চকোর মোর ভুলে ॥
সর পিক পংচম ধুনি
শ্রবণ গেল সেহে সুনি ॥
একে মঝু রহু রতি আসে
আওর সকল তুঅ পাসে ॥
নৃপ জগজ্জোতি এহো ভানে ॥ ১১০ ॥

ততঃ প্রবিশ্য প্রহাসিকা মদালসাঙ্গে হস্তং দদাতি, কুবলয়াশ্বঃ প্রমাদাৎ প্রহস্তং গৃহ্লাতি ॥

কুব। চ্ছী চ্ছী চ্ছী, এহনি বৃদ্ধা কুরূপা একর হস্ত মোএ চ্ছুইলচ্ছ, কি এ মোহি ডহকল অচ্ছ ॥

প্রহা, অট্টহাসং কৃত্বা বদতি ॥

প্রহা। হে কুবলয়াশ্ব মহারাজ তোহে রূপগুণ যৌবন সম্পূর্ণ দয়াশীল, তে হমরাকে দয়া করহ, কিচ্ছু মোর বিনতী সুনু ॥

প্রহাসিকাক্ত হাস্যরস গীতং

ধনাশ্রী ॥ চো ॥

তোহর সিঙ্গার দেখি হমর পঘিল মন
নহি ধৈরজ হো হমর পরাণ ॥
কেলি করইতে মোর সগল জনম গেল
কী জান চ্ছৌড়ী কেলি বিধান ॥
বহুতে ভতারে মোর পুরল আস নহি
কে অওর হোইতি মোরি সমান ॥
অনেক চুম্বৈতে মোর দশন টুটিএ গেল
কোমল কামিনি কে নহি জান ॥
উতম হাসরস বুঝ রসিক জন
শি[৪৪ক]বক ভগত নৃপ জগজোতি গান ॥ ১১১ ॥

গীতার্থং শ্রাবতি ॥

হে কুবলয়াশ্ব মহারাজ হমে বড়া কুলক, বড়ি মানুস সামান্য জনু জানহ ॥

কুব। কওন কুল কহেন মানুস কহ ॥

প্রহা। বড়া কুলক ॥

কুব। এ অভাগলী বুড়িআ কহ।

প্রহা। কুল মোর কুলটা আন কেহি দ্রব্যে হমরা দ্রব্যতে বড়ি মানুস কহল ॥

কুব। রে বুড়িআ এহন তোরা বজৈতে লাজ নহী ॥

প্রহা। এ বাপা হমরা বুড়ি জনু কহহ, হমর কেশ আজ ফুলল অচ্ছ, তে বুড়ি নহী, জাহী জুহী কোই কমল ফুলালে, বুঢ় নহি হোঅ এ হমর শরীর অনেক রস পরিপূর্ণ চ্ছথি তে হমরা ঠাম বহুত কাজ ॥

কুব। এত রস তোএ কতএ পওলএ ॥

প্রহা। সামি উনঈস মোঞে কএল, ইতরজন কতএক লেখব, হমে বীস বিস বাক হোঅও, তে এহাক ঠাঞো আএলনিচ্ছী, মোর মনোরথ পুরহ ॥

কুব। এহনি টীঠ ভএ হমরা সম্মুখ বজইচ্ছহ, দাত দুই চারি টুটল অওরো মোঞে তোড়ব ॥

প্রহা। মোব দাত নহি টুটলচ্ছএ কিন্তু চুম্বনে অনেক ভাংগল, মোর নামা তিলোত্তমা, তিলহু ত মোঞে বড়ি কারি তে, সোড়হ সিংগার কএলে মোঞে মাঝে কোকিল, হোঅও, মথাক কেশ জকর ঝড়ি পড় সজুঅ নিসন হো, তকরা বুঢ়ি বোলিঅ ॥

ততপ্রহাসিকা গলহস্তেন নিস্‌সরতি ॥

প্রহাসিকা। বাজাপ্রজাকা কুশল কল্যাণ হোঅও মোর, তিনি সএ সাঠি বরষ আয়ুর্বল হো[৪৪খ]অও ॥

কুব, কন শৈলবরেত্যাদি গীতার্থং শ্রাবযতি ॥

হে প্রিয়ে এক মোরা রতিক আস, আওর সবে তোহবাহি ঠাম ॥

মদা। হে নাথ ঈ কীএ বজৈচ্ছী মোঞে কিচ্ছু নিবেদন করব ॥

মদালসোক্ত গীতং

॥ কেদারা ॥ প্র।

তোহে বোল নিরবাহ
হে পভু মোরা মন তাহি তে উচ্ছাহ ॥
তোহ বিনু অলপ পরান
নিমিষও কলপ সমান ॥
তোহর চরণ পএ ভাব
আন মোহি কিচ্ছু ন সোহাব ॥

তোহে মোর হৃদয়ক হার
মোতি হার কেবল ভার ॥
নৃপ জগজোতি এহা ভান
শিবহি ন পরবধ আন ॥

হে মহারাজ এেহাক চরণ হমব আধার ॥ ১১২ ॥

কুব। :হে প্রিয়ে, হমরা চলহ বাপ মাক নমস্কার করু গএ ॥

মদা। মহারাজ জে আজ্ঞা ॥

দবলন ।।

।। কোরাব বাগে পবিতালেন কুবলযাশ্ব মদালসে নিস্‌সবতঃ ॥ কোণ ভাসা ॥

হে প্রিয়ে ত্বরাএ চল্‌।

মদা। অবশ্য চল্‌ ॥

দ্বিতীয কোণে ।।

মদা। হে নাথ হমবাহু এহা মাক দরশন ইচ্ছা হোইচ্ছ।

কুব। তএো ত্বরা চল্‌ ॥

দ্বাবিংশতম সম্বন্ধঃ ॥

[c ২৩]

।। বাজা বাজ্ঞী জমনিকাং দত্বা প্রবিশতঃ ।।

বাজা। হে দেবি কুবলয়াশ্ব যোগ্য পুত্র ভেলাহ, আবে মোরা শান্তিরস মন হোইচ্ছ ॥

রাজ্ঞী। সে অবসর ভেল ॥

।। কুবলযাশ্বমদালসে গীতেন প্রবিশতঃ ।।

॥ কোরাব ॥ পরি ॥

চলহ জাএব হমে তাতক পাস
তহ্নিক চরণ দেখি হোএত উলাস [৪৫ ক] ॥ ১১৩ ॥

কোণ ভাষা ॥

কুব। হে প্রিয়ে হমরা সবে ধর্ম্ম, পিতাক চরণ সেবা।

মদা। হে নাথ, ঞেহাক চিত্ত গুহনে থী॥

দ্বিতীয় কোণে।

মদা। আবে ত্বরাএ চল্।

কুব। জাইচ্ছী।

কুবলয়াশ্বমদালসে। হে দেব হে দেবি মোর প্রণাম॥

রাজা। হে বৎস তোহ দুহু ব্যক্তিক সর্বদা কল্যাণ হোও॥

কুব। হে তাত ঞেহাক আশিসে হমরা সংপূর্ণ॥

রাজা। হে পুত্র মোর বড় ভাগ্য তোহ সম সর্বগুণপূর্ণ ধার্মিক পুত্র পাওল, তোহর পুত্র মোঞে দেখল ইহও বড় ভাগ্য, অতস্পর মোরা ঈশ্বরক ভক্তি বড় মন হোইচ্ছ॥

কুব। হে তাত মোঞে ঈথী কী কহব ঞেহাহি বড় বিজ্ঞ॥

রাজা। হে দেবি, শান্তি বরাবরি সুখ কিচ্ছু নহী॥

রাজ্ঞী। হে দেব সে কহেন বস্তু কহু॥

রাজা। মোঞে কহইচ্ছও॥

রাজোক্তি শান্তিরসগীতং

॥ কোরাব ॥ খ এ ॥

বালবয়স কৌতুকে বহি গেল
দুরিত সুকৃত কিচ্ছুঅও নহি ভেল॥
জৌবন পরধন পরধনি ভাব
তৈসন পরিজন সঙ্গ সোহাব॥
মনমদে মাতল দহদিস ধাব
মৃগ হেরি জহেন সিকরিআ আব॥
অপনে হি সুন্দর অপনে সআন
তখনে লেহিঅ নহি দোসর আন॥

মোচ্ছ তাব দএ করথি গুমান
শেষ বয়স ভেল সকল সমান ॥
বুঢ় দশা আবে মন পচতাএ
করম ধরম কিচ্ছু কএ নহি জাএ ॥
নৃপ জগজ্জোতি কহ ন করহ দন্দ
বিপতিহি কা[৪৫ খ]ল বুঝিঅ ভল মন্দ ॥ ১১৪ ॥

অওরো কিচ্ছু সুনহ ॥

রাজোক্তি শান্তিরস গীতং

॥ কেদারা ॥ খর্জ ॥

কত ন জতনে তনয় সাহিঅ
সহিঅ বেদন দেহ
দিনে দিনে কত জতনে রাখিঅ
জিব সম কএ নেহ ॥
কী আরে উপজু মোহি তরাসে
মোহ মহামদে মাতল মানস
বাজল বিষম ফাসে ॥ ধ্রুবং ॥
তে আবে তরুণ বয়স পাওল
উচিত ন দেঅ চীত
সম্পতি কারণে মারণ তাক
এ সহজে হোঅ অহিত ॥
শিব শিব শিব কাহি সো কহব
নঠ জুগ বেবহার
অসহে বেদন সহএ ন পারিঅ
কুলিশ সম পরহার ॥
অরে রে সুজন করম বন্ধন
ধন্ধো লাগল জাঈ

ভবজলনিধি সন্তরি জাএব
কহহ কওো উপাঈ ॥
নৃপ জগজোতি সব অনুমতি
মনে কর অবধার
ভগতি জুগতি পার উতারএ
হরিপদ কড়হার ॥ ১১৫ ॥

রাজ্ঞী। হে দেব বস্তু ওহন থী ॥

রাজা। হে দেবি, নবরস অপনা শরীর থী ॥

কোরাব ॥ গ এ ॥

জুবতী সঙ্গে জৌবন রস লেল
তাহি উপর সাহস মন দেল ॥
কবহু বিওগে নয়ন বহ লোর
সে দেখি বিসিমিতে মান সমার ॥
সকল অথির দেখি মন হোঅ হাস
যম জাতন সুনি উপজত আস ॥
মলময় মলিন শরীর নিহারি
কোহ করিঅ মনহো ন সভারি ॥
আবে তোহ বিনব ওহে জগদীস
শরণ দেহ প্রভু হ[৪৬ ক]মে নিরদীস ॥
নৃপ জগজোতি শান্তিরস গাব
বুধজন বুঝত নও রসভাব ॥ ১১৬ ॥

হে প্রিয়ে ঈ জানি পরমেশ্বর মোরা মন লাঈঅ এহি তহ অধিক আন কিচ্ছু নহী ॥

রাজ্ঞী। হে নাথ, এেহাক প্রসাদে ঈ সবে হমে বুঝল ॥

রাজা। সবে অমার থিক এক পরমেশ্বর পদ পএ সার সেও সুনহ ॥

ধনাশ্রী ॥ চো ॥

পরিমিত নহি মোর দোস
প্রভু ভএ ন করহ রোস ॥
শংকর টেক ॥
জন ধন কিচ্ছুও ন কাম
তোহে জনু হোঅহ বাম ॥
সদয়হৃদয় পরিনীতি
তুঅ অনুগতি হি ভীতি ॥
কৈসন সহব ভব ভারি
সব সুখ পুরথু পুরারি ॥
চরণকমল মধু আসে
নৃপ জগজ্জোতি তুঅ দাসে ॥

সারংগী ॥ কহরা ॥

সকল অসারে সার পদপঙ্কজ
তোহরি মনহি বিচারল হে
জে তোহে করব সে করহ
ভবানী হঠ কএ হৃদয় লগাওল হে ॥
গুণ দোষ মোহি একও নহি জানহ
দারুক পুতরি উদাসীন হে
জে কিচ্ছু করাবহ করঞো সে মাতা
হমে নাহি অপন স্বআধিন হে ॥
তোহ চ্ছাড়ি আন কাহু নহি সুমঝঞো
দীন ন ভাষও বাণী হে
ভব জঞ্জালজাল মোর জালহ
শরণাগত মোহি জানী হে ॥

তোহে ঠকুরায়িনি হমে তুঅ সেবক
ঈ অপনে অবধারী হে
কত অপরাধ পড়ত অগেআন হি
সব বেহ লহ সমারী হে ॥
নৃপ জগজোতিমল এহন বুঝাবএ
চণ্ডীচরণ চিত রাখী হে
সব সিধি পাবএ [৪৬ খ] ভগবতী
ঝুমরি সুমরি সুমরি মন সখি হে ॥ ১১৭ ॥

অওরো কিচ্ছু সুনহ, ঈ তৌর্যত্রিক বড় বস্তু এ, দেবতা সন্তুষ্ট হো, তে চারু পুরুষার্থ হো, তে এহিবস্তুক উৎপত্তি কহঈচ্ছও ॥

পঞ্চম ॥ ঝুমরি ॥

নৃত্যগীতবাদ তিন্নু দেবী দৈবত জুঝি
ভগবতী সিরিজল অবশেষ বুঝি ॥
তহ্নি পাএ বিধি লএ ভরতকে দেল
তহ্নি পুনু শিব লগ প্রকটিত কএল ॥
প্রথমহি নাদ ব্রহ্ম শিব এক জান
তণ্ডুমুখে ভরতকে তহ্নি দেল জ্ঞান ॥
নাট্য পুনু সিখাউলি উষা পারবতী
তে পুনু সিখাউলি সবে দ্বারকা জুবতী ॥
তে পুনু পঢ়াউলি সবে সোরট্ঠ নাগরী
ভরত উষা হি মিলি পুহবি সগরী ॥
নৃপ জগজোতি কহ নৃত্য উতপতী
গান বাদ নৃত্য তাল শিবে দেখি মতি ॥ ১১৮ ॥

গীতার্থং শ্রাবয়তি ॥

এ নাট্যে ভবানী শঙ্কর প্রীত হোঅথু, শ্রীশ্রীমহারাজ জয় জগজ্জ্যোতির্মল্লদেবকা উত্তরোত্তর পুত্রপৌত্রাদি সপ্তাঙ্গ রাজ্যলক্ষ্মী বলবাহনাদি সমৃদ্ধিরস্তু ॥ সর্বে এবমস্তু ॥

॥ তত আরাত্রিক গীতং ॥

॥ মালব ॥ চো ॥

দিগদল অরুণ কিরণ পরকাসে
আরতি লাওব পরশিব পাসে ॥
রে রে ভবানি শরণ তোহারি
জননি কৃপা করু ভবভয়তারি ॥ ধ্রু ॥
দিন দশ লাগি করব বহু বাতে
মমতা মোহ ভরম মদ মাতে ॥
পরশিব বেরিষ সুধারস সারে
অলিপদ সরসিজ ভেদএ পারে ॥
জুগ কলা রবি দিগ রস বেদ
চাঁদ সুরুজ খেল পবনক ভেদ ॥
বি[৪৭ ক]হি আসন গুণ অহনিশি সেব
গগন বিন্দু রস শশিকর দেব ॥
নৃপ জগজোতি এহো রস গাবে
গুরু পরসাদে পরম লএ পাবে ॥ ১১৯ ॥

শ্লোক ॥

কায়েন মনসা বাচৌ দিওং ।
মায়া বিধীয়তে মাতুর্ভবতী তেন তুষ্যতু ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গতমেতন্মদালসোপাখ্যানং।
দৃষ্ট্বা ভাষাগীতৈর্নাট্যরঞ্জিতং···রসভাবযুতম্ ॥
শ্রীমতা শ্রীজগজ্জ্যোতির্মল্ল ভূপতি সূরিণা।
অত্র শঙ্কা ন কর্তব্যা কথা···প্তাপরিতি॥
খশরহরমুখেন্দু ১৫৫০ ব্যঞ্জিতে শাকবর্ষে
স্মরতিথিবুধমৈত্রেশ্বর্জ্জুনে জ্যৈষ্ঠপক্ষে।
বুধবরকৃতসঙ্গৈঃ শ্রীজগজ্জোতিরীশৈ-
র্মুদিতকুবলয়াশ্বং নাটকং [হি] সমাপ্তম্ ॥

ত্রয়োবিংশতিতমঃ সম্বন্ধঃ ॥ ২৩ ॥

[৫.২৪]

ততস্তন্নাটকস্যানুক্রমণিকা কথ্যতে ॥
প্রবেশে প্রথমে পাত্রে সূত্রধারস্তথা নটী।
দ্বিতীয়ে চ প্রবেশে স্যাদ্রাজারাজ্ঞী চ তস্সখী ॥
রাজপুত্রো দ্বিজো মন্ত্রী কোটপালশ্চসপ্ত তে।
সদা স গালবঃ শিষ্যত্রয়ং পঞ্চ তৃতীয়কে ॥
পাতালকেতুরসুরস্তালকেতুশ্চ রাক্ষসৌ।
পিশাচ এক ইত্যেবং চতুর্থে পাত্রপঞ্চকং ॥
মদালসাকুণ্ডলা চ পঞ্চমে পাত্রযুগ্মকং।
ষষ্ঠে তথা নাগরাজৌ কম্বরাশ্বতরাবুভৌ ॥
তয়োপত্নী···।

ব. বি./বা. মৈ. না. ২০-১৫

পরিশিষ্ট

সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা রূপান্তর

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটক

[রূপান্তরের ডাইনে লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা যথাক্রমে পৃষ্ঠা এবং ছত্র নির্দেশক।]

শিথিলবদ্ধ জটা থেকে চ্যুত বহমান চন্দ্রকরধারায় সজীব হয়ে যাঁর মাল্য-ভূষণের [অর্থাৎ, শেষ নাগের] মস্তকগুলি বিকট হাস্য করে আবার স্তব করছে। অমনি ভীত পার্বতীর দ্বারা সভয়ে গাঢ় আলিঙ্গিত হলেন যে প্রেমাসক্ত শিব তিনি নৃত্যগীতের [এই] ব্যবস্থায় তোমাদের আনন্দ বর্ধন করুন। যিনি বৃষোপরি আসীন এবং যাঁর কান্তি শুভ্র, যিনি পঞ্চানন এবং ত্রিলোচন তাঁকে আমরা অভিনব আনন্দের সঙ্গে ভজনা করছি। ৩ / ২-৭

শিবপুত্র গজানন, শূর্পাকর্ণ [কুলার মত], ত্রিনেত্র, পরশুধৃত হস্ত এবং মোদকে আকৃষ্টচিত্ত ও মুনিদের হৃদয়হারী, মাতোয়ারা, সংসারের দুঃখবিধ্বংসী একদন্ত বিঘ্নরাজকে প্রণাম করি। ৩-৪ / ১৯-২২

মহেশের আনন্দবর্ধক, শ্রীমান্, সিদ্ধিদাতা গণেশ এই নৃত্যোৎসবে সর্ববিঘ্ন-বিনাশক হোন। ৪ / ৩০-৩১

ত্রিশক্তিযুক্ত নটেশ্বর, করুণাময়, মূর্তিমান করুণা ভৈরবের নামে উৎকৃষ্ট কুণ্ড এবং হেমময় প্রণালীর দ্বারা বিদিতশ্রী অমরাবতী পুরী ধন্য। ৫ / ৪৬-৪৯

করুণাময় শ্রীলোকনাথ এবং দীনবন্ধু, শান্তস্বভাব জগদীশ্বর, স্বর্গীয় বিগ্রহ, তাঁর পাদপদ্মযুগলকে সুষ্ঠু প্রণাম করি, স্তব করি, স্মরণ করি এবং তাঁকে আশ্রয় করি। ৫ / ৬৩-৬৬

ধন্য কে? শ্রীনিবাস। গুণিগণগণনায় প্রথম কে? শ্রীনিবাস। ধীর কে? তিনি। শত্রু এবং খলদমনে কে যশ লাভ করেছেন? শ্রীনিবাস। কে ভজনীয়? শ্রীনিবাস। আতিথেয়তায় কৃতী কে? শ্রীনিবাস। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একই। অহো লোকনাথের কি প্রভাব। ৬ / ৮৭-৯০

ক্ষত্রিয় ঋতধ্বজের বাহুবলে অর্জিত মদালসার উৎপত্তিকথার সঙ্গে সঙ্গে পরম পবিত্র শম্ভুর চরিত্র নাটকের দ্বারা প্রকট করি। ৭ / ১০৫-১০৮

সেই নৃত্যনাথকে নমস্কার [যিনি] মুনির হৃদয় বিকশিত করেন এবং বিশুদ্ধ কর্পূরকান্তি, হাস্যবদন, ত্রিশূলধারী এবং ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত, ত্রিভুবনভয়নাশক এবং সর্বদা কৈলাসবাসী, হিমালয়দুহিতার প্রভু—মহেশকে ধ্যান করি। ৮ / ১৩২-১৩৫

সর্বলোকের যিনি সমদর্শী এবং দুষ্টদমনকারী, দুর্জনের যিনি নিধনকারী এবং যিনি সামদানভেদ বিষয়ে নীতিনিপুণ এই শত্রুজিৎ রাজা ধার্মিক। ৯ / ১৪৬-১৪৭

সুকোমলা, চারুমুখী, সুভাষিণী, পতিব্রতা, ধর্মপরায়ণা, রাজকন্যা, গজেন্দ্রগামিনী, বিচক্ষণা—তাঁর মহিষী। ৯/১৫৩-১৫৬

যিনি বিপক্ষকে সন্ত্রস্ত করেন, যাঁর বাহু দণ্ডস্বরূপ, যিনি সর্বদাই প্রজার পালনে উৎসুক, ঋতধ্বজ নামে খ্যাত আমি সেই বালক, আপনার শ্রীচরণের সেবক। ১০/১৭৩-১৭৬

মৃদু শরীর, মধুর কটাক্ষ, তরুণী, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, গুণবতী [আমি] সুমুখী তাঁর সখী। ১০/১৮২-১৮৩

আমি শীলবর্ধন নামে তাঁর অমাত্য, বুদ্ধিমান্ এবং সর্বসৈন্যের মহাসেনাপতি, ধর্মাধর্মবিচারে নিপুণ এবং নৃপতির সেবাপরায়ণ। ১১/১৮৯-১৯০

রাজশাসনের সঙ্গে সম্যক্ যুক্ত এবং প্রশ্নোত্তর বিষয়ে পারঙ্গম আমি রাজার কোতোয়াল, তাঁর সেবক—এই সভায় প্রবেশ করছি। ১১/১৯৫-১৯৬

যাঁর ঈষৎ হাসিতে দশনদ্যুতি প্রকাশিত, যিনি গোপিনীদের মনোবাঞ্ছা পূরণকারী, যোগীর যিনি ধ্যান এবং যাঁর বক্ষে নীলদ্যুতি এবং যিনি বাঁশী বাজাচ্ছেন, দাম্ভিক কংসের হন্তা সেই বিবিধ ভয়ের বিনাশকারী পীতাম্বর তোমাদের রক্ষা করুন। ১৩ / ২৪০-২৪৩

আমিই সেই মহাবিক্রম এবং ভুবনখ্যাত দৈত্যশ্রেষ্ঠ পাতালকেতু, যার প্রতাপে ভীত হয়ে দিগন্ত আশ্রয় করেন নি এমন নৃপতি ছিলেন না। ১৩/২৫৩-২৫৬

দৈত্যপদ্মের সূর্য, তোমার পদাম্বুজের ভক্ত, কুটিলতায় আকীর্ণচিত্ত, যুদ্ধে প্রমত্ত, দেবতা ও মুনিদের কর্মনাশহেতু, আমি ত্রিভুবনে খ্যাত দৈত্যরাজ তালকেতু। ১৪ / ২৬৪-২৬৭

আমি সেই করালবদন এবং রক্তচক্ষু ও বৃহৎ দংষ্ট্রা এবং প্রকাণ্ড জিহ্বা, ক্রুদ্ধ মূর্তি। সর্বদা মহান্ অট্টহাসি, উর্ধ্বমুখ, রক্তকেশ, নরমাংস এবং নররক্তপ্রিয় রাক্ষস। ১৪ / ২৭৬-২৭৭

দেবতাদেব প্রীতিকামনায় মুনিগণ যে যজ্ঞ করেছেন তোমার মত বীব আমার ছোট ভাই থাকতেও আমি এই কষ্ট পাব। ১৫ / ২৮৫-২৮৬

হে রাজাধিরাজ তালকেতু বর্তমানে এ আর কি কষ্ট, আপনি আদেশ করুন আমি সত্বর আপনার ইচ্ছা পুবণ করি। ১৫ / ২৯৩-২৯৪

পদ্মপলাশলোচন, এবং যাঁর কর্ণ চঞ্চল লোল কুণ্ডল, মেঘশ্যাম তনু, রথারূঢ় কৃষ্ণ তোমাদেব রক্ষা করুন। ১৮ / ৩৬৮-৩৬৯

ত্রিভুবন, সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস যাঁব ইচ্ছার বশীভূত, ব্রহ্মা, উপেন্দ্র মহেশ এবং সূর্যের মহান্ যে তেজ, সেই মূর্তিমান্ তেজোময়, যিনি দেহধারী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এবং যিনি সর্বগুণের আশ্রয় সেই প্রভু লোকনাথ রাজা শ্রীনিবাসকে অত্যন্ত কৃপা করে রক্ষা করুন। ১৮ / ৩৭৮-৩৮১

যিনি নমেরু [সুর পুন্নাগ বৃক্ষ] ফলের বীজমালা হস্তে ধারণ করেছেন এবং দশেন্দ্রিয় ও চিত্তের বিকার যিনি শমিত করেন এবং ত্রিপুণ্ড্রক সুতিলক দ্বারা যাঁর মস্তকের শোভা হয় সেই আমি নির্লোভ গালবমুনি আগত। ১৯ / ৩৮৭-৩৯০

পরস্ত্রী রসে আমি অভিজ্ঞ, মিথ্যা কথায় পণ্ডিত, হে মুনি আমি বরুবা, তোমার ভোজনপ্রিয় সেবক। ১৯ / ৩৯৬-৩৯৯

আমি পরধনহরণে রত। স্ত্রীকুচ চুম্বন এবং মর্দনে নিপুণ। হরিপাদপদ্মের ভজনা আমি পরিত্যাগ করেছি এবং আমি ধূর্ততর ও খলবচনে [নিপুণ]। ১৯-২০ / ৪০৫-৪০৮

এই অশ্বটি কুবলয় নামে খ্যাত। এর নামেতে তুমি পৃথিবীতে অসুর দর্পহারী কুবলয়াশ্ব নামে খ্যাত হবে। ২৫ / ৫৪৩-৫৪৪

সকলের আশ্রয়, সকলের অভয় প্রদানকারী, সর্ব অলঙ্কার সমন্বিত, দয়ার সাগর, ভক্তজনের একান্ত বৎসল, সূর্যরূপী দয়াময় সেই সর্বেশ্বরকে প্রণাম করি। ২৭ / ৬০৩-৬০৪

দেবেন্দ্রের এবং দৈত্যেন্দ্রগণের সেবক ও দুঃখসাগরে নিমগ্নজনের উদ্ধার বিষয়ে যত্নপরায়ণ, করুণাঘন, জগতের একমাত্র নায়ক এবং মোক্ষদানকারী লোকেশ্বরকে প্রণাম করি। ২৮ / ৬০৯-৬১২

সান্ত, শিবেশ্বর, শ্রেষ্ঠ, শঙ্কর, শশিশেখর, অতিশয় শ্রেষ্ঠ [বস্তুর] আধার শিবকে দণ্ডবৎ করি। ২৮ / ৬৩১-৬৩২

এই রাজ্যে প্রচুর শস্যবৃদ্ধি হোক। মেঘ কালোপযোগী বর্ষণকারী হোক। প্রজাগণ এবং ধার্মিক বিপ্রগণ আনন্দ লাভ করুক। ৩১ / ৭০১-৭০২

যশ, সম্পদ ও কীর্তিমান্ নৃপতি শ্রীনিবাসের যেন লোকনাথের কৃপায় কুশল ও মঙ্গল হয়। ৩২ / ৭২২-৭২৩

গঙ্গাধরের অর্ধাঙ্গিনী, সুন্দরী, দেবপূজিতা, বরদাত্রী এবং শুভদাত্রী, গিরিপতি হিমালয় দুহিতা যেন রক্ষা করেন। ৩৩ / ১০-১১

যাঁর কটাক্ষমাত্রে মূক বাক্‌পটু হয় সেই আমি সর্ববিদ্যাবিকাশিনী সরস্বতী দেবী। ৩৩ / ২০-২১

যুবতী, মৃদুভাষিণী, প্রিয়ভাষিণী, তোমার সেবাপরায়ণী তরুণী নামে বিখ্যাত। ৩৩ / ২৮-২৯

নবীনা, দিব্যরূপধারিণী, স্বর্ণ রত্নালঙ্কারধারিণী, চন্দ্রাননী, বিশাল চঞ্চললোচনা, মহাদেবের অর্ধাঙ্গিনী, সমস্ত পাপহারিণী এবং সিংহবাহিনী হিমালয় দুহিতাকে বন্দনা করি। ৩৪ / ৪৭-৫০

মুখ সুন্দর, নয়ন সুন্দর. মন সুন্দর, বচন সুন্দর, সর্বসুন্দরী, ভুবনসুন্দরী এবং পরমা সুন্দরী [আমি মদালসা]। ৩৫ / ৫৯-৬২

শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদন, চঞ্চল উৎপলের ন্যায় লোচন, মধুর স্বর, হংসগতি আমি কুণ্ডলা নামে বিদিতা নারী। ৩৫ / ৬৮-৬৯

হায়, হায়! ঘোরতর রসাতলে, মহাভয়ে, আমি পাপিনী, পড়েছি। কোথায় যাই, কি বা করি, এ বিচারে আমার মরণই মঙ্গল। ৩৬ / ১০১-১০৪

যিনি পাপিষ্ঠ পাতালকেতুকে হত্যা করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, হে বৎসে, তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন, তুমি দশ দিন অপেক্ষা কর। ৩৬ / ১০৭-১০৮

যিনি দানে দধীচি, তেজে সূর্য, কান্তিতে কামদেব, তপস্যায় মুনীন্দ্র, বিদ্যায় বৃহস্পতি, সৎকৃপায়···সেই নৃপতি শ্রীনিবাসের জয় হোক। ৩৯ / ১৭৬-১৭৯

লক্ষ্মী এবং নারায়ণের যেমন প্রীতি, পার্বতী এবং মহাদেবের যেমন প্রীতি সেইরূপ তোমাদের দুজনের মঙ্গলযুক্ত প্রীতি হোক। ৪২ / ২৪১-২৪২

হে বীর, তোমার আয়ু হেমন্তরাত্রির মত সর্বদা বৃদ্ধি পাক। শত্রুবল যেন সর্বদা হেমন্তকালের মত ম্লান হয়ে আসে। উদ্ভিদের প্রিয়দর্শক হেমন্ত সূর্যের মত যেন তোমার তনু হয়। অতএব, যেন তোমার শত্রুদের কাছে [তোমার তনু] হেমন্ত কালের জলের মত অতীব দুঃসহ হয়। ৪৬ / ৩৪২-৩৪৫

আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করে আমি মুনির যজ্ঞে রক্ষপাল হয়ে আছি। পাতালকেতুকে নিহত করে আমি মদালসাকে পেয়ে সমাগত হয়েছি। ৫২ / ৪৯৮-৫০১

দানের দ্বারা হস্ত—অলঙ্কারে নয়, বেদবিদ্যায় কর্ণ—কুণ্ডলে নয়, করুণাময় ব্যক্তিদের দেহ পরোপকারে শোভা পায়—চন্দনে নয়। ৫৬ / ৬০১-৬০৪

সতীদেবীর বিরহাগ্নি কি মহাদেব সহ্য করেন নি? জানকীর [বিরহাগ্নি] কি রঘুনাথ সহ্য করেন নি? অদৃষ্ট বদলানো যায় না। ৬৩ / ৭৮৬-৭৮৭

ওগো প্রাণপ্রিয়তর পদ্মপলাশলোচনা সুন্দরী, হায়, তুমি কোথায় গেলে! এস এস প্রেমভরে আমাকে আলিঙ্গন দাও। এখন মদন আমার দেহ পুড়িয়ে ছাই করছে যেন। ৬৪ / ৮০১-৮০৪

মহাদেবের পাদপদ্মের সেবক, স্বভাবশান্ত, সর্পকুলের অধিরাজ, পরোপকারে যাঁর মন নিবিষ্ট সেই ধার্মিক কম্বল এই উপস্থিত হলেন। ৬৫ / ৮২৫-৮২৮

সর্বশাস্ত্রে জ্ঞানবান্, সর্ববিধ ধনদাতা, সমস্ত সর্পকুলের রক্ষাকারী, তোমার ভাই আমি অশ্বতর। ৬৫ / ৮৩৫-৮৩৬

তোমার রূপযৌবনশালিনী, পতিসেবাপরায়ণী প্রিয়তরা পত্নী আমি তনূদরী। ৬৫ / ৮৪৩-৮৪৪

নাগরাজের কন্যা, পতিপদবন্দনরতা, নাগিনী নামে বিখ্যাত আপনার প্রেয়সী এসেছেন। ৬৬ / ৮৫১-৮৫২

পিতার পাদপদ্মবন্দনাকারী, অস্ত্রের দ্বারা শত্রুদেহ বিক্ষতকারী, বক্ষে দোদুল্যমান হার পরিহিত আমি নাগকুমার চারুমুখ। ৬৬ / ৮৫৯-৮৬২

মণিময় সুন্দর কুণ্ডল ও হার পরিহিত, সুকুমার তনু, সর্বদা নীতিবিচারে ব্যাপৃত, আমি কুমার চারুধর নামে প্রসিদ্ধ। ৬৬ / ৮৬৯-৮৭২

হে মহারাজ, সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্নযুক্ত, সর্বযুদ্ধবিশারদ প্রতীহার দর্পশীল এখানে এসেছেন। ৬৭ / ৮৭৯-৮৮০

যাঁর করালমূর্তি—হস্তে নরকপালধৃত, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা, অঙ্গে সর্পভূষণ, বিশাল মুণ্ডমালা মণ্ডিত, ললাটে পিঙ্গল নয়ন, পার্বতীর সঙ্গে ক্রীড়ায় উৎসুক এমন অঘোর যিনি ত্রিভুবনের ভয় হরণ করেন, তোমাদের রক্ষা করুন। ৭১ / ১৭-২০

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের হেতু, সর্বকর্মের এবং সর্বকামনার সাক্ষাৎ ফলপ্রদানকারী মৃত্যুঞ্জয় আমি মহেশ্বর। ৭২ / ৩২-৩৩

দেবতার বন্দনীয়া, ত্রিলোকের উদ্ধারকারিণী, সুন্দরী, আপনার প্রিয়তমা পার্বতী নামে খ্যাতা দেবী আমি। ৭২ / ৪০-৪১

সর্বপাপপ্রশমনকারিণী, হরশিরনিবাসিনী, ভীষ্মের মাতা সেই আমি—ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ। ৭৩ / ৪৭-৪৮

বিভু শ্রীমহাদেবের দক্ষিণ দ্বারে স্থিত আমি শিবধ্যানপরায়ণ নন্দী নামে খ্যাত। ৭৩ / ৫৫-৫৬

মহাদেবের আজ্ঞায় সর্বদা বাম দরজায় অবস্থিত, শিবনিন্দুকদের শাস্তিদানকারী আমি, নাম ভৃঙ্গী, উপস্থিত হলাম। ৭৩ / ৬৪-৬৫

যাঁর কটাক্ষমাত্রে মূকও বাক্‌পতি হয় সেই সর্বকামফলপ্রদানকারিণী সরস্বতী দেবীর বন্দনা করি। ৮১ / ২৫৬-২৫৭

ভস্মাচ্ছাদিত [দেহ], হস্তে কঙ্কণ, [গলায়] হার, শিরে চন্দ্রকলা এবং গঙ্গার তরঙ্গধারা অতএব তিনি সুন্দর। বিষ, ধুতুরা, ফুল, ভাঙ এই সবগুলির ভোজনে মত্তভাবাপন্ন, নগ্ন, হস্তে কপাল, শূলধারী সেই দেবদেব মহেশ্বরকে প্রণাম করি। ৮৪ / ৩২৮-৩৩১

হে শঙ্কর, হে চন্দ্রকলাধর, হে ভস্মলিপ্ত শ্বেতদেহ, হে শূলধর, হে ঈশ্বর, হে বৃষধ্বজ, হে লোচনাগ্নি দ্বারা কামদেব বিনাশকারী, হে সর্পময় কঙ্কণ কুণ্ডল ভূষণধারী, হে ভূতপতি, হে প্রমথাধিপ, হে উমার অধিপতি তুমি শরণস্থান— আমাকে উদ্ধার কর। ৮৫ / ৩৫৮-৩৬১

আমার ভাগ্যে তোমার দৃষ্টি পড়েছে, এখন আর আমি কি বলি। নাদধ্বনি আপনার একলার সৃষ্টি, হে বিভু শিব তাতে ঈষৎ অবধান করুন। ৮৬-৮৭ / ৩৯৬-৩৯৯

তাল ও রাগযুক্ত এবং দশলক্ষণসমন্বিত ও আনন্দসাগরের বর্ধক গান আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়। ৮৭ / ৪০১-৪০২

বিবিধ গুণবিশেষের দ্বারা সর্বদা ভিন্ন ভিন্ন রূপের সৃষ্টিকারী, জগতের বাইরে ও ভিতরে মাহাত্ম্যের দ্বারা শোভমান, বাক্ ও মনোবৃত্তিরূপে চিত্তে বিহারকারী, অত্যন্ত শান্ত ও অনন্ত দেবদেবকে প্রণাম করি। ৮৮ / ৪৩৭-৪৪০

আমি ছাড়া কোন্ পুরুষ মুদ্রার কায়দা জানে? তা যদি হয় তাহলে বল দেখি পদ্মস্তন দুটি কি তাল? আরও বল কর্তরীমুখ মুদ্রার দ্বারা কি প্রতিপন্ন হয়? নম্রমুখী, হাস্যবদন, পার্বতীকে হেসে চুমু খাচ্ছেন যে শিব তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। ১০০ / ৭৩৬-৭৩৯

মুদিত-কুবলয়াশ্ব নাটক

আবরণযুক্ত অর্ধনারীশ্বর নৃত্যে আনন্দস্বরূপকে প্রণাম করি। ২

প্রথমে পদ্ধতিক্রমে নাটের আরম্ভে রঙ্গভূমির পূজা ইত্যাদি সব করবে। তারপর তাল বাজিয়ে গায়ক তারের ও চামড়ার বাজনা-ওয়ালা বাদকেরা বামস্বর অনুসারে বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে মূল [মন্ত্র] উচ্চারণ করে আসরে প্রবেশ করে মন্ত্রপূত কাজল তিলক করবে। তারপর তিন চাঁটি দিয়ে বাজনা বাজিয়ে দেবতাবন্দনা করবে। তারপর নান্দীগান গাইবে। সে যেমন। ১০৩/২-৬

জগতের একমাত্র জননী, দেবগণের আনন্দকারিণীর জয় হোক। চন্দ্রমৌলি মহাদেবের মানস-সরোবরে বিলাসহংসীর সর্বদা জয় হোক। আরও, শিথিলবদ্ধ জটা থেকে চ্যুত বহমান চন্দ্রকরধারায় সজীব হয়ে যাঁর মাল্য-ভূষণের (অর্থাৎ শেষ নাগের) মস্তকগুলি বিকট হাস্য করে আবার স্তব করছে। অমনি ভীত পার্বতীর দ্বারা সভয়ে গাঢ় আলিঙ্গিত হলেন যে প্রেমাসক্ত শিব তিনি নৃত্যগীতের [এই] ব্যবস্থায় তোমাদের আনন্দবর্ধন করবেন। ১০৪/২৫-৩১

এই মহোৎসবে দেবীর প্রসন্নমুখপদ্মের দুই আট পনের নেত্রপাত তোমাদের রক্ষা করুন এবং তিন দেবতাও। ১০৪/৪৩-৪৪

সৃষ্টিস্থিতিকর্তা জগদীশ্বর আমি। ছয়মুখযুক্ত গণেশ ও কার্ত্তিকেয়ের এবং প্রমথগণের দ্বারা শোভিত [আমি]। ১১০/১৮১-১৮২

দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যগণের বন্দিত বরদানকারী, ত্রিলোকের অধিপতি মহাদেবের পতিবল্লভা পার্বতী। ১১০/১৮৭-১৮৮

ধর্মে একাগ্রচিত্ত আমার সেই মিত্র, সেই পুত্র, সেই ভৃত্যবর্গ, সেই আমার প্রিয়া যে নির্ভয়ে ধর্ম আচরণ করে। ১১১/২১৬-২১৯

তুমি হরি, তুমি মহাদেব, তুমিই কমলাসন [ব্রহ্মা]। আমার প্রতি তোমার প্রীতিতে সকল দেবতাই প্রীত হন। ১১১/২২২-২২৩

তীর্থ, তপস্যা, জ্ঞান, আশ্রম, নিয়ম, সংযম এসবই সেরকম পবিত্রতা আনয়ন করে না তোমার পাদপদ্ম ভজনায় যেমন হয়। ১১১/২২৬-২২৭

তুমি পাপীদের দণ্ডবিধান করবে। এই চতুর্বর্ণ তুমি প্রতিষ্ঠা করেছ, তুমি নীতি প্রণয়ন কর তাই তুমি পোষক, তুমিই সাক্ষাৎ ধর্ম—এইভাবে তুমি আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছ। ১১২/২৩০-২৩৩

আমাকে যজ্ঞ করতেই হবে; তাতে দানবের বিঘ্ন। আমি হচ্ছি গালব সেইজন্যে জনার্দনকে স্মরণ করছি। ১১৪/২৯৭-২৯৮

এই যে বাহন—যে ধরণীমণ্ডলে দ্রুতবেগে ক্লান্ত না হয়ে ঘুরতে পারে এবং যাঁকে বহন করে তাঁকে যে কোনো স্থানে নিয়ে যেতে পারে সেইজন্যে সে

পৃথিবীতে কুবলয় নামে বিখ্যাত। হে বৎস, তাকে পেয়ে তোমারও কুবলয়াশ্ব নাম হোক। ১১৭/৩৭৫-৩৭৮

তালকেতুর সহোদর আমার নাম পাতালকেতু। আমি এই দুঃখ পেলাম যে দেবতারা যজ্ঞভাগ পাচ্ছে। ১২৪/৫৪৩-৫৪৪

অনুজ তালকেতু থাকতে তোমার ঋষির যজ্ঞে দুঃখ পাবে কিসে? প্রতাপে দেবগণও তাপিত, ঋষিনিগ্রহের কথা আর কি বলব? ১২৪ ৫৪৯-৫৫০

নাসিকার আঘাতে জলকুম্ভকে চূর্ণ করে সকল লোককে ভয় দেখিয়ে উচ্চ স্বরে গর্জন করছে। কোনও মায়া শূকর মূর্তিমান বিঘ্নস্বরূপ, ভ্রমণপরায়ণ হয়ে যজ্ঞবেদীতে কুটিলভাবে ভ্রমণ করছে। ১২৯-৩০/২৪-২৭

নীতিবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি ও প্রতাপের দ্বারা সর্বদা যুক্ত হয়ে এবং ভয়শূন্যভাবে নৃপতি এই রাজ্য নিষ্কণ্টক হয়ে পালন করুন। এই রাজ্যে প্রচুর শস্যবৃদ্ধি হোক। মেঘ প্রয়োজনমত বর্ষণ করুক এবং প্রজাবর্গ আনন্দ পাক, ব্রাহ্মণেরা ধর্মপরায়ণ হোক। এই রাজ্য দেবী ভগবতী, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অষ্ট দিক্‌পাল সর্বদা রক্ষা করুন। তীর্থসমূহ, মুনিগণ, গোবৃন্দ, গন্ধর্বসকল, পন্নগনিচয়, পর্বতমালা এঁরা প্রজাগণের সঙ্গে রাজাকে চরিতার্থ করুন। সাধুগণ নিরন্তর সুকৃতিবান্ এবং নিষ্পাপ হোন। এই রাজ্যে সাধুগণ সর্বদাই সৎকর্মের অনুষ্ঠান [করুন] এবং পাপলেশশূন্য হোন। ধর্মে স্থিত হয়ে রাজাগণ সর্বদা পৃথিবীকে প্রতিপালন করুন। মেঘসকল যথাকালে প্রচুর বর্ষণ করুক, প্রজাগণ পুণ্যার্থে দান করুক। সর্বদা ধনবৃদ্ধি [হোক] এবং বন্ধুবান্ধব নিয়ে উৎসবে আনন্দ করুন। ১৩১ / ৫৩-৬৪

মাতৃবর্গের প্রাণ, সখীদের অলঙ্কার, পিতার লোচনচকোরের চন্দ্ররেখা [আমি] এখন রাক্ষসের হাতে বন্দী হয়ে সত্যসত্যই চণ্ডালের হাতে পতিত স্বর্গের গাভীর মত জীবনধারণ করছি। ১৩৩ / ১২২-১২৫

এই পাতালকেতুকে বধ করে কোনো সৎপুরুষ তেরো দিনের মধ্যে উদ্ধার করবে [তোমাকে]। অতএব তুমি হঠকারিতা করো না। ১৩৪ / ১৩৩-১৩৪

পার্বতী এবং শিবের মধ্যে, লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর মধ্যে, সাবিত্রী ও ব্রহ্মার মধ্যে, ইন্দ্রাণী ও ইন্দ্রের মধ্যে যে প্রীতি তা তোমার হোক।, ১৪১ / ৩৩৩-৩৩৪

মানুষ উগ্র হয়ে অস্ত্রশস্ত্র ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ করে। দেবতারা মনের জোরেই [যুদ্ধ করে থাকেন], অসুর ও রাক্ষসগণ মায়া অবলম্বনে যুদ্ধ করে। ১৬২/১৩৫-১৩৬

করুণায় মন শুদ্ধ হয়, জিহ্বা বিশুদ্ধ হয় বাণীর দ্বারা। সৎকথা শ্রবণে দুই কান [শুদ্ধ হয়], হস্ত শুদ্ধ হয় দানে। ১৬৪ / ১৮৪-১৮৫

পুরুষের আয়ু অল্প কয়েকদিনের। এই সংসারকে অসার বিবেচনা কর। যেখানে দেহ আত্মার চেয়ে বেশী বাঁচে না। [সংসারকে] কে বহু দোষ আর ছলনা না করছে ? ১৬৪ / ১৮৭-১৯০

অযাচিত থেকে সন্ধ্যায় শাকাহার করে আমি সর্বদা কাল কাটাই। কিন্তু পরের জন্য প্রিয়তম প্রাণকেও আমি তৃণবৎ ত্যাগ করি। ১৬৪ / ১৯২-১৯৫

হে দেবী, বিপদে ধৈর্য, সম্পদে ক্ষমাশীলতা, ক্ষমতায় সংযম—এইগুলি মহাত্মাদের স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ। ১৬৯ / ৩১৪-৩১৫

ঋষিকার্যে পুত্র শত্রুর হাতে নিহত হয়েছে। এখন আমাদের কি গতি হবে। হায়, দৈবের দ্বারা হত হলাম। ১৬৯ / ৩১৯-৩২০

যাঁর আলিঙ্গন আশঙ্কায় আমি হারও পরি নি, নির্লজ্জ এখন আমি [তার বিরহে] না স্বর্গে না পৃথিবীতে তিষ্ঠিতে পারি। ১৭৭ / ৫২৬-৫২৮

ললিত-কুবলয়াশ্বের ৬৩ পৃঃ ৭৮৬-৭৮৭ ছত্রের শ্লোক দ্রষ্টব্য। ১৭৮ / ৫৩৬-৫৩৭

ভ্রাতা, পুত্র এবং পত্নীর সঙ্গে আমাদের ধর্মসাধনে চিত্তকে যিনি প্রবর্তিত করেন সেই দেবীকে আমি প্রণাম করি। ১৭৯ / ৫৫৫-৫৫৬

যাঁর অনুগ্রহে নিতান্ত মূর্খও বাক্‌পতি হয় সেই সন্দেহতিমিরবিনাশী কোটি চন্দ্রের প্রভাশালিনী বাগীশ্বরীকে বন্দনা করি। ১৮৯ / ৬১-৬২

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের ৮৬-৮৭ পৃঃ ৬৯৬-৩৯৯ ছত্রের শ্লোক দ্রষ্টব্য। ১৯২/১২৭-১৩২

ললিত-কুবলয়াশ্ব নাটকের ৮৭ পৃঃ ৪০১-৪০২ ছত্রের শ্লোক দ্রষ্টব্য। ১৯৩/১৩৯-১৪০।

গুহ্যকথা বলা এবং প্রশ্ন করা, দান করা এবং দানগ্রহণ করা, নিমন্ত্রিত এবং নিমন্ত্রণকারীর ভাব—এই ছয়টি বন্ধুর লক্ষণ। ১৯৯ / ১১৫-১১৬

সংস্কৃত-প্রাকৃত শ্লোকের শুদ্ধ পাঠ

[প্রথম বন্ধনীতে ছাপা পাঠ।]

পৃষ্ঠা	ছত্র	
৮	১৩৫	মহেশম্ (মহেশং)
১৫	২৮৬	কুর্বন্ দেবানাং (কুর্বন্দেবানাং)
২৫	৫৪৩	কুবলয়াখ্যোঽয়ম্ অস্ত (কুবলয়াখ্যোয়মস্ত)
৩৬	১০২	পতিতাতি পাপনী (পতিতানিপাপিনী)
৩৯	১৭৬	প্রাণৈ (দানৈ)
৩৯	১৭৮	গিরা গুরুং (গিরাগুরুঃ)
৪৬	৩৪২	আয়স্তে [নম্ন] (আয়ুঃশনৈ)
৪৬	৩৪৩	মলায় (মলীমসায়)
৪৬	৩৪৪	সাকানাং (লোকানাং)
৪৬	৩৪৪	চ (যথা)
৪৬	৩৪৫	স্থানে বৈরিগণায় দুঃসহতরং (বৈবিগণায়)
৬৩	৭৮৬	সতীদেব্যাঃ (সতী দেব্যাঃ)
৮৪	৩৪৮	ধরিজ্জে (করিজ্জে)
৮৪	৩৪৯	অজ্জিয় (অজ্জয়)
৮৫	৩৫১	কো মেটাএ (মেতেন পাএ)
১১৭	৩৭৬	নয়তি কিল (নয়তিকিল)
১১৭	৩৭৬	বাহকং বাহ (বাহকম্বাহ)
১৩৩	১১৮	অম্বাজনস্স হিঅআহরণং সহীএ (অম্বা জনস্স অম্হি আহরণং সহীত্র)
১৩৩	১২০	রুক্থস (রথস)
১৩৩	১২১	সুরহি ব্ব (সুবহিব্ব)
১৩৩	১২৫	সুরভি (সুরভি)

১৩৪ ১৩৩ সৎপুমান্ (সৎ পুমান্)

১৩৪ ১৩৪ ত্রয়োদশদিনাদর্বাক্ স[ত্বং] (ত্রয়োদশ দিনাদর্বাং স মা)

১৬২ ১৩২ সাহু কধিদং তএ (সাহু কদি দন্তএ)

'শমলাই…মানুশে' নূতন ছত্র। 'শথল…উগ্‌গনে' পরবর্তী ছত্র। 'অনুহাবল লশেহি বিজ্জুলে' নূতন ছত্র। 'মায়াহি' থেকে লক্‌খসে (লখনে) পরবর্তী ছত্র।

১৬৪ ১৮৪ জিহ্বাবাণ্যা বিশুদ্ধতি (জিহ্বাবাণ্যাবিশুদ্ধ্যতি)

১৬৪ ১৮৭ দিনকতিপয়পুরুষায়ুঃসারং (দিন কতিপয় পুরুষায়ুসারং)

১৬৪ ১৮৮ কলয়াসারমমূং [ইহ] সংসারম্ (কলয়া সারমমূং সংসারংম্)

১৬৪ ১৯০ কো নাকৃত (কোণাকৃত)

১৬৪ ১৯৩ নয়ে কাল … (নয়েকাল …)

১৬৪ ১৯৫ নপি … (নয়ি)

১৬৪ ১৯৫ প্রাণান্ ত্যজা … (প্রাণান্‌ত্যজা …)

১৬৯ ৩১৪ হে দেবি ধৈর্যং … স্থলে 'হে দেবি' এক ছত্র পড়তে হবে। ধৈর্যং বিপদি ·· নূতন ছত্র।

১৬৯ ৩১৫ এতাম্নুৎপত্তিসিদ্ধানি (এতাম্নুৎপত্তি সিদ্ধানি)

১৬৯ ৩১৭ পত্তো পুত্ত (পত্তোপুত্ত)

১৬৯ ৩১৮ তা কা (তাকা)

১৬৯ ৩১৮ হা হদমি (হাহদম্মি)

১৭৭ ৫২৬-৫২৮ হারো হৃদি ময়াশ্লেষ শঙ্কয়া ন ধৃতো [ময়ি]।

দিবি মা ভূমৌ [তিষ্ঠামি] স এবাহম্ অপত্রপঃ ॥

১৭৯ ৫৫৫ দারাণাম (দারানাম্)

১৮৯ ৬২ তিমিরোচ্ছেদ (তিমিরেচ্ছেদ)

১৯২ ১২৯-১৩০ … তবদৃষ্টিরভূৎ

অথ… ……………………

……………………নাদগিরা

শিব……………………॥

শব্দার্থ

প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা যথাক্রমে পৃষ্ঠা ও ছত্র নির্দেশক

অইসেন ২৩/৫০৭=ঐরূপ
অএলা ১৩৩/১১২=এলাম
অএলাহ ১০৮/১৪৬=এল
অএলাহবে ২০৮/৩৪২=আসবে
অএলাহু ১২৫/৫৭৫=এলাম
অএলাহে ১৮৯/৫২=এলে, এল
অও ১৬৫/২১৪=আর
অওর ৮৬/৩৭৯=আর, এবং
অওরো ১০৮/১৩৪=আরও
অংকুশপাশ ১০৪/৩৮=আঁকশি জাতীয় অস্ত্র
অংগুঠী ২১২/৪২৫=আংটি
অংজন ৫০/৪৪৫=অঞ্জন, কাজল
অংতপুর ৭৮/১৭৬=অন্তঃপুর
অংধার ১৫৫/৬৭৮=অন্ধকার
অকলেশতে ১৩৭/২০৯=অক্লেশে
অকামিক ১৪০/৩০১=অপ্রার্থিতভাবে
অকাশ ১৮১/৬২৭=আকাশ
অগিনি ৩৮/১৪১=অগ্নি
অগিরল ১৭/৩৩৬=অঙ্গীকার করল
অচেত ১৩৬/২০০=অচেতন
অচ্ছএ ১৩১/৬৯=আছেন
অচ্ছল ১৬৮/২৯৫=ছিল
অচ্ছি ৪১/২১৫=আছে
অচ্ছেতে ১১৮/৪০১=থাকতে
অজুগুত ১২৩/৫২৫=অযৌক্তিক
অজর ১৪৩/৩৭৬=জরাশূন্য, নিটোল
অজ্ঞা ৩৫/৮২=আজ্ঞা
অটকাবত ১৮৭/৭৫৬=আটকাবে
অটারে ১০৫/৬৮=অট্টালিকা
অতম্পর ১৮৯/৪১=অতঃপর
অতভূত ৭২/২২=অদ্ভুত
অত্যুচ্চ ১০৮/১৩২=অতি+উচ্চ, মর্যাদা
অথাথ ১৮০/৬০৩=অথৈ
অথির ১৭০/৩৬৩=অস্থির
অধারি ১৯১/১০০=না ধারণ করে
অধারে ৭৬/১৪৭=অন্ধকারে
অধিকাঈ ২১৪/৪৮৩=অতিরিক্ত
অধ্রু ৬০/৭১৮=অধ্রুব ?
অন ৩৬/৮৯=অন্য
অনলক ১৩৮/২৩২=আনল
অনলিহে ১৩৪/১৩৬=আনল
অনুখন ১৩৪/১৪৩=সর্বদা
অনুলেপিঅ ১৫৫/৬৭৩=লেপন করে

অনুরঞ্জিঅ ১৫৫/৬৬৭ = রঞ্জিত করে
অনেক পরেতে ৪৯/৪২৬ = অনেক প্রেতে
অন্তকারে ১৮২/৬৩০ = অন্তকালে
অন্তপুর ২৬/৫৮৩ = অন্তঃপুর
অপনা ৪২/২৫৭ = আপনার
অপরথ ১৪৬/৪৩৭ = অপৌরুষ
অপুরুব ১৩৬/১৯৯ = অপূর্ব
অপনক ১৯১/১০৪ আপনার
অপনেহু ১৪৫/৪৩০ = আপনিই
অপন্থক ১২৮/৬৩৩ = আপনার
অপূর্বায়ি ৯২/৫৩৮ = অপূর্বভাব
অপেখি ১২১/৪৭৩ = অপেক্ষায়
অবতরু ১৪৩/৩৭৭ = অবতীর্ণ হল
অবতারি ১৮৯/৪৯ = অবতীর্ণ
অবধারি ১৪৪/৩৮৮ = নিশ্চিত
অবধারি ১৮৯/৪৮ = অবধারণ
অবরা ১৪৭/৪৬৬ = অবলা
অবলম্বলাহ ১০৮/১৩৮ = অবলম্বন করলেন
অবস ১৩৬/২০২ = অবশ্য
অবসও ১২৫/৫৫৯ = অবশ্যই
অবসানে ৭৫/১০৮ = অবসন্ন
অবহু ১২৮/৬৩৬ = এখন
অবাস ১৬২/১৩৯ = আবাস, বাসস্থান
অবিলাস ২১৩/৪৪৪ = অভিলাষ
অবে ১২৫/৫৭১ = এখন
অবেক্ষা ১৬৫/২২৮ = অপেক্ষা
অভাগে ৫৩/৫৩৬ = অভাগ্য

অভিলাখ ১৮৯/৫০ অভিলাষ
অভিরামে ৯০/৪৯৩ = আনন্দে
অমার ৩৭/১৩০ = আমাকে
অমি ৭/১১৬ = আমি
অমিঅ ১৯০/৮৮ = অমৃত
অমিঅও ১২৯/১৫ = অমৃতও
অমিয় ৬৭/৮৯৪ = অমৃত
অমিল ১৮৫/৭২৮ = অপ্রাপ্ত
অমী ৯৭/৬৪৯ = আমাকে
অম্বর ১৯৩/১৫৯ = বসন
অয়রাহু ১৩৮/২৩৯ = এসেছিলাম
অয়াস ১১৮/৩৯১ = আয়াস, পরিশ্রম
অরও ১৬৫/২২৩ = আরও
অরজল ১৭০/৩৪৩ = অর্জিত
অরতলতে ১৫০/৫৪৪ = ফুলের পাপড়ি, অনুরাগে ?
অরাধএ ১৮৫/৭২৭ = আরাধনা করতে
অরাধনে ১৩৫/১৬০ = আরাধনাতে
অরাধিঅ ১০৫/৫৪ = আরাধনা করে
অর্হণাএে ১২৬/৫৭৯ = ভক্তিভাবে
অরাম ১৬১/১১৮ = আরাম
অলংকাল ৬২/৭৫৮ = অলংকার
অলম্ব ১৫১/৫৬৭ = অবলম্বন
অসহে ২২০/৬৩৭ = অসহ্য
অসুরকা ৬০/৭০৪ = অসুরের
অসুরর ৩৭/১১৯ = অসুরের
অহার ১৪৭/৪৭১ = আহার
অহি ১৭৬/৪৯৫ = ?

আউ ৮৬/৩৮৯=অন্ত
আউ ১১৯/৪২১=আসা হোক
আএ ৩৯/১৭২=আসে
আএচ্ছিত্ব ১৯২/১২১=এসেছি
আএরি ৮৮/৪৩৩=এল (স্ত্রী)
আএল অচ্ছ ১০৫/৫৯= এসেছে
আএলচ্ছও ১৬৬/২৫১=এসেছি
আএলচ্ছথি ১১৬/৩৪৩=এসেছেন
আএলচ্ছিথি ১৯৭/৭১=আসে
আএলা ৬০/৭১৩=এলাম
আওর ১৯০/৬৩=অধিকন্তু
আংজি ২১১/৪০১=অঞ্জন
আঁক ১০০/৭১৬=অঙ্ক (নাট্যে)
আঁগ ২০/৪১৬=অঙ্গ
আথর ৮৯/৪৬১=অক্ষর
আগন ১৩৫/১৬৪=আগুন
আগম ৯৭/৬৪৬=আগমন
আগরি ৪৪/২৯০=অগ্রগণ্যা
আগু ১৫৮/৪৯=অগ্রসর
আজুহি ১৮/৩৫৯=আজ-ই
আজ্যস্থালী ১২৬/৫৮৮=যজ্ঞের ঘি রাখবার পাত্র
আঞ্চর ১৪৮/৫০৫=অঞ্চল
আঠ ১২৩/৫২৩=আট
আন্তর ১৫৫/৬৭৭=অন্তর
আতুর ১২/২২৬=আর্তি
আধ ১৯৪/১৮৩=অর্ধ
আধিন ২৪/৫২২=অধীন
আন ৭৯/২১৭=অন্য
আনএ ১৮৫/৭১১=আনতে
আনল্লী ৩৮/১৩৯=আনলে
আনহ্ ৪১/২২০=আন
আনে ৭৪/৮৫=অন্য কেউ
আনংদিত ৮০/২৩৬=আনন্দিত
আপন ৬৭/৮৯১=নিজের
আপে ১৮০/৬০৩=নিজে
আব ৩১/৭০৯=এসো
আব ১২/৪৬৭=আসে
আব ৩৮/১৪৪=আসবে
আব ১৯৮/৮১=এখন
আবএ ১২৮/৬৩২=আসে
আবহু ১৩৫/১৫২=এখনও
আবিএ ১১২/২৫৫=এসো
আবে ৫৬/৬১৯=এখন
আভূষণে ৪৩/২৭৩=সর্বাঙ্গ ভূষণে
আয় ৪৫/৩৩৩=এসো
আয়র ২৯/৬৩৪=এলো
আযর ২৪/৫১০=এলাম
আয়লচ্ছথি ৫৬/৬০৯=আগত হই
আয়স্ব ৮৩/৩১৪=এসো
আয়ি ১৩/২৪৭=এলো
আরতি ৯৯/৬৯৯=ব্যাকুলতা, আর্তি
আরাধনাএ ১০৮/১৪২=আরাধনার দ্বারা
আরাম ১৭৩/৪১৮=বিশ্রাম
আলস ১২২/৪৯০=আলস্য

আস ৭/৯৫=আশা
আখু ৪/২৬=আখু, ইঁদুর
আসিএ ৫৭/৬৩৫=আসা হয়
আসে ১০৩/১০=আশা
আসিরো ২১/৪৩৬=এলো
আসিরো ৩৭/১২০=এলাম

ই ১০৯/১৬৩=এই
ইচ্ছ[া] ১৩৮/২৩৬=এই স্থানে ?
ইচ্ছাএে ১১৭/৩৫৯=ইচ্ছা
ইচ্ছিঅএ ১৮০/৫৮৬=ইচ্ছা হয়
ইত ৩৬/৯১=থেকে
ইথি ১৩৯/২৫৭=এখন
ইথী ১৮২/৬৩২=এই
ইনকে ২৪/৫৩১=এঁকে
ইন্দুবিধুন্তুদ ২৫/৫৫৬=চন্দ্ররাহু
ইহাক ৫৬/৬০৬=আপনার
ইহাএে ১১২/২৩৬=আপনি, তুমি
ইহাহিক ১১২/২৩৪=আপনার
ইহ্নি ১১৮/৪০৩=ইনি

ঈ ২১/৪৫৪=এই
ঈ ১৯৪/১৬৪=এ
ঈচ্ছুও ২০১/১৬০=শুদ্ধ পাঠ ঈ চ্ছও—এই ছয়
ঈটা ৪১/২১৪=এইটি
ঈশগোরি ১০৩/৮=হরগৌরী

উকুত্তি ২১১/৪১০=উক্তি
উগএ ১৪১/৩১৭=উদিত হয়
উগলে ১৩০/৩০=উদিত হলে
উঘট ১৯৩/১৫১=উদ্ঘট, সংগীত-বিস্তার সংজ্ঞা শব্দ
উচ্ছাহ ৪০/২১০=উৎসাহ
উজর ১২০/৪৪০=উজ্জ্বল
উজোগ ৩৮/১৪০=উদ্যোগ
উতপতি ৭/১১৫=উৎপত্তি
উতম ১২/২৩২=উত্তম
উতারিয়া ৬২/৭৫৮=খুলে
উতিম ২০৫/২৬৭=উত্তম
উত্তরোত্ত ১১৬/৩৫২=উত্তরোত্তর, ক্রমশ
উৎপন্নি ১৯৬/৩৮=উৎপন্ন (স্ত্রী)
উথএ ১৪৮/৫০৩=উঠে
উথি ৪৯/৪২৯=উঠে
উদাস ১২৮/৬৩৪=ঔদাস্য
উদেসে ১৫৭/৯=উদ্দেশ্যে
উদ্যমলি ১৩৮/২৩২=উদ্যম করল
উধরি ৯৫/৬০৩=উদ্ধার করে
উধসল ১৫২/৬০৪=এলোমেলো
উধার ১৩৬/২০২=উদ্ধার
উধারা ৭২/২৬=উদ্ধারকারী
উধারে ৩৬/৯৬=উদ্ধারে
উধে ৭২/২৫=উর্ধ্বে
উনচাস ১৯০/৬৭=উনপঞ্চাশ
উপজত ২২১/৬৫৫=উৎপন্ন

উপজল ১৬৩/১৬১ = উৎপন্ন হল
উপজু ২২০/৬২৮ = উৎপন্ন
উপতন ২০/৪১৬ = উদ্বর্তন, উবটন, মালিশ
উপল ৫০/৪৪৬ = উপর
উপরাস্ত ৬১/৭৩৯ = উপরে
উপাঙ্গ ১৭৭/৫০৮ = উপায়
উপামে ১৭৫/৪৬৯ = উপমা, তুল্য
উরে ৭২/২৪ = বুকে
উলাস ১৬২/১৪০ উল্লাস
উনঈশ ২১৭/৫৪১ = উনিশ

ঋষিমখ ১৪১/৩১৮ = ঋষিযজ্ঞ
ঋষিরাএ ৩৯/১৭০ = ঋষিরাজে

একর ১৩৬/২০২ = এর
একর ১৬৭/২৬৯ = এ সকলের
একরা ১৪৭/৪৫৫ = এদের, এর
একরি ১৮/৩৬১ = একলা, একটি
একরিগমনী ৩৩/১৭ = শুদ্ধ পাঠ 'এ করিগমনী'
একশরে ৪৮/৪১৬ = একবারে
একসরি ১৫৪/৬৫৩ = একলা
একহি ১০৩/৯ = এক-ই
এড়িয়া ৯৩/৫৬৩ = ছেড়ে
এত্তএ ১১২/২৩৬ = এখানে
এতকা ৯৫/৬১৪ = এতকাল
এতএে ১১৬/৩৫৬ = এখানে
এতনি ১৭/৩৩৫ = এইটুকু (হিন্দী এত্‌না)
এতবা ১২৫/৫৫২ = এই পরিমাণ
এতয় ৪১/২২৮ = এই সময়ে
এতহু ৪৪/৩১৪ = এত-ও
এথা ৪৪/৩০০ = এখানে
এদিয়া ৪৩/২৬২ = এড়িয়ে, ফেলে
এনেক ৬০/৭০৪ = অনেক
এমত্ত ১৩/২৫৭ = এ রকম
এবনে ২৯/৬৫৪ = এখনে
এহো ৩৮/১৪১ = এই
এহন ১০৬/৯৯ = এই রকম
এহন ১৬৮/২৯৫ = এই ক্ষণ
এহনা ১৩৫/১৬৩ = এইরূপ
এহনে ১৩৮/২৩৭ = এইরূপ
এহা ১৪২/৩৪৯ = এই
এহাক ১৯২/১২৫ = আপনাদের
এহাকে ১৬৭/২৫৮ = আপনাকে
এহাহি ১৯৫/৫ = আপনাকে
এহি ৬০/৭২২ = এই
এহিখন ৫৮/৬৫৫ = এখন
এহিবস্তুক ২২৩/৭০০ = এই বস্তু
এহু ১৩৮/২৫৫ = এই
এহেন ১৪৯/৫১৩ = এই রকম
এহেনে ১১৫/৩২৭ = এখনই ?
এহে থী ১৮৬/৭৪৬ = এই ত
এহ্লে ১৫০/৫৫০ = এই

ঐথা ৯৩/৫৬৪ = ওখান থেকে ?
ঐসন ১৪৭/৪৫৫ = ঐরূপ
ঐসেন ৩৬/৮৮ = ঐ রকম

ও ৬/৭০ = তিনি
ওকর ৫৯/৬৭৫ = তাঁর
ওকর ১৮৫/৭১৫ } = তাঁর
ওকরা ১৮৫/৭১৬ } = তাঁর (স্ত্রী)
ওকরি ১৮০/৫৯৩ = তাঁর
ওত ৩৬/৯১ = অন্তরাল
ওতএ ১৬৯/৩১০ = ওখানে
ওর ১৩৮/২৪৭ = সীমা
ওহনা ১৮৪/৬৯৮ = তাঁর
ওহলে ১৬৪/১৮২ = ?
ওহি ৭৯/২০৩ = উনি
ওহি ৫৪/৫৫০ = ঐ
ওহিটা ১৩৮/২৩৩ = ওইটি
ওহু ১০৮/১৪৪ = ঐ

কইরি ৪০/১৯৫ = করলে
কইসে ৩৬/৯৩ = কিসে
কউতুক ১১/২০৭ = কৌতুক
কএ ৩৬/৯৪ = করে [অসমাপিকা]
কএ ১৭/৩৪৫ = কথনে, কওয়ায়
কএল ৯৫/৬০১ = করল
কএলক ৬০/৭০৪ = করল
কএলহু ১৮৮/৩৩ = করলে
কএলহচ্ছ ১৮৯/৪০ = করছিলে
কএলহো ১৯৬/৩৩ = করলেন
কএলহ্নি ১০৮/১৪৫ = করলেন
কএলাহু ১৯৫/১২ = করলে
কওন ৭৪/৮৮ = কোনো
কওন ১০৫/৫৬ = কোন্
কংবর ৬৪/৮১৬ = কম্বল
কংস ৮৬/৩৮১ = কাঁসি (বাদ্য যন্ত্র বি°)
ককরা ১৮৪/৬৯৪ = কা'র, কাদের
কঞ্চন ১৫৩/৬০৯ = কাঁচুলি
কএ্রান ১৮৪/৬৯৯ = কোন্
কএ্রান ১২৫/৫৬২ = কোনো
কটিক টার ২১২/৪২৬ = কোমরবন্ধ
কড়হারে ১১৭/৩৭০ = কর্ণধারে
(কাণ্ডার)
কণঅ ১৪৩/৩৭৬ = সোনা
কত ৬০/৭২১ = কোথায়
কত ৬৩/৭৭৮ = কত
কতএ ১৩৫/১৭২ = কোথায়
কতএ ১৮৮/২৯ = কত
কতবা ১২৫/৫৭৪ = কত
কতয় ৪০/১৮৭ = কোথায়
কতহু ১৩৬/১৮২ = কোথায়ও
কথা ২৯/৬৩৮ = কোথায়
কথি ১২/২২৮ = কোথায়
কথিন ৭৯/২১৭ = কঠিন
কথুহু ১৭৪/৪৫০ = কখনও
কথিহু ১৩৪/১৫১ = কোথাও
কদংবক ৫৭/৬৩৩ = কদম্বের

কনক ১৮১/৬২৫ = সোনা
কন্দরা ১৩৮/২৪০ = গর্ত
কপটপাস ১২১/৪৬০ = কপটতার জাল
কপড়ঘর ২০৩/২০৯ = কাপড়ঘর, তাঁবু
কপত ৪৫/৩৩৮ = কপট
কব ১২/২২৬ = কবে
কব ৬৩/৭৭৮ = কইব
কবন ১২/২২৯ = কি প্রকার, কোন্
কবন কে ২৭/৫৯৩ = কাকে
কবহু ১২২/৪৮৬ = কখনও
কবাড় ১৫৭/২৯ = কপাট
কবিলাসে ১৯০/৭৬ = কৈলাসে, স্বর্গে
কবংধগণ ৪৯/৪২৯ = কবন্ধগণ,
কন্ধকাটা
কম্পঙ্গ ১৪৫/৪১৯ = কাঁপে
কয় ৩১/৬৮৮ = করে
কয়ল ১২/২৩০ = করল
কর ১২২/৪৯৭ = করি (উত্তমপুরুষ)
করইতে ১৪২/৩৫৫ = করতে
করইচ্ছলাহু ১৩৭/২৩০ = করছিলাম
করএ ১০৯/১৭৩ = করা
করক ১৪৬/৪৩৬ = করে
করএো ১৭৭/৫১২ = করি
করবাএ ১৩৮/২৩৮ = করবার জন্যে
করত ৩৬/৯৬ = করবে
করত্তা ১০০/৭২৬ = কর্তা, কর্ত্রী
করত্তাহ ১১৯/৪১৬ = করবে
করনেকো ৮৫/৩৫৫ = করতে
করবয় ৮৯/৪৫৮ = করব
করবে ১৮০/৫৮৬ = করবার
করহু ১৬৩/১৫৫ = করুন
করলোল ১৩০/৩৩ = কলরোল
করাউ ১৬৯/৩২২ = করান হোক
করালা ১২৯/৮ = ভয়ানক
করিঅ ১০৯/১৬৭ = করে
করিঅ ৮৯/৪৫৯ = করি
করিঅএ ১২১/৪৬৪ = করা হয়
করি আসিয়ো ৩৮/১৫৯ = করছিল
করিএ ৪৪/৩১২ = করা হয়
করিএ ৯৩/৫৫১ = করে
করিএ ৯৩/৫৬৭ = করতে
করিএ ১৮৫/৭২১ = করি
করিহ ২০/৪২১ = করো
করিহহ ১৯৬/৩৬, ৩৭ = করো
করু ৪১/২১৯ = কর
করুভরে ৪২/২৫৫ = ভাল করুক
করৈচ্ছ ১২৪/৫৭৬ = করছে
করৈচ্ছথি ৩৯/১৮৪ = করছে
করো ২০/৪২৭ করাই
করো ৬১/৬৯৯ = করব
করো ৫৭/৬২৬ = করবে
কল ১০৮/১৩০ = বললেন
কল ১৭০/৩৩৮ = করল, কর
কলপ ১৬৮/২৯৮ = কল্প
কলশে ১৯১/৯২ = ক্লেশ
কলস ১৫৮/৫৫ = স্তন

কলা ৩/৯=কেয়ামতি
কলেশ ১০৪/৪৮=ক্লেশ
কলেসে ১৭১/৩৬৫=ক্লেশে
কহও ১৩৫/১৫৬=বলি
কহথি ১১০/২০৩=বলেন
কহা ১৩০/৪৫=কোথায়
কহিঅএলাহু ১০৯/১৬১=বলেছিলাম
কহিচ্ছী ১১৩/২৮০=বলেছ
কহিতে চাহে ৭৫/১০৩=কওয়া চাই
কহি নহি হোইচ্ছএ ১৬৭/২৬০=বলা যায় না
কহিনি ২০৬/২৮৭=কাহিনী
কহিবে ৯১/৫০৫=বলব
কহু ৫৬/৬০৭=কখনও
কহু ১৫১/৫৫৬=বল
কহু ১৮৮/২৬=বলুক
কহেন ১১৭/৩৬০=কেমন
কহেন ১৪০/২৯১=কেন
কহেচ্ছএো ১৯৫/৮=বলছি
কহেচ্ছি ৪০/১৮৬=করেছেন
কাঅর ১৪৮/৪৯২=কাতর
কাংচে ১৪৮/৫০২=কাচে, অভিনয় করে
কাংজরে ১৫৫/৬৭০=কাজলে
কাঁই ১২১/৪৬২=কাউকে
কাঁচ (মাস) ৪৯/৪২৮=কাঁচা (মাংস)
কাঁতি ১৪৫/৪০৮=কান্তি, সৌন্দর্য
কাঁতিয়া ৪৭/৩৮৬=কেটে
কাচও ২০৫/২৮৮=কাঁচও
কাচ্ছ ১০৯/১৬৯=অভিনয় কর
কাচ্ছএ ১০৯/১৬৩=সাজ করা হচ্ছে
কাপ ৪৪/৩১০=কাঁপে
কাপএ ১৩৫/১৫৫=কাঁপে
কামকেল ৩/১৩=কামক্রীডাকারী
কাতি ৪৮/৪১৬=কেটে
কাতি ৫০/৪৪৭=কাঁতি, সৌন্দর্য
কার্ণাট ১০৭/১০৪=কর্ণাটক
কাহি ১৩৫/১৫৬=কাকে
কাহু ১৩৮/২৫৩=কাউকে
কাহুক ১৮৭/৭৫৯=কাউকে
কিঅ ১২২/৫০২=কি কারণে
কিএ ১৬৮/২৯০=কেন
কিএঅ ১৭৩/৪৩০=কেন
কিএক ১৩৬/১৯৫=কেন
কিংনর ৭৭/১৫১=কিন্নর
কিলিবিষ ৭১/৮=পাপ
কীরও ১৫৪/৬৪৮=শুকপাখী
কুঝল ২২১/৬৬৪=শুদ্ধপাঠ 'বুঝল'
কুচ শুংভু ১৭/৩৩৩=শিবলিঙ্গের মত উচ্চ পয়োধর
কুটুহল ১৮৩/৬৬৫=কৌতূহল
কুদত ৫৭/৬৩৭=লম্ফ-ঝম্ফ
কুনকাঙ্কএ লাহু ১৭৩/৪১০=পাঠ 'কুনকাম কএলাহু'
কুন্দরে ১৫৪/৬৪৬=ভাস্কর
কুন্দি ৬৫৪/৬৪৬=কুঁদে, খোদাই করে

কুবলয়চ্ছ ১১৮/৪০৩=কুবলয়াশ্ব
কুল্গুরু ৪২/২৬০=কুলগুরু
কুল গরি/গরিম ১৭৭/৫১৪=কুলমর্যাদা
কুশবিষ্টর ১২৬/৫৮৮=কুশছড়ানো
যজ্ঞবেদী
কেশ হয় ২৩/৫০৬=শুদ্ধপাঠ
'কে শহয়'=কে সয়
কেহু ৩৭/১৩১=কি করে
কেহু ১০৮/১৪৫=কেউ
কেহ্নে ৪৩/২৬২=কেন
কৈএ ১২১/৪৬৬=করে
কৈরেন্ ৮১/২৬৩=করলেন
কৈসে ১৬৮/২৯৫=কিরূপে
কোই ৫৮/৬৭০=কেহ
কোউ ৮৬/৩৮৬=কেউ
কোটবল ১৮৪/৭০৫=কোতোয়াল
কোয়ি ৯৩/৫৫১=কেউ
কোল ৩১/৬৯০=শূকর
কোহ ২২১/৬৫৭=কোপ
ক্ষান্ত ২১২/৪২০=কান্ত

খএ ১৪৯/৫১৭=ক্ষয়
খদগ ৩১/৬৮৯=খড়্গ
খন ৩৬/৯৫=ক্ষণ
খপইচ্ছী ১৮০/৫৮৮=কাটিয়েছি
খপরবিধারিণী ৮৩/৩২০=খর্পরধারিণী
খসলা ১৬৮/৩০৫=খসিয়ে ফেললে
খাএ ১৭৫/৪৭৫=খেয়ে
খাএ ৪৯/৪২৮=খায়
খিন ১৬৩/১৭৪=ক্ষীণ
খেপও ১২১/৪৬৩=কেটে যাচ্ছে
খেপিঅ ১৮৪/৬৯৭=কাটাই
খেল ৫০/৪৪৬=খেলা
খেলৈতে ১৩৩/১১০=খেলা করতে
খেদ্য ৩১/৬৮৫=খেদ
খোআইঅ ২০১/১৫৯=খাইও
খেতে দিও?
খোজিরো ৫১/৪৮১=খুঁজলাম

গএ ১০৮/১৪৩=গিয়ে
গওলহচ্ছ ১৯৫/২=গেয়েছ (গান)
গংধর ৭৭/১৫১=গন্ধর্ব
গঢ়িঅ ১৮২/৬৩৪=গড়া
গণ ১৪৮/৫০০=প্রমথগণ
গধরব ৩৪/৫২=গন্ধর্ব
গমাউ ১৭১/৩৭০=কাল কাটান হোক
গমাবিঅএ ১৫৬/২=কাটায়
গরজ ১২৯/৮ গর্জন করে
গয় ১২৪/৫৩৭=গজ (হাতী)
গরভ ১৭১/৩৬৫=গর্ভ
গরস ১৫২/৬০৬=গ্রাস
গরসএ ১২৯/১৬=গ্রাস করে
গরসি ১৮২/৬৩৬ গ্রাস করে
গরাস ১৩৪/১৪৯=আহার
গরুঅ ১২২/৪৮৯=গুরু
গলর ১৭৫/৪৭৬=গরল

গাঅ ১৭১/৩৬১ = গোরু
গাউ ১৫৯/৬৪ = গাই (গান)
গাউ ১০৬/৭৯ = গান করেন
গাঁগ ১৯৪/১৬৩ = গঙ্গা (নদী)
গাচ্ছ ১৭৩/৪১৮ = গাছ
গাঢ়ে ২১০/৩৮১ = গাঢ়
গাত্ত ১৩৪/১৪৪ = গাত্র, দেহ
গাবব ৯৯/৭০১ = গাইব
গাম ১৯৩/১৪৬ = গ্রাম (সংগীতের স্বর)
গারব ২৪/৫৩২ = গালব (ঋষি)
গিম ১৬৫/২১৪ = গ্রীবা
গুণি ১০৪/৩৪ = স্মরণ করে
গুমান ২২০/৬১৫ = গর্ব
গেয়ান ১৮/৩৭৪ = জ্ঞান
গের ২২/৪৭২ = গেল
গের ৬০/৭২১ = গেলে (অসমাপিকা)
গেরি ৬৩/৭৭৬ = গেলে (স্ত্রী)
গেরো ৯৩/৫৬৩ = গেলে
গেলাহু ১৫১/৫৬৩ = গেলাম
গেলী ১৯৬/২৭ = গেল (স্ত্রী)
গেহ ৪০/২০৩ = গৃহ
গেহা ৫৯/৬৭৭ = গৃহ
গোপে ১৫/৩০২ = গোপনে
গোপ্য ৭৫/১০২ = গোপন
গোপ্যতে ৯১/৫১৭ = গোপনে
গোরি ১৯১/৯৬ = গৌরী
গোরিকা ১৯৪/১৭১ = গৌরীর
গোহারি ১৯৮/৭৭ = কাতর অনুযোগ
গোহিক ১৪২/৩৪১ = ?

ঘটাঙ্গি ১৫২/৫৮২ = ঘটায়
ঘত.১৫৩/৬০৯ = আঘাত
ঘনধ্বনি ২০৫/২৬৪ = মেঘের ডাক
ঘুর ১২৯/৭ = ঘুরে

চউগুণ ৪৫/৩৩০ = চতুর্গুণ
চউদিশ ৪২/২৩৯ = চতুর্দিক
চংগা ৫৭/৬৩৬ = সুন্দর
চকবা ১৬৮/২৯৫ = চক্রবাক
চকমক ১৬৫/২২০ = ঔজ্জ্বল্য
চকি ১৮১/৬০৬ = চক্রবাক
চকেবা ১৮১/৬০৬ = চক্রবাকী
চটক ১৭৬/৪৮৯ = চড়ুইপাখী
চর ১৫/৩০৪ = চল
চররি ৮৩/৩২১ = চললেন
চরহ ১১০/১৯৩ = চল
চরি ৪৫/৩৩৯ = চলে (অসমাপিকা)
চরু ৪০/১৮৬ = চল, চলুন
চরো ৪৭/৩৭৫ = চল
চলিঅ ১১৫/৩২০ = চলে
চণ্ডারে ২১/৪৩৫ = চণ্ডালে
চণ্ডারা ১৪৭/৪৫৯ = চণ্ডালের
চাতর ১৬৫/২২০ = চাতুরী
চাদক ১৮৭/৭ = চাঁদের
চারিপদ ১৪০/২৯৮ = পশু
চারুদিসা ১৬২/১৪২ = ব্যক্তিনাম

চাহএ ১৮৮/১৭=আকাঙ্ক্ষা করে
চাহিয়ো ৪৩/২৬৩=চাইলে
চাংদনে ১৫৫/৬৭৩=চন্দনে
চিত্ত ৫০/৪৫০=চিত্ত
চিরাউ ১০৬/৮০=চিরজীবী
চিহ্নইচ্ছহ ১০৬/৮৪=চিনছ
চিহ্নসি ১৪৮/৪৮২=চিনিস
চীতি ১১১/২০৫=চিত্ত
চুঁবএ ১০৫/৬৮=চুম্বন করে
চেতহ ১২৮/৬৩৬=সচেতন হও
চো ৯০/৪৮১=চল
চৌদিশ ১০৫/৬৮, চৌদিস ১৩০/৩৬ } =চতুর্দিক

চ্ছএ ১৯৬/৩১=আছে
চ্ছও ১৬৫/২২৯=আছি
চ্ছও ২০১/১৬০=ছয়
চ্ছড়িপানি ১১৩/২৭৩=ছিটোবার গন্ধ জল
চ্ছথি ১১৬/৩৪৫=আছেন
চ্ছদল ৯৫/৬০৪=ছাডল
চ্ছদায়িয়া ৪০/১৯৮ ছাড়িয়ে
চ্ছন্দ ১৯৩/১৫৮=ছন্দ, লীলা
চ্ছবহু ১৯৯/১০৭=ছয়টি
চ্ছরি ৪০/১৮৭=ছিলে
চ্ছল ৫৪/৫৬৫=ছদ্ম
চ্ছল ১৩৫/১৭৮=ছিল
চ্ছলাহ ১৬৭/২৬২=ছিলেন
চ্ছলিহু ১৩৩/১১০=ছিলাম
চ্ছলে ১৪১/৩১৮=ছলনায়
চ্ছাজ ১০৬/৯৩=সাজ
চ্ছাজে ১০৩/১৬=শোভা পায়
চ্ছাড়ল ১৪০/২৯৩=ছাড়ল
চ্ছাডি ১২১/৪৬৪=ছেড়ে
চ্ছাতী ৬০/৭০৫=ছাতি (বক্ষ)
চ্ছাদি ৬৩/৭৯০, চ্ছাদিয়া ৭০/৯৫৩ } =ছেড়ে
চ্ছিঅধারি ১৯১/৯৮=ছাই ভস্মধারী ?
চ্ছিয়ো ৭৮/১৮১, চ্ছীয়ো ২৯/৬৪৪ } =ছিলে
চ্ছী চ্ছী ২১৫/৫১০=ছি ছি
চ্ছুইলচ্ছ ২১৫/৫১১=স্পর্শ করলে
চ্ছোড়ী ২১৬/৫২০=যুবতী, ছুঁড়ী

জআ° তমা ১৪৮/৫০২='করেজ আংত মাস্থ গিধএ কাংচে' ?
জএবহ ১৯০/৬৮=যাও
জএবে ১৩০/৪৫=যাবে
জকর ১৩/২৪৬, জকরাস ১৮৫/৭১৭, জকরে ১০৫/৭৪ } =যাঁর, যার =যাঁর, যার
জকে ১৩৪/১৪৪=যেন
জকে ১৫৯/৭৪=যাঁর
জগ ১৫৭/২৮=জগৎ
জগজীতি ১০৩/১৯=জগৎ-কে জয় করে

জঞো ১২৭/৬০৯ = যদি
জটি ৪৬/৩৫৪ = জটাধারী যোগী
জত ৩৯/১৭৩ = যেখানে
জত তত ৪৫/৩৩৭ = যত্র তত্র
জতভারে ৪৩/২৭১ = জটাভারে
জতহি ১৮৮/৩৮ = যত
জতাধরা ৭২/২৩ = জটাধর
জনাকা ১১১/২০৬ = জনের
জনাও ৮৫/৩৭০ = জানাও
জনায়িবো ৮৫/৩৭১ = জানাব
জনি ১১৬/৩৩৬ = যেন
জনিঅএ ১৮১/৬২১ = জানেন
জমু ২৪/৫২৭ = যেন না
জব ১৭/৩৪৬ = যখন
জস ১০৬/৯১ = যশ
জসু ১৯৬/২৪ = যাঁর
জহা ১১২/২৪০
জহাহি ১৭৫/৪৬০ } = যেখানে
জহেন ১৫৩/৬১৯ = যখন
জহ্নি ১০৬/৯২ = যিনি, যেই
জহ্নিকে ১০৬/৯১ = যাঁর
জাইঅ ২৪/৫২৬ = যেও
জাইচ্ছও ১১২/২৩৬ = যাচ্ছি
জাঈ ১১৭/৩৬৪ = যায়
জাঈ ১৫১/৫৮১ = পায় ?
জাউ ১৪২/৩৫১ = যাও
জাএ ১১/২০৮ = যায়
জাএ ৩৯/১৭৩ = যাই
জাএচ্ছি ৪২/২৫৪ = যাচ্ছি
জাএত ১৮১/৬১৬ = যাবে
জাএব ১১২/২৩৯ = যাব
জাএবাহ ১১৮/৪০৫ = যাব
জাকর ৮৪/৩৩৯ = যাঁর
জাগ ১৫১/৫৬০ = যজ্ঞ
জাগকরম ৫৫/৫৮১ = যজ্ঞকর্ম
জাগে ১২৩/৫২৫ = যজ্ঞ
জাথু ১৩১/৭০ = যাওয়া হোক
জানথি ১৭৭/৫১৭ = জানে
জানিঅ ২৫/৫৫৬ = জেনো
জানিঅ ১৪১/৩২৫ = জানেন
জালহ ২২২/৬৮৯ = জ্বালিয়ে দাও
জাব ২৪/৫৩৩
জাবো ৮১/২৭৪ } = যাও
জায়চ্ছি ৩৯/১৮৫ = যাচ্ছি
জায়বে ৪৭/৩৮৯
জায়বো ৩১/৬৯৫ } = যাবে
জায়িএ ৩৪/৪১ = যায়
জায়িএ ৫৭/৬৩২ = যাই
জায়িচ্ছি ৫৬/৬০৮ = যাচ্ছি
জায়িয় ১৭/৩৪৪ = যায়
জারএ ১৩৪/১৪৪ = জ্বালা দেয়
জাহি ১০৬/৭৫ = যেখানে
জাহি ১১১/২০৬ = যেই
জাহি ১৫৩/৬১২ = যাকে
জিআএ ১৮৫/৭১৭ = বাঁচিয়ে
জিনল ১১০/১৯৮ = জয় করল

জিনল অছ্ছ ১২৪/৫৪৫ = জয় করেছি
জিনলে ১৪৭/৪৭৯ = জয় করলাম
জিনিএ ১১৫/৩১৫ = জয় করতে পারে
জিব ৯৩/৫৪৯ = জীবন
জিবযিতে ৫৩/৫৪১ = বাঁচতে
জিয়া ৮৭/৪১৭ = জীবিত
জীতি ৮৬/৩৮৪ = জয় করা
জীতি ১৯৩/১৪৯ } = জয় করে
জীনি ১০৮/১৪৮ }
জীব ১৩৫/১৫৫ = জীবন
জীব করিয়া ৯৪/৫৭৬-৫৭৭ = বাঁচিয়ে
জুগ কলা-ভেদ ২২২/৭২৯-৭৩০ = যোগ-মতের শব্দ
জুগুতি ৫/৬৮ = যুক্ত
জুগুতি ১১১/২১২ = যুক্তি
জুঝএ ১৬৭/২৬৪ = জুঝতে
জুড়াএ ১৫৯/৬৩ = তৃপ্ত হয়
জুত ১০৩/২০ = যুক্ত
জে ১৪৭/৪৭৮ = যাতে
জেমন্ত ৩৮/১৫১ = যেমন
জেহি ১৬৮/২৮৯ } = যে, যিনি
জেহে ১৩৭/২২০ }
জৈসনি ১৫০/৫৪৩ = যেই রূপ
জৈসে ১৮৭/৭৫৮ = যেমন
জোতি ৪৩/২৭২ = জ্যোতি
জোর ১৫৫/৬৮২ = যুগল
জোর ১৪৪/৩৯০ = সাহস করে
জোরর ৫০/৪৪৪ = জুড়নে
জোল ১৮১/৬০৭ = যুগল

ঝাঁথি ১২৮/৬৩৫ = ক্ষণ দর্শন
ঝাঁপে ১৪৫/৪২৩ = আবৃত করে
ঝলক ২০৩/২২১ = ঐশ্বর্য
ঝাথি ১২১/৪৫৯ = ক্লান্তি ?
ঝাপ ৪৪/৩০৯ = ঝাঁপল
ঝাপি ১৯১/৯৭ = আবৃত করে
ঝাপে ৪৯/৪৩০ = ঢাকে
ঝামর ১২১/৪৫৯ = মলিন
ঝুরি ১৩৮/২৫২ = জীর্ণ

ঞাও ১৫৫/৬৭৫ = অঙ্গ ?
ঞে ১৩০/৪৯ = ইনি, তিনি
ঞেহন ১২৩/৫১৪ = এইরকম
ঞেহাএ ১২৩/৫১৪ = আপনি
ঞেহাক ১৩৩/১০১ = আপনি
ঞেহাএও ১০৫/৬০ = এঁদের
ঞেহাঞে ১৬৫/২২৫ = আপনি

ঠাঞো ১৩৫/১৬৩ = ঠাঁই
ঠানে ১৫২/৬০৪ = স্থানে, উপর
ঠাম ১৯৩/১৪২ = স্থান
ঠামা ১৩৭/২১৬ = ঠাঁই
ঠামে ১০৫/৭১ = স্থানে

ডরে ১৩০/৩৪ = দৌড়ে
ডমরুবজাবনি ৮৩/৩২০ = ডমরু বাজান যে নারী

ডহ্কল ২১৫/৫১১= ?
ডার পাত ২১০/৩৮০ = ডাল পাতা
ডিঠি ১৫৫/৬৭৭ = দৃষ্টি
ড়োল ১০৩/১৪ = দোলনশীল
ডোলএ ১৫৩/৬২৬ = দোলে
ড়োল ১৩০/৩৪ = চঞ্চল মতি

ঢরি ১৬৮/৩০০ } = ঢলে
ঢরিএ ১৩৬/২০৩ }
ঢারি ১১৩/২৭১ = ধারিণী
ঢীঠ ২১৭/৫৪৪ = সঙ্কুচিত

তঞো ১৩৯/২৬৪ = সেখানে
তঞে ১২৩/৫০৯ = তুমি
তঞো ১৩৮/২৫০ = তখন
তঞো ১৭৭/৫১৪ = তবুও
তঞো ১৮৫/৭০৬ = তবে
তকর ১৫১/৫৬১ = তার, তাঁর
তকরা ১৬৮/৩০৬ = তাঁকে
তগুমুখে ২২৩/৭০৮ = ?
তত ৩৯/১৭৩ } = সেখানে
ততএ ১০৮/১৪৭ }
ততহি ৩৯/১৮৫ = সেখানেই
তৎকারহি ৮১/২৬৮ = তৎকালে
তথি ১৪১/৩০৯ = তবুও
তথী ১০৫/৫৮ = সেই কারণে
তন ১৭৭/৫০৭ = তনু, দেহ
তন্ত্রি ১৯৩/১৪৪ = তন্ত্রী

তবহি ৩১/৬৮৭ = শুধুনি
তপসী ১৯৪/১৭৮ = তাপস
তর ৫৭/৬৩৩ = তল
তরংগ ৪৫/৩২৯ = তরঙ্গী
তরান্ ৭৯/২০২ = ত্রাণ
তরাস ৪৪/৩০৭ = ত্রাস
তরিএ ৮২/২৮৯ = ত্রাণ করেন
তরুঅর ১৪৪/৩৯১ = তরুবর, বৃক্ষ
তসু ১৪১/৩১৯ = তার, তাঁর
তসু ১৮৯/৫২ = তোমাকে, তোমাদের
তহ ১৩৭/২২২ = তখন
তহ ১৫১/৫৭৭ = তথা, যেমন
তহ ১৫৭/২৮ = থেকে
তহ ১৭৬/৪৮২ = তোমাকে
তহা ১১২/২৩৯ = সেখানে
তহি ২৯/৬৩৫ = সেই
তহে ১২৯/২০ = তাকে
তহেন ১৫৩/৬১৯ } = তখন
তহেনে ১১৭/৩৬৫ }
তহেনে ১৭৩/৪২৭ = সেই রকম
তন্থি ১২২/৪৯২ = তাঁকে
তন্থি ১৫৮/৩২ = আপনাকে
তন্থিকাকে ১০৮/১৪৪ } = তাঁকে
তন্থিত ১৩৯/২৬০ }
তন্থি লোকক ১৫০/৫৪৯ = তাঁদের
তন্থিহু ১২৯/২০ = তিনিও
তাও ১৬৫/২২৮ = তত্ক্ষণ
তাকর ৬১/৭৩৬ = সম্বন্ধে

তাকর ৮৪/৩৪০=তাঁর
তাতক ১৫০/৫৪৫=পিতার
তাতহ ১৫১/৫৭৭= ?
তাতাধিক ১০৮/১২৮, ১৩০=বাপের অধিক
তাবে ৫২/৫০৫=তারপর, তখন
তাবে ৮১/২৬৭=তবে
তাবে ১২১/৪৬১=ততক্ষণ
তাবে ১৪৩/৩৭৮=সন্তাপিত হয়
তাবৎকার ৫৪/৫৫২=তাবৎকাল
তাপে ১৩৯/২৭৫=জ্বালা
তার ৬১/৭৩৩=তালকেতু ?
তারকেতুক ১৯৬/২৭=তালকেতুর
তাস্থ ১৯৬/২৪=তার
তাহ ১৬৪/১৮২=তাই
তাহি ৬১/৭৩৯=তার
তাহি উপর ১০৭/১০৪=তারপর
তাহিক ১২১/৪৭৪=তার
তাহী ১৩৭/২২১=তিনি
তাহু ১০৮/১৩৬=সেই
তাহু ১৬৫/২১৩=তাকে
তিহু ১৭০/৩৪৮=তিন
তিরিআ ১৫৫/৬৬৬=স্ত্রী
তিরিজন ১৭/৩৪৮=স্ত্রীলোক
তিরিবিয়োগ ৭৯/২০৬=স্ত্রীবিয়োগ
তিলোও ১৫৭/১৮=তিলমাত্র
তিহুঅন ১০৬/৯১=ত্রিভুবন
তীমুহু ১৭৮/৫৩৮=তিন
তীনি ১৫১/৫৭৫=তিন
তীরিজনকা ৪০/১৯৮=স্ত্রীলোকের
তুঅ ১১৭/৩৬৫=তুমি
তুঅ ১২২/৫০২=তোমার
তুওর ১৮৪/৬৮১=তোমার (তুঅ+ তোর)
তুটর ১৯৮/৭৯=ভাঙ্গল
তুব ২৬/৫৭৪=তোমার
তুমাকে ৩৭/১১১=তোমার
তুরত ৭/১১৫=ত্বরিত, শীঘ্র (হিন্দী তুরন্ত)
তুহ ১৮৭/৭৫৭=তোমার
তুহিন ১৭৫/৪৬৮=শীতল
তে ১৪৪/৩৯২=সে রকম
তে ১০৮/১৩৮=সেই কারণে
তেজহ ১৩৩/১১৬=ত্যাগ কর
তেজি ১৮৯/৪৯=ত্যাগ করে
তেত্তিশ ২৬/৫৭২=তেত্রিশ
তেনয়ক ১৮৮/২৯=ত্রিনয়নী
তেমন্ত ৩৮/১৫২=তেমন
তেরি ৪৪/২৯১=তোমার
তেহারী ১৮৬/৭৫৩=তোমার
তেহি ১৮৯/৪২=তাতেই
তেহু ১৪০/২৯৩=তবু
তৈও ৩৬/৯০=তবুও
তৈসন ১৫৭/২৪=সেই সময়ে
তৈসে ৭৪/৯০=সেই রকম
তোএ ১০৬/৭৭=জলে
তোক ১৪৪/৩৮৪=তোমার

(নোহুৰরে) তোহুৰরে ১২/২২৪ = সুন্দর দেহ তু° নীন্দে ভরল আছ লোচন তোর। নোহুঅ বদন কমলরুচি চোর॥
—বিদ্যাপতি

তোরাএ ১৮০/৫৮২ }
তোরাঞ ১০৯/১৬৯ } = শীঘ্র
তোরাঞে ১১২/২৫০ }

তোহ ১২১/৪৫৮ = তোমার
তোহ ১৪৪/৩৯৩ = তোমা
তোহ ১৪৫/৪২৬ = তুমি
তোহর ২৬/৫৭২ = তোমার
তোহরা ৪০/২১০ = তোমরা, তোমাদের
তোহহি ১০০/৭২৬ = তুমি-ই
তোহহু ১৭৯/৫৬১ = তোমরাও
তোহহু ৪২/২৫৫ = তুমিও
তোহি ১১১/২১০ = তুমি
তোহি ১৪৭/৪৭৮ = তোমাকে
তোহে ৩৭/১২৬ = তুমি
তোহে ৮২/২৯৯ = তোমার
ত্বরাএ ৫৯/৬৯০ = শীঘ্র
ত্বহরা ৬০/৭১২ = তোমার
ত্যজরি ৬১/৭২৬ = ত্যাগ করল
ত্রিশূর ৬০/৭০৫ = ত্রিশূল

থকুরাম্নিনী ১০/১৮৪ = ঠাকুরানী
থল ১৮১/৬২৭ = স্থল

থাই ৯৬/৬১৮ = প্রতি (পঞ্চমী স্থানে চতুর্থী)
থাএ ৪৫/৩৩৭ = ঠাড়, দণ্ডায়মান
থাও ১১৫/৩১৬ = ঠাঁই
থাকিরে ৩০/৬৭৭ = থাকলে, থাকতে
থাকিরে ৪৯/৪৩৩ = থেকে
থাকিরেন্ ২৯/৬৫০ = থাকলেন
থাকিরো ১৬/৩২০ = থাকলে
থাকিরো ৭০/৯৫৩ = থাকলাম
থাক ৪৫/৩৩৩ = থাকে
থাঞো ১১৫/৩২৬ = ঠাঁই
থাব ১৭/৩৪৪ = ঠাঁই
থাব ১০৮/১৪৩ = নিকটে
থাম ৪০/২০৮ = স্থান
থামে ২৪/৫১০ = নিকটে
থামে ৯০/৪৯২ = ঠামে, অবস্থায়
থায়ি ৩৭/১২২ = ঠাঁই
থি ১৯৬/৩০ = আছে
থিক ১২২/৪৯৫ = হতে পারে
থিক ১২৮/৬৩০ = থাকলে (কর্ম প্রবচনীয়)
থিক ১৩৮/২৩৭ = ঠিক
থিকহ ১৯৫/৬ = ঠিক আছেন
থিকু ৫৬/৫৯৮ = ঠিক
থির ১২১/৪৬৪ = স্থির
থী ১০৪/৫৮ = আছে
থীর ১৩৪/১৪১ }
থীরে ৫০/৪৫০ } = স্থির

খোর ১২৪/৫৩৬ = স্তব্ধ
খোর ১৪৪/৩৮৯ = সামান্য

দএ ১৭/৩৪৫ = দিয়ে
দএ ১০৮/১৪৪ = দিল, দিয়ে
দএ ১৯৪/১৮০ = দেয়
দগধ ৩৬/৮৭ = দগ্ধ
দন্দ ৯৫/৬০৪ } = দ্বন্দ্ব
দন্দা ১৪৩/৩৮০
দমসনে ১৪৫/৪২০ = দলনে
দমামা ৪৭/৩৭০ = দামামা
দয় ১৬/৩৩২ = দিয়ে
দয়িবো ১২/২৩১ = অদৃষ্ট
দলে ১২৩/৫২৪ = ভয় পায়
দহ ১০৫/৭২ = দশ
দহদিশ ১৩/২৪৬ } = দশ দিক্
দহদিস ১৯৩/১৬০
দহদীশ ১৩৫/১৫৭
দহু ১৪০/২৯৪ = জন্য
দাঝিএ ১২১/৪৫৮ = দহন করে
দাকিতে ৪৭/৩৭৪ = ডাকতে
দাকিবার ৪৭/৩৭০ = ডাকবার
দাকিয়া ৮৩/৩১৩ = ডেকে
দাএ ১৭০/৩৪৯ = দায়
দারুক পুতরি ২২২/৬৮৪ = কাঠের পুতুল
দালিম ১৮৭/৬ = ডালিম
দাহ ৪৪/৩০৮ = দগ্ধ করে
দাহিন ১১৩/২৬৮ = ডাহিন

দিঅও ১৯০/৬৪ = দিন
দিএও ১৩৯/২৬১ = দাও
দিগদল ২২৪/৭২১ = দিক্‌সমূহ
দিগন্ত সঞো ১০৫/৫৯ = দিগদেশ থেকে
দিবহি ১৫৫/৬৬৫ = দিবসে
দিয়া আছে ৪১/২৩৪-২৩৫ = দিয়েছি ?
দিরো ২১/৪৪৫ = দিল
দিয়ো ৬২/৭৫৮ = দিলাম
দীঅ ১৮২/৬৩৭ = দাও
দীনদয়ারে ৭৭/১৪৯ = দীনদয়ালে
দীহ ১৩৫/১৫৪ = দীর্ঘ
দুঅও ১৪২/৩৩৯ = দুজনে
দুঅঞো ১২২/৪৯৫ = দুজনকেই
দুইতা ৪৩/২৭৯ = দুটি
দুকর ১৮৮/৩০ = দুষ্কর
দুক্কত ১২৭/৬২২ = দুষ্কৃত
দুখহো সুখহো ৮৬/৩৯১ = দুঃখসুখ হোক
দুজ ১২৪/৫৩৪ = দ্বিজ
দুজরাজ ১১৩/২৬৮ = সৎ ব্রাহ্মণ
দুজ্জন ৯০/৪৭৪ = দুষ্ট লোক
দুপদ ১৪০/২৯৮ = দ্বিপদ অর্থাৎ মানুষ
দুব ১৮/৩৬১ = দুই
দুবজন ২৭/৫৯১ = দু'জন
দুবারহি ১০৫/৬৭ } = দ্বারে
দুবারে ৬৮/৯১৯
দুয়ি ৪২/২৫৮ = দুই
দুয়িতা ২১/৪৫৬ = দুটি
দুরজয় ২৩/৫০৪ = দুর্জয়

দুরবারা ১৪৭/৪৬০ } =দুর্বার, প্রচণ্ড শক্তি
দুরবারে ২০/৪২৩
দুরসহ ৩৬/৮৮ = দুঃসহ
দুর্যবনজাং ১০৭/১১৪ = দুষ্ট যবন ?
দুরিত ১১০/১৯৯ = পাপ
দুস্ খ ১৬৯/৩০৮ = দুঃখ
দুসহ ১৩/২৪৫ = দুঃসহ
দুহু ১৫৮/৫৪ = দুই
দুহু ১৮০/৫৯২ = দুঃখ
দুঃস ৬০/৭০৬ = দুঃসহ
দেঅও ১৯০/৬৬ = দেই
দেঅঞো ১২৭/৬১৩ = দিলাম
দেউর ১০৫/৭১ = দেউল
দেএ ১৫৬/৬৯২ = দাও
দেও ১৯৪/১৬২ = দেব
দেখইছ্ছও ১৮৬/৭৪৩ = দেখছি
দেখ এক ১৭৯/৫৫৯ = দেখবার জন্য
দেখনেকো ৮৫/৩৫৪ = দেখতে
দেখর ৪৫/৩২৯ = দেখল
দেখাএ ১৫৮/৫৫ = দেখিয়ে
দেখিঅ ১৫৫/৬৬৫ = দেখে
দেখিঅ ১৫৭/২৪ = দেখি
দেখিএ ৫৭/৬৩১ = দেখা যাচ্ছে
দেখিতহু ১৫৮/৩২ = দেখব
দেখিয়া থাকিতে ৬১/৭৪৩ = দেখতে
(বিশিষ্ট পদ প্রয়োগ)
দেখিয়ো ৪৯/৪২১ = দেখলাম
দেখ্যাতমাত্রতে ৩৭/১৩০ = দেখা মাত্র

দেথু ১২৭/৬১৮ = দিন
দেরকান্ধা ১৩৬/১৮৯ = দেবকন্যা
দের ৮/১৩৭ = দিল
দেরি ৬৩/৭৭৭ = দিল
দেরী ২০৬/২৮৪ = প্রদত্তা হল
দেয়ি ৬৩/৭৯৬ = দেবী
দেল ৩৮/১৪২ = দিল
দেলা ১৩৭/২১৮ = দিল
দেলি ১০৮/১৫২ = দিলেন (স্ত্রী)
দেশাষ ৪৮/৩৯৮ = দেশাখ (রাগ বিশেষ)
দেষিও ১৭৯/৫৭০ = দেখে
দেহর ১৬৮/২৮৭ = দেওযা হল
দেহা ১৪৩/৩৭৬ = দেহ
দৈতে ১৫১/৫৬০ = দৈত্যে
দোখ ৪৮/৩৯৩ = দুঃখ
দোখ ১৯৪/১৬১ = দোষ
দোসর ৬৩/৭৮৮ } = দ্বিতীয়
দোসরা ১৩৮/২৩২
দোসরি ১৮৩/৬৭১
দোসে ৩৪/৫৩ = দোষে
দ্বসর ৭/৯৫ = দ্বিতীয়
দ্বার ৭৩/৬৭ = দ্বারপাল
দ্রোহরি ১৫৮/৪৭ = সঙ্গী

ধইরজ ৩৬/৯৫ = ধৈর্য
ধএল ১৫১/৫৬৮ = ধরলাম
ধএল ১১৫/৩০৭ = আশ্রয় করলেন
ধওলহর ১১৯/৪১৭ = ধবলঘর

ধনি ১৯৬/২৩=ধনী, মূল্যবান্
ধনে ২০৩/২১৩=ধন্ত
ধবলক ২০/৪১৯=শ্বেতকায় হৃষ্টপুষ্ট বলদ
ধরমঘর ১০৫/৭১=ধর্মঘর, দেবমন্দির
ধরহর ১৩৬/১৮৩=ধবলঘর
ধরি নহি হোঅ ১৬৮/২৮৪=ধরতে পারি না
ধর্মশীর ৪৩/২৬৪=ধর্মশীল
ধাএ ৩৯/১৭১=ধায়
ধাব ১২১/৪৭৩ }
ধাবএ ১৩০/৩৮ } =ধায়
ধাবে ১৪৩/৩৭৯ }
ধারি ১৭০/৩৪৮=উদ্ধারি, উদ্ধার
ধাষে ১৮৫/৭০৭=জ্বালা
ধুনি ১৩০/৩৬=ধ্বনি
ধূমধরভর ১২১/৪৬২=ধূমভরধর, ধোঁযাটে জায়গা
ধৈলি ১১৪/৩০৪=ধরলেন
ধোইলি ১১৫/৩০৮=ধোঁয়া
ধোএ ১৮৮/৩০=ধোয়া যাক
ধোতি ৬/৭৫=ধুতি, পরিধেয় বস্ত্র
ধৌতিয়া ৫৭/৬৩৮=ধুতি

নও ২২১/৬৬১=নূতন
নওরস ১৪৯/৫১০=নব রস
নটাব ১৫২/৩৪৬=নৃত্য করবে
নবদল ১৭৫/৪০৪=কচি পাতা
নয়ময় ১০৬/৯৪=স্থবিচার, স্থায়, রাজনীতি

নর ১৯৫/১৩=পুঁথির পাঠ 'তর'
নাও ১৬৫/২১১=নাম
নাংচে ১৪৮/৫০১=নাচে
নাগ ১১৯/৪৩২=নাগর
নাচহ ১০৯/১৬২=অভিনয় কর
নাচিঅএ ১৯৩/১৫০ }
নাচিএ ৮৬/৩৮২ } =নাচে
নারি ১৩৬/১৮৩=নারী
নাসহি ১১১/২০৮=নাশ করে
নাহ ১৬৫/২১৯=নাথ
নিঅ ১৬৫/২১৬=নিজ
নিক ১৩২/১৩৯=নিকট
নিকন্দ ১৫১/৫৬১=কন্ধকাটা
নিকলংকা ১৫২/৬০৬=নিষ্কলঙ্ক
নিকারুণ ১৩৪/১৪৮=নিষ্ঠুর
নিগরল ১৭০/৩৩৯=নির্গত হল
নিচীত ১৯৭/৫৯=নিশ্চিত
নিজরাজ ১৪৯/৫১৯=নিজরাজ্য
নিতে ১০৬/৭৫=নিত্য
নিদ ২৭/৫৯২=নিদ্রা
নিদান ৯১/৫১৭=বিশুদ্ধ
নিদানতে ৩৮/১৫৭=নিদানকালে
নিদেশে ১০৯/১৬৬=নির্দেশে
নিফল ১৬৩/১৭০=নিষ্ফল
নিবার ১২১/৪৭৪=নিবারণ
নিরকণ্ঠ ৩/১০=নীলকণ্ঠ, মহাদেব
নিরগতি ১৬৩/১৭৭=নির্গতি, উপায়হীন
নিরঙ্গ ১৬৩/১৮১=অঙ্গহীন
নিরদীশ ৯৯/৬৯৮=দিশেহারা ?

ব. বি./বা. বৈ. না. ২০--১৭

নিরধন ১৬৮/৩০৫=নির্ধন
নিরবাহ ১৬৫/২২১=নির্বাহ করে
নিরমান ১৬১/১২২=নির্মাণ
নিরমায়া ৩৯/১৭১=মায়াহীনতা
নিরসল ১৫৭/২৭=নিরস্ত করল
নিগর্গতী ৪৮/৪০৪=উপায়হীন
নিশেষী ২০৫/২৬৯=নিঃশেষ
নিশ্রাবা ৪২/২৪৪= ?
নিসতারে ৫৫/৫৮২=নিস্তার
নিসফল ৫৩/৫৪২=নিষ্ফল
নিসন ২১৭/৫৪৯=চিহ্ন
(সজুঅ) নিসন ২১৭/৫৪৯=টাটকা চিহ্ন
নিসাস ১৩৫/১৫৪=নিঃশ্বাস
নিসিক ১৬৮/২৯৬=রাত্রির
নিস্তার ৫৬/৬০৫=সমাধান
নিহারহ ১৫৫/৬৭৯=দেখ
নীএ ১৮৯/৫০=নিজ
নৃত্যকারী ৮৫/৩৬৯=নর্তক
নৃতে ৭/১১৫=নৃত্যে, নাটে
নৃপকের ১৬৮/৩০৩=নৃপতির
নৃপতি করে ১৮২/৬৪৮=শুদ্ধ পাঠ 'নৃপতিকরে', নৃপতির, নৃপতিকে
নেঞোচ্ছব ১৫৮/৫০=সাদর অভ্যর্থনা করব
নেত ১০৩/১৭=সূক্ষ্ম সূতী কাপড়
নেহ ১৩৮/২৫৪=স্নেহ, প্রেম
নোর ১৩৬/২০৩=চোখের জল

পআন ১২১/৪৬০=প্রয়াণ, গমন

পএ ১০৬/৯৩=দ্বারা (কর্মপ্রবচনীয়)
পএ ১৪৩/৩৭৯=অভিমুখে
পএ ১৭৭/৫১৭=পেয়েছে
পওলাহ ১৯৫/১৪=পেল, পায় ?
পংচতাঅ ১৭০/৩৪৪=পঞ্চতপস্যা
পগারে ১০৫/৬৭=প্রাকার
পখিল ২১৬/৫১৭=?
পচতাএ ২২০/৬১৭=পশ্চাৎ তাপ
পচ্ছা ১০৮/১৪৬=পরে
পটন ৩৬/৮৫=বাণিজ্যবন্দর
পঠএব ১৪৭/৪৮০=পাঠাব
পঠবলাহ ১২০/৪৫০ }
পঠাও ১৬৫/২১৩ } =পাঠালাম
পড়লাহ ১৩৮/২৪০=পড়লাম
পতার ৩১/৬৯০ }
পতারী ১০৬/৭৭ } =পাতাল
পতাল ৩৪/৫৩ }
পতিকার ৫৩/৫৪১=প্রতিকার
পথাও ৪৬/৩৫৭ }
পথাব ১৫/২৯৬ } =পাঠাও
পথায়িয়া ৩০/৬৭০=পাঠিয়ে
পথায়িবো ৪৮/৪০৩=পাঠাবো
পথায়িরো ৯১/৫১৭=পাঠালেন
পদারথ ১৩৫/১৬১=পদার্থ
পধি ৩১/৬৮৬=পড়ি, পড়ে
পবার ১৫৪/৬৪৫=প্রবাল
পভাব ৫৩/৫৪৪=প্রভাব
পরক ৬৭/৮৯৩=পলক
পরকার ৯৫/৬০১=পরোপকার
পরকার ১২২/৪৮৫=প্রকার, উপায়

পরকাশে ৯৯/৭০০ } = প্রকাশ করে
পরকাসে ১৬/৩৩১ }
পরগাস ১০৬/৮৮ = প্রকাশ
পরতিত ৭৯/২০৪ = প্রতীতি
পরদেশা ৫৯/৬৭৪ = প্রবাসী
পরপঞ্চ ১২১/৪৫৮ = প্রপঞ্চ
পরবসা ৪৫/৩২৪ = পরের বশ
পরবেশে ৪/২৪ = প্রবেশ করে
পবমাণে ১৭১/৩৬০ = প্রমাণিত হয়
পরমারথ ১৫৬/৬৯১ = পরমার্থ
পররি ৩৬/৮৬ = পড়লাম
পরলা ১৩০/৪৭ = পড়লে
পরস ১৯৬/২৪ = স্পর্শ
পরসহি ৪৪/৩০৭ = স্পর্শেই
পরসৈতে ১৫৩/৬২০ = স্পর্শ করতে
পরহার ৩১/৬৮৯ = প্রহার
পরাএ ১৪৮/৪৮৯ = পালিয়ে
পরি ১৪৪/৩৯২ = অব্যয় শব্দ
পরি হোএত নিকাশে ১৪৬/৪৫৩ (শুদ্ধ পাঠ)
পরিনীতি ২২২/৬৭২ = পরিণতি
পরিপাতি ১০০/৭৩৫ = পরিপাটি
পরিপাথ ১২/২৩৩ = পরিপথ্য, সম্পূর্ণ কুশল
পরিবোধ ৭৪/৮৮ = প্রবোধ
পরিমিত ২২২/৬৬৭ = প্রমিত ?
পরিসম ১৩৫/১৭৮ = পরিশ্রম
পরিহাসএ ১২১/৪৭৭ = পরিহাস করে
পশুরাম ১৬৫/২২৪ = পরশুরাম
পলগাসে ১৪৬/৪৫২ = প্রকাশ করে

পলট ১৫৩/৬১২ = ফিরে আসে
পলমান ৩৯/১৬০ = পলায়মান
পলশুরাম ১১৪/৩০৬ = পরশুরাম ? রাম ?
পসাণহি ১৪০/২৯৪ = পাষাণও
পসার ১৭৪/৪৫৬ = দোকান
পহিরণ ১৯০/৮৭ = পরিধান
পহিরহি ৯৫/৬১১ = প্রথমেই
পহিরি ৯০/৪৮৮ = পরিধান
পহু ৫৩/৫৩৫ = প্রভু
পহুক ১৭০/৩৪৭ = প্রভুর, স্বামীর
পাঅ ১৭০/১৪২ }
পাইঅ ১২১/৪৬৫ }
পাইঅএ ১৯৩/১৪৯ } = পায়
পাইএ ৮৬/৩৮৪ }
পাঈ ১১৭/৩৬৫ }
পাউ ১৩২/৭৭ = পা(উ)ক
পাউরি ২০৬/২৯৭ = পাওয়া গেল (স্ত্রী)
পাউলিচ্ছ ২০৭/৩০১ = পেয়েছি
পাএ ১৪৪/৩৮৩ = পেয়ে
পাএ ১২১/৪৬৩ = পায়
পাএ তরে ৬/৭৩ = পদতলে ?
পাওল ১০৮/১৪৩ = পেল
পাওলাহ ১৯৫/১৪ = পেলে
পাংচ ১৫৮/৬৯০ = পাঁচ
পাংতি ১৩৬/১৮০ = পংক্তি
পাঁখি ১৫৮/৫১ = পাখা
পাঁতি ৫০/৪৪৮ = পংক্তি
পাতী ১৮৭/৬ = পংক্তি
পাচ্ছিলি ২০৬/২৮৭ = পরে
পাত ৫৭/৬৩৮ = পাট, সিক

পাতালপুল ১০৮/১৪৬=পাতালপুর
পাপষ্ঠ ৪৮/৩৯৬=পাপিষ্ঠ
পাব ৪৫/৩২৮=পাওয়া, পায়
পাবএ ১৫৬/৬৯৬=পাবে
পাবথু ২০৩/২১৮=পা(উ)ক
পাবল ১৫/৩০৩=পেল
পাস ১৪৪/৩৯১=পাশে
পায়িয় ২৩/৫০৬=পারে
পাঁয়া পরি ৭৯/২০৮=পায়ে পড়ি
পায়িয়ো ৫১/৪৭১=পেলাম
পার ১৭৪/৪৫২ } =পারি
পারও ১৯৫/৫
পাল ১৬/৩১২=পার, পারে
পালিয়ো ৩৯/১৬১=পালিয়ে এল
পালি ১৮৮/৩৪=পালন করা হোক
পিঅতম ১৬৮/২৯৭=প্রিয়তম
পিআরী ১৭৪/৪৪৭=পিয়ারী
পিকু ১৫৪/৬৪৮=কোকিল
পিঠিদিস ১১০/২৭০=পিঠের দিক
পিব ২৯/৬৪২=পান কর
পিবিএ ১৪৮/৫০১=পান করে
পিয়া ৬৮/৯১৬=প্রিয়
পিশুন ১১৭/৩৬৫=নিষ্ঠুর
পীপর ১৭৩/৪১৮=পিপুল, অশ্বথ
পীবি ৪৯/৪২৭=পান করে
পুছিবে ৩৭/১২২=জিজ্ঞাসা করব
পুজনকালয় ২৭/৬০৭=পুজার জন্য
পুনমত ১৪৫/৪১২=পুণ্যবান্
পুণিম ১৮৭/৭=পুর্ণিমা
পুতরি ১৬৮/৩০০=পুতুল
পুণমতি ১৭০/৩৪৫=পুণ্যবতী
পুণে ১৯৪/১৭৮=পুণ্যে
পুনু ৯৫/৬১২=পুনরায়
পুয়াব ৪৭/৩৮০=ফুঁ কর
পুর ১০৩/১০=পূর্ণ কর
পুরথু ২২২/৬৭৫=পুরাক
পুরয় ৮৯/৪৬০=পুরল
পুরাবথু ১৯৪/১৭২=পুরাবেন
পুরাবহ ৮৬/৩৯৪=পুরাও
পুরারি ২২২/৬৭৫=মহাদেব
পুরি ১২১/৪৬৫=পুর্ণ করে
পুরু ১৭৭/৫০৭=পূর্ণ
পুরুব ৫৯/৬৭৮=পুর্বের
পুর্বিল ২০৬/২৯৯=পুর্বেকার
পুহবি ১১৮/৩৯০=পৃথিবী
পেঅসি ১৫৭/২৩=প্রেয়সী
পেথ ১২৯/১৫=দেখ
পেমক ১৩৮/২৪৭=প্রেমের
পৈসএ ১৩৭/২১৭ } =প্রবেশ করে
পৈসি ৫৭/৬২৭
পৈসিয়া ৪৭/৩৬৮
পোখরি ১৫২/৫৯৯=পুকুর
প্রগাসে ১৮৭/১১=প্রকাশ করে
প্রণহু ১৮৪/৬৯৬=প্রাণও
প্রতাপোজ্জ্বর ১০৭/১২১=প্রতাপোজ্জ্বল
প্রতিংগ । ৬১/৭৩৩=প্রতিজ্ঞা
প্রসন্নি ১৮৯/৪১=প্রসন্ন (স্ত্রী)
প্রসাদিয়ো ৮২/২৮২=অনুগ্রহ করলেন
প্রসীদ ৮৫/৩৬২=প্রসন্ন হও

প্রসংন ২১/৪৫৪ = প্রসন্ন
প্রাণহু ১২৫/৫৬৫ = প্রাণের থেকে 'হু' amphatic
প্রীতম ৮২/২৯৩ = প্রিয়তম

ফণিরাএ ১১৪/৩০৩ = ফণিরাজে
ফলতে ৪৪/২৯৯ = ফল থেকে
ফাড়ি ১৫৭/২৯ = চিরে
ফাতি ২৭/৫৯২ = ফেটে
ফাব ১৯৪/১৬২ = প্রাপ্ত হওয়া ?
ফার ১৭৪/৪৫১ = ভেঙে
ফাসে ১৪৬/৪৫৪ = ফাঁসে
ফিরও ১৭৭/৫১২ = ঘুরে বেড়াই
ফিরয় ৬৮/৯১৬ = ফিরে
ফুলল ১২১/৪৭১ = ফুটল
ফুলে ১০৫/৭৩ = ফোটে
ফুসলাইয়ো ৭৬/১২৩ = ফুসলালো
ফেরি ১৪৮/৫০৫ = ফিরে

বইসরি ৫৯/৬৭৭ = উপবিষ্ট
বংদনা ২২/৪৬৩ = বন্দনা
বংশ ৮৬/৩৮১ = বাঁশী
বখান ১৮/৩৭৫ = প্রশংসিত
বঘংবর ৯০/৪৮৮ = বাঘছাল
বজ্জাএ ১৯৯/১১০ = বলে
বজাব ৪৭/৩৭০ = বাজাও
বজায়িএ ৫৭/৬৩৪ = বাজান হয়
বজৈচ্ছী ২১৭/৫৫৭ = বলছেন
বঝাব ১৭৬/৪৮৯ = পাশবদ্ধ করবে
বড়ে ১৮৪/৬৯৬ } = বড়
বড় ১৫৭/২৮

বঢ়াওল ১৫১/৫৬০ = বাড়াল
বঢ়াবএ ১৪০/২৮৯ = বাড়ায়
বদ ১৫/২৮৯ } = বড়
বদা ২৩/৪৯৬
বদাই ১৭/৩৪৭ = বড়াই
বধক ৪৫/৩৫০ = বধকারী
বন্দঞো ১৫৭/১৩ = বন্দনা করি
বম ১৭৫/৪৬৮ = উদ্গীরণ করে
বমাদীস ১৭৩/৪১৮ = ?
বরণ ২৪/৫২৪ = বর্ণ
বরহি ২১২/৪৪১ = বর্লেও ?
বরহ্ম গেয়ান ১৮/৩৭৪ = ব্রহ্মজ্ঞান
বরু ১৫৯/৫৮ = বরং
বল ৮১/২৬৪ = বর
বলন্ত ৪৭/৩৭৮ = বলবান্
বলভো ১৬৭/২৭৯ = বল্লভ, পতি
বলাৎকালে ৪১/২১৬ = বলাৎকারে
বলিচ্ছল ১১৪/৩০৫ = বলিকে ছলে যিনি তাড়িয়েছিলেন
বস ৩/১১ = (বসহ) বৃষভ
বসনলেখ ৭২/২৫ = কাপড় পরা
বাংচ্ছা ৮৫/৩৫৩ = বাঞ্ছা
বাঁধর ৩২/৭১৯ = বেড়ে চলল
বাজ ১৪৭/৪৭৬ = বলা
বাজব ১৪০/৩০০ = বলব
বাজসি ১৪৭/৪৭০ = বলছিস, বলছ
বাজি ১২৩/৫১৪ = নূতন কথা
বাড ১৫৭/২৮ = বৃদ্ধি
বাতে ৫৬/৬১৯ = সমীরে
বাধি ১১৫/৩০৮ = বেঁধে

বানি ১৮৮/৩৬=বাণী
বাপু ৩৬/৯১=পিতা
বামদিস ১১৩/২৭০=বাম দিক
বাম্ভন ১৭১/৩৬১=ব্রাহ্মণ
বারহ ২৬/৫৭৩=বারো
বারি ৪৪/৩১১=বালিকা
বারিস ১৯৮/৭৬=বর্ষা
বর্হি ১২৬/৫৮৮=অগ্নি
বাল ৪৫/৩১৮=বালিকা
বালভূ ১৫৮/৩৫=বল্লভ
বালি ৩৮/১৪১=বালিকা
বাস ভেদ ১৯৩/১৪৭=সংশ্লেষণ
বাহ ৯০/৪৯২=বাহু
স্থললিত বাহ (বর্ণ-রত্নাকর পৃঃ ৪৬)
বিআহ ১৪১/৩২০=বিবাহ
বিওগ ১৬৮/২৯৬=বিচ্ছেদ
বিংধ্যবান ৩৭/১৩৩=বিন্ধ্যবান
বিকাসে ১৮৭/১২=বিকশিত হয়
বিঘটএ ১৮১/৬০৬=ব্যাঘাত করে
বিঘিন ১৫/৩০৪=বিঘ্ন
বিচারএ ১১২/২৪২=বিচার
বিচারল ১৭০/৩৫৫=বিচার করলাম
বিচারু ১৬২/১৪২=বিচার কর
বিজুরি ১৬৭/২৮১=বিদ্যুৎ
বিজৈ ৪২/২৫৫=যাত্রা (উড়িয়া 'বিজে')
বিৎপত্তি ১:৮/৪০৪=ব্যুৎপত্তি
বিদা ২০৮/৩২৫=বিদায়
বিদ্রুম ১৮৭/৬=প্রবাল বৃক্ষ
বিধুন্তুদ ১২৯/১৩=রাহু

বিনতি ১৯২/১৩৩ }=মিনতি
বিনতী ৪৪/৩০২ }=মিনতি
বিনমও ১৩৮/২৫৪=মিনতি করি
বিনমঞো ১৮৮/৩১ }=বিনয় করি
বিনব ১৫৯/২৭৮ }=বিনয় করি
বিপতি ১৭১/৩৬৬ }=বিপত্তি
বিপত্তো ২৯/৬৪৯ }=বিপত্তি
বিপরিতি ৩/৯=বিপরীত
বিভচ্ছরস ১৪৯/৫০৭=বীভৎস রস
বিভিন ১৭৪/৪৫০=বিভিন্ন
বিয়াহ ৩৮/১৪০=বিবাহ
বিয়াহএ ১৩৮/২৫২=বিবাহের জন্য
বিরক্ত ৮৫/৩৫৩=বৈরাগ্যযুক্ত, উদাসীন
বিশেষে ২৫/৫৫৭=পার্থক্য
বিষগতি গলা ৩/১২=যাঁর গলায় বিষ ঢুকেছে
বিষে ৪১/২১৭=বিষয়ে, মধ্যে
বিষে ১৩১/৭০=অভিমুখে
বিসবাস ১৭/৩৪৫=বিশ্বাস
বিসমএ ১৩৬/১৮২=বিস্ময়
বিসরর ৫৮/৬৫১ }=বিস্মৃত হল
বিসরল ৫৩/৫৩৫ }=বিস্মৃত হল
বিসরলি ১৮৮/৩৬=বিস্মৃত হলে
বিসরহ ১৯৫/১৮৭=বিস্মৃত, বিস্মৃত হও
বিসরামে ৯৩/৫৪৭=বিশ্রামে
বিসরিঅ ১৫৯/৫৯ }=বিস্মৃত হয়
বিসরিএ ৬৩/৭৭৯ }=বিস্মৃত হয়
বিসরিয় ৯৩/৫৪৮=বিস্মৃত হই
বিসিমিতে ২২১/৬৫৩=বিস্ময়

বিহ্ড়াএ ১৪৮/৪৮৭ = বিকল হয়ে গেল
বিহি ৬০/৭২২ = বিধি
বিহসি ১৯১/৯৬ } = মুচকি হেসে
বিহসিএ ১৫৫/৬৭৯
বুঝর ৪১/২১৪ = বুঝলে
বুধ ১১৫/৩০৭ = বৃদ্ধ
বুধদশা ৩২/৭১৪ = বৃদ্ধ দশা
বুম্ভনং ৪৬/৩৫৫ = ব্রাহ্মণ
বুঢ় দশা ১২৮/৬৩০ = বৃদ্ধ দশা
বৃন্দী (জন) ৯২/৫২০ = রক্ষকগণ
বেআপিত ১৩৫/১৫৪ = ব্যাপ্ত
বেকতাএ ১৫৮/৫৩ = ব্যক্ত করে
বেগি ৩৯/১৭১ = বেগে
বেটী ১৭/১৩৪ = কন্যা
বেতালগল ১৪৮/৫০০ = 'গল' বাড়তি শব্দ
বেত্তা ১৭৮/৫৩৮ = জ্ঞানী
বের ২৯/৬৩৫ = বেলা
বেরি ১১২/২৪৫ = বেলা, দেরী
কত বেরি ১৯১/৯৭ = কতবার
বেরিষ ২২৪/৭২৭ = বিয়াল্লিশ
বেহ ২২৩/৬৯৪ = ?
বৈদ ১১৩/২৬৮ = বৈদ্য, চিকিৎসক
বৈরে ১৮০/৫৯১ = শত্রুতার জন্য
বৈসরি ৬৮/৯১৯ = উপবিষ্ট
বৈসাউ ১২৬/৫৮০ = বসাও
বৈসিএ ৫৭/৬৩৩ = বসে
বৈসু ১১৬/৩৫৩ = বসুন
বৈসু ভরে ৫৬/৬১০ = চেপে বসুন
বোধরিহহ ১৭৬/৪৮৩ = বোঝাতে থাক
বোধলি ১২২/৫০১ = বোঝালাম
বোরি ১৯৪/১৬২ = বলে, শত্রুতা
বোরো ১৭/৩৫৩ = বোলো
বোল ১২২/৫০৩ = কথা
বোলথি ১৯৪/১৬৫ = বলেন
বোলাইতে ৭৪/৭৮ = ডাকতে
বোলাইয়া ৫৯/৬৯৪ } = ডেকে
বোলায়িয়া ৭৩/৬৯
বোলি ১৪০/২৯০ = বলা
বোলিএ ১১৩/২৭৯ = বলি
ব্যবস্থা ৯৪/৫৭৪ = অবস্থা

ভউহ ৭৪/৮৬ = ভ্রূ
ভএ ৮৬/৩৮৬ = হয়
ভএ ৪৬/৩৫৫ = হয়ে আছে
ভক্তপট্টনক ১০৫/৬২ = ভাতগাঁও
ভক্তানুকম্পী ১৯১/৬ = ভক্তবৎসল
ভগতকে ২৬/৫৭৫ = ভক্তকে
ভগতি ১০৩/২০ = ভক্তি
ভজি ১৭/৩৪৮ = ভজনা করে
ভবন ৩/১৪ = ভাবনা
ভম ৩/১৫ = শুদ্ধ পাঠ 'ভন'
ভমর ১৮৭/১২ = ভ্রমর
ভমল ১৭/৩৪৩ = ভ্রমর
ভমহি ৪৫/৩৪০ = ভ্রমণ করে
ভযাওন ১৮১/৬১৪ = ভয়ানক
ভর ৬৮/৯১৫ = ভরে
ভর ২০/৪২৭ = ভাল
ভরতা ১০০/৭২৬ = ভর্তা
ভলা ২০/৪০৯ = ভাল, বেশ

ভসম ৯০/৪৯১ = ভস্ম

ভাএ ৪৫/৩৩৬
ভাএএ ১৪৬/৪৩৯ } = ভাই

ভাএ ১০৬/৭৮ = প্রকাশ পায়

ভাংতি ১৩৬/১৭৯ = প্রকার

ভাঁতি ২০০/১৩১ = ভাত

ভাঁতি ৫৪/৫৬৫ = ভ্রান্তি, ছাঁদ

ভাঁতি ১৮৭/৭ = প্রকাশ পায়

ভাগ ৩/১২ = ভাঙ

ভাগহি ১৪৭/৪৭৫
ভাগে ১৪১/৩১৬ } = ভাগ্য

ভাতি ১৭৪/৪৩৭ = প্রকাশ পাচ্ছে

ভাবিক ১৭১/৩৬৮ = অদৃষ্ট

ভায়ি ৭৬/১৩৫ = ভায়ের

ভারা ৩/১৪
ভারি ২২২/৬৭৪ } = ভার

ভিখি ৩/১২ = ভিক্ষা

ভিন ১৫৪/৬৪১ = ভিন্ন

ভুগুতি ৭৬/১৪৮ = ভোগ

ভেজও ১৪৮/৪৮৩ = পাঠাব

ভেজে ১০৭/১১৮ = আশ্রয় করলেন

ভেটল ১৪০/৩০১ = সাক্ষাৎকার হল

ভেটিঅ ১৫৬/৬৯৩ = দেখা

ভেটী ২১/৪৫৬ = উপহার

ভেত ৪৪/৩০০ = সাক্ষাৎকার

ভেতরি ৪৪/২৯৪ = সাক্ষাৎ হল

ভেদিএ ৮৬/৩৮১ = একসঙ্গে মিলিয়ে

ভের ২১/৪৩৪
ভেরো ৫৬/৬১৭
ভেরক ৬০/৭০০ } = হল

ভেল ১২৭/৬২৫
ভেলইক ১৩৮/২৩৬ } = হল

ভেরচ্ছথি ৬০/৭১৫-৭১৬ = হয়েছিল

ভেল অচ্ছ ১০৫/৫৭
ভেল চ্ছহ ১৪৬/৪৪৪ } = হয়েছে

ভেলচ্ছও ১৯৫/৩ = হলাম

ভেলিচ্ছও ১৮৯/৪১ = হয়েছি (স্ত্রী)

ভেলহিহ্নি ১৬৭/২৬৩
ভেলা ১৮৫/৭০৯ } = হল

ভেলাহু ১৬২/১৫২ = হলাম

ভেষ ২৪/৫১৩ = বেশ

ভোর ১৩৮/২৪৮ = ভুল

ভোর ১৫৭/২৩ = বিভোর

ভৌহ ৫০/৪৪৪ = ভ্রূ

মএ ১৮/৩৭৬ = আমি

মংগরে ৯৯/৭১১ = মঙ্গলযুক্ত

মকুটলেখে ৭২/২৩ = মুকুটের মত রচিত

মখ ২০/৪২২ = যজ্ঞ

মখতপজাপ ১৫/৩০৪ = যজ্ঞ, তপস্যা, জপ

মখলখপার ৩০/৬৮৪ = যজ্ঞরক্ষক

মগনি ১৪৪/৩৯৪ = মগ্ন

মঝু ১২১/৪৬৪ = আমার

মধে ১০৪/৩৬ = মধ্যে

মধুভর ১৭/৩৪৪ = মধুভরা (ফুল)

মনা ১৮৭/৭৫৭ = মন

মনাও ১৭৯/৫৭৯ = একটুও

ময় ১২/২২৪ = মুই, আমি

মরইতে ১৬৭/২৬৬ = মৃত্যুকালে

মরএ ১৩৮/২৩৩ = মরবার জন্য

মরদিলেল ১০৬/৯২ = মর্দন করলেন

মর হৈল্যো ৬২/৭৬৮ = মরণ হল
মরিঞ ৩৬/২৪ = মরতে হবে
মর্দ্দ ১৯/৪০০ = জোয়ান পুরুষ
মলান ১২/২৩০ = ম্লান
মশান ৯০/৪৯১ = শ্মশান
মহ ১৩৩/১০২ = মধ্যে
মহাদান ১৫৩/৬১০ = কেলি
মহাবিকত ২৯/৬৩৭ = মহাবিকট
মহাভয়াবন ৩৭/১২০ = মহাভয়াবহ
মহি ১৫/৩০৩ = মনে
মাঙ্গি ১৯৬/২৪ = মাত্তা
মাংগহ ১৯০/৬৫ = যাজ্ঞা কর
মাগিল্যো ৮১/২৭০ = মাগলাম
মাগু ২০৪/২৩৭ = মাগুক
মাগো ৫৬/৬০৫ = মাগি, প্রার্থনা কর
মানও ১৬৫/২০৮ = মানি
মানল ১২২/৫০২ = বুঝলে
মান্‌ ৭৯/২০৪ = মনে করা হল
মায়াঞে ১৬১/১০৮ } = মায়ার দ্বারা
মায়াঞো ১০৮/১৪৯ } = মায়ার দ্বারা
মায়ি ৩৬/৯১ = মাতা
মারইচ্ছও ১৪৭/৪৬৬ = মারছি
মারত ১৩৭/২২০ = মারবেন
মারলাহ ৬০/৭০৫ = মারলেন
মারহ ১৮৭/৭৬২ = মার
মারিয় ৪৯/৪১৯ = মারতে
মারিল্যো ২১/৪৪২ = মারল
মারু ১৩০/২৮ = মারুন
মালরএ ১৬২/১২৮ = মেরে
মারলেথে ১২৪/৫৩৬ = মারে রাখে
মালহাল ১৩৯/২৫৮ = মেরেছেন
মিঝইহ ১৫৬/৬৯৭ = ?
মিঝাই ২১৪/৪৬৮ = দূরে গেল
মিঝাএত ১৮২/৬৪১ = স্খালন কর, মুছে ফেল
মিত ৭৫/১১৩ = মিত্র, বন্ধু
মিরল ২৭/৫৯০ } = মিলন
মিররক ৪১/২১৮ } = মিলন
মিরলাহ ৪৩/২৭৯ } = মিলন
মিলত ১৩৮/২৩৫ = মিলবে
মীতি ১১১/২০৭ = মিত্র
মুইল ১৩৫/১৭২ = মরল
মুকুতি ৭৬/১৪৮ = মুক্তি
মুজকাচ্ছ ৬/৭৫ = মঞ্জীবন্ধন, মুঞ্জা ঘাসের কোমরবন্ধ
মুটি ৭২/২৪ = মোতি
মুরচ্ছা ১৩৭/২২১ = মূর্ছা
মুররি ৫৭/৬৩৪ = মুরলী
মুরুচ্ছরি ৩৮/১৪৬ = মূর্ছা গেল
মুহ ১৩০/৪০ = মুখ
মূল ১৬৫/২১৫ = মূল্য
মে ৪৬/৩৫৫ = আমি
মেটক ৭২/২৫ = মেচক, নীল
মেটিরহি ১৭১/৩৬৭ = চরিতার্থ
মের ১২/২২৯ = মেলে, পাওয়া যায়
মেরি ৪৪/২৯৫ = আমার
মেরি ১৪৩/৩৬১ = মিলন
মেরে ১৮৭/৫৫৭ = আমার
মোএ ১৯৩/১৩৭ = আমি
মোচ্ছ ২২০/৬১৫ = মোক্ষ

মোঞে ১৩৪/১২৯
মোঞে ১৮৪/৭০০ } = আমি
মোটিম ৫০/৪৪৮ = মুক্তা
মোদক ১০৪/৩৮ = মোয়া
মোরব ১৬৯/৩১২ = আমারও
মোরব ১৮৭/৭৫৮ = মুড়বে অর্থাৎ দৃঢবদ্ধ করবে
মোরা ১১৬/৩৫৫ = আমার
মোরঞো ১৬৬/২৪১ = আমারও
মোরহু ১০৯/১৭০ = আমারও
মোরি ৯০/৪৯০
মোরে ১৩৫/১৭২
মোল ১৭১/৩৬৫ } = আমার
মোহি ২৪/৫২০ = আমি
মোহি ৬০/৭২১ = আমাকে
মোহি ১৩৯/২৭৯ = আমাদিগকে
মোহে ১০৩/১৩ = মুগ্ধ হয়
মোহুঁ ১৭০/৩৫৫ = আমিও

যজ্ঞবিষে ৫২/৫০৩ = যজ্ঞ বিষে, যজ্ঞ মধ্যে
যত্তি ২০১/১৫২ = যা খুশী

রঅনি ১২০/৪৩৭ = রজনী
রঅনিহু ১৩৪/১৫০ = রাত্রেও
রচহ ১৩৩/১১৩ = উদ্ভাবন কর
রঞ্জএ ২৫/৫৫৯ = রণজয়ে
রণমুহ ১৭০/৩৩৭ = যুদ্ধমুখে
রনরন ১৫৪/৬৩২ = কম্পিত
রয়নি ৩৬/৮৯ = রজনী
রসম্ভাব ২২১/৬৬১ = রসসমূহ

রসিয়া ৫৭/৬৩৬ = রসিক
রসলংগ ১৭/৩৫১ = রসরঙ্গ
রসী ১৯৪/১৭৯ = রসিক
রহইতে ২৪/৫২০
রহএ ১৩৫/১৬৩ } = থাকতে
রহএ ১৪৪/৩৯৩ = থাকা
রহথি ১০৬/৭৫ = থাকেন
রহয়ি ৬১/৭২৪ = থাকতে
রহসি ১৪৮/৪৮৪ = থাকিস
রহহ ১৮৪/৬৯৪ = থাক
রহু ১১২/২৩৬ = থাকুক
রহো ২৪/৫২৯ = লও
রাক ১৮০/৬০২ = রক্ষা
রাকস ২১/৪৩৫ = রাক্ষস
রাগর ৭৪/৮৭ = লাগল
রাজ্যপাত ২৪/৫২৮ = রাজ্যপাট
রাজ্যবিষে ৪৭/৩৬৯ = রাজ্য বিষে, রাজ্য মধ্যে
রাজ্যর ১২৫/৫৬৫ = রাজ্যে
রায় ১৫/৩০৩ = রাজা
রাসি ২৬/৫৭৩ = নক্ষত্রপুঞ্জ
রীণ ১৬৫/২০৯ = ঋণ
রুডমাল ১০৩/১৭ = মুণ্ডের মালা
রুদ্ধিএ ১৬৮/৩০৪ = রুদ্ধ করা হয়
রুহির ১৪৮/৫০৪ = রক্ত
রো ২৭/৫৮৯ = লো
রোপি ১৮৭/৭৬২ = রোপন করে

লআএ ১৬৬/২৫৫
লএ ১০৮/১৪৩ } = নিয়ে

লখপাল ৩০/৬৬৮=রক্ষক, প্রহরী
লগ ১৮৪/৬৯৪=সঙ্গে
লগনী ১৫৯/৬২=গীত বিশেষ
লগাইয়া ২৮/৬২৩=লাগিয়ে
লচ্ছিমি ১৮৪/৭০৪=লক্ষ্মী
লয় ২৪/৫১০=নিয়ে
লহু ১২১/৪৬৬=লঘু
লাঅনি ১৫৪/৬৩৩=রজনী
লাই ১১৭/৩৫৭=নিয়ে
লাঈ ১৪০/৩০৫=লয়
লাএ ১১৪/৩০৪=নিয়ে
লাএল ১৩৩/১১১=নিয়ে এল
লাকস ৩৬/৮৬=রাক্ষস
লাখলি ৪১/২১৮=রাখলে
লাখি ৬/৭৩=রেখেছে
লাখিএ ২৪/৫২৪=রেখে
লাখিয়ো ৯৫/৬১২=রাখল
লাগএ ১৪৭/৬৭৮=লাগে
লাগি ১০৮১৪৬=অভিমুখে
লাবএ ১৬৫/২১০=নেবে
লাবব ৯৯/৬৯৯=আনব
লাযু ৪/২৭=রাখুক
লিঅও ১৬৫/২২৩ }=লও
লিউ ২০৭/৩০৪ }=লও
লেঅ ১০৫/৭২=লয়
লেউ ৫৭/৬২২=ল'ব
লেউ ৬০/৭১৫=লও
লেও ৪৬/৩৬০=লই
লেখ ১৫০/৫৪৪=দাগ
লেখে ২৫/৫৫৬=লিখন

লেটিঅ ১৫৬/৬৯৪=লিপ্ত
লেব ৫৬/৬১৩=ল'ব
লেব ১২৭/৬১৬=লই
লেল ৩/১৪=নিল
লেলক ৬১/৭৩৬=নিলাম
লেলচ্ছ ১৬৫/২২৬=নিচ্ছি
লেলা ১৮৫/৭০৮=নিলেন
লেলি ৮৮/৪৩৫=নিল
লেলে ১৪৬/৪৩৫=নিয়ে
লেহো ২৩/৪৯৭=লও
লোকে ৫৬/৬১৭=পৃথিবীতে
লোহ ১৫৫/৬৬৮=লোভ

শপন ২৭/৫৮৭=স্বপ্ন
শলন ১৮৭/৭৬১=শরণ
শশিরেহা ১৪৩/৩৭৭=শশিরেখা
শস্ত্রাস্ত্র ৪৭/৩৭৮=অস্ত্রশস্ত্র
শীল ১৮৯/৪৮=চরিত্র
শুষির ৮৬/৩৮১=বাঁশীর মত বাদ্যযন্ত্র
A wind instrument
শূদ্র ১৬৭/২৬৭=শুদ্ধ

ষটে ১৯৬/২৭=শঠতায়
ষনেক ৯৭/৬৫৯=কিছুক্ষণ
ষাল ১৯৯/১২৩=খ্যাত

সআনি ১৩৬/২০০=বিজ্ঞ সখী
সএ ২১৭/৫৫২=শত
সএ ১৯১/৯২=সকলকে
সও ৪৬/৩৬০=থেকে
সও ৫৪/৫৫১=সঙ্গে

সংকন্ত ৮২/২৮৯=সংকট
সংকা ৪১/২১২=শঙ্কা
সংতরনা ২২/৪৬৫=সাঁতার দাও, পার কর
সংতাপ ৫৬/৬১৯=সন্তাপ
সংতারে ১১৪/২৯০=উত্তীর্ণ হয়
সংতারহ ১৮৮/৩২=উত্তীর্ণ কর, পার কর
সংদেশা ৫৯/৬৭৫=সংবাদ
সংদেহ ২৪/৫২১=সন্দেহ
সংতুষ্ট ৮৮/৪৪৪=সন্তুষ্ট
সংস্তোস ৪৬/৩৯৩=সন্তোষ
সংবন্ন ৯০/৪৮৮=আবদ্ধ
সংবংধ ৬৩/৭৯০=সবন্ধ
সংভার ১৫৬/৭০০=সামলাও
সংভাষ ৮৯/৪৫৯=সম্ভাষণ
সংমারি ১৮০/৬০১=সমরে মেরে
সংজুত ১৬৩/১৬৬=সংযুক্ত
সঁঘটাওল ১৩৬/২০৪=ঘটালেন
সঁধান ১৩০/৩৫=সন্ধান
সকুচিত ৩২/৭১৬=সঙ্কুচিত
সগর ১৫৬/২=সকল
সগর তগর ১৮১/৬১৪=সংসার (?)
সগরামে ২৩/৫০৪=যুদ্ধে
সগরো ১৮৪/৬৯৪=সকল-ও
সঙ্গর ১০৬/৯৫=সংগ্রাম
সচেত্ত ৩৭/১০৯=সচকিত
সজাই ১৪৭/৪৭৭=সাজা, শাস্তি
সজুথ ২১৭/৫৪৯=সঙ্ঘ
সঞো ১০৮/১৪৮=সঙ্গে
সঞো ১১৫/৩১৪=থেকে
সন্তাব ১৭৬/৪৯০=সন্তপ্ত করে
সতারে ১১৭/৩৭১=উত্তীর্ণ হওয়া
সদজল ১৫৩/৬২০=ঘামজল
সন ১৪৬/৪৩৯=মত
সন ১৮৩/৬৭১=যেন
সনান ২০/৪২৫=স্নান
সনি ০৪/৮৫=মত
সনিধানে ১৬৩/১৭৫=সন্নিধানে, নিকটে
সপত্নী ৪২/২৫৫=নিজের স্ত্রী
সবকর ৭/৯৫=সবাকার
সবকা ৬০/৬৯৯=সকলের
সবকেও ১৬৮/২৮৮=সবাই
সবকেব ১৪৮/৪৮৬=সবকে-ও
সবহিক ১৪৯/৫২৯=সবাইর
সবহু তে ১২২/৪৮৯=সবেতেই
সম জুতে ১৮৪/৭০৫=সংযুক্ত, সমবেত
সমধানে ১৭১/৩৬৬=সমাধান
সমশার ৩/১৪=সংসার
সমাএ ১৫৮/৫১=প্রবেশ করে
সমাজ ১৫৫/৬৭২=মিলন
সমার ১৫৪/৬৪৭=সামাল
সমারি ১৩৬/১৮৪=সম্বরণ করে
সমারী ১৭৪/৪৪৮=সামলাল ?
সবুঝাএ ৮২/২৯২=বুঝে

সমুহ ১৩০/৩৩=সম্মুখে
সম্পজ ১৬৫/২০৬=সম্পদ
সম্ভারে ১৫৪/৬৫৫=সামলাও
সয়ান ৯/১৩৯=সজ্ঞান, সেয়ান, চতুর
সয়ানি ৩৭/১৩০=বিজ্ঞ ব্যক্তি (স্ত্রী)
সর ১২৪/৫৩৪=?
সর ১৫৪/৬৪৮=স্বর
সরণ ১৮৬/৭৫৩=শরণ
সরিকএ ১৫১/৫৮০=সদৃশ
সসারব ১৫৮/৫২=গোছাব
সসারহি ১৫৪/৬৫২=সংসারে
সহ ৫৭/৬২৩=সহ্য
সহই [তে] ৭৯/২০৬=সহ্য করতে
সহঈ ১৪৫/৪২০=সহে
সহয়ি ৬৮/৯২১=সহ্য করতে
সহস ১৫৯/৫৮=সহস্র
সহসবাহু ১১৪/৩০৬=সহস্রবাহু (কার্তবীর্যার্জুন)
সহারি ১৫১/৫৬৩=সংহারি, মেরে
সহাএ ১১১/২০৯=সহায়
সহি ১৩৮/২৫১=সহ্য
সাখী ১৯৪/১৬৩=সাক্ষী
সাচে ১৮২/৬৩৪=সত্য অর্থাৎ স্থায়ী
সাজচ্ছ ১৯১/৯৮=সেজেছ
সাজনি ১৩৫/১৫৬=সখী
সাজবাজ ২৮/৬১৩=যন্ত্রের উপকরণ ইত্যাদি
সাতি ২৭/৫৯৩=শান্তি
সাধত্ত ২৪/৫০৯=চেষ্টা করছে
সাধয় ১৮/৩৭৪=সাধন করা হয়
সাধি ১৩৭/২২২=সাধিত
সাধঅএ ১৯৩/১৪৮=সাধনা করি
সাধিতে জাধিতে ৮৯/৪৫৪= ?
সাফল ৪৫/৩২৮=সাফল্য
সামি ১৩৭/২১৯=স্বামী
সামু ১৭০/৩৩৭=সম্মুখ
সাল ১৭২/৪০৪=শল্য
সামি ৩৮/১৪৫=স্বামী
সাস ১৮১/৬২৮=শ্বাস
সাসু ১৫৮/৪৮=শাশুড়ী
সান্তিবে ৪৭/৩৮২=শান্তি দেবে
সাহব ১৫৭/৯=সাধব
সাহল ১৭০/৩৩৫=সাধল
সাহলি ১৫৪/৬৫২=সাধনা করলেন
সাহাসে ৩৮/১৪৩=হঠকারিতা
সাহিঅ ১১৮/৩৮৮=কামনা
সিঙ্গার ১৪৯/৩৪৮=শৃঙ্গার, প্রেম
সিঙ্গারে ১৪২/৩৭৩=বেশবাস
সিচহ ৩৮/১৪৭=সিঞ্চন কর
সিত ১০৭/১০৫=শুক্র
সিধি ১৯৬/২৩=সিদ্ধি
সিধিনিধি ১৯১/১০১=সাফল্য এবং রত্ন
সিনেহ ১১১/২১১ } =স্নেহ
সিনেহা ৫৯/৬৭৮ } =স্নেহ
সিরজখি ১৮১/৬২৯=সৃজন করেন
সিরজবি ১৪০/২৯৯=সৃষ্টি করবে

সিরজল ১৪৮/৪৯০=সৃষ্টি করল
সিহাসন ১১৩/২৬৭=সিংহাসন
সীধি ১৫১/৫৬২=সিদ্ধ
সুঙ্গ ৫০/৪৪৩=সুরঙ্গ, সুন্দর, রঞ্জিত
সুথ ১৯১/৯৬=শুদ্ধ পাঠ 'মুথ'
সুতরধার ৪/২৪=সূত্রধার
সুন ১৩৫/১৫৮=শূন্য
সুনয় ১২/২২৪=শুনল
সুনি ৩/১১=শুদ্ধ পাঠ শূলী=শূলধারী
সুনিবহু ১২৩/৫২৬=শোনামাত্র
সুনিয়া থাকিতে ৫৮/৬৫৯=শুনতে
সুনিহরু ৫৫/৫৭৮=শ্রবণ করা হোক
সুসু ৪০/২০০ } =শোন
সুসুহ ১০৬/৮৪ }
সুপহু ১০৯/১৬৭=সুপ্রভু, -র
সুমঝাএ ১৫৬/৬৯১=বোঝে
সুমঝএো ২২২/৬৮৭=মনে করি
সুমঝিরহি ১৭৬/৫০০=মনে করে
সুমন ১৩২/৯৭=সম্মতি
সুমন ১৮৩/৬৬৫=প্রফুল্ল মনে
সুমরণ ৩৪/৩৮=স্মরণ
সুমরি ৫০/৪৫০=স্মরণ করে
সুমরিহু ৫৯/৬৭৮=স্মরণ করি
সুমর্ণা ৮১/২৬৩=স্মরণ
সুমুঝল ১০৯/১৫৫=সমুঝল, বুঝলাম
সুরঙ্গ ১৪৪/৪০৩=উত্তম বর্ণ
সুরুজ ১৫৩/৬১৮=সূর্য
সুরত ২৭/৫৯১=কেলি

সুরসরিধার ১০৩/১১=স্বর্গের গঙ্গা
সুরুজ ৯৯/৭০০=সূর্য
সুরুপুর ১০৫/৭০=স্বর্গপুরী
সুরে ১৭১/৩৫৮=শূল, নিদারুণ
সুসারে ১৬/৩২৮=অত্যন্ত সারবান্
সুসোহে ১০৪/৩৬=সুন্দর রূপে শোভা পাচ্ছে
সূঢ় ১৯৩/১৫১= ?
সৃজরি ৮৮/৪৩২=সৃষ্টি করলেন
সেউ ১৮৬/৭৪৩=সেই
সেওব ১৯০/৭৭=সেবা করব
সেবি ২৪/৫১৪=সেই, বি<অপি
সেবেচ্ছলে ১০৮/১৩৩=সেবার ছলে
সেরি ১৪৩/৩৬২=শুদ্ধ পাঠ 'মেরি'=আমার
সেষ ১৮২/৬৩৪=শেষ
সেহে ৩৮/১৪৫=সেই
সেহে ১৩৭/২১৯=তাঁকে
স্বেচ্ছাএে ১১৫/৩১৪=নিজের ইচ্ছাতে
সোআধিন ১১৮/৩৮৫=স্বাধীন
সোগ ১৬৮/২৯৭=শোক
সোঝ ১২১/৪৬০ } =সোজা
সোঝা ৪৯/৪১৯ }
সোভাবে ১৪৫/৪২৭=স্বভাবে
সোরহ ১০৫/৬৭=ষোল
সোহ ১১৩/২৭৪=শোভা
সোহএ ১৪০/২৮৮=শোভা পায়

সোহাউনি ১৫৯/৬২=শোভাযুক্ত
সোহাএ ১৩৪/১৪১=শোভা পায়
সোহাব ১১১/২১৩=স্বভাব
সোহে ১০৩/১২=শোভা পায়
স্পন্দ ১৫০/৫৩৯=স্পন্দিত
স্পন্দএন ১৫০/৫৩৭=স্পন্দমান
স্মর্ণ ৪০/১৯৫=স্মরণ
স্মৃতিকে করু ১৮৬/৭৫০=ধ্যান করা হোক
স্রক্ ১৮০/৫৮৫=মালা
স্রুবস্রুক্‌খড়্গা পলাশ১২৬/৫৮৭=যজ্ঞে ঘৃত ঢালবার জন্য পলাশ বৃক্ষের নির্মিত হাতা বিশেষ

হএ ১১৫/৩৩০=হয়ে
হঠ ৪৪/৩১৩=বলাৎকার
হবি ১৩৪/১৪৪=নৈবেদ্য
হমর ১০৯/১৭৮=আমার
হমরা ১৬৫/২২৬=আমাদের
হমরাস ১৮৩/৬৭৯=আমার সঙ্গে
হমরাহু ১৫০/৫৫০=আমরাও
হমরি ১৪৬/৪৩৫=আমার
হমলা ১৬৭/২৬৮=আমাদের
হমহু ৫৭/৬২৮=আমিও
হমহু ১৭৯/৫৬০=আমরাও
হমে ১৩৩/১০৯=আমি
হয় ২৩/৫০৩=ঘোড়া
হয়গয় ১২৪/৫৩৭=ঘোড়া, গজ (হাতী)
হয়বর ১৩৬/১৮৮=শ্রেষ্ঠ অশ্ব
হরখ ১৪২/৩৪৬=হর্ষ
হরখীত ১৯৭/৫৮=হরষিত
হরখে ১৪৮/৫০০=আনন্দে
হরগণে ৮৩/৩০৬=শিবের অনুচরবৃন্দে
হরতা ১০০/৭২৬=হর্তা
হরথু ১২৭/৬১৪=দূর কর
হরলথি ১৮২/৬৩০=হরণ করেন
হরি ১৩৪/১৪৯=সিংহ
হরিলেত ১৬৩/১৬৮=হরণ করল
হলেখে ১৯৯/১০৯=হর্ষে
হসহ ১৯১/৯৬=হাসছ
হসি ১৯৪/১৬১=হেসে
হাড়মাল ১০৩/১৫=হাড়ের মালা
হাটবাটনীক ২০৩/২০৬=হাটের রাস্তা
হাথস ১৮০/৬০২=হাত থেকে
হারএ ১৫৭/১০=পরাজিত করে
হারো ১৬৮/২৯৪=হার
হি ১৫৭/১০=বাড়তি শব্দ
হিঅ ১২১/৪৭৫=চিত্ত
হিনকরি ১৭৩/৪০৭ } =তাঁর
হিনকা ৩৯/১৮৪ }
হিমধাম ১৪১/৩১৭=চন্দ্র
হিরণ ১১৪/৩০৪=হিরণ্যকশিপু
হিরদ ২৭/৫৯২=হৃদয়
হিয়এ ১৯৪/১৬৪=হৃদয়েতে
হুনক ১৬৭/২৬৬ } =তাঁর
হুনকরা ১০৮/১৩৩ }

হনকা ১০৮/১৩৯=তাঁকে
হনকা ১৮৪/৭০১=তাঁর
হনি ৯৫/৬০১=উনি
হনি ১৪১/৩২০=তাঁর
হনি ১৮৪/৬৯৯=ওই
হনিকা ৬০/৭১৪=তাঁর
হের ৪৮/৪০০=হোল
হেরইতে ৪৪/৩০৮=দেখতে
হেরি ৩৯/১৮৫=হোল
হেরিএ ৬৩/৭৭৮=দেখে
হেলএ ১৫২/৫৮২=হেলায়
হৈ ৪৭/৩৯১=হচ্ছে
হৈ ৮২/২৮১=হয়ে
হৈয়ো ২৮/৬২৮=হোল
হোঅ ২৬/৫৭৭=হয়

হোঅএ ৪৪/৩১০=হয়
হোঅথি ১৯০/৬৪=হোল
হোঅথু ২২৪/৭১৬=হোল
হোঅহ ১৫৫/৬৭৭=হয়
হোইতি ১৪৪/৩৮৭=হবে
হোউ ৪২/২৫৮=হোক
হোএ ১১৪/৯৯=হয়
হোএ ১৯৩/১৫৩=হয়ে
হোএত ১১২/২৪০=হবে
হোএত ১২৮/৬৩৫=হয়
হোএতাহ ১০৯/১৫৭=হবেন
হোতা ১৬৩/১৬৩=হোমকর্তা
হোথু ১০৬/৮০=হোন
হোব ৯৯/৭১৩=হোক
হোয়তাহ ১৯০/৬৮=হবেন
